আল-আদাবুল মুফরাদ

(হাদীস সংকলন)

মূল

ইমাম বুখারী (র)

অনুবাদ

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري
رحمه الله

আল-আদাবুল মুফরাদ

সংকলক

ইমাম বুখারী (র)

অনুবাদক

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বি. কম. (অনার্স); এম. কম; এম. এম.

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❒ বাংলাবাজার ❒ মগবাজার

আল-আদাবুল মুফরাদ
(মানুষের আচার-ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ)
ইমাম বুখারী (র)-এর একটি অনন্য হাদীস সংকলন।

অনুবাদ : আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রোপ্রাইটর
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর-২০০১

তৃতীয় প্রকাশ
মে-২০১৪
রজব-১৪৩৫
জ্যৈষ্ঠ-১৪২১

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

বিনিময় : চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

الادب المفرد للامام ابى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى
رحمه الله تعالى مترجم محمد موسى (باللغة البنغالية)

AL-Adabul Mufrad (Personal Manners & Etiquites) Imam Bukhari (R) Translated into Bengali By Moulana Muhammad Musa Published by Muhammad Golam Kibria Proprietor Ahsan Publication 38/1 Banglabazar, Dhaka-1100, First Edition November-2001, Third Edition May-2014, **Price : Taka 450.00 only.**

AP-73

অভিমত

আমার স্নেহভাজন গবেষক আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ইমাম বুখারী (র)-এর অনবদ্য হাদীস সংকলন "আল-আদাবুল মুফরাদ"-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। তিনি গ্রন্থখানির আয় বাউফল কল্যাণ ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে বাউফল কল্যাণ ট্রাস্ট মসজিদ নির্মাণের জন্য ওয়াক্ফ করায় আমি আরো অধিক আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ তাআলা তার এই উদ্যোগ কবুল করুন। বিশেষত আল্লাহ্র সম্পদশালী ধর্মভীরু বান্দাগণ গ্রন্থখানি ক্রয়ের মাধ্যমে ও অন্যবিধ সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারা এই মসজিদ নির্মাণে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি। আমি দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তার এই খেদমত কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

মাওলানা উবায়দুল হক
খতীব, বায়তুল মোকাররম
জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।

তারিখ ঃ ২৫ রমযান, ১৪২২ হিজরী

শব্দসংক্ষেপ

অনু. = অনুবাদক/অনূদীত
(আ) = আলাইহিস সালাম
আ = মুসনাদে আহ্‌মাদ
আক = ইবনে আসাকির-এর তারীখ
আন = মুসনাদ আবু আওয়ানা
ই = সুনান ইবনে মাজা
ইলা = মুসনাদ আবু ইয়ালা
খ. = খণ্ড
খু = ইবনে খুযায়মার আল-মুসনাদ
খৃ. = খৃস্টাব্দ
জ. = জন্মসাল
তহা = ইমাম তাহাবী (র)-এর শারহু মাআনিল আছার বা মুশকিলুল আছার।
তা = ইমাম তাবারানী (র)-এর আল-মুজামুল কবীর, আওসাত ও সগীর।
তাব = ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র)-এর তাফসীর।
তি = জামে আত-তিরমিযী
তিশা = শামাইলে তিরমিযী
দা = সুনান আবু দাউদ
দার = সুনান আদ-দারিমী
দুর = ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর তাফসীর আদ-দুররুল মানছূর।
দ্র. = দ্রষ্টব্য
নব = ইমাম নববী (র)-এর আত-তিব্‌য়ান ইত্যাদি গ্রন্থ।
না = সুনান আন-নাসাঈ (আল-মুজতাবা) ও আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইল।
পৃ. = পৃষ্ঠা
বু = সহীহ আল-বুখারী
মা = মুওয়াত্তা ইমাম মালেক
মু = সহীহ মুসলিম
মৃ. = মৃত্যু সাল
(র) = রাহিমাহুল্লাহু
(রা) = রাদিয়াল্লাহু আনহু
রায = মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক
শা = আল-মুসান্নাফ ইবনে আবু শায়বা (র)
শুআব = ইমাম বায়হাকীর শুআবুল ঈমান
(স) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা = সম্পাদিত
সা = তবাকাত ইবনে সাদ
সুন্নী = ইবনুস সুন্নী
হি = ইবনে হিব্বান-এর রাওদাতুল উকালা
হি. = হিজরী সাল

জযম = ْ

তাশদীদযুক্ত যের = ِّ

নিবেদন

আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানীতে ইমাম বুখারী (র) সংকলিত হাদীসের দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব "আল-আদাবুল মুফরাদ"-এর বাংলা অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। যে সময় কিতাবখানির অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করলাম তখন মুসলিম বিশ্বের একটি উদীয়মান শক্তিকে দাজ্জালের প্রতিভূ পাশ্চাত্যের পথভ্রষ্ট ও জালেম খৃস্টান শক্তি অত্যন্ত নির্মমভাবে নিঃশেষ করে দিলো। আমরা মুসলমানগণ শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করলাম। আর মুসলিম বিশ্বের শাসকশ্রেণী দাজ্জালের আজ্ঞাবহের ভূমিকাই পালন করলো।

হযরত ঈসা (আ)-এর ইনতিকালের প্রায় ছয় শত বছর পর অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতাকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ (স)-কে প্রেরণ করেন। অতঃপর আজ প্রায় চৌদ্দ শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। গোটা বিশ্বে আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহূদী ও বিশেষত খৃস্টান শক্তির দ্বারা মুসলমানগণ নির্বিচারে নির্যাতিত হচ্ছে, নির্দয়ভাবে তারা গণহত্যার শিকার হচ্ছে। আজ পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহ্ বলতে একটি শক্তিহীন অসহায় নির্যাতিত জাতিকেই বুঝায়। এই অবস্থা আর কতো কাল চলবে!

যে আরব জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মূল শক্তি হিসাবে দায়িত্ব দিলেন, তারাই আজ ভ্রষ্টতার দিকে পদচারণা করছে। তারা বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে মুসলিম উম্মাহ্র সংহতি ও অগ্রগতির জন্য তা ব্যয় না করে, নিজেদের বিলাসিতায় ও নৈতিকতাহীন লালসা চরিতার্থ করায় ব্যয় করছে। এখানকার সাধারণ জনগোষ্ঠী আজ বিরোধী মত অসহিষ্ণু কঠোর মনোভাবাপন্ন শাসকদের শাসনাধীন। এখানকার আদালতসমূহে সামরিক স্বৈরাচার ও রাজ-পরিবারের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চলে না। তাদের সমালোচনা করা যায় না। তাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অর্থই হচ্ছে নির্মমভাবে জীবনপাত। জনগোষ্ঠী যেন এক অসহায় নির্বাক সম্প্রদায়। এই অবস্থা আর কতো কাল চলবে!

আল্লাহ্ তায়ালার নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন শাব্দিক অর্থে এখনো সম্পূর্ণ অক্ষত। এতে না বাইরের কিছু যোগ হতে পেরেছে আর না তার কোন অংশ অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগ বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। কোন একটি মুসলিম রাষ্ট্রেও কুরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ নাই। মহানবী (স) বলেন ঃ

يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ .

"আলেমদের পদস্খলন, আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে মোনাফিকদের বিতর্ক এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করবে" (দারিমী, মুকাদ্দিমা, নং ২১৪)।

اِنَّمَا اَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الاَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ .

"আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে অধিক ভয় করি পথভ্রষ্ট শাসকদের" (দারিমী, নং ২০৯; আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহ্মাদ)।

মুসলিম জনগোষ্ঠী কুরআন পড়ে ঠিকই, এর প্রতি তাদের ঈমান, গভীর শ্রদ্ধাবোধ অটুট আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনে এর অনুশীলন অনুপস্থিত। যে জাতিটিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা মানবতাকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব দিয়েছেন, আজ তারাই পথভ্রষ্ট। অন্যকে কিভাবে পথ দেখাবে। আজ তাদেরকে পথে টেনে আনবার মহাবলিষ্ঠ এক রাহ্বারের প্রয়োজন।

জাহিলিয়াতের যে ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূলগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আজ ঠিক তদ্রূপ, বরং তদপেক্ষা অধিক জাহিলিয়াত বিরাজমান। বিশ্বপরিস্থিতি ভাবতে বাধ্য করছে, হযরত ঈসা (আ) ও ইমাম মাহ্দীর আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত অতি নিকটবর্তী হয়তো। এটাই আমার বিশ্বাস। কারণ সর্বশেষ অক্ষত আসমানী কিতাবখানা দীর্ঘকাল ধরে অকেজো থাকতে পারে না। মানবজাতির পথপ্রদর্শকরা দীর্ঘকাল পথহারা, অলস ও স্থবির হয়ে বসে থাকতে পারে না। কিতাবখানির অনুবাদ ও প্রকাশনার মুহূর্তে আল্লাহ্র দরবারে মুসলিম উম্মাহ্র হেদায়াত কামনা করছি।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইমাম বুখারী (র)-এর এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছি। গ্রন্থখানির আয় পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল থানার "বাউফল কল্যাণ ট্রাস্ট"-এর উদ্যোগে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের জন্য আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভের বাসনায় ওয়াক্ফ করলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই উদ্যোগ কবুল করুন। পাঠকদের কাছে আমার বিনীত আবেদন, আপনারা মহানবী (স)-এর অমর বাণী সম্বলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আপনাদের সাহায্য-সহায়তা কবুল করুন।

সাথে সাথে কিতাবখানির কম্পোজিটর, মুদ্রাকর, বাঁধাইকার ও পরিবেশক প্রমুখকেও আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দিবেন এই কামনা করি। স্নেহাস্পদ সুলতানা রাজিয়া (লাকী) ও কামরুন নাহার সেলিনা প্রেসকপি তৈরি করে দেয়ায় তাদের জন্যও আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সকলের সৎকাজ কবুল করুন এবং তাদের তওবা কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা, পো ঃ কালাইয়া
থানা ঃ বাউফল, জিলা ঃ পটুয়াখালী।

তারিখ ঃ ২৫ রমযান, ১৪২২ হিজরী

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ

পিতা-মাতার সাথে সদাচার

অনুচ্ছেদ

আত্মীয়তার বন্ধন

সন্তানের প্রতি মমতা

অনুচ্ছেদ

প্রতিবেশীর সাথে সদাচার

ভদ্র আচার-ব্যবহার

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

বদান্যতা, কৃপণতা ও চারিত্রিক দোষত্রুটি

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত

অনুচ্ছেদ

বিবিধ বিষয়

অনুচ্ছেদ

দোয়া-দুরূদ

অনুচ্ছেদ

মেহমানদারি

অনুচ্ছেদ

গান-বাজনা ও অলসতা

অনুচ্ছেদ

অর্থপূর্ণ নাম রাখা এবং কদর্য নাম পরিবর্তন

অনুচ্ছেদ

কবিতা চর্চা ও ব্যঙ্গ-কৌতুক

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

দেখা-সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

চিঠিপত্রের আদান-প্রদান

সভা-সমাবেশ ও তার রীতিনীতি

অনুচ্ছেদ

ঘুমানোর আদব-কায়দা

অনুচ্ছেদ

জন্মোৎসব ও খতনা অনুষ্ঠান

অনুচ্ছেদ

জুয়া ও দাবা খেলা

কুমন্ত্রণা, কুধারণা ও বাচালতা

অনুচ্ছেদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

١- بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰي : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

১ - অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি" (২৯ঃ ৮)।

١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الصَّلاَةُ عَلٰي وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ .

১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বলেন ঃ ওয়াক্তমত নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন (বু, মু,দা,তি,না)।

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

২। ইবনে উমার (রা) বলেন, (কারো প্রতি তার) পিতা সন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার পিতা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও অসন্তুষ্ট থাকেন (তি, হা, বায,তা, দুর)।

٢-بَابُ بِرِّ الاُمِّ

২-অনুচ্ছেদ ঃ মায়ের সাথে সদাচার।

٣- عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ.

৩। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সদ্ব্যবহার পেতে কে অগ্রগণ্য? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার পিতা, তারপর ক্রমান্বয়ে আত্মীয়ের সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে (দা,তি,হা)।

٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ خَطَبْتُ امْرَاَةً فَاَبَتْ اَنْ تَنْكَحَنِيْ وَخَطَبَهَا غَيْرِيْ فَاَحَبَّتْ اَنْ تَنْكحهُ فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا فَهَلْ لِّيْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ اُمُّكَ حَيَّةٌ قَالَ لاَ قَالَ تُبْ اِلَي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَرَّبْ اِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ فَذهَبْتُ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لِمَ سَاَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ اُمِّهِ قَالَ اِنِّيْ لاَ اَعْلَمُ عَمَلاً اَقْرَبُ اِلَي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ.

৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করলো। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহ্র নিকট তওবা করো এবং যথাসাধ্য তাঁর নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। আতা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কিনা তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নাই (বা)।

٣- بَابُ بِرِّ الْاَبِ

৩– অনুচ্ছেদ ঃ পিতার সাথে সদাচার।

٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ قال ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قال ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قال ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبَاكَ .

৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সদাচার প্রাপ্তির অগ্রগণ্য ব্যক্তি কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা। তিনি বলেন, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। তিনি বলেন, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। তিনি বলেন, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা (বু, মু, ই, আ, তহা)।

٦- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَتَي رَجُلٌ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَاْمُرُنِيْ قَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ الْخَامِسَةَ فَقَالَ بِرَّ اَبَاكَ .

৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে একই কথা

বললে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পুনরায় একই কথা বললে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার পিতার সাথে সদাচার করবে (বু, মু, ই, আ, তহা)।

٤- بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَاِنْ ظَلَمَا

৪– অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতা যুলুম করলেও তাদের সাথে সদাচার করতে হবে।

٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا مِنْ مُسلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ اِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا الاَّ فَتَحَ اللّٰهُ لَهُ بَابَيْنِ يَعْنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِداً فَوَاحِداً وَاِنْ اَغْضَبَ اَحَدُهُمَا لَمْ يَرْضَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰي يَرْضٰي عَنْهُ قِيْلَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ.

৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে কোন মুসলমানের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাদের খোঁজ-খবর নিলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেন এবং তাদের একজন থাকলে একটি দরজা। সে তাদের কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো, তারা তার উপর যুলুম করে থাকলে? তিনি বলেন, তারা তার উপর যুলুম করলেও (বা)।

٥- بَابُ لِيْنِ الْكَلاَمِ لِوَالِدَيْهِ

৫- অনুচ্ছেদঃ পিতা- মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা ।

٨- حَدَّثَنِيْ طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَاَصَبْتُ ذُنُوْبًا لاَ اَرَاهَا الاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَتْ هٰذِه مِنَ الْكَبَائِرِ هُنَّ تِسْعٌ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ نَسَمَةٍ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالَّذِيْ يَسْتَسْخِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوْقِ قَالَ لِيْ ابْنُ عُمَرَ اَتَفْرَقُ مِنَ النَّارِ وَتُحِبُّ اَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ اِيْ وَاللّٰهِ قَالَ اَحَيٌّ وَالِدَاكَ قُلْتُ عِنْدِيْ اُمِّيْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَوْ اَلَنْتَ لَهَا الْكَلاَمَ وَاَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ .

৮। তায়সালা ইবনে মায়্যাস (র) বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি তা ইবনে উমার (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি ঃ (১) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা,

(৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন, (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো, (৫) সূদ খাওয়া, (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা, (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে উমার (রা) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো (তাবারীর তাফসীর, আবদুর রাযযাক আল-খারাইতীর মাসাবিউল আখলাক)।

٩- عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) قَالَ لاَ تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ اَحَبَّاهُ .

৯। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। "তাদের জন্য মায়া-মমতার পক্ষপুট বিস্তার করে দাও"(১৭ঃ ২৪) শীর্ষক আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, তারা যে জিনিসই পছন্দ করেন, তাতে বাধা দিও না (তাবারী)।

٦- بَابُ جَزَاءِ الْوَالِدَيْنِ

৬- অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার প্রতিদান ।

١٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْزِيْ وَلَدٌ وَالِدَهُ اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيْهِ فَيُعْتِقَهُ.

১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে (মু, দা, ই, তি, হি, তহা)।

١١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ اَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ اُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُوْلُ :

اِنِّيْ لَهَا بَعِيْرُهَا الْمُذَلَّلِ + اِنْ اُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ اُذْعَرْ

ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ اَتَرَانِيْ جَزَيْتُهَا قَالَ لاَ وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ فَاَتَي الْمَقَامَ فَصَلَّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ اَبِيْ مُوْسٰي اِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا اَمَامَهُمَا.

১১। আবু বুরদা (র) বলেন, তিনি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল,"আমি তার জন্য তার

অনুগত উটতুল্য+আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি।" অতঃপর সে ইবনে উমার (রা)-কে বললো, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে উমার (রা) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র! প্রতি দুই রাকআত নামায পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা (বায়হাকী, কানযুল উম্মাল)।

١٢- عَنْ أَبِيْ مُرَّةَ مَوْلَي عَقِيْلٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ وكَانَ يَكُوْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَكَانَتْ اُمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِيْ اٰخَرَ قَالَ فَاذَا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ وَقَفَ عَلَي بَابِهَا فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْك يَا اُمَّتَاهْ ورَحْمَةُ اللّٰهِ وبَرَكَاتُهُ فَتَقُوْلُ وَعَلَيْكَ يا بُنَيَّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وبَرَكَاتُهُ فَيَقُوْلُ رَحِمَكِ اللّٰهُ كَمَا رَبَّيْتِنِيْ صَغِيْرًا فَتَقُوْلُ رَحِمَكَ اللّٰهُ كَمَا بَرَرْتَنِيْ كَبِيْرًا ثُمَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَ صَنَعَ مِثْلَهُ .

১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মারওয়ান তাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিল এবং তিনি তখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। তিনি একটি ঘরে বাস করতেন এবং তার মা আর একটি ঘরে বাস করতেন। যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন তখন তার মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, "আসসালামু আলাইকে ইয়া উম্মাতাহ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" (মা! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। তার মা বলতেন, "ওয়া আলাইকা ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" (হে পুত্র! তোমার উপরও শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। তিনি পুনরায় বলতেন, আল্লাহ "আপনার প্রতি দয়া করুন যেভাবে আপনি আমার শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন"। তার মা বলতেন, "আল্লাহ তোমার প্রতিও দয়া করুন যেরূপ আমার বার্ধক্যে তুমি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করছো"। অতঃপর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখনও অনুরূপ বলতেন (আ)।

١٣-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَي الْهِجْرَةِ وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا .

১৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে কান্নারত অবস্থায় ত্যাগ করে নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বলেনঃ তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছো তেমনি তাদের মুখে গিয়ে হাসি ফুটাও (বু, মু, দা, না, ই)।

١٤- عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلَي اُمِّ هَانِيْءٍ بِنْتِ اَبِي طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَكِبَ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اِلَي اَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ فَاذَا دَخَلَ اَرْضَهُ صَاحَ بِاَعْلَي صَوْتِهِ عَلَيْك السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا اُمَّتَاهُ تَقُوْلُ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ يَقُوْلُ رَحِمَكِ اللّٰهُ كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا فَتَقُوْلُ يَا بُنَيَّ وَاَنْتَ فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِيْ كَبِيْرًا .

১৪। আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী (রা)-র মুক্তদাস আবু মুররা (র) অবহিত করেন যে, তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে তার খামার বাড়ীতে একই বাহনে চরে গমন করেন। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন, আলাইকিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইয়া উম্মাতাহ্। তার মা বলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবার আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রহিমাকিল্লাহু কামা রব্বায়তানী সাগীরা। তার মা বলেন, ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া আনতা জাযাকাল্লাহু খায়রান ওয়া রাদিয়া আনকা কামা বাররতানী কাবীরা (বা)।

٧- بَابُ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ

৭- অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি ।

١٥- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوْا بَلٰي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ مَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰي قُلْتُ لَيْتَهُ سَكَتَ.

১৫। আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মকগুলি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? কথাটি তিনি তিনবার বলেন। সাহাবাগণ বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (শিরক) এবং পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ। তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বলেনঃ এবং মিথ্যা বলা। তিনি এ কথাটি বারবার বলছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, আহা! তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন (বু. মু. তি)।

١٦-عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَي الْمُغِيْرَةِ اُكْتُبْ اِلَيَّ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَرَّادٌ فَاَمْلٰي عَلَيَّ وَكَتَبْتُ بِيَدَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَنْهٰي عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ قِيْلَ وَقَالَ .

১৬। মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র সচিব ওয়াররাদ বলেন, মুয়াবিয়া (রা) তাকে পত্র লিখলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে তুমি যা শুনেছো তা আমাকে লিখে পাঠাও। ওয়াররাদ বলেন, মুগীরা (রা) আমার দ্বারাই লিখালেন এবং আমি স্বহস্তে লিখলাম। আমি তাঁকে "বেশী যাঞ্চা করতে, অর্থের অপচয় করতে এবং গুজবে কান দিতে নিষেধ করতে শুনেছি" (বু, মু, দা)।

٨- بَابُ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

৮- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন।

١٧- عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْئٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً قَالَ مَا خَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْئٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ اِلاَّ مَا فِيْ

قِرَابِ سَيْفِي ثُمَّ اَخْرَجَ صَحِيْفَةً فَاذَا فِيْهَا مَكْتُوْبٌ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰي مُحْدِثًا .

১৭। আবু তোফাইল (র) বলেন, আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স) কি কোন বিশেষ ব্যাপার আপনাকে বলেছেন, যা সর্বসাধারণকে বলেননি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা একান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একখানি লিপি বের করলেন। তাতে লেখা ছিলঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে পশু জবাই করে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। যে ব্যক্তি বেদাতীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ (মু,না,আ)।

٩- بَابُ يَبِرُّ وَالِدَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً

৯- অনুচ্ছেদ ঃ পাপাচার ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার অনুগত থাকা ।

١٨- عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتِسْعٍ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِّعْتَ اَوْ حُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ مُتَعَمِّدًا وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَاَطِعْ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَلاَ تُنَازِعَنَّ عَنْ وُلاَةِ الْاَمْرِ وَاِنْ رَاَيْتَ اَنَّكَ اَنْتَ وَلاَ تَفْرِرْ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ اَصْحَابُكَ وَاَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلٰي اَهْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلٰي اَهْلِكَ وَاَخِفْهُمْ فِيْ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১৮ । আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে নয়টি ব্যাপারে ওসিয়াত করেছেন ঃ (১) আল্লাহ্‌র সাথে কিছু শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করো না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (৩) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি। (৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে। (৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখো যে, তুমিই তুমি। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে। (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো। (৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না এবং (৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত রাখবে।

١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ اُبَايِعُكَ عَلَي الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ اَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا .

১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি হিজরত করার জন্য আমার পিতা-মাতাকে কান্নারত রেখে আপনার নিকট বায়আত হতে এসেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছো সেভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাও (মু,না,দা,তি)।

٢٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فَقَالَ اَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

২০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিহাদে যাত্রার উদ্দেশ্যে নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ যাও, তাদের মধ্যে (সেবাযত্নের) জিহাদে প্রবৃত্ত হও (বু, মু, দা, না, তি)।

١٠- بَابُ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

১০- অনুচ্ছেদঃ পিতা-মাতাকে পেয়েও যে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করতে পারেনি।

٢١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ.

২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তার নাক ধুলিমলিন হোক! তার নাক ধুলিমলিন হোক!! তার নাক ধুলিমলিন হোক!!! সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কার নাক? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেলো অথচ সে দোযখে গেলো (মু, তি, আ)।

١١- بَابُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ زَادَ اللّٰهُ فِيْ عُمُرِهِ

১১- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচার করে আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন।

٢٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبٰي لَهُ زَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ عُمُرِهِ.

২২। মুআয (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করলো তার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করেন (হা, তা, ইলা)।

١٢- بَابُ لاَ يَسْتَغْفِرُ لِاَبِيْهِ الْمُشْرِكِ

১২- অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নিজ মুশরিক পিতার জন্য যেন ক্ষমা প্রার্থনা না করে।

٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اِلَي قَوْلِهِ كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا فَنَسَخَهَا الْاٰيَةُ فِيْ بَرَاءَةَ مَا كَانَ

لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِي قُرْبٰي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ .

২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ "তোমার জীবদ্দশায় তাদের কোন একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের প্রতি (বিরক্তিসূচক) উহ্ শব্দটিও বলো না, ...যেমন তারা তোমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে" (১৭ ঃ ২৪)। উক্ত আয়াত "মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও ঈমানদারদের জন্য শোভনীয় নয়, যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়, তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পরও যে, তারা দোযখবাসী" (৯ ঃ ১১৩) এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে (তা, দুর)।

١٣- بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

১৩– অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার সাথেও সদাচার করতে হবে।

٢٤- عَنْ سَعْدِ ابْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰي كَانَتْ اُمِّيْ حَلَفَتْ اَنْ لاَّ تَاْكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ حَتّٰي اُفَارِقَ مُحَمَّدًا ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰي اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا. وَالثَّانِيَةُ اَنِّيْ كُنْتُ اَخَذْتُ سَيْفًا اَعْجَبَنِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَبْ لِيْ هٰذَا فَنَزَلَتْ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ . وَالثَّالِثَةُ اَنِّيْ مَرِضْتُ فَاَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَقْسِمَ مَالِيْ اَفَاُوْصِيْ بِالنِّصْفِ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ الثُّلُثُ فَسَكَتَ فَكَانَ الثُّلُثُ بَعْدَهُ جَائِزًا وَالرَّابِعَةُ اَنِّيْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ مَعَ قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَضَرَبَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَنْفِيْ بِلَحْيِ جَمَلٍ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ.

২৪। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবের চারটি আয়াত নাযিল হয়। (১) আমার মা শপথ করেন যে, আমি যতক্ষণ মুহাম্মাদ (স)-কে ত্যাগ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেনঃ "পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে"(৩১ ঃ ১৫)। (২) একখানি তরবারি আমার পছন্দ হলে আমি তা গ্রহণ করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এটা দান করুন। তখন নাযিল হলো, "লোকে আপনার নিকট যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে" (৮ ঃ ১)। (৩) আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সম্পদ বণ্টন করে দিতে চাই । আমি কি আমার অর্ধেক সম্পত্তি সম্পর্কে ওসিয়াত করবো? তিনি বলেনঃ না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি নিরুত্তর থাকলেন। শেষে এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করা বৈধ করা হয়। (৪) আমি কতক আনসারীর সাথে মদপান করি। তাদের মধ্যকার

এক ব্যক্তি উটের নীচের চোয়ালের হাড় আমার নাকের উপর ছুড়ে মারে। আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে মহামহিম আল্লাহ মদ্যপান হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত (৫ ঃ ৯০-৯১) নাযিল করেন (মু, দা, আ, তি, তাব)।

٢٥- اَخْبَرَتْنِيْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ اَتَتْنِيْ اُمِّيْ رَاغِبَةٌ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ .

২৫। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) বলেন, আমার মা নবী (স) -এর যুগে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট অবস্থায় আমার কাছে আসেন। আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। ইবনে উয়ায়না (র) বলেন, এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নাযিল করেনঃ "যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না" (৬০ ঃ ৮) (বু, মু, দা)।

٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاٰي عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْتَعْ هٰذِهِ فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْوُفُوْدُ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلَي عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ اَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ اِنِّيْ لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ تَبِيْعُهَا اَوْ تَكْسُوْهَا فَاَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ اِلَي اَخٍ لَهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ.

২৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) একটি লাল বর্ণের রেশমী চাদর বিক্রি হতে দেখে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আপনি ক্রয় করুন। জুমুআর দিন ও বহিরাগত প্রতিনিধি দলসমূহের সাথে সাক্ষাতদানকালে তা আপনি পরতে পারবেন। তিনি বলেন ঃ তা সেইসব লোকই পরবে যাদের (আখেরাতে) কোন অংশ নাই। পরে অনুরূপ লাল বর্ণের কিছু সংখ্যক রেশমী চাদর নবী (স)-এর দরবারে আসে। তিনি তার একটি উমারের কাছে পাঠিয়ে দেন। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এটা পরিধান সম্পর্কে যা বলেছেন, তারপর আমি তা কিভাবে পরতে পারি! তিনি বলেন ঃ আমি তা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি, বরং তুমি তা বিক্রি করবে অথবা কাউকে পরতে দিবে। উমার (রা) তা তার জনৈক মক্কাবাসী ভাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি (বু, মু, দা, না)।

١٤- بَابُ لاَ يَسُبُّ وَالِدَيْهِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয় ।

٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ فَقَالُوْا كَيْفَ يَشْتِمُ قَالَ يَشْتِمُ الرَّجُلُ فَيَشْتِمُ اَبَاهُ وَاُمَّهُ.

২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহের একটি হলো নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবীগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে! তিনি বলেনঃ সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, প্রতিশোধ স্বরূপ ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে (বু, মু, দা, তি)।

٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰي اَنْ يُسْتَسِبَّ الرَّجُلُ لِوَالِدَهُ.

৯২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, পিতা-মাতাকে গালি শুনানো আল্লাহ্‌র নিকট একটি কবীরা গুনাহ (বু, মু, দা, তি)।

١٥- بَابُ عُقُوْبَةِ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ

১৫- অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি।

٢٩- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُعَجِّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

২৯। আবু বাকরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধের শাস্তি অন্যান্য পাপের চেয়ে দ্রুত অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। পরকালের শাস্তি তো আছেই (দা, তি, ই, আ, হা, হি)।

٣٠- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ هُنَّ الْفَوَاحِشُ وَفِيْهِنَّ الْعُقُوْبَةُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَفَزَ قَالَ وَالزُّوْرُ.

৩০। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা ব্যভিচার, মদ্যপান ও চুরি সম্পর্কে কি বলো? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ এগুলি জঘন্য পাপাচার এবং এগুলির জন্য ভীষণ শাস্তি অবধারিত আছে। আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? মহান আল্লাহ্‌র সাথে শীরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যাচারী হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলেনঃ এবং মিথ্যাচার (বা,তা)।

١٦-بَابُ بُكَاءِ الْوَالِدَيْنِ

১৬- পিতা-মাতার কান্না।

٣١-عَنْ طَيْسَلَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوْقِ وَالْكَبَائِرِ.

৩১। তায়সালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেনঃ পিতা-মাতাকে কাঁদানো এবং তাদের অবাধ্যাচরণ কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত (৮ নং হাদীসের বরাত)।

١٧- بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ

১৭- অনুচ্ছেদঃ পিতা-মাতার দোয়া।

٣٢-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَهُنَّ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَي وَلَدِهِمَا.

৩২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নাই। (১) মযলুম বা নির্যাতিতের দোয়া, (২) মুসাফিরের দোয়া এবং (৩) সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া (দা,তি,ই)।

٣٣-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا تَكَلَّمَ مَوْلُوْدٌ مِّنَ النَّاسِ فِيْ مَهْدٍ اِلاَّ عِيْسَي بْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ قِيْلَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَمَا صَاحِبُ جُرَيْجٍ قَالَ فَاِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَجُلاً رَاهِبًا فِيْ صَوْمَعَةٍ لَهُ وَكَانَ رَاعِيْ بَقَرٍ يَاْوِيْ اِلَي اَسْفَلِ صَوْمَعَتِهِ وَكَانَتْ اِمْرَاَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْقَرْيَةِ تَخْتَلِفُ اِلَي الرَّاعِيْ فَاَتَتْ اُمُّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَقَالَ فِيْ نَفْسِهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ اُمِّيْ وَصَلاَتِيْ فَرَاٰي اَنْ يُّؤْثِرَ صَلاَتَهُ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ فِيْ نَفْسِهِ اُمِّيْ وَصَلاَتِيْ فَرَاٰي اَنْ يُّؤْثِرَ صَلاَتَهُ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اُمِّيْ وَصَلاَتِيْ فَرَاٰي اَنْ يُّؤْثِرَ صَلاَتَهُ فَلَمَّا لَمْ يُجِبْهَا قَالَتْ لاَ اَمَاتَكَ اللّٰهُ يَاجُرَيْجُ حَتّٰي تَنْظُرَ فِيْ وَجْهِ الْمُوْمِسَاتِ ثُمَّ انْصَرَفَتْ فَاُتِيَ الْمَلِكُ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ وَلَدَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ قَالَ اَصَاحِبُ الصَّوْمَعَةِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اهْدِمُوْا صَوْمَعَتَهُ وَاْتُوْنِيْ بِهِ فَضَرَبُوْا صَوْمَعَتَهُ بِالْفُؤُوْسِ حَتّٰي وَقَعَتْ فَجَعَلُوْا يَدَهُ اِلَي عُنُقِهِ بِحَبْلٍ ثُمَّ انْطُلِقَ بِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلَي الْمُوْمِسَاتِ فَرَاٰهُنَّ فَتَبَسَّمَ وَهُنَّ يَنْظُرْنَ اِلَيْهِ فِي النَّاسِ فَقَالَ الْمَلِكُ مَا تَزْعَمُ هٰذِهِ قَالَ مَا تَزْعَمُ قَالَ تَزْعَمُ اَنَّ وَلَدَهَا مِنْكَ قَالَ اَنْتِ تَزْعَمِيْنَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اَيْنَ هٰذَا الصَّغِيْرُ قَالُوا هُوَ ذَا فِيْ حِجْرِهَا فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ اَبُوْكَ قَالَ رَاعِي الْبَقَرِ قَالَ الْمَلِكُ اَنَجْعَلُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لاَ قَالَ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ لاَ قَالَ فَمَا نَجْعَلُهَا قَالَ رُدُّوْهَا كَمَا كَانَتْ قَالَ فَمَا الَّذِيْ تَبَسَّمْتَ قَالَ اَمْرًا عَرَفْتُهُ اَدْرَكَتْنِيْ دَعْوَةُ اُمِّيْ ثُمَّ اَخْبَرَهُمْ.

৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) এবং জুরাইজ সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত আর কোন মানব-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র দোলনায় কথা

বলেনি। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জুরাইজ কে? তিনি বলেনঃ জুরাইজ ছিলেন একজন উপাসনালয়বাসী সংসারত্যাগী দরবেশ। তার উপাসনালয়ের প্রান্তেই এক রাখাল বাস কারতো। গ্রাম্য এক নারী সেই রাখালের কাছে যাতায়াত করতো। একদিন জুরাইজের মা তার নিকট এসে বলেন, হে জুরাইজ! তিনি তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় মনে মনে বলেন, আমার মা এবং আমার নামায। তিনি তার নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। দ্বিতীয়বার তার মা জোরে ডাক দিলে তিনি মনে মনে বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি মায়ের উপর নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। তৃতীয়বার চীৎকার দিয়ে তার মা তাকে ডাকলে তিনি বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযকে অগ্রাধিকার দেয়াই সমীচীন ভাবলেন। জুরাইজ তার ডাকে সাড়া না দিলে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেনঃ "তোকে পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে যেন আল্লাহ তোর মৃত্যু না ঘটান"। অতঃপর তার মা চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু সন্তানসহ সেই নারীকে রাজ-দরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কার ঔরসে এ শিশুর জন্ম? সে বললো, জুরাইজের ঔরসে। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, উপাসনালয়বাসী জুরাইজ? সে বললো, হ্যাঁ। রাজা নির্দেশ দিলেন, উপাসনালয়টি ভেঙ্গে দাও এবং তাকে আমার নিকট হাযির করো। তারা কুঠারাঘাতে তার উপাসনালয়টি ভূপাতিত করলো এবং তার দুই হাত রশি দিয়ে তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে তাকে নিয়ে রাজ-দরবারে চললো। পথে পতিতা নারীরা সামনে পড়লো, তিনি তাদের দেখে মৃদু হাসলেন। তারাও তাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলো। রাজা তাকে বলেন, সে কি ধারণা করে? জুরাইজ বলেন, সে কী ধারণা করে? রাজা বলেন, তার দাবি এই যে, এ শিশু আপনার ঔরসজাত। জুরাইজ পতিতাকে বলেন, সত্যিই কি তোমার এই ধারণা? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, কোথায় সেই শিশু? তারা বললো, ঐ যে তার মায়ের কোলে। তিনি তার সামনে গেলেন এবং বললেন, কে তোমার পিতা? শিশুটি বললো, গরুর রাখাল। এবার রাজা বলেন, আমরা কি আপনার খানকাহ সোনা দ্বারা নির্মাণ করে দিবো? তিনি বলেন, না। রাজা পুনর্বার বলেন, তবে রূপা দ্বারা? তিনি বলেন, না। রাজা বলেন, তবে আমরা সেটিকে কি করবো? তিনি বলেন, তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তবে আপনার মৃদু হাসির কারণ কি? তিনি বলেন, মৃদু হাসির পেছনে একটা ঘটনা আছে যা আমার জানা ছিল। আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করেছে। অতঃপর তিনি সকল ঘটনা তাদেরকে অবহিত করেন (বু,মু)।

١٨- بَابُ عَرْضِ الاسْلاَمِ عَلَي الأُمِّ النَّصْرَانِيَّةِ

১৮- অনুচ্ছেদঃ খৃস্টান ধর্মাবলম্বী মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া ।

٣٤-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَا سَمِعَ بِيْ اَحَدٌ يَهُوْدِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ الاَّ اَحَبَّنِيْ اِنَّ اُمِّيْ كُنْتُ اُرِيْدُهَا عَلَي الْاِسْلاَمِ فَتَابْي فَقُلْتُ لَهَا فَاَبَتْ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ لَهَا فَدَعَا فَاَتَيْتُهَا وَقَدْ اَجَافَتْ عَلَيْهَا الْبَابَ فَقَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّيْ اَسْلَمْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ لِيْ وَلاُمِّيْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاُمُّهُ اَحِبَّهُمَا اِلَي النَّاسِ.

৩৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার পরিচিত যে কোন ইহূদী বা খৃস্টান আমাকে ভালোবাসে। আমি চাইতাম যে, আমার মা ইসলাম গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হতেন না। আমি তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি। আমি নবী (স)–এর নিকট

গিয়ে বললাম, আপনি তার জন্য দোয়া করুন। তিনি দোয়া করলেন। আমি তার নিকট গিয়ে দেখি, তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে আছেন । তিনি বলেন, হে আবু হুরায়রা! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি নবী (স)-কে তা অবগত করে বললাম, আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! তোমার বান্দা আবু হুরায়রা এবং তার মা, তাদের উভয়কে জনপ্রিয় করো" (মু,আ)।

١٩- بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

১৯- অনুচ্ছেদ ঃ মৃত পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

٣٥- عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَبَوَيَّ شَيْئٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا قَالَ نَعَمْ خِصَالٌ اَرْبَعٌ اَلدُّعَاءُ لَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لاَ رَحِمَ لَكَ اِلاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا.

৩৫। আবু উসাইদ (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেনঃ হাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দোয়া করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় (দা,ই,হা,হি)।

٣٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَيُّ شَيْئٍ هٰذِهِ فَيُقَالُ وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ.

৩৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কি জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে (ই,মা)।

٣٧- عَنْ غَالِبٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلِاُمِّيْ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمْ حَتّٰي نَدْخُلَ فِيْ دَعْوَةِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ.

৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে, আমার মাকে এবং তাদের দু'জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের সকলকে তুমি ক্ষমা করো"। মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা তার দোয়ায় শামিল হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

٣٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ.

৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ বান্দা মারা যাবার সাথে সাথে তার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি কাজ ব্যতীত। (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) উপকারী জ্ঞান এবং (৩) সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে (মু,দা,তি,না)।

٣٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوْصِ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ اَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মারা গেছেন। তিনি কোনরূপ ওসিয়াত করে যাননি । আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে তাতে তার কোন উপকার হবে কি? তিনি বলেনঃ হাঁ (বু,দা,তি,না)।

٢٠- بَابُ بِرِّ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ اَبُوْهُ

২০- অনুচ্ছেদ ঃ পিতা যাদের সাথে সদাচার করতেন তাদের সাথে সন্তানের সদাচার ।

٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرَّ اَعْرَابِيٌّ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ اَبُو الْاَعْرَابِيِّ صَدِيْقًا لِعُمَرَ فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ اَلَسْتَ ابْنَ فُلاَنٍ قَالَ بَلٰي فَاَمَرَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِحِمَارٍ كَانَ يَسْتَعْقِبُ وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ فَاَعْطَاهُ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَّعَهُ اَمَا يَكْفِيْهِ دِرْهَمَانِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْفَظْ وُدَّ اَبِيْكَ لاَ تَقْطَعْهُ فَيُطْفِئُ اللّٰهُ نُوْرَكَ.

৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন সফরে গেলো। তার পিতা উমার (রা)-এর বন্ধু ছিলেন । বেদুইন বললো, আপনি কি অমুকের পুত্র নন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি তার সাথে আনা একটি গাধা বেদুইনকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তাকে দান করলেন। তার এক সঙ্গী বললো, তাকে দু'টি দিরহাম দিলে কি যথেষ্ট হতো না? তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ পিতার বন্ধুত্ব অটুট রাখো, তা ছিন্ন করো না। অন্যথায় আল্লাহ তোমার (ঈমানের) আলো নিভিয়ে দিবেন (মু,আ)।

٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ.

৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো, তার পিতার বন্ধু পরিবারের প্রতি তার সদ্ব্যবহার (মু,দা,তি)।

٢١-بَابُ لاَ تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ اَبَاكَ فَيُطْفَأُ نُوْرُكَ

২১- অনুচ্ছেদ ঃ তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তুমি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। অন্যথায় তোমার ঈমানের আলো নিভে যাবে।

٤٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الزُّرَقِيِّ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ مُتَّكِئًا عَلَي ابْنِ اَخِيْهِ فَنَفَذَ عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا شِئْتَ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَوَالَّذِيْ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ اِنَّهُ لَفِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ لاَ تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ اَبَاكَ فَيُطْفَأُ بِذٰلِكَ نُوْرُكَ

৪২। সাদ ইবনে উবাদা আয–যুরাকী (র) বলেন, তার পিতা বলেছেন, আমি মদীনার মসজিদে আমর ইবনে উসমানের সাথে বসা ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তার ভাতিজার কাঁধে ভর করে আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি মজলিস অতিক্রম করে যেতে যেতে ফিরে তাকালেন এবং আবার সেখানে ফিরে এলেন। তিনি বলেন, আমর ইবনে উসমান! তুমি কি চাও? তিনি দুই বা তিনবার একথা বলেন। তারপর বলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদ (স)-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কিতাবে (তাওরাত) দুইবার বলা হয়েছে ঃ তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো, তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করো না। অন্যথায় তাতে তোমার ঈমানের নূর নির্বাপিত হবে ।

٢٢- بَابُ الْوُدُّ يَتَوَارَثُ

২২- অনুচ্ছেদঃ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে আসে।

٤٣ -عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَفَيْتُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْوُدَّ يُتَوَارَثُ .

৪৩। মহানবী (স)-এর এক সাহাবী (রা) বলেন, তোমাদের জন্য যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে (বা, হা)।

٢٣- بَابُ لاَ يُسَمِّي الرَّجُلُ اَبَاهُ وَلاَ يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَلاَ يَمْشِي اَمَامَهُ

২৩-অনুচ্ছেদঃ পিতার নাম নিও না, তার আগে বসো না এবং তার আগে আগে চলো না।

٤٤-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَبْصَرَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ لِاَحَدِهِمَا مَا هٰذَا مِنْكَ فَقَالَ اَبِيْ فَقَالَ لاَ تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ وَلاَ تَمْشِ اَمَامَهُ وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

৪৪। আবু হুরায়রা (রা) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কি হন? সে বললো, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার আগে বসো না (বায, সুন্নী)।

٢٤- بَابُ هَلْ يُكَنِّي اَبَاهُ

২৪-অনুচ্ছেদঃ পিতাকে কি উপনামে ডাকা যায়?

٤٥- عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ اَلصَّلاَةُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

৪৫। শাহর ইবনে হাওশাব (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র সাথে বের হলাম। তার পুত্র সালেম (র) তাকে বলেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! নামায।

٤٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لٰكِنَّ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ قَضٰي.

৪৬। ইবনে উমার (রা) বললেন, হাফসের পিতা উমার (রা) বিচার মীমাংসা করেছেন।

٢٥- بَابُ وُجُوْبِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ

২৫-অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা বাধ্যতামূলক।

٤٧- حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ قَالَ قَالَ جَدِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ وَمَوْلاَكَ الَّذِيْ يَلِيْ ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُوْلَةٌ.

৪৭। কুলাইব ইবনে মানফায়া (র) বলেন, আমার দাদা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সদাচরণ প্রাপ্তির ব্যাপারে কে অগ্রগণ্য? তিনি বলেনঃ তোমার পিতা-মাতা, তোমার ভাইবোন এবং এতদসংশ্লিষ্ট তোমার গোলাম, এদের অধিকার পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং আত্মীয়-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখবে (মু,দা,তি)।

٤٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادٰي يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُوَيٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اَنْقِذِيْ اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّيْ لاَ اَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا.

৪৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলোঃ "তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করো"(২৬ঃ ২১৪), তখন নবী (স) দাঁড়ালেন এবং ডেকে বলেনঃ হে বনু কাব ইবনে লুয়াই! নিজেদেরকে আগুন (দোযখ) থেকে রক্ষা করো। হে বনু আবদে মানাফ! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে হাশেম বংশীয়গণ! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে

আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতেমা! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। অন্যথায় তোমাকে আল্লাহ্‌র বিচার থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য আমার নাই। কেবল আমার সাথে তোমাদের রক্তের বন্ধন, তা আমি সজীব রাখবো (বু,মু,না,তি,দা,হি)।

٢٦-بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার বন্ধন।

٤٩- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ اعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِىْ مَسِيْرَةٍ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَا يُقَرِّبُنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدِ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ .

৪৯। আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর এক সফরে তার সাথে সাক্ষাত করে বললো, যা আমাকে বেহেশতের নিকটবর্তী এবং দোযখের দূরবর্তী করবে তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কিছু শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখো (বু,মু,না)।

٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَذٰلِكَ لَكِ ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ .

৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যখন মহামহিম আল্লাহ যাবতীয় মাখলুকের সৃষ্টি সম্পন্ন করলেন তখন "রেহেম" (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়ালো। তিনি বলেন, কি ব্যাপার! সে বললো, এ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। তিনি বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে যুক্ত রাখবে আমিও তাকে যুক্ত রাখবো এবং যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমিও তাকে ছিন্ন করবো? রেহেম বললো, হে প্রভু! তিনি বলেন, এটাই তোমার প্রাপ্য। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা চাইলে পড়তে পারো ঃ "তোমরা আধিপত্য লাভ করলে হয়তো পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে" (৪৭ ঃ ২২)।

٥١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ اَلْاٰيَةُ قَالَ بَدَاَ فَـاَمَرَهُ بِاَوْجَبِ الْحُقُوْقِ وَدَلَّهُ عَلٰي اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ اِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَيْئٌ فَقَالَ وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَعَلَّمَهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْئٌ كَيْفَ يَقُوْلُ فَقَالَ وَاِمَّاتُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا عِدَةً

حَسَنَةً كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰي عُنُقِكَ لاَ تُعْطِيْ شَيْئًا وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ تُعْطِيْ مَا عِنْدَكَ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا يَلُوْمُكَ مَنْ يَأْتِيْكَ بَعْدُ وَلاَ يَجِدُ عِنْدَكَ شَيْئًا مَّحْسُوْرًا قَالَ قَدْ حَسَّرَكَ مَنْ قَدْ أَعْطَيْتَهُ.

৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণীঃ "আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও" (১৭ ঃ ২৬)। যদি কারো কিছু অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে প্রথমেই তার সর্বোত্তম কর্তব্য কি তা আল্লাহ বলে দিলেন। "নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করো এবং দরিদ্র ও পথিকজনকেও"(১৭ ঃ ২৬)। যদি তার কাছে কিছু না থাকে তবে সে কি করবে তা তিনি এভাবে শিক্ষা দিলেনঃ "তুমি তোমার প্রভুর কাঙ্খিত রহমাতের আশায় থাকাকালে তাদেরকে বঞ্চিত করতে হলে, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো" (১৭ঃ২৮)। অর্থাৎ উত্তম প্রতিশ্রুতি দাও, যেন তা নিশ্চিত এবং আল্লাহ্‌র মর্জি তা অচিরেই হয়ে যাবে। "এবং তুমি ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না"(১৭ ঃ ২৯) অর্থাৎ দান করা থেকে তুমি একেবারে বিরত থেকো না। "এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না"(১৭ ঃ ২৯) অর্থাৎ যা আছে তা সবই দান করো না, "তাহলে তুমি তিরস্কৃত হবে" (১৭ ঃ ২৯) অর্থাৎ পরে যারা আসবে তারা যেন তোমাদেরকে রিক্তহস্ত দেখে তিরস্কার না করে। এবং "রিক্তহস্ত"(১৭ ঃ ২৯) অর্থাৎ যা দান করেছো তার জন্য পরে যেন আক্ষেপ করতে না হয় (তারীখুল কবীর)।

٢٧- بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

২৭- অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখার ফযীলাত।

٥٢-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتٰي رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنَ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَيَّ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ قَالَ لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ كَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰي ذٰلِكَ.

৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আছে। আমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের উপকার করি, কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করে। তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে, কিন্তু আমি তা সহ্য করি। তিনি বলেনঃ যদি তোমার বক্তব্য সঠিক হয়, তবে তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরে দিচ্ছো। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী তাদের মোকাবিলায় তোমার সাথে থাকবেন (মু, আ, হি, আন)।

٥٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمٰنُ وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِيْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ.

৫৩। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমার নাম রহমান, দয়াময়। আমি রেহেম (জরায়ু, আত্মীয় সম্পর্ক)-কে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে তাকে যুক্ত রাখবে আমিও তাকে আমার সাথে যুক্ত রাখবো এবং যে তাকে ছিন্ন করবে আমিও তাকে আমার থেকে ছিন্ন করবো (দা,তি,আ,হা)।

٥٤- عَنْ اَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْوَهْطِ يَعْنِيْ اَرْضًا لَهُ بِالطَّائِفِ فَقَالَ عَطفَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اِصْبَعَهُ فَقَالَ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مَنْ يَّصِلُهَا يَصِلْهُ وَمَنْ يَّقْطَعُهَا يَقْطَعْهُ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ ذَلْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫৪। আবুল আনবাস (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সাথে তায়েফে তার খামার বাড়ি ওয়াহ্ত-এ গেলাম। তখন তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর আঙ্গুলসমূহ একত্র করলেন এবং বললেনঃ রেহেম হলো রহমানের অংশ। যে তাকে যুক্ত রাখবে, আল্লাহও তাকে যুক্ত রাখবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। কিয়ামতের দিন তা সাবলীল বাগ্মীভাষী হবে (তি, হা)।

٥٥- عَـنْ عَائِشَـةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَـةٌ مِّنَ اللّٰهِ مَـنْ وَّصَلَهَا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّٰهُ .

৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ রেহেম হলো আল্লাহহর একটি শাখা। যে তাকে যুক্ত রাখবে, আল্লাহও তাকে যুক্ত রাখবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহঃ তাকে ছিন্ন করবেন (বু, মু, তি, আ)।

٢٨- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ

২৮- চনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-সম্পর্ক বজায় রাখলে হায়াত বাড়ে।

٥٦- اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَاَنْ يُّنْسَاَ لَهُ فِيْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে।

٥٧- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَاَنْ يُّنْسَاَ لَهُ فِيْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৫৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি তার জীবিকা প্রশস্ত এবং আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার দ্বারা আনন্দিত হতে চায়, সে যেন তার আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে।

٢٩- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ اَحَبَّهُ اللّٰهُ

২৯- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।

٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اتَّقَي رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ نُسِئَ فِيْ اَجَلِه وَثُرِيَ مَالُهُ وَاَحَبَّهُ اَهْلُهُ .

৫৮। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে ভয় করে এবং আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে, তার মৃত্যু পিছিয়ে দেয়া হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালোবাসে।

٥٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اتَّقَي رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ اُنْسِئَ لَهُ فِيْ عُمُرِه وَثُرِيَ مَالُهُ وَاَحَبَّهُ اَهْلُهُ .

৫৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে, তার আয়ু ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালোবাসে।

٣٠- بَابُ بِرِّ الْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ

৩০- অনুচ্ছেদ ঃ ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ক্রম অনুসারে ঘনিষ্ঠতর আচরণ।

٦٠- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوْصِيْكُمْ بِاُمَهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوْصِيْكُمْ بِاٰبَائِكُمْ ثُمَّ يُوْصِيْكُمْ بِالْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ .

৬০। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ আল্লাহ তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর নৈকট্যের ক্রমানুসারে নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন।

٦١- عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ سُلَيْمَانَ مَوْلَي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَشِيَّةَ الْخَمِيْسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اُحَرِّجُ عَلَي كُلِّ قَاطِعِ رَحِمٍ لَمَّا قَامَ مِنْ عِنْدِنَا فَلَمْ يَقُمْ اَحَدٌ حَتّي قَالَ ثَلاَثًا فَاَتَي فَتًي عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ اَخِيْ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ ارْجِعْ اِلَيْهِ فَسَلْهُ لِمَ قَالَ ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَعْمَالَ بَنِيْ اٰدَمَ تُعْرَضُ عَلَي اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَي عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ.

৬১। আবু আইউব সুলায়মান (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা জুমআর রাতে আমাদের এখানে এলেন এবং বললেন, আমি প্রত্যেক আত্মীয়তা ছিন্নকারীকে ভালোবাসি না।

আমাদের এখানে এরূপ কেউ থাকলে সে যেন উঠে যায়। কিন্তু কেউ মজলিস থেকে উঠেনি। তিনি তিনবার একথা বললেন। এক যুবক তার ফুফুর কাছে এলো। সে তার সাথে দুই বছর যাবত সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিল। সে তার নিকট প্রবেশ করলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কেন এসেছো? যুবক বললো, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। সে বললো, তুমি তার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি কেন এরূপ বলেন? তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ আদম সন্তানের আমলসমূহ আল্লাহ্‌র কাছে প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে পেশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবুল হয় না।

٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰي نَفْسِه وَاَهْلِه يَحْتَسِبُهَا الاَّ اٰجَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰي فِيْهَا وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ فَاِنْ كَانَ فَضْلاً فَالْاَقْرَبُ الْاَقْرَبُ وَاِنْ كَانَ فَضْلاً فَنَاوِلْ .

৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য এবং নিজ পরিবারের জন্য সওয়াবের আশায় যা ব্যয় করে, তার প্রতিটির জন্য অল্লাহ তাকে প্রতিদান দেন। তোমার পোষ্যদের থেকে ব্যয় করা শুরু করো এবং তারপর অবশিষ্ট থাকলে পরবর্তী ঘনিষ্ঠজনকে দান করো, তারপর অবশিষ্ট থাকলে হস্ত আরো সম্প্রসারিত করো।

٣١- بَابُ لاَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰي قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ যাদের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে তাদের উপর রহমাত নাযিল হয় না।

٦٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰي يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّحْمَةَ لاَ تَنْزِلُ عَلٰي قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ.

৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমাত নাযিল হয় না।

٣٢- بَابُ اِثْمِ قَاطِعِ الرَّحِمِ

৩২-অনুচ্ছেদঃ আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ।

٦٤- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ .

৬৪। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٦٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ تَقُوْلُ يَا رَبِّ اِنِّيْ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ اِنِّيْ قُطِعْتُ يَا رَبِّ اِنِّيْ اِنِّيْ فَيُجِيْبُهَا اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ اَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ وَاَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ.

৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ রেহেম (রক্তের বাঁধন) রহমানের অংশবিশেষ। সে বলবে, "হে প্রভু! আমি মযলুম, হে প্রভু! আমি ছিন্নকৃত, হে প্রভু! আমি আমি...। তখন আল্লাহ তাকে জবাব দিবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমাকে যে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করবো এবং যে তোমাকে সংযুক্ত রাখবে, আমিও তাকে সংযুক্ত রাখবো?

٦٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَعَوَّذُ مِنْ اِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَالسُّفَهَاءِ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ فَاَخْبَرَنِي ابْنُ حَسَنَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّهُ قَالَ لِاَبِي هُرَيْرَةَ مَا اٰيَةُ ذٰلِكَ قَالَ اَنْ تُقْطَعَ الْاَرْحَامُ وَيُطَاعُ الْمُغْوِيُّ وَيُعْصَي الْمُرْشِدُ.

৬৬। সাঈদ ইবনে সামআন (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বালকের ও নির্বোধের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি। সাঈদ ইবনে সামআন (র) বলেন, ইবনে হাসানা আল-জুহানী (র) আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তার নিদর্শন কি? তিনি বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যাচরণ করা হবে।

٣٣- بَابُ عُقُوْبَةِ قَاطِعِ الرَّحِمِ فِي الدُّنْيَا

৩৩- অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পার্থিব শাস্তি।

٦٧- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَحْرَاي اَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْيِ.

৬৭। আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ যেসব পাপীকে পার্থিব জগতেই তার পাপের ত্বরিৎ শাস্তি দেন, তা হলো আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী ও বিদ্রোহীর পাপ এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন।

٣٤- بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْءِ

৩৪- অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী স্বার্থপর।

٦٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْءِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا .

৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রকৃত আত্মীয় রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে যে ব্যক্তি তা যুক্ত করে সে হলো আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী।

٣٥- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّصِلُ ذَاالرَّحِمِ الظَّالِمِ

৩৫- অনুচ্ছেদ ঃ বিবেক বর্জিত আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর ফযীলাত।

٦٩- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ اَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ اَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قَالَ اَوَلَيْسَتَا وَاحِداً قَالَ لاَ عِتْقُ النَّسَمَةِ اَنْ تُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَفَكُّ الرَّقَبَةِ اَنْ تُعِيْنَ عَلَي الرَّقَبَةِ وَالْمَنِيْحَةُ الرَّغُوْبُ وَالْفَيْءُ عَلَي ذِي الرَّحِمِ فَاِنْ لَّمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَاِنْ لَّمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اِلاَّ خَيْراً .

৬৯। বারাআ (রা) বলেন, এক বেদুইন এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন, তোমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ যদি এই হয়ে থাকে তাহলে তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছো। গোলাম আযাদ করো এবং গর্দান মুক্ত করো। সে বললো, দুইটা একই বস্তু নয় কি? তিনি বলেনঃ না, গোলাম আযাদ করা তো কোন গোলামকে আযাদ করাই এবং গর্দান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনদের মুক্ত করা। যদি তা না পারো, তবে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। যদি তার সামর্থ্যও না হয়, তবে সদবাক্য বলা ছাড়া মুখ বন্ধ রাখবে।

٣٦- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَسْلَمَ.

৩৬- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি ইসলাম-পূর্ব যুগে আত্মীয়- স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

٧٠- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَرَاَيْتَ اُمُوْراً كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَّعِتَاقَةٍ وَّصَدَقَةٍ فَهَلْ لِيْ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ حَكِيْمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلَي مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

৭০। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) নবী (স)-কে বলেন, আমি জাহিলী যুগে যেসব কাজ করেছি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, দাসমুক্তি এবং দান-খয়রাত ইত্যাদি, তার কোন প্রতিদান আমি পাবো কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমার পূর্ববর্তী পুণ্যসমূহসহ তুমি মুসলমান হয়েছো।

٣٧- بَابُ صِلَةِ ذِي الرَّحِمِ الْمُشْرِكِ وَالتَّهْدِيَةِ.

৩৭ - অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক আত্মীয়ের সাথে রক্তের বন্ধন ও পরস্পর উপহারাদি বিনিময়।

٧١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاٰي عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِاشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُوْدِ اِذَا اَتَوْكَ فَقَالَ يَا عُمَرُ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اُهْدِيَ

لِلنَّبِيِّ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَهْدٰي اِلَي عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَجَاءَ عُمَرَ اِلَي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعَثْتَ اِلَيَّ هٰذِهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ اِنِّي لَمْ اَهْدِهَا لَكَ لِتَلْبِسَهَا اِنَّمَا اَهْدَيْتُهَا اِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا اَوْ لِتَكْسُوْهَا فَاَهْدَاهَا عُمَرُ لِاَخٍ لَّهُ مِنْ اُمِّهِ مُشْرِكٍ ـ

৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) একটি লাল বর্ণের রেশমী চাদর দেখে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি তা খরিদ করতেন তবে জুমুআর দিন এবং আপনার নিকট বাইরের প্রতিনিধি দল এলে তা পরতেন। তিনি বলেন ঃ হে উমার! যার পরকাল বলতে কিছু নেই সে এটা পরবে। পরে অনুরূপ কিছু লাল বর্ণের রেশমী চাদর নবী (স)-কে উপঢৌকন দেয়া হয়। তিনি তা থেকে একটা চাদর উমার (রা)-কে উপহার পাঠান। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এটা পাঠিয়েছেন, অথচ আপনি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার পরিধানের জন্য এটা আমি তোমাকে দেইনি। অবশ্য আমি এজন্য তোমাকে এটা দিয়েছি যে, তা বিক্রয় করবে অথবা কাউকে পরতে দিবে। অতএব উমার (রা) তার এক বৈপিত্রেয় মুশরিক ভাইকে তা উপহার দেন (বু, মু, দা, না)।

٣٨- بَابُ تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ.

৩৮- অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে তোমাদের বংশ পরিচিতি জেনে রাখো।

٧٢- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ عَلَي الْمِنْبَرِ تَعَلَّمُوْا اَنْسَابَكُمْ ثُمَّ صِلُوْا اَرْحَامَكُمْ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَيَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ الشَّيْءُ وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِمِ لَاَوْزَعَهُ ذٰلِكَ عَنْ اِنْتِهَاكِهِ.

৭২। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন, তোমাদের বংশ পরিচিতি (নসবনামা) জেনে রাখো, অতঃপর আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখো। আল্লাহ্‌র শপথ! ঘটনাক্রমে কোন ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের মধ্যে কিছু ঘটে যায়। যদি সে জানতে পারতো যে, তার এবং অপরজনের মধ্যে রক্তের বন্ধন রয়েছে তাহলে তা তাকে তার ভাইকে অপদস্থ করা থেকে বিরত রাখতো (তি, তা)।

٧٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ احْفَظُوْا اَنْسَابَكُمْ تَصِلُوْا اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّهُ لاَ بُعْدَ بِالرَّحِمِ اِذَا قَرُبَتْ وَاِنْ كَانَتْ بَعِيْدَةً وَلاَ قُرْبَ بِهَا اِذَا بَعُدَتْ وَاِنْ كَانَتْ قَرِيْبَةً وَكُلُّ رَحِمٍ اٰتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَامَ صَاحِبِهَا تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ وَاِنْ كَانَ وَصَلَهَا وَعَلَيْهِ بِقَطِيْعَةٍ اِنْ كَانَ قَطَعَهَا.

৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা তোমাদের নসবনামা জেনে রাখো, তোমাদের আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখো। কেননা দূরাত্মীয়ও সম্পর্কের কারণে নিকটতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও সম্পর্কের অভাবে দূরে চলে যায়। প্রতিটি রক্তের বন্ধন কিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্ট জনের সামনে আসবে এবং সে যদি তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রাখে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সে যদি তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সম্পর্ক ছিন্নের সাক্ষ্য দিবে (হা)।

٣٩- بَابُ هَلْ يَقُوْلُ الْمَوْلٰي انِّيْ مِنْ فُلاَنٍ

৩৯- অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তদাস কি বলবে, আমি অমুকের সাথে সম্পৃক্ত?

٧٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ تَيْمِ تَمِيْمٍ قَالَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوْ مِنْ مَوَالِيْهِمْ قُلْتُ مِنْ مَوَالِيْهِمْ قَالَ فَهَلاَّ قُلْتَ مِنْ مَوَالِيْهِمْ اذاً.

৭৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু হাবীব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে বললেন, তুমি কোন বংশের লোক? আমি বললাম, আমি তায়েম তামীম গোত্রের। তিনি বলেন, তুমি কি সে বংশভুক্ত অথবা তাদের মুক্তদাস? আমি বললাম, আমি তাদের মুক্তদাস। তিনি বলন, তাহলে তুমি বললে না কেন যে, তুমি তাদের মুক্তদাস?

٤٠- بَابُ مَوْلَي الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

৪০ - অনুচ্ছেদঃ ঢোন গোষ্ঠীর মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٧٥- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ اجْمَعْ لِيْ قَوْمَكَ فَلَمَّا حَضَرُوْا بَابَ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ قَدْ جَمَعْتُ لَكَ قَوْمِيْ فَسَمِعَ ذٰلِكَ الْاَنْصَارُ فَقَالُوْا قَدْ نَزَلَ فِيْ قُرَيْشٍ الْوَحْيُ فَجَاءَ الْمُسْتَمِعُ وَالنَّاظِرُ مَايُقَالُ لَهُمْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِّنْ غَيْرِكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فِيْنَا حَلِيْفُنَا وَابْنُ اُخْتِنَا وَمَوَالِيْنَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلِيْفُنَا مِنَّا وَابْنُ اُخْتِنَا وَمَوَالِيْنَا مِنَّا اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ اَنَّ اَوْلِيَائِيْ مِنْكُمُ الْمُتَّقُوْنَ فَانْ كُنْتُمْ اُوْلٰئِكَ فَذَاكَ وَالاَّ فَانْظُرُوْا وَلاَ يَاْتِي النَّاسُ بِالْاَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَاْتُوْنَ بِالْاَثْقَالِ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ ثُمَّ نَادٰي فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَضَعُهُمَا عَلٰي رُءُوْسِ قُرَيْشٍ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ قُرَيْشًا اَهْلُ اَمَانَةٍ مَنْ بَغٰي بِهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ اَظُنُّهُ قَالَ الْعَوَاثِرُ كَبَّهُ اللّٰهُ لِمَنْخَرَيْهِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৭৫। রিফায়া ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) উমার (রা)-কে বলেনঃ তোমার গোষ্ঠীর লোকজনকে আমার কাছে সমবেত করো। অতএব তিনি তাদেরকে সমবেত করলেন। তারা নবী (স)-এর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলে উমার (রা) নবী (স)-এর নিকট প্রবেশ করে বলেন, আমার গোষ্ঠীর লোকজনকে আপনার কাছে সমবেত করেছি। আনসারগণ তা শুনতে পেয়ে (মনে মনে) বলেন, নিশ্চয় কুরাইশদের সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়েছে। অতএব তাদেরকে কি বলা হয় তা শোনার জন্য দর্শক ও শ্রোতা এসে হাযির হলো। নবী (স) বাইরে এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে তোমাদের ছাড়া অন্য কেউ আছে কি? তারা বলেন, হাঁ, আমাদের মধ্যে

আমাদের বন্ধুগোত্র, আমাদের বোনপুত এবং আমাদের মুক্তদাসগণও আমাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নবী (স) বলেন ঃ আমাদের বন্ধুগোত্র আমাদের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের বোনপুত্ররা আমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের মুক্তদাসগণও আমাদের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা শোনো! তোমাদের মধ্যকার আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণই আমার বন্ধু। তোমরা যদি তাই হও তবে তো তাই। অন্যথায় লক্ষ্য করো কিয়ামতের দিন যেন এমন না হয় যে, লোকজন তো তাদের সৎকর্মসমূহ নিয়ে আসবে, আর তোমরা আসবে তোমাদের পাপের বোঝাসমূহ নিয়ে এবং তা তোমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত উঁচু করে তা কুরাইশদের মাথার উপর রেখে ডাক দিয়ে বলেনঃ হে লোকসকল! কুরাইশগণ আমানতদার। যে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। আল্লাহ তাকে অধঃমুখে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন । তিনি এ কথা তিনবার বলেন (আ, হা) ।

٤١- بَابُ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ اَوْ وَاحِداً

৪১- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দুইটি বা একটি কন্যা সন্তান পোষে।

٧٦-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ .

৭৬। উকবা ইবনে আমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকাদি দেয়, তারা তার জন্য দোযখ থেকে রক্ষাকারী প্রতিবন্ধক হবে (আ, ই)।

٧٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا الاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.

৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে মুসলমানের দুইটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে উত্তম সাহচর্য দান করে তারা তাকে বেহেশতে দাখিল করবে (ই, হা, ই)।

٧٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيْهِنَّ وَيَكْفِيْهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اَلْبَتَّةَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَعْضِ الْقَوْمِ وَثِنْتَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَثِنْتَيْنِ.

৭৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। লোকজনের মধ্য থেকে একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো যদি দু'টি কন্যা সন্তান থাকে? তিনি বলেনঃ দুইটি কন্যা সন্তান হলেও (আ,তা, বায)।

٤٢- بَابُ مَنْ عَالَ ثَلاَثَ اَخَوَاتٍ

৪২- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তিন বোনকে লালন-পালন করলো।

٧٩-عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لِاَحَدٍ ثَلاَثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلاَثُ اَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِنَّ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৭৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন আছে এবং সে তাদের সাথে মমতাপূর্ণ ব্যবহার করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে (দা, তি, আ, হি)।

٤٣- بَابُ فَضْلِ مَنْ عَالَ اِبْنَتَهُ الْمَرْدُوْدَةَ

৪৩– অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের তালাকপ্রাপ্তা (বা বিধবা) কন্যার প্রতিপালন করে তার ফযীলাত।

٨٠- حَدَّثَنِيْ مُوْسَي بْنُ عُلَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰي اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ اَوْ مِنْ اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَلٰي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ.

৮০। মূসা ইবনে উলায়্যি (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) সুরাকা ইবনে জুশুম (রা)-কে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠতম বা অতীব শ্রেষ্ঠ দান-খয়রাত সম্পর্কে অবহিত করবো না? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই। তিনি বলেন ঃ তোমার নিকট ফিরে আসা তোমার (স্বামী পরিত্যক্ত) কন্যার ব্যয়ভার বহন করা, তুমি ছাড়া যার জন্য উপার্জনকারী আর কেউ নাই (ই, আ, না)।

٨١- عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

৮১। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ তুমি নিজেকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদাকা। তোমার সন্তানকে তুমি যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা, তোমার স্ত্রীকে তুমি যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা এবং তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা (আ)।

٤٤- بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَّتَمَنّٰي مَوْتَ الْبَنَاتِ.

৪৪- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে।

٨٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنّٰي مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ.

৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার সাথে থাকতো। তার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল। সে তাদের মৃত্যু কামনা করলো। ইবনে উমার (রা) ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তুমি কি তাদের রিযিক দাও?

٤٥- بَابُ الْوَلَد مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ

৪৫- অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ সন্তানের কারণে কৃপণ ও কাপুরুষ হয়।

٨٣-عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَوْمًا وَاللّٰه مَا عَلٰي وَجْه الْاَرْض رَجُلٌ اَحَبُّ الَيَّ منْ عُمَرَ فَلَمَّا خَرَجَ رجع فَقَالَ كَيف حَلَفْتُ اَيْ بُنَيَّةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اَعَزُّ عَلَيَّ وَالْوَلَدُ اَلْوَطُ •

৮৩। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! পৃথিবীর বুকে উমারের চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নাই। তিনি চলে যাবার পর পুনরায় ফিরে এসে বলেন, হে বৎস! আমি কিভাবে শপথ করেছি? আমি তাকে তা বললাম। তিনি বলেন, (উমার) আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর সন্তান তো অন্তরের সাথে লেগে থাকে (তারীখ ইবনে আসাকির)।

٨٤- عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهداً ابْنَ عُمَرَ اذْ سَالَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ فَقَالَ ممَّنْ اَنْتَ فَقَالَ منْ اَهْلِ الْعرَاقِ فَقَالَ اُنْظُرُوْا الَي هٰذَا يَسْاَلُنِيْ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ هُمَا رَيْحَانَيَّ منَ الدُّنْيَا.

৮৪। ইবনে আবু নু'ম (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, তুমি কোথাকার লোক? সে বললো, ইরাকের। তিনি বলেন, দেখো তাকে! সে আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। অথচ এরা নবী (স)-এর নাতিকে হত্যা করেছে। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ এরা দু'জন পৃথিবীতে আমার দু'টি ফুল (তি, আ, হা)।

٤٦- بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ عَلَي الْعَاتِقِ

৪৬- অনুচ্ছেদ ঃ শিশুকে কাঁধে উঠানো।

٨٥- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ عَلٰي عَاتِقِه وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انِّيْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ .

৮৫। বারাআ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি যে, হাসান তাঁর কাঁধের উপর আসীন অবস্থায় তিনি বলছেন ঃ হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি। অতএব তুমিও একে ভালোবাস (বু, মু, তি, না)।

٤٧- بَابُ الْوَلَد قُرَّةُ الْعَيْنِ

৪৭- অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান হলো নয়ন প্রীতিকর ।

٨٦-حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْه قَالَ جَلَسْنَا الَي الْمقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ يَوْمًا فَمَرَّ بِه رَجُلٌ فَقَالَ طُوْبٰي لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَاَتَا رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ

لَوَدِدْنَا اَنَّا رَاَيْنَا مَا رَاَيْتَ وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ فَاسْتَغْضَبَ فَجَعَلْتُ اَعْجَبُ مَا قَالَ الاَّ خَيْرًا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى اَنْ يَّتَمَنّٰي مُحْضَرًا غَيَّبَهُ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يَدْرِيْ لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُوْنُ فِيْهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْوَامٌ كَبَّهُمُ اللّٰهُ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ فِيْ جَهَنَّمَ لَمْ يَجِيْبُوْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوْهُ اَوَلاَ تَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذْ اَخْرَجَكُمْ لاَ تَعْرِفُوْنَ الاَّ رَبَّكُمْ فَتُصَدِّقُوْنَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ قَدْ كُفِيْتُمُ الْبَلاَءَ بِغَيْرِكُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى اَشَدِّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ قَطُّ فِيْ فَتْرَةٍ وَّجَاهِلِيَّةٍ مَا يَرَوْنَ اَنَّ دِيْنًا اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتّٰي اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرٰي وَالِدَهُ اَوْ وَلَدَهُ اَوْ اَخَاهُ كَافِرًا قَدْ فَتَحَ اللّٰهُ قُفْلَ قَلْبِهِ بِالْاِيْمَانِ وَيَعْلَمُ اَنَّهُ اِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ فَلاَ تُقِرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ حَبِيْبَهُ فِي النَّارِ وَاَنَّهَا الَّتِيْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ.

৮৬। জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (র) বলেন, একদিন আমরা মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)-র নিকট বসলাম। এক ব্যক্তি তাকে অতিক্রম করতে করতে বললো, ধন্য এই চক্ষুদ্বয়, যা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দর্শন করেছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কামনা করতাম আপনি যা দেখেছেন যদি আমরাও তা দেখতাম এবং আপনি যেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরাও যদি তথায় উপস্থিত থাকতাম। এতে মিকদাদ (রা) অসন্তুষ্ট হলেন। তাতে আমি অবাক হলাম যে, সে তো ভালো কথাই বলেছে। অতঃপর তিনি তার মুখোমুখি হয়ে বলেন, লোকটিকে এমন স্থানে উপস্থিতির আকাঙ্ক্ষা করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো, যেখান থেকে আল্লাহ তাকে অনুপস্থিত রেখেছেন? কি জানি যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকতো তবে সে কি করতো। আল্লাহ্‌র শপথ! বহু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছে কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ তারা তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি এবং তাঁকে বিশ্বাসও করেনি। তোমরা কি মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে না যে, তিনি তোমাদের যখন সৃষ্টি করেছেন তখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালক ছাড়া আর কাউকে চেনো না। তোমাদের নবী (স) যা নিয়ে এসেছেন তাকে তোমরা সত্য বলে মেনে নিয়েছো। আল্লাহ্‌র শপথ! নবী (স) আবির্ভূত হন কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে আর কোন নবী আসেননি। নবী আসার পূর্বেকার সেই জাহিলিয়াতের দিনগুলিতে তারা প্রতিমা পূজার চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম আছে বলে মনে করতো না। এই পরিস্থিতিতে তিনি ফুরকানসহ আবির্ভূত হন । তিনি তার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করেন, পার্থক্য সূচিত করেন পিতা ও তার পুত্রের মধ্যে। শেষে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, কোন ব্যক্তি তার পিতা বা পুত্র বা ভাইকে কাফের অবস্থায় দেখতো, অপরদিকে ঈমান আনার জন্য তার অন্তরের তালা আল্লাহ খুলে দিতেন, তখন সে ভাবতো, এই অবস্থায় তার আপনজন মারা গেলে নিশ্চয় সে দোযখে যাবে। এতে কারো চোখ জুড়াতো না। এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ বলেন, “এবং যারা বলে, আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদেরকে চোখের শীতলতা দান করো” (২৫ঃ ৭৪) (আ)।

٤٨- بَابُ مَنْ دَعَا لِصَاحِبِهِ اَنْ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

৪৮- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দোয়া করে।

٨٧-عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا وَمَا هُوَ الاَّ اَنَا وَاُمِّيْ وَاُمُّ حَرَامٍ خَالَتِيْ اِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَنَا اَلاَ اُصَلِّيْ بِكُمْ وَذٰلِكَ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَاَيْنَ جَعَلَ اَنَسًا مِّنْهُ فَقَالَ جَعَلَهُ عَنْ يَّمِيْنِهِ ثُمَّ صَلّٰي بِنَا ثُمَّ دَعَا لَنَا اَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْ بِرِّ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَالَتْ اُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُوَيْدِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ فَدَعَا لِيْ بِكُلِّ خَيْرٍ كَانَ فِيْ اٰخِرِ دُعَائِهِ اَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَ وَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ.

৮৭। আনাস (রা) বলেন, একদিন আমি নবী (স)-এর নিকট গেলাম। আমি, আমার মা ও খালা উম্মু হারাম (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তখন নবী (স) আমাদের নিকট এসে বলেনঃ আমি কি তোমাদের সাথে নামায পড়বো না? তখন কোন নামাযের ওয়াক্ত ছিলো না। লোকজনের মধ্যে একজন বললো, আনাসকে কোথায় দাঁড় করানো হয়েছিলো? রাবী বলেন, ডান দিকে। তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন, অতঃপর আমাদের তথা ঘরের সকলের জন্য দোয়া করলেন দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের জন্য। আমার মা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই ক্ষুদে খাদেম, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। অতএব তিনি আমার সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। তার দোয়ার শেষ ছিলঃ হে আল্লাহ! "তাকে অধিক ধন ও সন্তান দারন করুন এবং তাকে বরকত দান করুন" (বু, মু, তি)।

٤٩- بَابُ الْوَالِدَاتِ رَحِيْمَاتٌ

৪৯- অনুচ্ছেদ ঃ মমতাময়ী মা।

٨٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ جَاءَتْ امْرَاَةٌ اِلَي عَائِشَةَ فَاَعْطَتْهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَّهَا تَمْرَةً وَاَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً فَاَكَلَ الصِّبْيَانِ التَّمْرَتَيْنِ وَنَظَرَ اِلَي اُمِّهِمَا فَعَمَدَتْ اِلَي التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا فَاَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ وَمَا يُعْجِبُكِ مِنْ ذٰلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَا اللّٰهُ بِرَحْمَتِهَاصَبِيَّيْهَا.

৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়েশা (রা)-এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকালো এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইলো। সে খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক দিলো। নবী (স) ঘরে আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি বলেনঃ এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে। সে তার ছেলে দুইটির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন (বু, মু,তি,ই)।

٥٠- بَابُ قُبْلَةِ الصِّبْيَانِ

৫০- অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের চুমা দেয়া।

٨٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَاَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

৮৯। আয়েশা (রা) বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আপনারা কি শিশুদের চুমা দেন? আমরা শিশুদের চুমা দেই না। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নেন, তবে তোমার জন্য আমার কি করার আছে (বু, মু,ই)?

٩٠- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْاَقْرَعُ اِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

৯০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-এর পুত্র হাসানকে চুমা দিলেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস আত-তামীমী তাঁর নিকট বসা ছিলেন। আকরা বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে, কিন্তু আমি তাদের কাউকে চুমা দেইনি। রাসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকালেন, অতঃপর বললেনঃ যে ব্যক্তি দয়া করে না সে দয়া পায় না (বু, মু)।

٥١- بَابُ اَدَبِ الْوَالِدِ وَبِرِّهِ لِوَلَدِهِ.

৫১- অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ এবং তাকে ভদ্র আচরণ শিখানো।

٩١- عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ الصَّلاَحُ مِنَ اللّٰهِ وَالْاَدَبُ مِنَ الْاٰبَاءِ.

৯১। নুমাইর ইবনে আওস (র) বলেন, প্রবীণ সাহাবীগণ বলতেন, সততা ও যোগ্যতা আল্লাহ্র দান এবং শিষ্টাচার পিতৃপুরুষের দান।

٩٢ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ انْطَلَقَ بِهِ اِلَي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اُشْهِدُكَ اَنِّيْ قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَاَشْهِدْ غَيْرِيْ ثُمَّ قَالَ اَلَيْسَ يَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَي قَالَ فَلاَ اِذًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُخَارِيُّ لَيْسَ الشَّهَادَةُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ رُخْصَةً.

৯২। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, তার পিতা তাকে বহন করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি নোমানকে এই

এই জিনিস দান করেছি। তিনি বলেনঃ তোমার সব সন্তানকে কি দান করেছো? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ তাহলে আমি ভিন্ন অন্যকে সাক্ষী রাখো। অতঃপর তিনি বলেনঃ তুমি কি কামনা করো না যে, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ তাহলে এরূপ করো না (বু ,মু, দা,তি, না, ই)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মহানবী (স)-এর বক্তব্যে বশীর (রা)-কে অপর কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখার অনুমতি ব্যক্ত করা হয়নি।

٥٢- بَابُ بِرِّ الْاَبِ لِوَلَدِه.

৫২- অনুচ্ছেদ ঃ নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচার।

٩٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللّٰهُ اَبْرَارًا لِاَنَّهُمْ بَرُّوْا الْاٰبَاءَ وَالْاَبْنَاءَ كَمَا اَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذَالِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.

৯৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, আল্লাহ তাদের (সাহাবীদের) নাম রেখেছেন আবরার (সদাচারী)। কেননা তারা তাদের পিতা ও সন্তানদের সাথে সদাচার করেছেন। তোমার উপর তোমার পিতার যেমন অধিকার আছে তদ্রূপ তোমার সন্তানের উপর তোমার অধিকার রয়েছে (তা)।

٥٣- بَابُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

৫৩- অনুচ্ছেদ ঃ যে দয়া করে না, সে দয়া প্রাপ্ত হয় না।

٩٤- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ .

৯৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে দয়া করে না সে দয়া প্রাপ্ত হয় না (তি)।

٩٥-عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

৯৫। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়ার্দ্র হন না (বু, মু, তি) ।

٩٦-عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ.

৯৬। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়ার্দ্র হন না (পূর্বোক্ত বরাত)।

٩٧-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَي النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَوَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ اَمْلِكُ اَنْ كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

৯৭। আয়েশা (রা) বলেন, একদল বেদুইন নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা কি শিশুদের চুমা দেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা

তাদেরকে চুমা দেই না। নবী (স) বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নেন, তাহলে আমি আর কি করতে পারি (বু,মু,ই)!

٩٨- عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ اَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَقَالَ الْعَامِلُ اِنَّ لِيْ كَذَا كَذَا مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَزَعَمَ عُمَرُ اَوْ قَالَ عُمَرُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ اِلاَّ اَبَرَّهُمْ .

৯৮। আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) এক ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করলেন। সেই কর্মচারী বললো, আমার এতোগুলো সন্তান আছে, আমি তাদের একটিকেও চুমা দেইনি। উমার (রা) মন্তব্য করলেন অথবা বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে সদাচারীদেরকেই দয়া করেন।

٥٤- بَابُ الرَّحْمَةِ مِائَةُ جُزْءٍ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র রহমাত শত ভাগে বিভক্ত ।

٩٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَةَ مِاءَةَ جُزْءٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَاَنْزَلَ فِي الْاَرْضِ جُزْءًا وَّاحِداً فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتّٰي تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَهُ.

৯৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ মহামহিম আল্লাহ দয়াকে শত ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি (এর) নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং মাত্র এক ভাগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই এক ভাগের কারণে সৃষ্টিকুলের একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, এমনকি ঘোড়া তার পায়ের খুর এই আশংকায় তার শাবকের উপর থেকে তুলে নেয় যাতে সে ব্যথা না পায় (বু, মু, ই, দার)।

٥٥- بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

৫৫–অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশী সম্পর্কে নসীহত।

١٠٠- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰي ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

১০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো অধিক নসীহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন (বু, মু, দা, ই, হি)।

١٠١- عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً اَوْ لِيَصْمُتْ.

১০১। আবু শুরায়হ্ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হয়। যে ব্যক্তি চাল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে সেন তার মেহমানের সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও চাখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় নীরব থাকে (বু, মু, দা, না, ই, আ, তহা)।

٥٦- بَابُ حَقِّ الْجَارِ

৫৬- অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর অধিকার ।

١٠٢- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ يَقُوْلُ سَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْحَابَهُ عَنِ الزِّنَا قَالُوْا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَقَالَ لَاَنْ يَّزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ اَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّزْنِيَ بِامْرَاَةِ جَارِهٖ وَسَاَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ قَالُوْا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ فَقَالَ لَاَنْ يَّسْرِقَ مِنْ عَشَرَةِ اَهْلِ اَبْيَاتٍ اَيْسَرُ مِنْ اَنْ يَّسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهٖ.

১০২। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবীগণকে যেনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন । তারা বলেন, হারাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তির দশটি নারীর সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়া তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তার যেনা করার চেয়ে হালকা (পাপ)। পুনরায় তিনি তাদেরকে চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলেন, হারাম, মহামহিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তির দশ পরিবারে চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে হালকা (অপরাধ) (আ)।

٥٧-بَابُ يُبْدَاُ بِالْجَارِ

৫৭-অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশী থেকে (সদাচার) শুরু করবে।

١٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ حَتّٰي ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

১০৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো অধিক নসীহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন (বু, মু)।

١٠٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَ يَقُوْلُ لِغُلَامِهٖ اَهْدَيْتَ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ اَهْدَيْتَ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰي ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

১০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তার জন্য একটি ছাগল যবেহ করা হলে তিনি তার গোলামকে বলতে লাগলেন, তুমি কি আমাদের ইহূদী প্রতিবেশীকে তা দিয়েছো? তুমি কি আমাদের ইহূদী প্রতিবেশীকে তা দিয়েছো? আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ জিবরাঈল

(আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরত নসীহত করতে থাকেন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, তিনি তাকে হয়তো ওয়ারিস বানাবেন (দা,তি)।

١٠٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰي ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

১০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো অধিক নসীহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন (১০০ নং দ্র.)।

٥٨-بَابُ يُهْدِيْ اِلٰي اَقْرَبِهِمْ بَابًا

৫৮- অনুচ্ছেদ ঃ নিকটতর প্রতিবেশী থেকে উপহারাদি দান শুরু করবে।

١٠٦-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَاِلٰي اَيِّهِمَا اُهْدِيْ قَالَ اِلٰي اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

১০৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশীকে আমি উপহারাদি দিবো? তিনি বলেনঃ যার (ঘরের) দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তাকে (বু, দা, তহা)।

١٠٧-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَاِلٰي اَيُّهِمَا اُهْدِيْ قَالَ اِلٰي اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

১০৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কোড় প্রতিবেশীকে আমি উপহারাদি দিবো? তিনি বলেনঃ৮যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তাকে (বু,দা)।

٥٩- بَابُ الْاَدْنٰي فَالْاَدْنٰي مِنَ الْجِيْرَانِ.

৫৯- অনুচ্ছেদঃ নিকটতর অতঃপর পরবর্তী নিকটতর প্রতিবেশী ।

١٠٨- عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ اَرْبَعِيْنَ دَارًا اَمَامَهُ وَاَرْبَعِيْنَ خَلْفَهُ وَاَرْبَعِيْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَاَرْبَعِيْنَ عَنْ يَسَارِهِ.

১০৮। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নিজের ঘর থেকে সামনের চল্লিশ ঘর, পেছনের চল্লিশ ঘর, ডানের চল্লিশ ঘর এবং বামের চল্লিশ ঘর তোমাদের প্রতিবেশী ।

١٠٩-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَلاَ يُبْدَءُ بِجَارِهِ الْاَقْصٰي قَبْلَ الْاَدْنٰي وَلٰكِنْ يُبْدَاُ بِالْاَدْنٰي قَبْلَ الْاَقْصٰي .

১০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে দূরতর প্রতিবেশী থেকে (উপঢৌকনাদি প্রেরণ) শুরু করা যাবে না, বরং দূরবর্তী জনের পূর্বে নিকটবর্তী জন থেকে তা শুরু করতে হবে।

٦٠- بَابُ مَنْ اَغْلَقَ الْبَابَ عَلَي الْجَارِ

৬০-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়।

١١٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ اَتي عَلَيْنَا زَمَانٌ اَوْ قَالَ حِينٌ وَمَا اَحَدٌ اَحَقُّ بِدِيْنَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ الْاٰنَ الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ اَحَبُّ اِلي اَحَدِنَا مِنْ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَا رَبِّ هٰذَا اَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنِي فَمَنَعَ مَعْرُوْفَهُ .

১১০। ইবনে উমার (রা) বলেন, এমন একটি কাল আমরা অতিবাহিত করেছি যখন কারো নিকট তার মুসলমান ভাইয়ের চেয়ে তার দীনার ও দিরহামের উপযুক্ত প্রাপক আর কেউ ছিলো না। আর এখন এমন যুগ এসেছে যখন দীনার ও দিরহামই আমাদের কারো নিকট তার মুসলমান ভাইয়ের চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তার প্রতিবেশীকে অভিযুক্ত করবে এবং বলবে, এই ব্যক্তি আমার জন্য তার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছিল এবং আমাকে তার সদাচার থেকে বঞ্চিত করেছে।

٦١- بَابُ لاَ يُشْبَعُ دُوْنَ جَارِهِ

৬১- অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীকে বাদ রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করা নিষেধ।

١١١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ.

১১১। ইবনে আব্বাস (রা) ইবনুয যুবাইর (রা)-কে অবহিত করে বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করে সে মুমিন নয় (বা, হা, তহা)।

٦٢- بَابُ يُكْثِرُ مَاءَ الْمَرَقِ فَيُقْسِمُ فِي الْجِيْرَانِ

৬২- অনুচ্ছেদঃ তরকারীতে বেশী ঝোল রাখবে এবং তা প্রতিবেশীদেরও দিবে।

١١٢-عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِي بِثَلاَثٍ اَسْمَعُ وَاَطِيْعُ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْاَطْرَافِ وَاِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ اَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَاَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ وَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ وَجَدْتَ الْاِمَامَ قَدْ صَلّي فَقَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ وَاِلاَّ فَهِيَ نَافِلَةٌ .

১১২। আবু যার (রা) বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু (স) আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন ঃ (১) নেতা নাক-কান কাটা গোলাম হলেও আমি তার নির্দেশ শুনবো এবং আনুগত্য করবো। (২) তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে বেশী ঝোল রাখবে, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীদের দিকে লক্ষ্য করবে এবং সদিচ্ছা সহকারে তাদের তা পৌছাবে। (৩) নামায তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে। যদি দেখো যে, ইমাম নামায পড়েছেন এবং তোমার নামাযও তুমি পড়েছো, তাহলে তোমার নামায তো হয়েছে নতুবা ইমামের সাথে তোমার নামায নফল হিসেবে গণ্য হবে (মু, তি, না, ই, আ, হি)।

١١٣- عَنْ اَبِيْ ذَرٌّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٌّ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَ الْمَرَقَةِ وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ اَوْ اَقْسِمْ فِيْ جِيْرَانِكَ.

১১৩। আবু যার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ হে আবু যার ! তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে পানি (ঝোল) বেশী রাখো এবং তা তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলাও (মু, আ, দার, হি)।

٦٣- بَابُ خَيْرِ الْجِيْرَانِ

৬৩- অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম প্রতিবেশী ।

١١٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

১১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)৮থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আল্লাহ্র ভিকট সেই সঙ্গী উত্তম যে নিজ সঙ্গীদের নিকট উত্তম। আল্লয়হ্র নিকট সেই প্রতিবেশী উত্তম যে নিজ প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম (তি,আ, হা, দার)।

٦٤- بَابُ الْجَارِ الصَّالِحِ

৬৪- অনুচ্ছেদ ঃ সৎ প্রতিবেশী।

١١٥- عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ.

১১৫। নাফে ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ একজন মুসলমানের জন্য প্রশস্ত বাসভবন, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন সৌভাগ্যের নিদর্শন (আ, হা)।

٦٥- بَابُ الْجَارِ السُّوْءِ

৬৫- অনুচ্ছেদ ঃ নিকৃষ্ট প্রতিবেশী।

١١٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامِ فَاِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلُ.

১১৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স)-এর একটি দোয়া হলোঃ "হে আল্লাহ! আমি (আমার) আবাসস্থলে তোমার নিকট দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাই। কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী তো বদল হতে থাকে" (না,হা, হি)।

١١٧- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰي يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَاَخَاهُ وَاَبَاهُ.

১১৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং তার পিতাকে হত্যা না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٦٦- بَابُ لاَ يُؤْذِيْ جَارَهُ

৬৬- অনুচ্ছেদঃ কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

١١٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنَةَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَصَدَّقُ وَتُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ خَيْرَ فِيْهِ هِيَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالُوْا وَفُلاَنَةُ تُصَلِّيْ الْمَكْتُوْبَةَ وَتَصَدَّقُ بِاَثْوَابٍ وَلاَ تُؤْذِيْ اَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِيَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

১১৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক নারী সারা রাত নামায পড়ে , সারা দিন রোযা রাখে, ভালো কাজ করে , দান-খয়রাত করে এবং নিজ প্রতিবেশীদেরকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। পুনরায় সাহাবীগণ বলেন, অমুক নারী ফরয নামায পড়ে, বস্ত্র দান করে এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ সে জান্নাতী (দা, আ, হা, হি, বায)।

١١٩-حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ ابْنُ غُرَابٍ اَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَاَلَتْ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَ اِحْدَانَا يُرِيْدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ غَضْبِيْ اَوْ لَمْ تَكُنْ نَشِيْطَةً فَهَلْ عَلَيْنَا فِيْ ذٰلِكَ مِنْ حَرَجٍ قَالَتْ نَعَمْ اِنَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكِ اَنْ لَوْ اَرَادَكِ وَاَنْتِ عَلٰي قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيْهِ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اِحْدَانَا تَحِيْضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا اِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ اَوْ لِحَافٌ وَاحِدٌ فَكَيْفَ تَصْنَعُ قَالَتْ لِتَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ فَلَهُ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ مَعَ اَنِّيْ سَوْفَ اُخْبِرُكِ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ لَيْلَتِيْ مِنْهُ فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِّنْ شَعِيْرٍ فَجَعَلْتُ لَهُ قُرْصًا فَدَخَلَ فَرَدَّ الْبَابَ وَدَخَلَ اِلَي الْمَسْجِدِ وَكَانَ اِذَا

اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ اَغْلَقَ الْبَابَ وَاَوْكَاَ الْقِرْبَةَ وَاَكْفَاَ الْقَدَحَ وَاَطْفَاَ الْمِصْبَاحَ فَانْتَظَرْتُهُ اَنْ يَّنْصَرِفَ فَاُطْعِمَهُ الْقُرْصَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰي غَلَبَنِي النَّوْمُ وَاَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَاَتَانِيْ فَاَقَامَنِيْ ثُمَّ قَالَ ادْفِئِيْنِيْ ادْفِئِيْنِيْ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ اَنِ اكْشِفِيْ عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ فَخِذِيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَرَاْسَهُ عَلٰي فَخِذِيَّ حَتّٰي دَفِئَ فَاَقْبَلَتْ شَاةٌ لِّجَارِنَا دَاجِنَةٌ فَدَخَلَتْ ثُمَّ عَمِدَتْ اِلَي الْقُرْصِ فَاَخَذَتْهُ ثُمَّ اَدْبَرَتْ بِهِ قَالَتْ وَقَلِقْتُ عَنْهُ وَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَادَرْتُهَا اِلَي الْبَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذِيْ مَا اَدْرَكْتِ مِنْ قُرْصِكِ وَلاَ تُؤْذِيْ جَارَكِ فِيْ شَاتِهِ .

১১৯। উমারা ইবনে গুরাব (র) বলেন, তার ফুফু তাকে বলেছেন যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কাউকে তার স্বামী কামনা করলে সে নিজেকে অভিমান অথবা অনিচ্ছা বশত স্বামীর নিকট সমর্পণ করে না। এতে কি আমাদের কোন দোষ হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তোমার উপর তার অধিকার এই যে, সে তোমাকে কামনা করলে তুমি তার নিকট নিজেকে সমর্পণ করবে। তুমি তখন উটের পিঠে থাকলেও তাকে বাধা দিতে পারবে না। রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, আামাদের কেউ ঋতুবতী হয়, অথচ তার ও তার স্বামীর একটি মাত্র লেপ বা বিছানা, তখন সে কি করবে? তিনি বলেন, সে তার নিম্নাঙ্গে উত্তমরূপে বস্ত্র কষে বাঁধবে, অতঃপর তার সাথেই ঘুমাবে। এর উপর দিয়ে সে যা করতে চায় করবে। সাথে সাথে নবী (স) কি করতেন তাও আমি তোমাকে অবহিত করছি। আমার পালার রাতে আমি কিছু যব পিষলাম এবং তাঁর জন্য পিঠা তৈরি করলাম। তিনি ঘরে এসে পুনরায় মসজিদে চলে গেলেন। তিনি ঘুমাতে উদ্যত হলে ঘরের দরজা বন্ধ করতেন, কলসের মুখ বন্ধ করতেন, পাত্রসমূহ উপুড় করে রাখতেন এবং বাতি নিভিয়ে দিতেন। আমি অপেক্ষায় থাকলাম যে, তিনি ফিরে আসবেন এবং আমি তাঁকে পিঠা খাওয়াবো। কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি। শেষে ঘুম আমাকে পরাভূত করলো এবং শীত তাঁকে পীড়া দিলো। তিনি আমার নিকট এসে আমাকে তুললেন, তারপর বললেনঃ আমাকে উত্তাপ দাও, আমাকে উত্তাপ দাও। আমি তাঁকে বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বলেনঃ তথাপি তোমার উরুদ্বয় একটু উন্মুক্ত করো। আমি আমার উরুদ্বয় উন্মুক্ত করলাম। তিনি তাঁর গাল ও মাথা আমার উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উত্তপ্ত হলেন। আমাদের প্রতিবেশীর একটি পোষা বকরী এসে পিঠা খেতে উদ্যত হলো। সে একটি পিঠা মুখে তুলে নিলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নড়াচড়া করায় নবী (স)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি তাড়াতাড়ি বকরীটিকে দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। নবী (স) বলেনঃ তুমি যে পিঠাটি উঠিয়েছো তা রেখে দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তার বকরীর কারণে কষ্ট দিও না।

١٢٠–عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

১২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না (বু, মু, তি,আ)।

٦٧-بَابُ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ.

৬৭–অনুচ্ছেদ ঃ এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে এমনকি বকরীর ক্ষুর উপঢৌকন দেওয়াকেও যেন তুচ্ছ মনে না করে।

١٢١-عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْاَشْهَلِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ امْرَاَةٌ مِّنْكُنَّ لِجَارِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ.

১২১। আমর ইবনে মুআয আল-আশহালী (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেনঃ হে মুমিন নারীগণ! তোমাদের মধ্যকার কোন নারী যেন তার প্রতিবেশীকে যৎসামান্য দান করাকেও তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা রান্না করা বকরীর বাহুর সামান্য গোশতও হয় (বু, মু, হা)।

١٢٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ.

১২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ হে মুসলিম নারীগণ, হে মুসলিম নারীগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীকে বকরীর (রান্না করা) ক্ষুরও (উপঢৌকন) দেওয়াকে তুচ্ছ মনে না করে (বু, মু)।

٦٨- بَابُ شِكَايَةِ الْجَارِ

৬৮- অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর অভিযোগ ।

١٢٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ جَارٌ يُؤْذِيْنِيْ فَقَالَ انْطَلِقْ فَاَخْرُجْ مَتَاعَكَ اِلَي الطَّرِيْقِ فَاَخْرَجَ مَتَاعَهُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوْا مَا شَاْنُكَ قَالَ لِيْ جَارٌ يُؤْذِيْنِيْ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقْ فَاَخْرُجْ مَتَاعَكَ اِلَي الطَّرِيْقِ فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ اَللّٰهُمَّ اَخْزِهِ فَبَلَغَهُ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِرْجِعْ اِلَي مَنْزِلِكَ فَوَاللّٰهِ لاَ اُوْذِيْكَ.

১২৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বলেনঃ তুমি ফিরে গিয়ে তোমার ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। অতএব সে ফিরে এসে তার ঘরের আসবাবপত্র বাইরে ফেলে দিলো। এতে তার ঘরের সামনে লোকজন জড়ো হলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে কষ্ট দেয়। আমি তা নবী (স)-এর নিকট বললে তিনি বলেন ঃ যাও, ঘরে গিয়ে তোমার আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। তখন তারা বলতে লাগলো, “হে আল্লাহ! তার উপর তোমার অভিসম্পাত, হে আল্লাহ ! তাকে লাঞ্ছিত করো”। বিষয়টি প্রতিবেশী জানতে পেরে সেখানে এসে বললো, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাকে আর কষ্ট দিবো না (দা, হা, হি)।

١٢٤- عَنْ اَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ شَكَا رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ جَارَهُ فَقَالَ اخْرُجْ مَتَاعَكَ فَضَعْهُ عَلَيَ الطَّرِيْقِ فَمَنْ مَرَّ بِه يَلْعَنُهُ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِه يَلْعَنُهُ فَجَاءَ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا لَقِيْتَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ اِنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ شَكَا كَفَيْتَ اَوْ نَحْوَهُ.

১২৪। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ করলো। তিনি বলেনঃ তুমি তোমার মালপত্র তুলে রাস্তায় রেখে দাও। যে লোকই সেই পথ দিয়ে যাবে সে–ই তাকে অভিশাপ দিবে। অতএব যে লোকই সেই পথে গেলো সে-ই তাকে অভিশাপ দিলো। তখন সেই ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট আসলে তিনি বলেনঃ লোকদের নিকট থেকে তুমি কি পেলে ? তিনি আরো বলেনঃ লোকজনের অভিসম্পাতের সাথে রয়েছে আল্লাহ্‌র অভিশাপ। অতঃপর তিনি অভিযোগকারীকে বলেনঃ তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে (তা, হা)।

١٢٥- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَعْدِيْهِ عَلَيْ جَارِه فَبَيْنَا هُوَ قَاعِدٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اِذْ اَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقَاوِمٌ رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ عِنْدَ الْمَقَامِ حَيْثُ يُصَلُّوْنَ عَلَي الْجَنَائِزِ فَاَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ رَاَيْتُ مَعَكَ مُقَاوِمُكَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ قَالَ اَقَدْ رَاَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَاَيْتَ خَيْراً كَثِيْراً ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَسُوْلُ رَبِّيْ مَا زَالَ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰي ظَنَنْتُ اَنَّهُ جَاعِلٌ لَّهُ مِيْرَاثًا.

১২৫। জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসলো। সে 'রুকন' ও 'মাকাম'-এর মধ্যবর্তী স্থানে বসা অবস্থায় নবী (স) এসে পৌঁছলেন। সে দেখলো যে, তিনি মাকামের নিকট একজন সাদা বস্ত্র পরিহিত লোকের সামনে দাঁড়ানো, যেখানে জানাযার নামায পড়া হয়। সে নবী (স)-এর সামনে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। আপনার সামনে সাদা বস্ত্র পরিহিত যে লোকটিকে আমি দেখলাম তিনি কে? তিনি বলেনঃ তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছো? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেনঃ তুমি প্রভূত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করছো। তিনি আমার প্রভুর বার্তাবাহক জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো নসীহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে তার (অপর প্রতিবেশীর) ওয়ারিস বানাবেন।

٦٩- بَابُ مَنْ اَذٰي جَارَهُ حَتّٰي يُخْرِجَ

৬৯-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে দিতে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করলো।

١٢٦- عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ الْحِمْصِيِّ قَالَ كَانَ ثَوْبَانُ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَيُهْلِكُ اَحَدُهُمَا فَمَاتَا وَهُمَا عَلَيْ ذٰلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ اِلاَّ هَلَكَا جَمِيْعًا وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُ حَتّٰي يَحْمِلَهُ ذٰلِكَ عَلَيْ اَنْ يَّخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِه اِلاَّ هَلَكَ.

১২৬। আবু আমের আল-হিমসী (র) বলেন, সাওবান (রা) বলতেন, দুই ব্যক্তি তিন দিনের অধিক কাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকলে তাদের একজনের সর্বনাশ হবেই। আর সম্পর্কচ্ছেদরত অবস্থায় তারা মারা গেলে উভয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে হীন আচরণ করে, ফলে তাতে সে নিজ বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, সে ধ্বংস হলো।

٧٠- بَابُ جَارِ الْيَهُوْدِيِّ

৭০- অনুচ্ছেদ ঃ ইহূদী প্রতিবেশী ।

١٢٧- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَغُلاَمُهُ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ يَا غُلاَمُ اِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَلْيَهُوْدِيُّ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُوْصِيْ بِالْجَارِ حَتّٰي خَشِيْنَا اَوْ رُؤِيْنَا اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

১২৭। মুজাহিদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তার গোলাম ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিলো। তিনি বলেন, হে বালক! অবসর হয়েই তুমি প্রথমে আমাদের ইহূদী প্রতিবেশীকে গোশত দিবে। এক ব্যক্তি বললো, ইহূদী! আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুনেছি। এমনকি আমাদের আশংকা হলো বা আমাদের নিকট প্রতিভাত হলো যে, তিনি অচিরেই প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন (দা, তি)।

٧١-بَابُ الْكَرَمِ

৭১- অনুচ্ছেদঃ মান-মর্যাদা।

١٢٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ النَّاسِ اَكْرَمُ قَالَ اَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ اَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْئَلُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلاَمِ اِذَا فَقُهُوْا.

১২৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি বলেনঃ তাদের মধ্যকার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তি সর্বাধিক মর্যাদাবান। তারা বলেন, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বলেনঃ তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হলেন আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ (আ), যিনি আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকূব (আ)-এর পুত্র এবং আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর প্রপৌত্র। তারা বলেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বলেনঃ তাহলে তোমরা কি আরবের খনি (খান্দান) সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছো। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ জাহিলী যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম বিবেচিত হতো ইসলামী যুগেও তারাই উত্তম বিবেচিত হবে, যখন তারা ধর্মের জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করবে (বু, মু)।

٧٢- بَابُ الْاِحْسَانِ اِلَي الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.

৭২- অনুচ্ছেদঃ সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচার।

١٢٩- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ قَالَ هِيَ مُسْجَلَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ مَسْجَلَةٌ مُرْسَلَةٌ.

১২৯। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সদ্ব্যহারের প্রতিদান সদ্ব্যবহার ভিন্ন আর কি হতে পারে"(৫৫ঃ ৬০) শীর্ষক আয়াত পুণ্যবান ও পাপাচারী সকলের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু উবায়েদ (র) বলেছেন, তা হলো সাধারণ নীতি (বু,মু,না, তি, ই)।

٧٣- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّعُوْلُ يَتِيْمًا .

৭৩- অনুচ্ছেদঃ ইয়াতীমের লালন-পালনকারীর মর্যাদা।

١٣٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلسَّاعِيْ عَلَي الْاَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ كَالْمُجَاهِدَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ.

১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ বিধবা ও গরীবজনদের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর এবং যে ব্যক্তি দিনে রোযা রাখে ও রাতে (নফল) নামাযে লিপ্ত থাকে তার সমতুল্য (বু,মু)।

٧٤- بَابُ فَضلِ مَنْ يَّعُوْلُ يَتِيْمًا لَهُ

৭৪- অনুচ্ছেদঃ নিজের ইয়াতীম পোষ্যদের লালনকারীর মর্যাদা।

١٣١- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَائَتْنِيْ اِمْرَاَةٌ مَّعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَاَلَتْنِيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ اِلاَّ تَمْرَةً وَاحِدَةً فَاَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ .

১৩১। আয়েশা (রা) বলেন, এক স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার নিকট এসে কিছু প্রার্থনা করে। সে আমার কাছে একটি খেজুর ভিন্ন আর কিছুই পেলো না। আমি সেটি তাকে দান করলাম। সে তা তার কন্যাদ্বয়কে ভাগ করে দিলো। অতঃপর সে উঠে চলে গেলো। নবী (স) ঘরে এসে প্রবেশ করলে আমি তাঁকে তা বললাম। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি এই কন্যাদের প্রতি সামান্য সদয় ব্যবহার করবে, তারা তার জন্য দোযখ থেকে অন্তরাল হবে (বু, মু)।

٧٥- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّعُولُ يَتِيمًا بَيْنَ اَبَوَيْهِ .

৭৫- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান লালন-পালন করে তার মর্যাদা।

١٣٢-عَنْ أُمِّ سَعِيْدٍ بِنْتِ مُرَّةَ الْفِهْرِيِّ عَنْ اَبِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا وكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ اَوْ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ شَكَّ سُفْيَانُ فِي الْوُسْطٰي وَاللَّتِيْ تَلِي الْاِبْهَامِ.

১৩২। উম্মু সাঈদ (র) থেকে তার পিতা মুররা আল-ফিহরী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেশতে এই দুইটি মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলের মতো একত্রে থাকবো (তা)।

١٣٣-عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ يَتِيْمًا كَانَ يَحْضُرُ طَعَامَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِطَعَامٍ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَلَبَ يَتِيْمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَجَاءَ بَعْدَ مَا فَرَغَ ابْنُ عُمَرَ فَدَعَا لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فَجَاءَهُ بِسَوِيْقٍ وَعَسَلٍ فَقَالَ دُوْنَكَ هٰذَا فَوَاللّٰهِ مَا غُبِنْتَ يَقُوْلُ الْحَسَنُ وَابْنُ عُمَرَ وَاللّٰهِ مَا غُبِنَ.

১৩৩। হাসান (র) বলেন, এক ইয়াতীম বালক ইবনে উমার (রা)-এর আহার গ্রহণকালে নিয়মিত উপস্থিত হতো। এক দিন তিনি আহার নিয়ে ডাকলেন এবং ইয়াতীমকে খোঁজ করলেন, কিন্তু তাকে পাননি। তার আহার গ্রহণ শেষ হলে সে এসে উপস্থিত হলো। ইবনে উমার (রা) খাদ্য নিয়ে ডাকলেন। তখন তাদের নিকট খাবার অবশিষ্ট ছিলো না। তার নিকট ছাতু ও মধু আনা হলো। তিনি বলেন, এটা গ্রহণ করো। আল্লাহ্র শপথ! তোমাকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে না। হাসান (র) এই হাদীস বর্ণনাকালে বলতেন, আল্লাহ্র শপথ! ইবনে উমার (রা) আহার থাকতে তা লুকাননি।

١٣٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا وكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰي.

১৩৪। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমি ও ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী কিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকবো। একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমার প্রতি ইংগিত করেন (বু, দা, তি)।

١٣٥- عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ لاَ يَاْكُلُ طَعَامًا اِلاَّ وَعَلٰي خِوَانِهِ يَتِيْمٌ.

১৩৫। আবু বাক্র ইবনে হাফ্স (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) ইয়াতীমকে সঙ্গে না নিয়ে আহার করতেন না।

٧٦- بَابُ خَيْرُ بَيْتٍ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ঘরে ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় সেই ঘর সর্বোত্তম।

١٣٦-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ يُشِيْرُ بِاِصْبَعَيْهِ.

১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে সেই ঘর সর্বোত্তম, যেখানে কোন ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সেই ঘর যেখানে কোন ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেশতে এই দুইটির মতো একত্রে থাকবো। এই বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলের দিকে ইংগিত করেন (ই)।

٧٧ - بَابُ كُنْ لِلْيَتِيْمِ كَالْاَبِ الرَّحِيْمِ

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের জন্য দয়ার্দ্র পিতৃতুল্য হও।

١٣٧-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰي قَالَ قَالَ دَاوُدُ ﷺ كُنْ لِلْيَتِيْمِ كَالْاَبِ الرَّحِيْمِ وَاعْلَمْ اَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذٰلِكَ تَحْصُدُ مَا اَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنٰي وَاَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ اَقْبَحُ مِنْ ذٰلِكَ الضَّلاَلَةُ بَعْدَ الْهُدٰي وَاِذَا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ فَاَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ فَاِنْ لاَّ تَفْعَلْ يُوْرِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ صَاحِبٍ اِنْ ذَكَرْتَ لَمْ يُعِنْكَ وَاِنْ نَسِيْتَ لَمْ يَذْكُرْكَ •

১৩৭। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন, দাঊদ (আ) বলেছেনঃ ইয়াতীমের জন্য দয়ার্দ্র পিতৃতুল্য হও এবং জেনে রাখো! তুমি যেরূপ বপন করবে সেইরূপ কর্তন করবে। প্রাচুর্যের পর দরিদ্রতা কতই না মন্দ! তার চাইতেও মন্দ হলো হেদায়াত লাভের পর পথভ্রষ্টতা। তুমি কোন সঙ্গীর সাথে ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূর্ণ করবে। নতুবা তাতে তোমার ও তার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হবে। এমন বন্ধু থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, (বিপদে) যাকে স্মরণ করলে সে তোমাকে সাহায্য করবে না এবং তুমি তাকে ভুলে গেলে সে তোমাকে স্মরণ করবে না।

١٣٨- عَنِ الْحَسَنِ يَقُوْلُ لَقَدْ عَهِدْتُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُوْلُ يَا اَهْلِيَهْ يَا اَهْلِيَهْ يَتِيْمُكُمْ يَتِيْمُكُمْ يَا اَهْلِيَهْ يَا اَهْلِيَهْ مِسْكِيْنُكُمْ مِسْكِيْنُكُمْ يَا اَهْلِيَهْ يَا اَهْلِيَهْ جَارُكُمْ جَارُكُمْ وَاُسْرِعَ بِخِيَارِكُمْ وَاَنْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ تَرْذُلُوْنَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاِذَا شِئْتَ رَاَيْتَهُ فَاسِقًا يَتَعَمَّقُ بِثَلاَثِيْنَ اَلْفًا اِلَي النَّارِ مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللّٰهُ بَاعَ خَلاَقَهُ مِنَ اللّٰهِ بِثَمَنِ عَنْزٍ وَاِنْ شِئْتَ رَاَيْتَهُ مُضَيِّعًا مُرِيْدًا فِيْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ لاَ وَاعِظَ لَهُ مِنْ نَّفْسِهِ وَلاَ مِنَ النَّاسِ .

১৩৮। হাসান বসরী (র) বলেন, আমি এমন মুসলমানদের সাক্ষাত পেয়েছি, যাদের কেউ ভোরে উপনীত হয়ে তার পরিজনকে বলতেন, "হে আমার পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের ইয়াতীম, তোমাদের ইয়াতীম। হে আমার পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের দরিদ্রজন, তোমাদের দরিদ্রজন। হে আমার পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের প্রতিবেশী। তোমাদের সেই উৎকৃষ্টগণ (সাহাবীগণ) তো চলে গেলেন, আর তোমরা তো দিন দিন অধঃপতিত হচ্ছো। তিনি আরো বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দেখতে পাবে যে, পাপাচারী তিরিশ হাজার টাকার বিনিময়ে জাহান্নামের গভীরে প্রবেশ করছে। তার কি হলো! আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সে আল্লাহ্‌র কাছে তার প্রাপ্য অংশ একটি ছাগলের মূল্যে বিকিয়ে দিলো। তুমি ইচ্ছা করলে দেখতে পাবে যে, সে শয়তানের রাস্তার ইতর অনুসারী। সে নিজ বিবেকের উপদেশও গ্রহণ করে না এবং অন্যের উপদেশেও কর্ণপাত করে না।

١٣٩-عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ سِيْرِيْنَ عِنْدِيْ يَتِيْمٌ قَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ وَاضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ.

১৩৯। আসমা ইবনে উবায়েদ (র) বলেন, আমি ইবনে সীরীন (র)-কে বললাম, আমার কাছে এক ইয়াতীম আছে। তিনি বলেন, তুমি তার সাথে তোমার সন্তানের অনুরূপ ব্যবহার করো এবং তাকে প্রহার করো যে কারণে তুমি তোমার সন্তানকে প্রহার করে থাকো (তার সাথে তোমার সন্তানের অনুরূপ ব্যবহার করবে)।

٧٨ - بَابُ فَضْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَبَّرَتْ عَلٰى وَلَدِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের কারণে যে নারী ধৈর্য ধারণ করেছে এবং পুনর্বিবাহ থেকে বিরত থেকেছে।

١٤٠-عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَاِمْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ إِمْرَاَةٌ اٰمَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَصَبَرَتْ عَلٰي وَلَدِهَا كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ.

১৪০। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমি ও ঝলসানো (বিষন্ন) গালবিশিষ্ট নারী, যার স্বামী মারা গেছে, কিন্তু সে তার সন্তানের কারণে ধৈর্য ধারণ করেছে (পুনর্বিবাহ করেনি) জান্নাতে এই দুই (আঙ্গুল)-এর মত একত্রে বসবাস করবো (দা., ইলা)।

٧٩- بَابُ اَدَبِ الْيَتِيْمِ

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমদের আদব-কায়দা শিক্ষাদান।

١٤١- عَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتَكِيَّةِ قَالَ ذُكِرَ اَدَبُ الْيَتِيْمِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنِّيْ لَاَضْرِبُ الْيَتِيْمَ حَتّٰي يَنْبَسِطَ.

১৪১। শুমায়সা আতাকিয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট ইয়াতীমকে আদব-কায়দা শিক্ষা দানের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, ইয়াতীমকে আমি অবশ্যই আদব-কায়দা শিখাতে প্রহার করি যাবত না সে সটান হয় (বা)।

٨٠ - بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ

৮০- অনুচ্ছেদঃ যার সন্তান মারা গেছে তার মর্যাদা

١٤٢-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمُوْتُ لِاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না, অবশ্য শপথ পূর্ণ করার জন্য (বু, মু, তি, না, ই)।

١٤٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْـرَاَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَقَالَتْ اُدْعُ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً فَقَالَ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِّنَ النَّارِ.

১৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা একটি শিশুসহ নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্য দোয়া করুন। আমি ইতিমধ্যে তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি। তিনি বলেনঃ তুমি তো দোযখের মোকাবিলায় মযবুত প্রতিবন্ধক গড়ে তুলেছো (মু)।

١٤٤-عَنْ خَالِدٍ الْعَبَسِيِّ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِّيْ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ وجْداً شَدِيْداً فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا تَسْخِيْ بِهِ اَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ صِغَارُكُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ.

১৪৪। খালিদ আল-আবসী (র) বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেলে আমি অত্যন্ত শোকাহত হলাম। আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আপনি কি নবী (স)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন যা দ্বারা আমরা আমাদের মৃতদের মর্মবেদনায় সান্ত্বনা লাভ করতে পারি? তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের ছোট শিশুরা বেহেশ্‌তের পতঙ্গ (মু, আ)।

١٤٥-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قُلْتُ لِجَابِرٍ وَاللّٰهِ اَرٰي لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدٌ لَقَالَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّهُ وَاللّٰهِ.

১৪৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যার তিনটি সন্তান মারা গেছে এবং সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করেছে, সে বেহেশতে যাবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর দু'টি সন্তান? তিনি বলেন ঃ এবং দু'টিও? আমি (মাহ্‌মূদ) জাবের (রা)-কে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার তো মনে হয় আপনারা যদি এক সন্তানের কথাও বলতেন তবে তিনি তাই বলতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ধারণাও তাই (আ)।

١٤٦-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً فَقَالَ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِّنَ النَّارِ.

১৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা একটি শিশুসহ নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্য দোয়া করুন। আমি ইতিমধ্যে তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি। তিনি বলেনঃ তুমি তো দোযখের মোকাবিলায় মযবুত প্রতিবন্ধক গড়ে তুলেছো (মু)!

١٤٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ جَاءَتْ إِمْرَاَةٌ الِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا لاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِيْ مَجْلِسِكَ فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَاْتِكَ فِيْهِ فَقَالَ مَوْعِدُكُمْ بَيْتُ فُلاَنٍ فَجَاءَهُنَّ لِذَالِكَ الْوَعْدِ وكَانَ فِيْمَ حَدَّثَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ إِمْرَاَةٌ يَمُوْتُ لَهَا ثَلاَثٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُمْ الاَّ دَخَلَت الْجَنَّةَ قَالَتْ إِمْرَاَةٌ وَإِثْنَانِ قَالَ وَإِثْنَانِ كَانَ سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيْثِ وَيَحْفَظُ وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ يَقْدِرُ اَنْ يُكْتُبَ عِنْدَهُ.

১৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার মজলিসে আসতে পারি না। আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। সেদিন আমরা আপনার নিকট হাযির হবো। তিনি বলেনঃ অমুকের ঘরে তোমরা সমবেত হবে। তিনি প্রতিশ্রুত স্থানে তাদের নিকট এলেন। তিনি তাদেরকে যা বললেন তার মধ্যে এ কথাও ছিলোঃ তোমাদের মধ্যে যে নারীর তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে তাদের দ্বারা সওয়াবের আশা করে, সে জান্নাতে যাবে। এক মহিলা বলেন, আর দু'টি? তিনি বলেনঃ দু'টি সন্তানের মৃত্যু হলেও (বু, মু)।

١٤٨- عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلاَثَةُ اَوْلاَدٍ الاَّ اَدْخَلَهُمَا اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ .

১৪৮। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেনঃ হে উম্মু সুলাইম! যে দুই মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় তাদের দু'জনকেই (পিতা-মাতাকে) আল্লাহ বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন, তাদের প্রতি তাঁর দয়ার কল্যাণে। আমি বললাম, দুইজন মারা গেলে? তিনি বলেনঃ দু'জন হলেও (আ, তা)।

١٤٩-عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ لَقِيَ اَبَا ذَرٍّ مُتَوَشِّحًا قِرْبَةً قَالَ مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ يَا اَبَا ذَرٍّ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ قُلْتُ بَلٰي قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِّنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ الاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُم وَمَا مِنْ رَجُلٍ اَعْتَقَ مُسْلِمًا الاَّ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ عُضْوٍ مِّنْهُ فِكَاكَهُ لِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ.

১৪৯। সাসাআ ইবনে মুয়াবিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু যার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। আবু যার (রা) একটি মশক জড়িয়ে ধরা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, হে আবু যার!

আপনার সন্তানের কী প্রয়োজন! তিনি বলেন, আমি তোমাকে হাদীস শুনাবো না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে মুসলমানের তিনটি সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মারা যায়, তাদের প্রতি তার মায়ার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দাসত্বমুক্ত করবে, মহামহিম আল্লাহ তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুক্তি দিবেন।

١٥٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُ الْحِنْثَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ وَاِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ.

১৫০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যার তিনটি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মারা গেছে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে এবং তাদেরকে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন (বু, না, ই)।

٨١ - بَابُ مَنْ مَاتَ لَهُ سَقَةٌ

৮১- অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভপাতে যার সন্তান মারা যায়।

١٥١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وكَانَ لاَ يُوْلَدُ لَهُ فَقَالَ لاَنْ يُوْلَدَ لِيْ فِي الْاِسْلاَمِ وَلَدٌ سَقْطٌ فَاَحْتَسِبُهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِي الدُّنْيَا جَمِيْعًا وَّمَا فِيْهَا وكَانَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجْرَةِ.

১৫১। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার সন্তানাদি হতো না। তিনি বলেন, ইসলামী যুগে যদি আমার একটি সন্তান গর্ভপাত হয়ে মারা যেতো এবং আমি তাতে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করতাম, তাহলে আমি তাকে দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু আমার মালিকানাভুক্ত হওয়ার চেয়েও উত্তম বিবেচনা করতাম। ইবনুল হানযালিয়া (রা) ছিলেন বৃক্ষতলে (হুদায়বিয়ায়) বায়আত গ্রহণকারী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।

١٥٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اعْلَمُوْا اَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا اَخَّرْتَ.

১৫২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার নিকট নিজ সম্পত্তির চেয়ে তার ওয়ারিসদের সম্পত্তিই অধিক প্রিয়? সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকের কাছে তার নিজের সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের সম্পত্তির চেয়ে অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যেনে রেখো! তোমাদের মধ্য এমন কেউ নাই যার কাছে তার নিজ সম্পত্তি অপেক্ষা তার ওয়ারিসদের সম্পত্তি অধিক প্রিয় নয়। তোমার সম্পত্তি হলো যা তুমি অগ্রিম প্রেরণ করেছো। আর তোমার ওয়ারিসদের সম্পত্তি হলো যা তুমি রেখে দিয়েছো (বু, না)।

١٥٣-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَعُدُّوْنَ فِيْكُمُ الرُّقُوْبَ قَالُوا الرُّقُوْبُ الَّذِيْ لاَ يُوْلَدُ لَهُ قَالَ لاَ وَلٰكِنِ الرُّقُوْبُ الَّذِيْ لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهَا شَيْئًا.

১৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কাকে নিঃসন্তান বলো? সাহাবীগণ বলেন, যার সন্তান হয় না সে নিঃসন্তান। তিনি বলেনঃ না, বরং নিঃসন্তান হলো যে কোন সন্তান অগ্রে প্রেরণ করেনি অর্থাৎ যার কোন সন্তান মারা যায়নি (বু, মু)।

١٥٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَعُدُّوْنَ فِيْكُمُ الصُّرَعَةَ قَالُوْا هُوَ الَّذِيْ لاَ تَصْرَعُهُ الرِّجَالُ فَقَالَ لاَ وَلٰكِنِ الصُّرَعَةُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

১৫৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কাকে মল্লযোদ্ধা বলো? সাহাবীগণ বলেন, লোকেরা যাকে ভূপাতিত করতে পারে না। তিনি বলেনঃ না, বরং যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করতে পারে সে-ই হলো মল্লযোদ্ধা (মু)।

٨٢ - بَابُ حُسْنِ الْمَلَكَةِ

৮২- অনুচ্ছেদ ঃ (মহানবী (স)-এর অন্তিম উপদেশ) উত্তম ব্যবহার।

١٥٥-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ثَقُلَ قَالَ يَا عَلِيُّ اِئْتِنِيْ بِطَبَقٍ اَكْتُبُ فِيْهِ مَا لاَ تُضِلُّ اُمَّتِيْ فَخَشِيْتُ اَنْ يَسْبِقَنِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لاَحْفَظُ مِنْ ذِرَاعِي الصَّحِيْفَةَ وَكَانَ رَاْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِهِ وَعَضُدَيَّ يُوْصِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَقَالَ كَذَاكَ حَتّٰى فَاضَتْ نَفْسُهُ وَاَمَرَهُ بِشَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَي النَّارِ.

১৫৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বলেনঃ হে আলী! আমার নিকট একখানা ফলক নিয়ে আসো। আমি তাতে এমন কিছু লিখে দিবো যাতে আমার উম্মাত পথভ্রষ্ট না হয়। আমার আশঙ্কা যে, হয়তো সে সময় আমি পাবো না। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি আমার কাঁধের পাণ্ডুলিপিতে এটা সংরক্ষণ করবো। তখন তাঁর মাথা তাঁর কনুই ও আমার দুই বাহুর মাঝখানে ছিল। তিনি নামায, যাকাত এবং তোমাদের দাসদাসী সম্পর্কে ওসিয়াত করেন। তিনি এরূপ বলতে বলতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাকে আদেশ দেন এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল" এবং বলেনঃ যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে, দোযখের জন্য তাকে হারাম করা হবে (আ)।

١٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَجِيْبُوا الدَّاعِيْ وَلاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلاَ تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِيْنَ.

১৫৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা দাওয়াত দানকারীর ডাকে সাড়া দিও, উপহারাদি ফেরত দিও না এবং মুসলমানদেরকে প্রহার করো না (আ, হি)।

١٥٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ اَلصَّلاَةُ اَلصَّلاَةُ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ .

১৫৭। আলী (রা) বলেন, নবী (স)-এর অন্তিম কথা ছিলঃ নামায! নামায! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করো (দা, ই, আ)।

٨٣ - بَابُ سُوْءِ الْمَلَكَةِ

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ নীচ ব্যবহার।

١٥٨- عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ نَحْنُ اَعْرَفُ بِكُمْ مِنَ الْبَيَاطِرَةِ بِالدَّوَابِّ قَدْ عَرَفْنَا خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ اَمَّا خِيَارُكُمْ فَالَّذِيْ يُرْجِي خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَاَمَّا شِرَارُكُمْ فَالَّذِيْ لاَ يُرْجِيْ خَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَلاَ يُعْتَقُ مُحَرَّرُهُ.

১৫৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লোকদেরকে বলতেন, পশু চিকিৎসকগণ পশুদেরকে যেরূপ চিনতে পারে, আমি তোমাদেরকে তার চেয়েও উত্তমরূপে চিনি। আমি তোমাদের মধ্যকার উত্তম ও নিকৃষ্ট লোকদের চিনি। অতএব তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক হলো, যাদের নিকট কল্যাণ আশা করা যায় এবং যাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ বোধ করা যায়। আর তোমাদের মধ্যকার মন্দ লোক হলো, যাদের নিকট কল্যাণ আশা করা যায় না, যাদের অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ বোধ করা যায় না এবং যাদের প্রতিশ্রুত দাসের মুক্তি দেয়া হয় না।

١٥٩-عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ يَقُوْلُ اَلْكَنُوْدُ الَّذِيْ يَمْنَعُ رِفْدَهُ وَيَنْزِلُ وَحْدَهُ وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ.

১৫৯। আবু উমামা (রা) বলেন, ‘কানূদ’ (অকৃতজ্ঞ) সেই ব্যক্তি যে তার দান-খয়রাত বন্ধ রাখে, জনবিচ্ছিন্ন থাকে এবং নিজের দাসকে মারধর করে।

١٦٠-عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ رَجُلاً اَمَرَ غُلاَمًا لَهُ اَنْ يَّسْنُوَ عَلَيْ بَعِيْرٍ لَهُ فَنَامَ الْغُلاَمُ فَجَاءَ بِشُعْلَةٍ مِّنْ نَارٍ فَاَلْقَاهُ فِيْ وَجْهِهِ فَتَرَدْيَ الْغُلاَمُ فِيْ بِئْرٍ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَاَي الَّذِيْ فِيْ وَجْهِهِ فَاَعْتَقَهُ.

১৬০। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার উটে করে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি তুলে আনতে নির্দেশ দিলো। কিন্তু গোলামটি ঘুমিয়ে গেলো। তার মনিব অগ্নিশিখাসহ এসে তা তার মুখের উপর নিক্ষেপ করলো। গোলামটি কূপের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সে উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তার মুখে পোড়া দাগ দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে দাসত্বমুক্ত ঘোষণা করেন।

٨٤ - بَابُ بَيْعِ الْخَادِمِ مِنَ الْاَعْرَابِ

৮৪- অনুচ্ছেদ ঃ বেদুইনের নিকট দাস-দাসী বিক্রয়।

١٦١-عَنْ عَمْرَةَ اَنَّ عَائِشَةَ دَبَّرَتْ اَمَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ عَائِشَةُ فَسَالَ بَنُو اَخِيْهَا طَبِيْبًا مِّنَ الزُّطِّ فَقَالَ اِنَّكُمْ تُخْبِرُوْنِيْ عَنِ امْرَاَةٍ مَّسْحُوْرَةٍ سَحَرَتْهَا اَمَةٌ لَّهَا فَاُخْبِرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ سَحَرْتِيْنِيْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَتْ وَلِمَ لاَ تَنْجِيْنَ اَبَدًا ثُمَّ قَالَتْ بِيْعُوْهَا مِنْ شَرِّ الْعَرَبِ مَلَكَةً.

১৬১। আমরা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তার এক বাঁদীকে তার মৃত্যুর পর মুক্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। পরে আয়েশা (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ যুত্ত (জাঠ) সম্প্রদায়ের এক চিকিৎসকের সাথে তার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। সে বললো, আপনারা আমাকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে অবিহত করেছেন যাকে তার দাসী যাদু করেছে। আয়েশা (রা)-কে তা অবহিত করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি আমাকে যাদু করেছিস? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, কেন? কখনও তুই মুক্তি পাবি না। তিনি বলেন, তোমরা তাকে উগ্র মেজাজের অসদাচারী বেদুইনের কাছে বিক্রি করো (আ, হা)।

٨٥ -بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْخَادِمِ

৮৫- অনুচ্ছেদ ঃ খাদেমের সাথে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার।

١٦٢-عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ اَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُ غُلاَمَانِ فَوَهَبَ اَحَدَهُمَا لِعَلِيٍّ وَقَالَ لاَ تَضْرِبْهُ فَاِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلاَةِ وَاِنِّيْ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ مُنْذُ اَقْبَلْنَا وَاَعْطَى اَبَا ذَرٍّ غُلاَمًا وَقَالَ اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوْفًا فَاَعْتَقَهُ فَقَالَ مَا فَعَلَ قَالَ اَمَرْتَنِيْ اَنْ اَسْتَوْصِيْ بِهِ خَيْرًا فَاَعْتَقْتُهُ.

১৬২। আবু উমামা (রা) বলেন, নবী (স) দুইটি গোলামসহ আসলেন। এদের একটি আলী (রা)-কে দিয়ে তিনি বলেনঃ তাকে মারধর করো না। কেননা নামাযীকে নির্যাতন করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। সে আমাদের নিকট আসার পর থেকে আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। অপর গোলামটি তিনি আবু যার (রা)-কে দিয়ে বলেনঃ তার সাথে সদয় ব্যবহার করো। তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে কি করছে? আবু যার (রা) বলেন, আপনি আমাকে তার সাথে সদয় ব্যবহার করতে বলেছেন। তাই আমি তাকে দাসত্বমুক্ত করে দিয়েছি (আ)।

١٦٣-عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَاَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ حَتّٰي اَدْخَلَنِيْ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّ اَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ

لَبِيْبٌ فَلْيَخْدِمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَقْدَمُهُ الْمَدِيْنَةَ حَتَّي تُوُفِّيَ ﷺ مَا قَالَ لِي عَنْ شَيْئٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلاَ قَالَ لِي لِشَيْئٍ لَمْ اَصْنَعْهُ اَلاَّ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا.

১৬৩। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) মদীনায় আসলেন। তাঁর কোন খাদেম ছিলো না। আবু তালহা (রা) আমার হাত ধরে আমাকে নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আনাস বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বালক। সে আপনার খেদমত করবে। আনাস (রা) বলেন, আমি তাঁর মদীনায় আসার সময় থেকে তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত সফরে ও আবাসে তাঁর সেবা করেছি। তিনি আমার কোন কাজের জন্য বলেননিঃ তুমি এটা এভাবে করলে কেন? আবার আমার কোন কাজ না করায় তিনি বলেননিঃ তুমি এটা এভাবে করলে না কেন (বু, মু, আ)?

٨٦ - بَابُ اِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ

৮৬- অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে।

١٦٤-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ بِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّشُّ عِشْرُوْنَ وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ وَالْاَوْقِيَةُ اَرْبَعُوْنَ.

১৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ক্রীতদাস চুরি করলে একটি 'নাশ'-এর বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে ফেলো। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'নাশ' হলো বিশ দিরহাম 'নাওয়াত' হলো পাঁচ দিরহাম এবং 'উকিয়া' হলো চল্লিশ দিরহাম (না, ই, আ)।

٨٧ - بَابُ الْخَادِمِ يُذْنِبُ

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ খাদেম অপরাধ করলে।

١٦٥-عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ وَدَفَعَ الرَّاعِيْ فِي الْمَرَاحِ سَخْلَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسِبَنَّ اَنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً لاَ نُرِيْدُ اَنْ تَزِيْدَ فَاِذَا جَاءَ الرَّاعِيْ بِسَخْلَةٍ ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لاَ تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ كَضَرْبِكَ اَمَتَكَ وَاِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

১৬৫। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবুরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (বনূ মুনতাফিকের প্রতিনিধি হয়ে) নবী (স)-এর নিকট গিয়ে পৌছলাম। রাখাল খোঁয়াড়ে একটি ছাগল ছানা নিয়ে যাচ্ছিল। নবী (স) বলেনঃ তুমি ধারণা করো না যে, আমরা এটা তোমার জন্য যবেহ করছি। আমাদের এক শত বকরী আছে। এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া আমরা কামনা করি না। অতএব ছাগল ছানাটি নিয়ে এলে আমরা তৎপরিবর্তে একটি বকরী যবেহ করলাম। নবী (স) তখন যা বলেছেন, তার মধ্যে ছিলঃ তোমার স্ত্রীকে তোমার দাসীর মত মারধর করো না এবং যখন নাক পরিষ্কার করো উত্তমরূপে পরিষ্কার করো, যদি তুমি রোযাদার না হও (দা, আ)।

٨٨ - بَابُ مَنْ خَتَمَ عَلٰى خَادِمِهِ مَخَافَةَ سُوْءِ الظَّنِّ

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ক্ষতির আশংকায় খাদেমের নিকট সীলমোহর করে মাল সোপর্দ করে।

١٦٦-عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ اَنْ نَّخْتِمَ عَلَي الْخَادِمِ وَنَكِيْلَ وَنَعُدَّهَا كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّتَعَوَّدُوْا خُلُقَ سُوْءٍ اَوْ يَظُنُّ اَحَدُنَا ظَنَّ سُوْءٍ.

১৬৬। আবুল আলিয়া (র) বলেন, আমাদের নির্দেশ দেয়া হতো যে, আমরা যেন কোন বস্তু খাদেমের নিকট দেয়ার সময় সীলমোহর করে, ওজন করে বা গুণে দেই, যাতে তার অভ্যাস খারাপ না হতে পারে বা আমাদের কেউ কুধারণার শিকার না হয়।

٨٩ - بَابُ مَنْ عَدَّ عَلٰي خَادِمِهِ مَخَافَةَ الظَّنِّ

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সন্দিহান হওয়া থেকে বাঁচার জন্য নিজ খাদেমের নিকট গণনা করে দেয়।

١٦٧-عَنْ سَلْمَانَ قَالَ اِنِّيْ لاَعُدُّ الْعُرَاقَ عَلٰي خَادِمِيْ مَخَافَةَ الظَّنِّ.

১৬৭। সালমান (রা) বলেন, আমি খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় গণনা করে দেই, যাতে কুধারণা থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

١٦٨- عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ اِنِّي لاَعُدُّ الْعُرَاقَ خَشْيَةَ الظَّنِّ.

১৬৮। হারিসা ইবনে মুদাররিব (র) বলেন, আমি সালমান (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি সন্দেহমুক্ত থাকার জন্য খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় গণনা করে দেই।

٩٠- بَابُ اَدَبِ الْخَادِمِ

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ খাদেমকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান।

١٦٩-عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ اَرْسَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ غُلاَمًا لَهُ بِذَهَبٍ اَوْ بِوَرِقٍ فَصَرَّفَهُ فَاَنْظَرَ بِالصَّرْفِ فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَجَلَدَهُ جَلْدًا وَجِيْعًا وَقَالَ اذْهَبْ فَخُذِ الَّذِيْ لِيْ وَلاَ تُصَرِّفْهُ.

১৬৯। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসাইত (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার এক গোলামকে সোনা বা রূপার মুদ্রাসহ পাঠালেন। সে মুদ্রা বিনিময় করে অপর পক্ষকে (তার মুদ্রা আনার জন্য) সময় দেয়। সে ফিরে এলে তিনি তাকে বেদম প্রহার করেন এবং বলেন, যাও আমার মুদ্রা ফেরত নিয়ে এসো, তা বিনিময় করো না।

١٧٠- عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ اَللّٰهُ أَقْدَرُعَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَاذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَهُوَحُرٌّ لِّوَجْهِ اللّٰهِ فَقَالَ أَمَا انْ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ اَوْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ.

১৭০। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। আমি আমার পিছন থেকে ডাক শুনলামঃ হে আবু মাসউদ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমার উপর, গোলামের উপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ্ (স)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সে আযাদ। তিনি বলেনঃ তুমি যদি তা না করতে তবে দোযখ তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতো অথবা দোযখ তোমাকে অবশ্যই গ্রাস করতো (মু,তি,দা)।

٩١ - بَابُ لاَ تَقُلْ قَبَّحَ اللّٰهُ وَجْهَهُ

৯১– অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তার মুখমণ্ডল বিকৃত করুন– একথা বলো না।

١٧١-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا قَبَّحَ اللّٰهُ وَجْهَهُ.

১৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা বলো না, "আল্লাহ তার মুখমণ্ডল বিকৃত করুন" (খু, হি)।

١٧٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ تَقُوْلَنَّ قَبَّحَ اللّٰهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَانَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلٰي صُوْرَتِهِ.

১৭২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অবশ্যই তুমি বলো না, "আল্লাহ তোমার মুখমণ্ডল এবং তোমার সদৃশ ব্যক্তির মুখমণ্ডল বিকৃত করুন"। আল্লাহ আদম (আ)-কে তাঁর নিজ অবয়বে সৃষ্টি করেছেন (মু, দা, তি)।

٩٢ - بَابُ لِيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডলে আঘাত দেয়া পরিহার করবে।

١٧٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.

১৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ তার খাদেমকে মারধর করলে সে যেন মুখমণ্ডল পরিহার করে (বু, দা, না, আ)।

١٧٤-عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِدَابَّةٍ قَدْ وُسِمَ يُدَخِّنُ مَنْخَرَاهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا لاَ يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ وَلاَ يَضْرِبَنَّهُ.

১৭৪। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) একটি পশুকে অতিক্রম করলেন। এর দুই চিবুকে গরম লোহার দাগ ছিল। নবী (স) বলেনঃ যে এই কাজ করেছে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করুন। কেউ যেন মুখমণ্ডলে দাগ না দেয় এবং তাতে আঘাত না করে (মু, দা, তি, আ)।

٩٣ - بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ ايْجَابٍ

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ তার গোলামকে চপেটাঘাত করলে সে যেন তাকে স্বেচ্ছায় আযাদ করে দেয়।

١٧٥-عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ يَقُوْلُ كُنَّا نَبِيْعُ الْبَزَّ فِيْ دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا فَلَطَمَهَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ لَطَمْتَ وَجْهَهَا لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ سَابِعُ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا اِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَهَا بَعْضُنَا فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُعْتِقَهَا.

১৭৫। হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) বলেন, আমরা সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা)-এর বাড়ির সামনে কাপড় বিক্রি করতাম। এক দাসী বের হয়ে এসে এক ব্যক্তিকে কটু কথা বললো। লোকটি তাকে চপেটাঘাত করলো। সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা) বলেন, তুমি কি তার গালে চপেটাঘাত করছো ? আমি ছিলাম সাতজনের মধ্যে একজন। আমাদের সাতজনের একজন মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের একজন তাকে চপেটাঘাত করলো। নবী (স) খাদেমটিকে আযাদ করে দিতে তাকে নির্দেশ দিলেন (মু, তি)।

١٧٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ اَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَاْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ.

১৭৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে চপেটাঘাত করলো অথবা বিনা অপরাধে হদ্দ-এর শাস্তি দিলো, তার কাফফারা হলো তাকে আযাদ করে দেয়া (মু, আ, হি)।

١٧٧- حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًي لَنَا فَفَرَّ فَدَعَانِيْ اَبِيْ فَقَالَ اقْتَصَّ كُنَّا وَلَدُ مُقَرِّنٍ سَبْعَةٌ لَنَا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ اَحَدُنَا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُمْ لِيُعْتِقُوْهَا فَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالَ فَلْيَسْتَخْدِمُوْهَا فَاِذَا اسْتَغْنَوْا خَلُّوْا سَبِيْلَهَا.

১৭৭। মুয়াবিয়া ইবনে সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (র) বলেন, আমি আমাদের এক গোলামকে চপেটাঘাত করলে সে পালিয়ে গেলো। আমার পিতা আমাকে ডেকে বলেন, আমি একটা ঘটনা শুনাই। আমরা মুকাররিন (রা)-এর সাত সন্তান ছিলাম। আমাদের একজন মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের একজন তাকে চপেটাঘাত করলো। বিষয়টি নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ তাদেরকে বলো, তারা যেন তাকে আযাদ করে দেয়। নবী (স)-কে বলা হলো, সে ছাড়া তাদের কোন খাদেম নাই। তিনি বলেনঃ তাহলে আপাতত তারা তাকে তাদের কাজে রাখুক, তারপর তারা আত্মনির্ভরশীল হলে তাকে আযাদ করে দিবে (মু, দা)।

١٧٨- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ وَرَاٰى رَجُلاً لَطَمَ غُلاَمَهُ فَقَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الصُّوْرَةَ مُحَرَّمَةٌ رَاَيْتُنِيْ وَاَنِّيْ سَابِعُ سَبْعَةِ اِخْوَةٍ عَلَي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا اِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَهُ اَحَدُنَا فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نُعْتِقَهُ.

১৭৮। সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী (রা) এক ব্যক্তিকে তার গোলামকে চপেটাঘাত করতে দেখলেন। তিনি বলেন, তুমি কি জানো না, মুখমণ্ডল সম্মানিত স্থান? রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আমি ছিলাম সাত ভাইয়ের মধ্যে সপ্তম। আমাদের একজন মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের একজন তাকে চপেটাঘাত করলো। নবী (স) গোলামটিকে আযাদ করে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন (মু, দা, তি)।

١٧٩-عَنْ زَاذَانَ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِغُلاَمٍ لَهُ كَانَ ضَرَبَهُ فَكَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ اَيُوْجِعُكَ قَالَ لاَ فَاَعْتَقَهُ ثُمَّ رَفَعَ عُوْدًا مِّنَ الْاَرْضِ فَقَالَ مَا لِيْ فِيْهِ مِنَ الْاَجْرِ مَا يَزِنُ هٰذَا الْعُوْدَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لِمَ تَقُوْلُ هٰذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَوْ قَالَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوْكَهُ حَدًا لَمْ يَاْتِهِ اَوْ لَطَمَ وَجْهَهُ فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُعْتِقَهُ.

১৭৯। যাযান আবু উমার (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তার এক গোলামকে ডাকলেন। তাকে তিনি প্রহার করেছিলেন। তিনি তার পিঠ উদলা করলেন এবং বললেন, তুমি কি ব্যথা অনুভব করছো? সে বললো, না। তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন। অতঃপর তিনি মাটি থেকে এক খণ্ড কাঠ তুলে নিয়ে বলেন, এর দ্বারা এই কাষ্ঠ খণ্ডের ওজনের পরিমাণ সওয়াবও আমি পাবো না। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা! আপনি একথা বলেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করলো অথবা তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করলো, তার কাফ্ফারা হলো তাকে আযাদ করে দেয়া (মু, দা)।

٩٤ - بَابُ قِصَاصِ الْعَبْدِ

৯৪- অনুচ্ছেদঃ গোলামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ।

١٨٠- عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لاَ يَضْرِبْ اَحَدٌ عَبْدًا لَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ اِلاَّ اُقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮০। আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, যে কেউ নিজ গোলামকে নির্যাতকরূপে প্রহার করবে, তাকে কিয়ামতের দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে।

١٨١- عَنْ اَبِيْ لَيْلٰي قَالَ خَرَجَ سَلْمَانُ فَاِذَا عَلَفُ دَابَّتِهِ يَتَسَاقَطُ مِنَ الْاَرِيِّ فَقَالَ لِخَادِمِهِ لَوْ لاَ اَنِّيْ اَخَافُ الْقِصَاصَ لاَوْجَعْتُكَ .

১৮১। আবু লায়লা (র) বলেন, সালমান (রা) একদা সফরে বের হলেন। তার পশুর ঘাস হাওদা থেকে নিচে পড়ছিল। তিনি গোলামকে বলেন, যদি আমার কিসাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের) ভয় না থাকতো, তবে আমি অবশ্যই তোকে শাস্তি দিতাম (মু, তি, আ)।

١٨٢-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقُ اِلٰى اَهْلِهَا حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

১৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ প্রাপ্যসমূহ অবশ্যই তার প্রাপককে পৌঁছাতে হবে, এমনকি শিংবিহীন ছাগীকেও শিংওয়ালা ছাগীর নিকট থেকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে (মু, তি, আ)।

١٨٣-عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ بَيْتِهَا فَدَعَا وَصِيْفَةً لَهُ اَوْ لَهَا فَاَبْطَتْ فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهِ فَقَامَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِلَى الْحِجَابِ فَوَجَدَتِ الْوَصِيْفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَهُ سِوَاكٌ فَقَالَ لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاَوْجَعْتُكَ بِهٰذَا السِّوَاكِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ تَلْعَبُ بِبَهِيْمَةٍ قَالَ فَلَمَّا اَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا لَتَحْلِفُ مَا سَمِعَتْكَ قَالَتْ وَفِيْ يَدِهِ سِوَاكٌ.

১৮৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তার ঘরে ছিলেন। তিনি তাঁর বা উম্মু সালামার দাসীকে ডাকলেন। সে আসতে বিলম্ব করলো। তাতে নবী (স) -এর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব দেখা গেলো। উম্মু সালামা (রা) উঠে পর্দার ওপাশে গেলেন এবং তাকে খেলায় রত দেখলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা না থাকলে অবশ্যই আমি এই মিসওয়াক দিয়ে তোকে প্রহার করতাম। মুহাম্মাদ ইবনুল হায়সামের বর্ণনায় আরো আছেঃ সে একটি ছাগলের বাচ্চা নিয়ে খেলছিল। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি তাকে-সহ নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো শপথ করে বলছে যে, সে আপনার ডাক শুনতে পায়নি। তিনি আরো বলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি মিসওয়াক (তাবাকাত ইবনে সাদ)।

١٨٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا اُقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি অপরকে প্রহার করলে, কিয়ামতের দিন তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে (বা, বায, তা)।

١٨٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا ظُلْمًا اُقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করলে, কিয়ামতের দিন তার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে (ঐ)।

٩٥ - بَابُ اَكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ

৯৫- অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা যা পরিধান করো দাস-দাসীদেরও তাই পরিধান করাও।

١٨٦- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَاَبِيْ نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِيْ هٰذَا الْحَيِّ مِنَ الْاَنْصَارِ قَبْلَ اَنْ يَهْلِكُوْا فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ لَقِيْنَا اَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ وَعَلٰي اَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ وَعَلٰي غُلاَمِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَمِّيْ لَوْ اَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلاَمِكَ وَاَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ اَوْ اَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَاَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ كَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَمَسَحَ رَاْسِيْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ بَصَرَ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَسَمِعَ اُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَاَشَارَ اِلٰي مَنَاطِ قَلْبِهِ اَلنَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَكَانَ اِنْ اَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৮৬। উবাদা ইবনুল ওলীদ ইবনুস সামিত (র) বলেন, আমি এবং আমার পিতা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আনসারদের জীবদ্দশায় তাদের এই জনপদে রওয়ানা হলাম। সর্বপ্রথম এই মহল্লায় আমাদের সাথে সাক্ষাত হলো নবী (স)-এর সহচর আবুল ইয়াসার (রা)-র সাথে। তার সাথে তার একটি গোলামও ছিল। তাদের দু'জনের পরনে ছিলো দামী চাদর ও খাকী সাধারণ চাদর। আমি তাকে বললাম, চাচাজান! আপনি যদি গোলামের চাদরটি নিতেন এবং আপনার খাকী চাদরটি গোলামকে দিতেন অথবা আপনি খাকী চাদর গায়ে দিয়ে তাকে দামী চাদরের সম্পূর্ণটা দিতেন, তবে আপনাদের দু'জনেরই তো একটা করে চাদর হতো। তিনি আমার মাথায় তার হাত বুলিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! একে বরকত দান করুন। হে ভাতিজা! আমার এই দু'চোখ দেখেছে, আমার এই দুই কান শুনেছে, আমার এই অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে এবং তিনি তার অন্তরের দিকে ইংগিত করলেন। নবী (স) বলেছেনঃ "তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকেও তাই পরাবে"। তাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করা কিয়ামতের দিন আমার সওয়াবসমূহের অংশবিশেষ তার গ্রহণ করার চাইতে আমার নিকট সহজতর (মু, ই)।

١٨٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْصِيْ بِالْمَمْلُوكِيْنَ خَيْرًا وَيَقُوْلُ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِنْ لَبُوْسِكُمْ وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১৮৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) ক্রীতদাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেনঃ তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা পরিধান করাও এবং মহামহিম আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।

٩٦ - بَابُ سِبَابِ الْعُبَيْدِ

৯৬- অনুচ্ছেদঃ দাস-দাসীদের গালি দেয়া নিষেধ।

١٨٨-عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ رَأَيْتُ اَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَي غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّيْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِيْ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ.

১৮৮। মারূর ইবনে সুয়াইদ (র) বলেন, আমি আবু যার (রা)-এর পরনে একটি লাল বর্ণের চাদর এবং তার গোলামের পরনেও একই রকম চাদর দেখলাম। আমরা তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম। সে নবী (স)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী (স) আমাকে বলেনঃ তুমি কি তার মাকে তুলে গালি দিয়েছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই আছে সে যা খায়, তাকেও যেন তা খাওয়ায়, সে যা পরে তাকেও তাই পরায় এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যাতীত কাজ চাপাবে না। এরূপ কোন কাজ তাদের করতে দিলে সে যেন তাদের সেই কাজে সাহায্য করে (বু, মু, দা, তি, ই)।

٩٧ - بَابُ هَلْ يُعِيْنُ عَبْدَهُ

৯৭- অনুচ্ছেদ ঃ লোকে নিজ দাসকে কি সাহায্য করবে?

١٨٩-عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرِقَاءُكُمْ اِخْوَانُكُمْ فَاَحْسِنُوْا اِلَيْهِمْ اِسْتَعِيْنُوْهُمْ عَلَي مَا غَلَبَكُمْ وَاَعِيْنُوْهُمْ عَلَي مَا غُلِبُوْا.

১৮৯। নবী (স)-এর এক সাহাবী বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই। অতএব তোমরা তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করো, যে কাজ তোমাদের পরাভূত করে তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ করো এবং যে কাজ তাদের পরাভূত করে, তাতে তোমরাও তাদের সাহায্য করো (আ)।

١٩٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اَعِيْنُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَاِنَّ عَامِلَ اللّٰهِ لاَ يَخِيْبُ يَعْنِي الْخَادِمَ .

১৯০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা কর্মচারীকে তার কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করো। কেননা আল্লাহ্র কর্মচারী (খাদেম) ব্যর্থ হয় না।

٩٨ - بَابُ لاَ يُكَلَّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ

৯৮- অনুচ্ছেদঃ দাসের উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো নিষেধ।

١٩١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَمْلُوْكُ طَعَامُهُ وكِسْوَتُهُ ولاَ يُكَلَّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ .

১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দাস তার আহারাদি ও পরিধেয় পাবে এবং তার উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো যাবে না (মু, মা, আ, হি)।

١٩٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُهُ ولاَ يُكَلَّفُهُ الاَّ مَا يُطِيْقُ.

১৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দাস তার আহারাদি ও পরিধেয় পাবে এবং তার উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো যাবে না (পূর্বোক্ত হাদীসের বরাত)।

١٩٣-عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ قَالَ مَعْرُوْرٌ مَرَرْنَا بِاَبِيْ ذَرٍّ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلٰي غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَقُلْنَا لَوْ اَخَذْتَ هٰذَا وَاَعْطَيْتَ هٰذَا غَيْرَهُ كَانَتْ حُلَّةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

১৯৩। মারূর (র) বলেছেন, আমরা আবু যার (রা)-র সাক্ষাত পেলাম। তার পরনে ছিল একটি সূতিবস্ত্র এবং তার গোলামের পরনে ছিল একটি রেশমী চাদর। আমরা বললাম, আপনি যদি এটা গ্রহণ করতেন এবং তাকে যদি এই রেশমী চাদর ছাড়া অন্যটি দিতেন। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের এসব ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। অতএব তোমাদের কারো অধীনে তার ভাই থাকলে সে যা খায় তাকেও যেন তা খাওয়ায়, সে যা পরিধান করে, তাকেও যেন তাই পরিধান করায় এবং তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের বোঝা যেন তার উপর না চাপায়। যদি সে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের বোঝা তার উপর অর্পণ করে, তাহলে সে যেন তাকে সহায়তা করে।

٩٩ - بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلٰى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ

৯৯- অনুচ্ছেদঃ নিজ গোলাম ও খাদেমের জন্য কোন ব্যক্তির খরচ দানরূপে গণ্য।

١٩٤- عَنِ الْمِقْدَامِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ وَزَوْجَتَكَ وَخَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

১৯৪। মিকদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ তুমি নিজে যা খাও তাও সদাকা, তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র ও খাদেমকে যা খাওয়াও তাও সদাকা (না, আ)।

١٩٥-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا بَقِيَ غِنًي وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰي اِبْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ تَقُوْلُ امْرَاَتُكَ اَنْفِقْ عَلَيَّ اَوْ طَلِّقْنِيْ وَيَقُوْلُ مَمْلُوْكُكَ اَنْفِقْ عَلَيَّ اَوْ بِعْنِيْ وَيَقُوْلُ وَلَدُكَ اِلٰي مَنْ تَكِلُنَا.

১৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ উত্তম সদাকা হলো সচ্ছলতা বজায় রেখে যা করা হয়। উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে উত্তম। পোষ্যদের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করো। অন্যথায় তোমার স্ত্রী বলবে, আমার ভরণপোষণ দাও নতুবা আমাকে তালাক দাও। তোমার দাস বলবে, আমাকে ভরণপোষণ দাও অন্যথায় আমাকে বিক্রয় করো। তোমার সন্তান বলবে, আমাকে কার দায়িত্বে ছেড়ে যাচ্ছেন (বু, আন)।

١٩٦-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰي نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰي زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰي خَادِمِكَ ثُمَّ اَنْتَ اَبْصَرُ.

১৯৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন। এক ব্যক্তি বললো, আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তুমি নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো। তারপর তোমার বিবেক-বুদ্ধি খাটাও (না, দা, হা, হি, আ)।

١٠٠ - بَابُ اِذَا كَرِهَ اَنْ يَّاْكُلَ مَعَ عَبْدِهِ

১০০- অনুচ্ছেদঃ কেউ তার দাসের সাথে একত্রে আহার করা অপছন্দ করলে।

١٩٧- اَخْبَرَنِيْ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْاَلُ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ اِذَا كَفَاهُ الْمُشَقَّةَ وَالْحَرَّ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّدْعُوَهُ قَالَ نَعَمْ فَاِنْ كَرِهَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُّطْعِمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ اُكْلَةً فِيْ يَدِهِ .

১৯৭। ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জাবির (রা)-কে তার খাদেম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। সে তার (জন্য আহার তৈরি করতে) পরিশ্রম ও তাপ সহ্য করেছে, রাসূলুল্লাহ (স) কি আহারের সময় তাকে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ, তোমাদের কেউ যদি তার সাথে আহার করতে অনিচ্ছুক হয়, তবে সে যেন নিজ হাতে তার মুখে এক গ্রাস খাবার তুলে দেয় (আ, হি)।

١٠١ - بَابُ يُطْعِمُ الْعَبْدَ مِمَّا يَاْكُلُ

১০১– অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি নিজে যা খাবে তার দাসকেও তা খাওয়াবে।

١٩٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْصِي بِالْمَمْلُوْكِيْنَ خَيْراً وَيَقُوْلُ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَالْبِسُوْهُمْ مِنْ لَبُوْسِكُمْ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللّٰهِ.

১৯৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) দাসদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা যা খাও তাদেরকেও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা পরিধান করাও এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।

١٠٢ - بَابُ هَلْ يُجْلِسُ خَدِمَهُ مَعَهُ اذَا اكَلَ

১০২- অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে?

١٩٩-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اذَا جَاءَ اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَانْ لَمْ يَقْبَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ.

১৯৯। আবু হুরাররা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের কারো খাদেম তার আহারাদি নিয়ে তার কাছে আসলে সে যেন তাকেও সাথে বসায়। সে যদি তাতে সম্মত না হয়, তবে তাকে (তার মুখে) তা থেকে কিছু তুলে দেয় (বু, মু, দা)।

٢٠٠-عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ كُنْتُ جَالِسًاعِنْدَ عُمَرَ اِذْ جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّةَ بِجَفْنَةٍ يَحْمِلُهَا نَفَرٌ فِيْ عَبَاءَةٍ فَوَضَعُوْهَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ فَدَعَا عُمَرُ نَاسًا مَسَاكِيْنَ وَاَرِقَاءَ مِنْ اَرِقَاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ فَاكَلُوا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ فَعَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ اَوْ قَالَ لَحَا اللّٰهُ قَوْمًا يَرْغَبُوْنَ عَنْ اَرِقَائِهِمْ اَنْ يَّاكُلُوْا مَعَهُمْ فَقَالَ صَفْوَانُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا نَرْغَبُ عَنْهُمْ وَلٰكِنَّا نَسْتَاْثِرُ عَلَيْهِمْ لاَ نَجِدُ وَاللّٰهِ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ مَا نَاكُلُ وَنُطْعِمُهُمْ.

২০০। আবু মাহযূরা (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। তখন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) একটি বিরাট পাত্রসহ সেখানে আসেন। পাত্রটি একটি পশমী আবায় করে কয়েক ব্যক্তি বহন করে আনে। তারা তা উমার (রা)-এর সামনে রাখে। উমার (রা) দরিদ্র লোকজনকে এবং তার নিকট উপস্থিত লোকজনের দাসদেরকে ডাকলেন। তারা তার সাথে একত্রে আহার করলো। তিনি বলেন, আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন অথবা আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে অপদস্থ করেছেন, যারা নিজেদের দাসদের সাথে আহার করতে অপছন্দ করতো। সাফওয়ান (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাদের ঘৃণা করি না, বরং আমরা তাদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দেই। আল্লাহ্র শপথ! আমরা উত্তম খাবার পেলেই তা নিজেরাও খাই এবং তাদেরকেও খাওয়াই।

١٠٣ - بَابُ اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ

১০৩– অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম তার মালিকের কল্যাণ কামনা করলে।

٢٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ .

২০১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে গোলাম তার মনিবের কল্যাণ কামনা করে এবং উত্তমরূপে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে (বু, মু, দা)।

٢٠٢- قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ يَا اَبَا عَمْرٍو اِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا اَعْتَقَ اُمَّ وَلَدِه ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ كَالرَّاكِبِ بُدْنَتَهُ فَقَالَ عَامِرٌ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَلَهُ اَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰي حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ يَطَأُهَا فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ.قَالَ عَامِرٌ اَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ يَرْكَبُ فِيْمَا دُوْنَهَا اِلَي الْمَدِيْنَةِ.

২০২। এক ব্যক্তি আমের আশ-শাবী (র)-কে বললো, হে আমরের পিতা! আমরা পরস্পর বলাবলি করি যে, কোন ব্যক্তি তার সন্তানদাত্রী দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিবাহ করলে সে যেন তার কোরবানীর পশুকে বাহনরূপে ব্যবহার করলো। আমের (র) বলেন, আবু বুরদা (র) তার পিতার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাদের বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য দু'টি করে পুরস্কার রয়েছে। (১) আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি তার নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ (স)-এর উপরও ঈমান এনেছে তার জন্য দুইটি পুরস্কার। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্‌র হক এবং তার মনিবের হক আদায় করে।(৩) যে ব্যক্তির কাছে একটি দাসী ছিল, সে তাকে শয্যাসঙ্গিনী করেছে, তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিখিয়েছে এবং উত্তমরূপে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে দাসত্বমুক্ত করে বিবাহ করেছে, তার জন্য দুইটি পুরস্কার রয়েছে। আমের (রা) বলেন, আমি তোমাকে তা (জ্ঞান) বিনিময় ছাড়াই দান করলাম। এর চাইতে ক্ষুদ্র কথা শেখার জন্যও মানুষকে ইতিপূর্বে মদীনা পর্যন্ত সফর করতে হতো (বু, মু, তি, না, ই)।

٢٠٣-عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَمْلُوْكُ الَّذِيْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّه وَيُؤَدِّيْ اِلٰي سَيِّدِهِ الَّذِيْ فُرِضَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ وَالنَّصِيْحَةِ لَهُ اَجْرَانِ.

২০৩। আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ক্রীতদাস উত্তমরূপে তার প্রভুর ইবাদত করে এবং তার মনিবের আনুগত্য ও কল্যাণ কামনার যে কর্তব্য তার উপর রয়েছে তাও পালন করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার (বু)।

٢٠٤-عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُمْلُوْكُ لَهُ اَجْرَانِ اذَا اَدّٰي حَقَّ اللّٰهِ فِيْ عِبَادَتِهِ اَوْ قَالَ فِي حُسْنِ عِبَادَتِهِ وَحَقَّ مَلِيْكِهِ الَّذِيْ يَمْلِكُهُ.

২০৪। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ ক্রীতদাসের জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। সে যখন উত্তমরূপে আল্লাহ্‌র ইবাদতের হক আদায় করে এবং মনিবের প্রতি তার কর্তব্যও পালন করে (বু, মু, তি, না)।

١٠٤ - بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ গোলামও একজন দায়িত্বশীল।

٢٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ فَالْاَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَي النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰي اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ.

২০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল বা দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক জনগণের রাখাল, তাকে তার জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে কোন ব্যক্তি তার পরিবারের রাখাল। তাকে তাঁর পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দাস তার মনিবের সম্পদরাজির রাখাল, তাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (বু, মু, দা)।

٢٠٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اذَا اَطَاعَ سَيِّدَهُ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاذَا عَصٰي سَيِّدَهُ فَقَدْ عَصَي اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

২০৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দাস তার মনিবের আনুগত্য করলে সে মহামহিম আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো এবং সে মনিবের অবাধ্যাচারী হলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করলো।

١٠٥- بَابُ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا

১০৫- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোলাম হওয়া পছন্দ করে।

٢٠٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اذَا اَدّٰي حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ لَهُ اَجْرَانِ وَالَّذِيْ نَفْسُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ اُمِّيْ لاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ مَمْلُوْكًا.

২০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন মুসলিম গোলাম যখন আল্লাহ্র হক ও তার মনিবের হক আদায় করে, তখন সে দু'টি পুরস্কার পাবার অধিকারী হয়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আবু হুরায়রার জীবন! যদি আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও হজ্জ না থাকতো এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকতো তাহলে আমি গোলামী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অধিক পছন্দ করতাম (বু, মু,আ, আন)।

١٠٦ - بَابُ لاَ يَقُوْلُ عَبْدِيْ

১০৬ – অনুচ্ছেদ ঃ গোলামকে "আমার দাস" বলে সম্বোধন করবে না।

٢٠٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلُ اَحَدُكُمْ عَبْدِيْ اَمَتِيْ كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ وَلْيَقُلْ غُلاَمِيْ جَارِيَتِيْ وَفَتَايَ وَفَتَاتِيْ

২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ 'আমার বান্দা' 'আমার বান্দী' বলবে না। তোমরা সবাই আল্লাহ্র বান্দা এবং তোমাদের সব মহিলা আল্লাহ্র বান্দী। বরং সে যেন বলে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার যুবক, আমার যুবতী (বু,মু,না,হি)।

١٠٧- بَابُ هَلْ يَقُوْلُ سَيِّدِيْ

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম কি বলবে, 'আমার মনিব'?

٢٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَاَمَتِيْ وَلاَ يَقُوْلَنَّ الْمَمْلُوْكُ رَبِّيْ وَرَبَّتِيْ وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِيْ وَسَيِّدِيْ وَسَيِّدَتِيْ كُلُّكُمْ مَمْلُوْكُوْنَ وَالرَّبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

২০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন আমার দাস, আমার দাসী না বলে। ক্রীতদাসও যেন আমার প্রভু না বলে। সে বলবে, আমার যুবক, আমার যুবতী, আমার নেতা। তোমাদের প্রত্যেকেই দাস, কেবল মহামহিম আল্লাহ্ই হচ্ছেন রব (প্রভু) (দা,না)।

٢١٠-عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ اَبِيْ انْطَلَقْتُ فِيْ وَفْدِ بَنِيْ عَامِرٍ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَنْتَ سَيِّدُنَا قَالَ السَّيِّدُ اللّٰهُ قَالُوْا وَاَفْضَلُنَا فَضْلاً وَاَعْظَمُنَا طَوْلاً قَالَ فَقَالَ قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِنَّكُمُ الشَّيْطَانُ.

২১০। মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বললেন, আমি আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। লোকেরা (রাসূলকে) বললো, আপনি আমাদের সাইয়েদ (নেতা)। তিনি বললেনঃ সাইয়েদ তো হচ্ছেন আল্লাহ। লোকেরা বললো, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তোমরা নিজেদের কথা বলো এবং শয়তান যেন তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করতে পারে (দা,না,আ)।

١٠٨- بَابُ الرَّجُلِ رَاعٍ فِيْ اَهْلِهِ

১০৮-পুরুষলোক তার পরিবার বা সংসারের পৃষ্ঠপোষক।

٢١١-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اَلْاَمِيْرُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰي اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

২১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা সকলেই অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর (শাসক, অধিনায়ক) একজন পৃষ্ঠপোষক। তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষলোক তার পরিবারের অভিভাবক। তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের পৃষ্ঠপোষক, তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক এবং প্রত্যেককেই তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে (বু,মু,দা,তি,না,ই)।

٢١٢-عَنْ اَبِيْ سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَظَنَّ اَنَّا اشْتَهَيْنَا اَهْلِيْنَا فَسَئَلَنَا عَنْ مَّنْ تَرَكْنَا فِيْ اَهْلِيْنَا فَاَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيْقًا رَحِيْمًا فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰي اَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

২১২। আবু সুলায়মান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন নবী (স)-এর কাছে হাযির হলাম। আমরা ছিলাম সমবয়স্ক যুবক। আমরা একাধারে বিশ রাত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। তিনি অনুভব করলেন, আমরা আমাদের পরিবারে ফিরে যেতে আগ্রহী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাকে কাকে রেখে এসেছি। আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বাস্তবিকই অত্যন্ত সদয় এবং দয়াশীল ছিলেন। তিনি বলেনঃ তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদের দীনের জ্ঞান দান করো এবং ভালো কাজ করার নির্দেশ দাও। আর তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবে নামায পড়ো। নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের নামাযে ইমামতি করবে (বু,মু,দা,তি,না,ই)।

١٠٩ - بَابُ الْمَرْاَةِ رَاعِيَةٌ

১০৯- স্ত্রীলোক পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক।

٢١٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ اَلْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ اَهْلِهِ وَالْمَرْاَةُ رَعِيَّةٌ فِيْ

بَيْتِ زَوْجِهَا وَالْخَادِمُ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ سَمِعْتُ هٰؤُلاَءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِيْ مَالِ اَبِيْهِ.

২১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমাদের সবাই রাখাল (অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, পরিচালক, দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের সবাইকে নিজ নিজ রাখালী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম একজন রাখাল এবং তাকে নিজের রাখালী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের রাখাল, স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসারের রাখাল এবং খাদেম তার মনিবের সম্পদের রাখাল। আমি নবী (স)-এর কাছ থেকে এ কথাগুলো শুনেছি । আমার অনুমান নবী (স) আরো বলেছেনঃ ব্যক্তি তার পিতার সম্পদের রাখাল (বু)।

١١٠ - بَابُ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَلْيُكَافِئْهُ

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় সে যেন তার উত্তম বিনিময় দেয়।

٢١٤-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَلْيُجْزِهْ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ مَا يُجزِهُ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ اِذَا اَثْنٰي عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَاِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلّٰي بِمَا لَمْ يُعْطَ فَكَاَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

২১৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় সে যেন তাকে তার অনুরূপ বিনিময় দান করে। যদি বিনিময় দান করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে তার প্রশংসা করবে। কেননা সে যখন তার প্রশংসা করলো তখন সে যেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। যে ব্যক্তি তা (ভালো ব্যবহার) গোপন রাখলো সে যেন তার প্রতি অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করলো। যে ব্যক্তি কোন কিছু না পেয়েও বলে, পেয়েছি, সে দ্বিগুণ মিথ্যাবাদী (তি, দা, আ)।

٢١٥-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ فَمَنْ سَئَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ اَتٰي اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰي يَعْلَمَ اَنْ قَدْ كَافَئْتُمُوْهُ.

২১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাকে আশ্রয় দাও । যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে কিছু প্রার্থনা করে তাকে দান করো। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তোমরা তার প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না থাকলে তার জন্য দোয়া করো, যাতে সে অনুভব করতে পারে যে, তোমরা তার ভালো কাজের প্রতিদান দিয়েছো (দা, না, আ)।

١١١- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمُكَافَئَةَ فَلْيَدْعُ لَهُ

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ কারো ভালো ব্যবহারের প্রতিদান দেয়া সম্ভব না হলে তার জন্য দোয়া করবে।

٢١٦-عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الْاَنْصَارُ بِالْاَجْرِكُلِّهُ قَالَ لاَ مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَاَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ.

২১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাজির সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্ত সওয়াব তো আনসারগণ নিয়ে গেলো। তিনি বলেনঃ না, যতক্ষণ তোমরা তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং তাদের ভালো ব্যবহারের বা উপকারের প্রশংসা করতে থাকবে তোমরাও তাদের সাথে সমান সওয়াব পাবে (দা,তি,না)।

١١٢ - بَابُ مَنْ لَّمْ يَشْكُرْ لِلنَّاسِ

১১২- যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।

٢١٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ.

২১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ নয় (দা, তি, না)।

٢١٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي لِلنَّفْسِ اُخْرُجِيْ قَالَتْ لاَ اَخْرُجُ اِلاَّ كَارِهَةً.

২১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা রূহকে বললেন, বের হয়ে আসো। রূহ বললো, আমি অনিচ্ছায় বের হয়ে আসবো।

١١٣ - بَابُ مَعُوْنَةِ الرَّجُلِ اَخَاهُ

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করা।

٢١٩-عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قِيْلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ قِيْلَ فَاَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَغْلاَهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ اَسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ قَالَ فَتُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لاَخْرَقَ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ ضَعُفْتُ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰي نَفْسِكَ.

২১৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে বলা হলো, সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। বলা হলো, আযাদ করার জন্য সর্বোত্তম গোলাম

কে? তিনি বলেনঃ যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে নিজ পরিবারের নিকট অধিক প্রিয়। প্রশ্নকারী বললো, আপনার কি মত, আমি যদি কোন কোন কাজ করতে সক্ষম না হই? তিনি বলেন ঃ তাহলে কোন কারিগরের কাজে সাহায্য করো অথবা অনভিজ্ঞ লোকের কাজ করে দাও। সে বললো, আপনি কি মনে করেন, যদি তা করতে আমি অপরাগ হই? তিনি বলেনঃ তোমার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা তা সদাকা যা তোমার নিজের জন্য তুমি করতে পারো (বু, মু, না, আ, দার, হি)।

١١٤ - بَابُ اَهْلِ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا اَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْاٰخِرَةِ

১১৪- অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার সৎকর্মশীলগণই আখেরাতে সৎকর্মশীল হিসেবে গণ্য হবে।

٢٢٠- عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْاَسَدِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الْاٰخِرَةِ وَاَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْاٰخِرَةِ.

২২০। কাবীসা ইবনে বুরমা আল-আসাদী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ দুনিয়ার সৎকর্মশীলগণই আখেরাতে সৎকর্মশীল গণ্য হবে এবং দুনিয়ার পাপিষ্ঠরাই আখেরাতেও পাপিষ্ঠ গণ্য হবে (উসদুল গাবা)।

٢٢١- عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ خَرَجَ حَتّٰي اَتَي النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ عِنْدَهُ حَتّٰي عَرَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا ارْتَحَلَ قُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ وَاللّٰهِ لَاٰتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَتّٰي اَزْدَادَ مِنَ الْعِلْمِ فَجِئْتُ اَمْشِيْ حَتّٰي قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ مَا تَاْمُرُنِيْ اَعْمَلُ قَالَ يَا حَرْمَلَةُ ائْتِ الْمَعْرُوْفَ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ثُمَّ رَجَعْتُ حَتّٰي جِئْتُ الرَّاحِلَةَ ثُمَّ اَقْبَلْتُ حَتّٰي قُمْتُ مَقَامِيْ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَاْمُرُنِيْ اَعْمَلُ قَالَ يَا حَرْمَلَةُ ائْتِ الْمَعْرُوْفَ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ اُذُنَكَ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاْتِهِ وَانْظُرِ الَّذِيْ تَكْرَهُهُ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْتَنِبْهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ تَفَكَّرْتُ فَاِذَا هُمَا لَمْ يَدَعَا شَيْئًا.

২২১। হারমালা ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রওনা হয়ে নবী (স)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতেই নবী (স) তাকে চিনে ফেলেন। তিনি রওয়ানা হলে আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি নবী (স)-এর নিকট যাবো এবং আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াবো। আমি হেঁটে হেঁটে তার নিকট গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, আপনি আমাকে কি কাজের নির্দেশ দিবেন? তিনি বলেনঃ হে হারমালা ! তুমি সৎকাজ করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর আমি ফিরে এসে আমার বাহনের নিকট এলাম, আবার ফিরে গিয়ে তাঁর নিকট আমার স্থানে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আপনি আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দিবেন? তিনি বলেনঃ "হে হারমালা! তুমি সৎকাজ করবে এবং পাপ কাজ বর্জন করবে। তুমি লক্ষ্য করো, তোমার কান কি শুনতে পছন্দ করে? তোমার সম্প্রদায় তোমার অনুপস্থিতিতে যা বললে তুমি আনন্দ পাও তা করো এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সম্প্রদায় যা বললে তুমি অপছন্দ করো তা থেকে বিরত থাকো"। হারমালা (রা) বলেন, আমি ফিরে এসে ভেবে দেখলাম, তা এমন দু'টি কথা, যাতে কিছুই বাদ পড়েনি (তায়ালিসী, আদাবুল মুহাদ্দিস, ইসাবা)।

٢٢٢-حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ ذَكَرْتُ لاَبِيْ حَدِيْثَ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الْاٰخِرَةِ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِيْ عُثْمَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَلْمَانَ فَعَرَفْتُ اَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ فَمَا حَدَّثْتُ بِهِ اَحَدًا قَطُّ.

২২২। সালমান (রা) বলেন, পৃথিবীর সৎকর্মশীল লোকেরাই আখেরাতে সৎকর্মশীল গণ্য হবেন। মহানবী (স) একথা বলেছেন।

١١٥ - بَابُ اِنَّ كُلَّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি সৎকাজ দান-খয়রাততুল্য।

٢٢٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

২২৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ প্রতিটি সৎকাজ দান-খয়রাততুল্য (বু, মু, হা, কু)।

٢٢٤-عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰي كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَاالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَاْمُرُ بِالْخَيْرِ اَوْ يَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

২২৪। আবু মূসা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের দান-খয়রাত করা ওয়াজিব। সাহাবীগণ বলেন, সে যদি তা করতে সক্ষম না হয় বা তা করতে না পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে স্বহস্তে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং দান-খয়রাত করবে। সাহাবীগণ বলেন, যদি তার সে সামর্থ্য না থাকে বা সে তা না করতে পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে দুস্থ-বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। সাহাবীগণ বলেন, সে যদি তাও না করতে পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে কল্যাণের বা সৎকাজের আদেশ দিবে। তারা বলেন, যদি সে তাও না করতে পারে? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে অপরের ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকবে। এটাই তার জন্য দানস্বরূপ (বু, মু, না)।

٢٢٥-عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ قَالَ فَاَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَغْلاَهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ

لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِاَخْرَقَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ.

২২৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে বলা হলো, সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। বলা হলো, আযাদ করার জন্য সর্বোত্তম গোলাম কে? তিনি বলেনঃ যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে নিজ মনিব পরিবারের অধিক প্রিয়। প্রশ্নকারী বললো, আপনার কি মত, আমি যদি কোন কোন কাজ করতে সক্ষম না হই? তিনি বলেনঃ তাহলে কোন কারিগরের কাজে সাহায্য করো অথবা অনভিজ্ঞ লোকের কাজ করে দাও। সে বললো, আপনি কি মনে করেন, যদি তা করতে আমি অপারগ হই? তিনি বলেনঃ তোমার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা তাও সদাকা যা তোমার নিজের জন্য করতে পারো (২১৯ নং দ্র.)।

٢٢٦- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ اَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ وَتَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَبُضْعُ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قِيْلَ فِيْ شَهْوَتِهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَوْ وَضَعَ فِي الْحَرَامِ اَلَيْسَ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذٰلِكَ اِنْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ.

২২৬। আবু যার (রা) বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিত্তবানরা সওয়াব লুটে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যেমন নামায পড়ি, তারাও নামায পড়েন, আমরা যেমন রোযা রাখি, তারাও রোযা রাখেন এবং তারা তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে দান-খয়রাত করেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ কি তোমাদের জন্য দান-খয়রাতের ব্যবস্থা রাখেননি? নিশ্চয় প্রতিটি তাসবীহ ও তাহ্‌মীদ দানস্বরূপ এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলনও দানস্বরূপ। সাহাবীগণ বলেন, তার যৌনমিলনও কি দানস্বরূপ। তিনি বলেনঃ যদি সে হারাম পথে তা চরিতার্থ করতো তবে কি তা তার জন্য পাপ হতো না? অনুরূপ সে তা হালালভাবে চরিতার্থ করলে তার জন্য সওয়াব রয়েছে (মু, দা, আ, খু)।

١١٦- بَابُ اِمَاطَةِ الْاَذٰي

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ।

٢٢٧- عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلٰي عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ اَمِطِ الْاَذٰي عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ.

২২৭। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেনঃ জনপথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করো (মু, ই, আ, হি)।

٢٢٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِشَوْكٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَاُمِيْطَنَّ هٰذَا الشَّوْكَ لَا يَضُرُّ رَجُلًا مُسْلِمًا فَغُفِرَ لَهُ.

২২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে তার সামনে কাঁটা পড়লো। সে বললো, আমি অবশ্যই এই কাঁটা সরিয়ে ফেলবো, যাতে তা কোন মুসলমানকে কষ্ট দিতে না পারে। তাকে (এই) কাজের উসীলায় ক্ষমা করা হয় (বু, মু, হি)।

٢٢٩- عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ اَعْمَالُ اُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا اَنَّ الْاَذٰي يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِيْ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.

২২৯। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের ভালো-মন্দ সমুদয় আমল আমার সামনে পেশ করা হলো। আমি তাদের নেক আমলসমূহের মধ্যে জনপথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও দেখতে পেলাম এবং তাদের বদ আমলসমূহের মধ্যে মসজিদে নিক্ষিপ্ত থুথুও দেখতে পেলাম যা মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়নি (বু, মু, ই, আ, খু, হি)।

١١٧ - بَابُ قَوْلِ الْمَعْرُوْفِ

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম কথা।

٢٣٠-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

২৩০। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-খাতমী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ প্রতিটি সৎকাজ একটি দানস্বরূপ (আ)।

٢٣١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا اُتِيَ بِالشَّيْئِ يَقُوْلُ اِذْهَبُوْا بِهِ الِي فُلاَنَةَ فَاِنَّهَا كَانَتْ صَدِيْقَةُ خَدِيْجَةَ اذْهَبُوْا بِهِ الِي بَيْتِ فُلاَنَةَ فَاِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيْجَةَ.

২৩১। আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-কে কিছু দেয়া হলে তিনি বলতেনঃ যাও, এটা অমুক নারীকে দিয়ে এসো। কেননা সে ছিল খাদীজার বান্ধবী। এটি নিয়ে অমুক মহিলার ঘরে যাও। কেননা সে খাদীজাকে মহব্বত করতো (বায, হা, হি)।

٢٣٢-عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

২৩২। হুযায়ফা (রা) বলেন, তোমাদের নবী (স) বলেছেনঃ প্রতিটি সৎকাজই দানস্বরূপ (মু,দা)।

١١٨- بَابُ الْخُرُوْجِ اِلَي الْمُبَقَّلَةِ وَحَمْلِ الشَّيْئِ عَلٰى عَاتِقِهِ اِلٰى اَهْلِهِ بِالزَّبِيْلِ

১১৮- অনুচ্ছেদ ঃ সব্জি বাগানে গমন এবং থলে ভর্তি জিনিসপত্রসহ তা কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা ।

٢٣٣-عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ عَرَضَ اَبِيْ عَلَي سَلْمَانَ اُخْتَهُ فَاَبَي وَزَوَّجَ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةُ فَبَلَغَ اَبَا قُرَّةَ اَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَيْئٌ فَاَتَاهُ يَطْلُبُهُ

فَأُخْبِرَ أَنَّهُ فِيْ مَبْقَلَةٍ لَهُ فَتَوَجَّهَ اِلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زَبِيْلٌ فِيْهِ بَقْلٌ قَدْ اَدْخَلَ عَصَاهُ فِيْ عُرْوَةِ الزَّبِيْلِ وَهُوَ عَلٰي عَاتِقِه فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ قَالَ يَقُوْلُ سَلْمَانُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً فَانْطَلَقَا حَتّٰي اَتَيَا دَارَ سَلْمَانَ فَدَخَلَ سَلْمَانُ الدَّارَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ اَذِنَ لِاَبِيْ قُرَّةَ فَدَخَلَ فَاِذَا نَمَطٌ مَوْضُوْعٌ عَلٰي بَابٍ وَعِنْدَ رَأْسِه لَبِنَاتٌ وَاِذَا قُرْطَاطٌ فَقَالَ اجْلِسْ عَلٰي فِرَاشِ مَوْلَاتِكَ الَّتِيْ تُمَهِّدُ لِنَفْسِهَا ثُمَّ اَنْشَاَ يُحَدِّثُ فَقَالَ اِنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُحَدِّثُ بِاَشْيَاءَ كَانَ يَقُوْلُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَضَبِه لِاَقْوَامٍ فَاُوْتِيَ فَاُسْئَلُ عَنْهَا فَاَقُوْلُ حُذَيْفَةُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُ وَاَكْرَهُ اَنْ تَكُوْنَ ضَغَائِنُ بَيْنَ اَقْوَامٍ فَاُتِيَ حُذَيْفَةُ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ سَلْمَانَ لَا يُصَدِّقُكَ وَلَا يُكَذِّبُكَ بِمَا تَقُوْلُ فَجَاءَنِيْ حُذَيْفَةُ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ بْنُ اُمِّ سَلْمَانَ فَقُلْتُ يَا حُذَيْفَةُ بْنُ اُمِّ حُذَيْفَةَ لَتَنْتَهِيَنَّ اَوْ لَاَكْتُبَنَّ فِيْكَ اِلٰي عُمَرَ فَلَمَّا خَوَّفْتُهُ بِعُمَرَ تَرَكَنِيْ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ وُلْدِ اٰدَمَ اَنَا فَاَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ اُمَّتِيْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً اَوْ سَبَبْتُهُ سَبَّةً فِيْ غَيْرِ كُنْهِه فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِ صَلَاةً.

২৩৩। আমর ইবনে আবু কুররা আল-কিন্দী (র) বলেন, আমার পিতা আবুল কুররা (র) সালমান (রা)-এর নিকট তার বোনের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তাতে অসম্মত হলেন এবং বুকায়রা নাম্নী নিজ মুক্তদাসীকে বিবাহ করলেন। আবু কুররা (র) সালমান (রা) ও হুযায়ফ (রা)-এর মধ্যকার মনোমালিন্যের কথা জানতে পারলেন। তিনি তার খোঁজে গেলেন। তাকে জানানো হলো যে, তিনি তার সব্জি বাগানে আছেন। তিনি সেখানে গেলেন এবং তার সাক্ষাত পেলেন। তার সাথে সব্জি ভর্তি একটি ঝুড়ি ছিল। তিনি এর হাতার মধ্যে তার লাঠি ঢুকিয়ে তা কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি বলেন, হে আবদুল্লাহ্‌র পিতা! আপনার ও হুযায়ফা (রা)-র মধ্যে কি ঘটেছে? আবু কুররা (র) বলেন, সালমান (রা) পড়লেন, "মানুষ তাড়াহুড়া প্রবণ" (১৭ঃ ১১)। অতএব তারা রওয়ানা হয়ে সালমান (রা)-র বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। সালমান (রা) ঘরে প্রবেশ করে 'আসসালামু আলাইকুম' বললেন। আবু কুররাকে অনুমতি দিলে তিনিও ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে একখানা মাদুর বিছানো ছিল। সালমান (রা) বলেন, আপনার দাসীর বিছানায় বসুন। সে নিজের জন্য তা পেতেছে। অতঃপর তিনি তার সাথে কথা শুরু করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) অসন্তুষ্ট অবস্থায় যা বিভিন্নজনকে বলতেন, হুযায়ফা (রা) তা লোকদের নিকট বর্ণনা করেন। এসব সম্পর্কে আমার নিকট এসে আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো। আমি বলতাম, হুযায়ফা-ই তার কথা সম্পর্কে অধিক অবগত। লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া আমি অপছন্দ করতাম। লোকজন আবার হুযায়ফার কাছে গিয়ে বলতো, সালমান (রা) আপনার বক্তব্যকে সমর্থনও করেননি এবং মিথ্যা প্রতিপন্নও করেননি। হুযায়ফা (রা) আমার নিকট এসে বলেন, হে সালমানের মায়ের পুত্র সালমান। আমিও বললাম, হে হুযায়ফার মায়ের পুত্র হুযায়ফা! তুমি বিরত হবে, অন্যথায় আমি উমারকে তোমার সম্পর্কে লিখে জানাবো। আমি তাকে উমারের ভয় প্রদর্শন করলে তিনি আমাকে ত্যাগ করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ "আমিও আদমেরই সন্তান। (হে আল্লাহ!) আমি আমার কোন উম্মাতকে অকারণে ভর্ৎসনা করলে বা গালি দিলে তুমি তা তার পক্ষে দোয়ারূপে গ্রহণ করো" (দা, আ)।

٢٣٤-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ أُخْرُجُواْ بِنَا الِي قَوْمِنَا فَخَرَجْنَا فَكُنْتُ اَنَا وَاُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ فِيْ مُوخَّرِ النَّاسِ فَهَاجَتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ أُبَيٌّ اَللّٰهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا اَذَاهَا فَلَحِقْنَاهُمْ وَقَدْ ابْتَلَّتْ رِحَالُهُمْ فَقَالُواْ مَا اَصَابَكُمُ الَّذِيْ اَصَابَنَا قُلْتُ اِنَّهُ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّصْرِفَ عَنَّا اَذَاهَا فَقَالَ عُمَرُ اَلاَّ دَعَوْتُمْ لَنَا مَعَكُمْ.

২৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) বললেন, তোমরা আমার সাথে চলো, আমাদের লোকজনের এলাকায় ঘুরে আসি। আমরা রওয়ানা হলাম। আমি ও উবাই ইবনে কাব (রা) ছিলাম সকলের পেছনে। আকাশে মেঘ উঠলে উবাই (রা) বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের থেকে এর কষ্ট দূর করো। পরে আমরা অন্যান্যদের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। তাদের হাওদাসমূহ ভিজে গিয়েছিল। তারা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের উপর যা (বৃষ্টি) বর্ষিত হলো তা কি তোমাদের উপর হয়নি? আমি বললাম, ইনি (উবাই) মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট এর কষ্ট সরিয়ে নেয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন। উমার (রা) বলেন, তোমাদের সাথে আমাদের জন্যও দোয়া করলে না কেন (তারীখ ইবনে আসাকির)।

١١٩ - بَابُ الْخُرُوْجِ اِلَى الضَّيْعَةِ

১১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ভূ-সম্পত্তি দেখতে যাওয়া।

٢٣٥- عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَكَانَ لِيْ صَدِيْقًا فَقُلْتُ اَلاَ تَخْرُجُ بِنَا اِلَي النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهُ.

২৩৫। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। আমি বললাম, আপনি কি আমাদের সাথে খেজুর বাগানে বেড়াতে যাবেন না? অতএব তিনি তার কালো চাদর পরিহিত অবস্থায় রওয়ানা হলেন।

٢٣٦- عَنْ أُمِّ مُوْسٰي قَالَتْ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَنْ يَّصْعَدَ شَجَرَةً فَيَاْتِيَهِ مِنْهَا بِشَيْئٍ فَنَظَرَ اَصْحَابُهُ اِلَي سَاقِ عَبْدِ اللّٰهِ فَضَحِكُواْ مِنْ حُمُوْشَةِ سَاقَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَضْحَكُوْنَ لَرِجْلُ عَبْدِ اللّٰهِ اَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ اُحُدٍ.

২৩৬। উম্মু মূসা (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে গাছে উঠে কিছু নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। তাঁর সাথীরা আবদুল্লাহ (রা)-র উরুর দিকে তাকিয়ে তার কৃশতার কারণে তারা হেসে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা কেন হাসছো? (পুণ্যের) পাল্লায় আবদুল্লাহর পা উহুদ পাহাড়ের তুলনায় অধিক ভারী হবে।

١٢٠- بَابُ الْمُسْلِمِ مِرْاٰةُ الْمُسْلِمِ

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ।

٢٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ وَاِذَا رَاٰي فِيْهِ عَيْبًا اَصْلَحَهُ.

২৩৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। সে তার মধ্যে কোনরূপ দোষ দেখতে পেলে তা সংশোধন করে দেয়।

٢٣٨-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَّرَائِه.

২৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদের হেফাযত করবে (এবং তার অবর্তমানেও তার হেফাযত করবে) (দা)।

٢٣٩-عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ بِمُسْلِمٍ اُكْلَةً فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوْهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْمُ بِه مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ.

২৩৯। মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি মুসলমানের মাল থেকে (অবৈধভাবে) গ্রাস করলে, আল্লাহ জাহান্নামের অনুরূপ এক গ্রাস তাকে খাওয়াবেন। কেউ মুসলমানের বস্ত্র (অবৈধভাবে) হরণ করলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অনুরূপ বস্ত্র পরাবেন। কেউ মুসলমানের প্রতিপক্ষ হয়ে নাম-যশের দাবিদার হলে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নাম-যশের জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন (দা, আ)।

١٢١ - بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مِنَ اللَّعْبِ وَالْمِزَاحِ

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা নিষিদ্ধ।

٢٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ يَقُوْلُ لاَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِه لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا فَاِذَا اَخَذَ اَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِه فَلْيَرُدَّهَا اِلَيْهِ.

২৪০। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ যেন তার সাথীর কোন বস্তু হস্তগত না করে, ঠাট্টাচ্ছলেও নয়, বাস্তবিকপক্ষেও নয়। তোমাদের কেউ তার সাথীর লাঠি নিলেও তা যেন তাকে ফেরত দেয় (দা, তি, তহা)।

١٢٢ - بَابُ الدَّالِّ عَلَى الْخَيْرِ

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন।

٢٤١-عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّي اُبْدِعَ بِيْ فَاحْمِلْنِيْ قَالَ لاَ اَجِدُ وَلٰكِنِ ائْتِ فُلاَنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّحْمِلَكَ فَاَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَاَتَي النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ مَنْ دَلَّ عَلَي خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِله.

২৪১। আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমাকে একটি বাহন দান করুন। তিনি বলেনঃ আমার কাছে তা নেই। বরং তুমি অমুকের কাছে যাও। হয়তো সে তোমাকে বাহন দিতে পারে। সে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট গেলো এবং সে তাকে বাহন দান করলো। লোকটি নবী (স)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে তা অবহিত করলো। তিনি বলেনঃ কেউ কল্যাণের পথ দেখালে সে কল্যাণ সাধনকারীর সমান সওয়াব পায় (মু, দা, তি)।

١٢٣ - بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ النَّاسِ

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন।

٢٤٢-عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِئَ بِهَا فَقِيْلَ اَلاَ نَقْتُلُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَمَا زِلْتُ اَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ .

২৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদী নারী বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত নিয়ে নবী (স)-এর নিকট আসলো। তিনি তার কিছুটা আহার করলেন। তাকে গ্রেপ্তার করে আনা হলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বলেনঃ না। রাবী বলেন, আমি আজীবন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখগহ্বরে সেই বিষের ক্রিয়া লক্ষ্য করেছি (বু, মু, দা, আ)।

٢٤٣-عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰه بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ عَلَي الْمِنْبَرِ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ قَالَ وَاللّٰه مَا اَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤْخَذَ اِلاَّ مِنْ اَخْلاَقِ النَّاسِ وَاللّٰه لَاٰخُذَنَّهَا مِنْهُمْ مَا صَحِبْتُهُمْ.

২৪৩। ওয়াহ্‌ব ইবনে কায়সান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছিঃ "ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের থেকে দূরে থাকো" (৭ঃ ১৯৯)। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই আয়াতে লোকদের উত্তম চরিত্র গ্রহণের আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে থাকবো, ততক্ষণ তাদের থেকে তা গ্রহণ করতে থাকবো (বু, দা)।

٢٤٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

২৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা জ্ঞান দান করো, দীনকে সহজসাধ্য করো, কঠিন করো না এবং তোমাদের মধ্যকার কেউ ক্রুদ্ধ হলে সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে (আ)।

١٢٤ - بَابُ الْاِنْبِسَاطِ اِلَى النَّاسِ

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে খোলা মনে মেলামেশা করা।

٢٤٥-عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ فَقَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْاٰنِ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ فَظٌّ وَلَا غَلِيْظٌ وَلَا سَخَّابٌ فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰي حَتّٰي يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحُوْا بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَاٰذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا.

২৪৫। আতা ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, তাওরাতে উক্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, অবশ্যই। আল্লাহ্‌র শপথ! তাওরাতেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর এমন কতক বৈশিষ্ট্য উক্ত আছে যা কুরআনেও উক্ত আছে ঃ "হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি" (৩৩ঃ ৪৫) এবং নিরক্ষরদের আশ্রয়স্থল, আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল। আমি আপনার নাম রেখেছি মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল)। আপনি রুক্ষ মেজাজ, পাষাণহৃদয় ও হাট-বাজারে শোরগোলকারী নন। আপনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না, বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাঁকে ততক্ষণ পর্যন্ত তুলে নিবেন না যতক্ষণ তাঁর দ্বারা বক্র জাতিকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত না করবেন এবং তারা বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। এর দ্বারা তিনি অন্ধ চক্ষু খুলে দিবেন, বধির কানকে শ্রবণশক্তি দান করবেন, আচ্ছাদিত অন্তরসমূহকে আচ্ছাদনমুক্ত করবেন (বু)।

٢٤٦-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اِنَّ هٰذَا الْاٰيَةَ الَّتِيْ فِي الْقُرْاٰنِ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا فِي التَّوْرَاةِ نَحْوَهُ.

২৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ "হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি" (৩৩ঃ ৪৫), তাওরাতে অনুরূপ উল্লেখ আছে (বু)।

٢٤٧-عَنْ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ كَلاَمًا مَا نَفَعَنِي اللّٰهُ بِه سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكَ اِذَا اتَّبَعْتَ الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ اَفْسَدْتَّهُمْ فَاِنِّيْ لاَ اَتَّبِعُ الرِّيْبَةَ فِيْهِمْ فَاُفْسِدَتُّهُمْ.

২৪৭। মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এমন কথা শুনেছি যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেছেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ "তুমি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো পেছনে লেগে গেলে তাদের সর্বনাশ করবে"। সুতরাং আমি তাদের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হবো না এবং তাদের সর্বনাশও করবো না (দা, হি)।

٢٤٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعَ أُذُنَايَ هَاتَانِ وَبَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدَيْهِ جَمِيْعاً بِكَفَّيِ الْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ وَقَدَمَيْهِ عَلٰي قَدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ارْقَهْ قَالَ فَرَقَي الْغُلاَمُ حَتّٰي وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلٰي صَدْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْتَحْ فَاكَ ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَحِبَّهُ فَاِنِّيْ اُحِبُّهُ.

২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার এই দুই কান শুনেছে এবং আমার এই দুই চোখ দেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দুই হাতে হাসান অথবা হুসাইনের দুই হাত চেপে ধরলেন। তার দুই পা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর পায়ের উপর। আর রাসূলুল্লাহ (স) বলছিলেনঃ আরোহণ করো। বালকটি চড়তে থাকে, এমনকি তার পদদ্বয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর বুকের উপর রাখলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমার মুখ উন্মুক্ত করো। অতঃপর তিনি তাকে চুমা দিলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে মহব্বত করুন। কেননা আমি তাকে মহব্বত করি (তা)।

١٢٥ - بَابُ التَّبَسُّمِ

১২৫- অনুচ্ছেদ ঃ মুচকি হাসি।

٢٤٩- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْراً يَقُوْلُ مَا رَاٰنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ اِلاَّ تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ مِنْ هٰذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِّنْ خَيْرِ ذِيْ يَمَنٍ عَلٰي وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ فَدَخَلَ جَرِيْرٌ.

২৪৯। কায়েস (র) বলেন, আমি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (স) যখনই আমাকে দেখেছেন, আমার সামনে মুচকি হাসি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ এই দরজা দিয়ে কল্যাণময় ও বরকতের অধিকারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করবে যার চেহারায় ফেরেশতার হাতের স্পর্শ রয়েছে। জারীর (রা) তখন সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন (বু, মু, দা, ই, আ)।

٢٥٠-عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا قَطُّ حَتّٰي اَرٰي مِنْهُ لَهَوَاتَهُ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ اِذَا رَاٰي غَيْمًا اَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهِ

فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انَّ النَّاسَ اذَا رَاَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رجَاءَ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَاَرَاكَ اذَا رَاَيْتَهُ عُرِفَتْ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّيْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَاَيَ قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

২৫০। মহানবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যাতে তার আল্‌জিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। তিনি আরও বলেন, তিনি মেঘ অথবা বাতাস বইতে দেখলে তাঁর চেহারায় দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেতো। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা মেঘ দেখে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। আর আমি লক্ষ্য করেছি যে, আপনি মেঘ দেখলে আপনার চেহারায় বিরূপ অবস্থা প্রতিভাত হয়। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তা যে শাস্তির বাহক নয় সেই নিশ্চয়তা আমাকে কে দিবে? এক সম্প্রদায়কে বায়ু দ্বারা শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এক সম্প্রদায় শাস্তি আসতে দেখে বললো, তা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে (বু, মু, দা)।

١٢٦- بَابُ الضَّحْكِ

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ হাসি।

٢٥١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَقِلَّ الضَّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ .

২৫১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ কম হাসো, কেননা অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায় (তি, ই)।

٢٥٢-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُكْثِرُوا الضَّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ .

২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা বেশি হাসবে না। কেননা অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায় (ই,তা)।

٢٥٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَي رَهْطٍ مِّنْ اَصْحَابِه يَضْحَكُوْنَ وَيَتَحَدَّثُوْنَ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَوتَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ثُمَّ انْصَرَفَ وَاَبْكَي الْقَوْمُ وَاَوْحَي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ لِمَ تَقْنُطُ عِبَادِيْ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَبْشِرُوْا وَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا.

২৫৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর কতক সাহাবীকে অতিক্রম করছিলেন। তখন তারা হাস্যালাপ ও কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে। অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং লোকজন কাঁদতে লাগলো। তখন মহামহিম আল্লাহ ওহী নাযিল করেন, হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে কেন নিরাশ করছো! নবী (স) ফিরে এসে বলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, সরল পথ অবলম্বন করো এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে তৎপর হও (বু, আ, হি)।

١٢٧ - بَابُ اِذَا اَقْبَلْ اَقْبَلْ جَمِيعًا وَ اِذَا اَدْبَرْ اَدْبَرْ جَمِيعًا

১২৭-অনুচ্ছেদ ঃ তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো।

٢٥٤-عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ رُبَّمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُوْلُ حَدَّثَنِيْهِ اَهْدَبُ الشُّفْرَيْنِ وَاَبْيَضُ الْكَشْحَيْنِ اِذَا اَقْبَلْ اَقْبَلْ جَمِيْعًا وَاِذَا اَدْبَرْ اَدْبَرْ جَمِيْعًا لَمْ تَرَ عَيْنٌ مِّثْلَهُ وَلَنْ تَرَاهُ .

২৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস বর্ণনাকালে প্রায়ই মহানবী (স)-এর উল্লেখ করে বলতেন, যাঁর ভ্রুযুগল প্রশস্ত, বাহুদ্বয় শুভ্র তিনি আমাকে বলেছেনঃ "তুমি যখন আবির্ভূত হবে পূর্ণদেহে আবির্ভূত হবে এবং যখন প্রস্থান করবে পূর্ণদেহে প্রস্থান করবে"। কোন চোখ তাঁর সমকক্ষ কাউকে কখনও দেখেনি এবং কখনও দেখবে না।

١٢٨- بَابُ الْمُسْتَشَارِ مُؤْتَمَنٌ

১২৮-অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শদাতা হলো আমানতদার।

٢٥٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَبِي الْهَيْثَمِ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَتَانَا سَبْيٌ فَاْتِنَا فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَاْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَاَتَاهُ اَبُو الْهَيْثَمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِخْتَرْ مِنْهُمَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اخْتَرْ لِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هٰذَا فَاِنِّي رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ مَا اَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ اَنْ تُعْتِقَهُ قَالَ فَهُوَ عَتِيْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلاَ خَلِيْفَةً اِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَاْلُوْهُ خَبَالاً وَمَنْ يُّوْقَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِيَ.

২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবুল হায়ছাম (রা)-কে বলেন ঃ তোমার কি খাদেম আছে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ আমাদের কাছে বন্দী আসলে তুমি আমাদের নিকট আসবে। তারপর নবী (স)-এর কাছে দু'জন বন্দী আনা হলো, এদের সাথে তৃতীয় কেউ ছিলো না। তখন আবুল হায়ছাম (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। নবী (স) বলেনঃ তুমি এদের দুইজনের মধ্যে একজনকে বেছে নাও। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই আমাকে একজন বেছে দিন। নবী (স) বলেনঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে বিশ্বস্ত হতে হয়। একে নিয়ে যাও। আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। পরে তার স্ত্রী তাকে বলেন, নবী (স) তার ব্যাপারে যা বলেছেন, তাকে দাসত্বমুক্ত করা ছাড়া অন্যভাবে তার দাবি তুমি পূরণ করতে পারবে না। আবুল হায়ছাম (রা) বলেন, সে স্বাধীন। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ কোন নবী অথবা খলীফা প্রেরণ করেননি যার সাথে দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু দেননি।

এক বন্ধু তাকে উত্তম কাজের প্রেরণা দেয় এবং পাপ কাজ থেকে বারণ করে এবং অপরটি তার সর্বনাশ সাধন করে। যে ব্যক্তি মন্দ প্ররোচনাদানকারী বন্ধুর প্ররোচনা থেকে রক্ষা পেয়েছে সে রক্ষা পেয়েছ (দা,ই,হা,হি,তহা)।

١٢٩- بَابُ الْمَشْوَرَةَ

১২৯– অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শ করা।

٢٥٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَشَاوِرْهُمْ فِيْ بَعْضِ الْأَمْرِ.

২৫৬। আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন, "তাদের সাথে কোন কোন ব্যাপারে পড়ামর্শ করুন" (শা, তা)।

٢٥٧-عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ الاَّ هُدُوْا لِاَفْضَلَ مَا بِحَضْرَتِهِمْ ثُمَّ تَلاَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰي بَيْنَهُمْ .

২৫৭। হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যে সম্প্রদায়ের লোকজন পরামর্শ করে কাজ করে, তারা সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান পেয়ে যায়। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন, "তাদের বিষয়সমূহ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়" (৪২ঃ ৩৮)।

١٣٠-بَابُ اِثْمِ مَنْ اَشَارَ عَلٰي اَخِيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ

১৩০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে ভ্রান্ত পরামর্শ দেয় তার পাপ।

٢٥٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنِ اسْتَشَارَ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَاَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ وَمَنِ افْتٰي فُتْيَا بِغَيْرِ ثَبَتٍ فَاِثْمُهُ عَلٰي مَنِ افْتَاهُ.

২৫৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ আমি যা বলিনি তা যে ব্যক্তি আমার প্রতি আরোপ করবে সে যেন দোযখে তার স্থান করে নিলো। কোন ব্যক্তির নিকট তার কোন মুসলমান ভাই পরামর্শ চাইলো কিন্তু সে তাকে ভ্রান্ত পরামর্শ দিলো। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। আর যে ব্যক্তি দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ফতোয়া দিলো, তার এই ফতোয়াদানের পাপ তার উপরই বর্তাবে (মু, দা, ই)।

١٣١-بَابُ التَّحَابِّ بَيْنَ النَّاسِ

১৩১- অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের পারস্পরিক মহব্বত।

٢٥٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰي تُسْلِمُوْا وَلاَ تُسْلِمُوْنَ حَتّٰي تَحَابُّوْا وَاَفْشُوا السَّلاَمَ تَحَابُّوْا وَاِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةَ فَاِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

২৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না। তোমরা সালামের প্রসার ঘটালে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। সাবধান! তোমরা অবশ্যই বিদ্বেষ পরিহার করবে। কারণ তা মুণ্ডনকারী। আমি তোমাদের বলি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে, বরং দীনকে মুণ্ডন করে (আ, ই, দা)।

١٣٢- بَابُ الْأُلْفَةِ

১৩২-অনুচ্ছেদ ঃ স্নেহ-মমতা।

٢٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَيَلْتَقِيَانِ فِيْ مَسِيْرَةِ يَوْمٍ وَمَا رَاٰي اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

২৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন দুই ব্যক্তির রূহ এক দিনের দূরত্ব থেকে পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে, অথচ তাদের একজন অপরজনকে কখনো দেখেনি (ইতহাফ)।

٢٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النِّعَمُ تُكْفَرُ وَالرَّحِمُ تُقْطَعُ وَلَمْ نَرَ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوْبِ.

২৬১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কতো সুখ-সুবিধার শোকরগোযারী করা হয় না। কতো আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়। কিন্তু অন্তরসমূহের ঘনিষ্ঠতার মত কিছু আমি দেখেনি (ইতহাফ)।

٢٦٢- عَنْ عُمَيْرِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ اَوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأُلْفَةُ.

২৬২। উমাইর ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, সর্বপ্রথম মানুষের মন থেকে স্নেহ-মমতা তুলে নেয়া হবে।

١٣٣- بَابُ الْمِزَاحِ

১৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ রসিকতা।

٢٦٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَي النَّبِيُّ ﷺ عَلٰي بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ اُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا اَنْجَشَةُ رُوَيْدَ سُوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوْهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سُوْقُكَ بِالْقَوَارِيْرِ.

২৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর এক স্ত্রীর নিকট এলেন। উম্মু সুলাইম (রা)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলেনঃ "ধীরে হে আনজাশা, ধীরে! তোমার চালান যে কাঁচের চালান হে"! রাবী আবু কিলাবা (র) বলেন, নবী (স) এমন বাক্য উচ্চারণ করলেন, যদি তোমাদের মধ্যকার কেউ তা বলতো, তবে তোমরা নিশ্চয় তাকে দোষারোপ করতে। তাঁর সেই বাক্যটি ছিলঃ "তোমার চালান যে কাঁচের চালান হে" (বু, মু, না)।

٢٦٤-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ اِنِّيْ لاَ اَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا.

২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে রসিকতাও করেন। তিনি বলেনঃ আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না (তি, আ)।

٢٦٥- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَبَادَحُوْنَ بِالْبِطِّيْخِ فَاِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوْا هُمُ الرِّجَالُ.

২৬৫। বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, নবী (স)-এর সাহাবীগণ একে অপরের প্রতি তরমুজ নিক্ষেপ করেও রসিকতা করতেন। কিন্তু তারা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হলে যোগ্য পুরুষই প্রতিপন্ন হতেন।

٢٦٦- عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ مَزَحَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اُمُّهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْضَ دُعَابَاتِ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ كِنَانَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ بَعْضُ مَزَاحِنَا هٰذَا الْحَيِّ .

২৬৬। ইবনে আবু মুলাইকা (র) বলেন, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রসিকতা করলেন। তার মা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পরিবারের কোন কোন রসিকতা কিনানা গোত্র থেকে এসেছে। নবী (স) বলেনঃ বরং আমাদের কতক রসিকতা ঐ গোত্র থেকেই এসেছে।

٢٦٧-عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ اَنَا حَامِلُكَ عَلٰي وَلَدِ نَاقَةٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلَ اِلاَّ النُّوْقُ.

২৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট একটি বাহন চাইতে আসে। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে একটা উষ্ট্রীর বাচ্চা বাহন হিসেবে দিবো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করবো! রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ উষ্ট্রীই তো উট প্রসব করে (দা , তি, আ)।

١٣٤-بَابُ الْمِزَاحِ مَعَ الصَّبِيِّ

১৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর সাথে রসিকতা।

٢٦٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰي يَقُوْلَ لاَخٍ لِّيْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

২৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের (শিশুদের) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেনঃ হে আবু উমাইর! কি করলো তোমার নুগায়র (বু, মু, দা, তি, না, ই)!

٢٦٩-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ الْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَي قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَرْقِ.

২৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাসান অথবা হুসাইন (রা)-এর হাত ধরলেন, অতঃপর তার পদদ্বয় নিজের পদদ্বয়ের উপর রাখলেন, অতঃপর বলেনঃ আরোহণ করো।

١٣٥-بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ

১৩৫ – অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম স্বভাব-চরিত্র।

٢٧٠- عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ شَيْئٍ فِي الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ .

২৭০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ ওজনদণ্ডে উত্তম স্বভাব-চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই হবে না (দা, তি, আ, হি)।

٢٧١-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وكَانَ يَقُوْلُ خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا.

২৭১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) নিজেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতাকে তিনি পছন্দও করতেন না। তিনি বলতেনঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম স্বভাব-চরিত্রের লোকই সর্বোত্তম (বু, মু, তি)।

٢٧٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اُخْبِرُكُمْ بِاَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَاَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا.

২৭২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ আমার নিকট প্রিয়তর এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটবর্তী আসনে উপবিষ্ট হবে তোমাদের মধ্যকার এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না? লোকজন চুপ থাকলো। তিনি দুই অথবা তিনবার কথাটি বললেন। লোকজন বললো, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি (আ, হি)।

٢٧٣-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ صَالِحِي الْاَخْلاَقِ.

২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি (আ, হা)।

٢٧٤-عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ الاَّ اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاذَا كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ الاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰي فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا.

২৭৪। আয়েশা (রা) বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ (স)-কে দুইটি ব্যাপারের একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখনই তিনি সহজতরটিকে বেছে নিয়েছেন, যতক্ষণ না তা পাপাচার হতো। যদি তা পাপাচার হতো তবে তিনি লোকজনের চেয়ে তা থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অবশ্য আল্লাহ তাআলার বিধানের পরিপন্থী কোন কিছু হতে দেখলে তিনি মহামহিম আল্লাহ্‌র জন্য তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন (বু, মু, মা)।

٢٧٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰي قَسَمَ بَيْنَكُمْ اَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰي يُعْطِي الْمَالَ مَنْ اَحَبَّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ يُعْطِي الْاِيْمَانَ الاَّ مَنْ يُحِبُّ فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ اَنْ يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ اَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ اَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

২৭৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে চরিত্র বণ্টন করেছেন যেভাবে তোমাদের মধ্যে রিযিক বণ্টন করেছেন। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না তাদের সকলকেই সম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তিনি ঈমান দান করেছেন কেবল যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন। অতএব যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কৃপণ, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ভীত এবং ইবাদতের মাধ্যমে রাত জাগরণে দুর্বল, সে যেন বেশি পাঠ করেঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ মহান) (আ, হা)।

١٣٦-بَابُ سَخَاوَةِ النَّفْسِ

১৩৬ – অনুচ্ছেদ ঃ মনের ঐশ্বর্য।

٢٧٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰي غِنَي النَّفْسِ.

২৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থাকলেই মানুষ ধনী হয় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য (বু, মু, তি, আ)।

٢٧٧-عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِيْ لِشَيْئٍ لَمْ اَفْعَلْهُ اَلاَّ كُنْتَ فَعَلْتَهُ وَلاَ لِشَيْئٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ.

২৭৭। আনাস (রা) বলেন, আমি দশটি বছর যাবত নবী (স)-এর খেদমত করেছি। কখনো তিনি আমাকে (বিরক্তিসূচক) উফ শব্দটিও বলেননি। তিনি আমাকে কোন কিছু করতে বললে, (যদিও আমি তা করেছি,) কখনো বলেননি ঃ তুমি এটা করলে না কেন বা যা করেছি তার জন্যও বলেননি যে, তুমি তা করলে কেন (বু, মু)?

٢٧٨-عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيْمًا وكَانَ لاَ يَاْتِيْه اَحَدٌ الاَّ وَعَدَهُ وَاَنْجزَ لَهُ انْ كَانَ عِنْدَهُ وَاُقِيْمَت الصَّلاَةُ وَجَاءَهُ اَعْرَابِيٌّ فَاَخَذَ بِثَوْبِه فَقَالَ انَّمَا بَقِي مِنْ حَاجَتِيْ يَسِيْرَةٍ وَاَخَافُ اَنْسَاهَا فَقَامَ مَعَهُ حَتّي فَرَغَ مِنْ حَاجَتِه ثُمَّ اَقْبَلَ فَصَلّي.

২৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর কাছে যে-ই আসতো, তিনি তাকে প্রতিশ্রুতি দিতেন। তাঁর কাছে দেয়ার মত কিছু থাকলে তিনি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতেন। নামাযের ইকামত হয়ে গেলে এক বেদুইন এসে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র চেপে ধরে বললো, আমার সামান্য একটু প্রয়োজন আছে এবং আমার আশঙ্কা হয় যে, পাছে আমি তা ভুলে না যাই। তখন তিনি তার সাথে গেলেন এবং তার প্রয়োজন সেরে দিয়ে নামাযে মনোনিবেশ করলেন (বু, মু)।

٢٧٩-عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ لاَ.

২৭৯। জাবির (রা) বলেন, নবী (স)-এর কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো "না" বলেননি (মু, দার, হি)।

٢٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا رَاَيْتُ امْرَاَتَيْنِ اَجْوَدَ مِنْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ وَجُوْدُهُمَا مُخْتَلِفٌ اَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْئَ الي الشَّيْئِ حَتّي اذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ وَاَمَّا اَسْمَاءُ فَكَانَتْ لاَ تَمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ.

২৮০। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা) ও আসমা (রা)-এর চাইতে অধিক দানশীলা আর কোন দুই মহিলাকে দেখিনি। তাদের দু'জনের দানের বৈশিষ্ট্য ছিল দুই রকম। আয়েশা (রা) একটু একটু করে সঞ্চয় করতেন। সঞ্চিত বস্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হলে তিনি তা বণ্টন করে দিতেন। আর আসমা (রা) আগামী দিনের জন্য কিছু তুলে রাখতেন না (সাথে সাথে দান করে দিতেন)।

١٣٧-بَابُ الشُّحِّ

১৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ মনের সংকীর্ণতা।

٢٨١-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ اَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا.

২৮১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদের) ধুলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন বান্দার মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে মনের সংকীর্ণতা ও ঈমানও কোন বান্দার মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না (না, ই)।

٢٨٢-عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِيْ مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ.

২৮২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দুইটি কুঅভ্যাস কোন মুমিন বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে নাঃ কার্পণ্য এবং অসৎ চরিত্র (তি)।

٢٨٣-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرُوْا رَجُلاً فَذَكَرُوْا مِنْ خُلُقِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَرَاَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَاْسَهُ اَكُنْتُمْ تَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ تُعِيْدُوْهُ قَالُوْا لاَ قَالَ فَيَدَهُ قَالُوْا لاَ قَالَ فَرِجْلَهُ قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ تُغَيِّرُوْا خُلُقَهُ اِنَّ النُّطْفَةَ لَتَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ تَنْحَدِرُ دَمًا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَقَةً ثُمَّ تَكُوْنُ مُضْغَةً ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَخُلُقَهُ وَشَقِيًّا اَوْ سَعِيْدًا.

২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে রবীয়া (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। লোকজন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলো। তারা তার চরিত্র সম্পর্কেও উল্লেখ করলো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমরা যদি তার মাথা কেটে ফেলো, তবে কি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, তার হাত কেটে ফেললে? তারা বলেন, না। তার পা কাটলে? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, তোমরা যদি কোন লোকের বাহ্যিক অবয়ব পরিবর্তন করতে অক্ষম হও, তাহলে তার আভ্যন্তরীণ অবয়ব কি করে পরিবর্তন করবে! বীর্য স্ব-অবস্থায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত জরায়ুতে অবস্থান করে। তারপর তা রক্তে পরিণত হয়, অতঃপর জমাট রক্তে, অতঃপর মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান, যিনি তার জীবিকা, চরিত্র এবং সে হতভাগা না ভাগ্যবান হবে তা লিপিবদ্ধ করেন।

١٣٨- بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ اِذَا فَقُهُوْا

১৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ লোকজন প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হয়।

٢٨٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ.

২৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ উত্তম স্বভাব-চরিত্রের সাহায্যে কোন ব্যক্তি রাত জেগে ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে (দা, হা)।

٢٨٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُكُمْ اِسْلاَمًا اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا اِذَا فَقُهُوْا.

২৮৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আবুল কাসিম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মধ্যকার উত্তম চরিত্রের লোক প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারলে ইসলামের মানদণ্ডে সে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম (আ)।

٢٨٦-حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَداً اَجَلَ اِذَا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ وَلاَ اَفْكَهَ فِي بَيْتِهِ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

২৮৬। সাবিত ইবনে উবাইদ (র) বলেন, আমি মজলিসে গাম্ভীর্য অবলম্বনকারী এবং নিজ বাড়িতে খোশমেজাজী লোক যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ব্যতীত আর কাউকে দেখিনি (ইসাবা)।

٢٨٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْاَدْيَانِ اَحَبُّ اِلَي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ.

২৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ দীন (ধার্মিকতা) মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেনঃ সহজ সরল দীন (আ)।

٢٨٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَرْبَعُ خِلاَلٍ اِذَا اُعْطِيتَهُنَّ فَلاَ يَضُرُّكَ مَا عُزِلَ عَنْكَ مِنَ الدُّنْيَا حُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعَفَافُ طُعْمَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحِفْظُ اَمَانَةٍ.

২৮৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন, চারটি গুণ যদি তোমাকে দান করা হয় তবে পার্থিব অন্য কিছু না পেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। (১) উত্তম স্বভাব-চরিত্র, (২) উত্তম ও পরিচ্ছন্ন (হালাল) রিযিক, (৩) সত্য ভাষণ এবং (৪) আমানত সংরক্ষণ (আ)।

٢٨٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَدْرُوْنَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ الْاَجْوَفَانِ الْفَرْجُ وَالْفَمُ وَمَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوَي اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

২৮৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমরা কি জানো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ দুইটি ছিদ্র (১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। অপরদিকে কোন জিনিসের বদৌলতে অধিক লোক বেহেশতে যাবে? আল্লাহ্‌র ভয় ও উত্তম স্বভাবের কারণে (আ, ই, তি)।

٢٩٠- عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَامَ اَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْلَةً يُصَلِّيْ فَجَعَلَ يَبْكِيْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ حَتّٰي اَصْبَحَ فَقُلْتُ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ مَا كَانَ دُعَاءُكَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ اِلاَّ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ فَقَالَ يَا اُمَّ الدَّرْدَاءِ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يُحْسِنُ خُلُقَهُ حَتّٰي يُدْخِلَهُ حُسْنُ خُلُقِهِ الْجَنَّةَ وَيَسِيْءُ خُلُقَهُ حَتّٰي يُدْخِلَهُ سُوْءُ خُلُقِهِ النَّارَ وَالْعَبْدُ الْمُسْلِمُ

يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ كَيْفَ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ قَالَ يَقُوْمُ اَخُوْهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْتَهِدُ فَيَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ وَيَدْعُوْ لاَخِيْهِ فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ فِيْهِ.

২৯০। উম্মু দারদা (রা) বলেন, এক রাতে আবু দারদা (রা) নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমার দৈহিক গঠন সুন্দর করেছো, আমার স্বভাব-চরিত্রও সুন্দর করে দাও"। এই অবস্থায় তিনি ভোরে উপনীত হলেন। আমি বললাম, হে আবু দারদা! কাল সারা রাত ধরে আপনার দোয়া ছিলো সুন্দর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে। তিনি বলেন, হে উম্মু দারদা! মুসলিম বান্দা তার স্বভাব-চরিত্র সুন্দর করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সুন্দর স্বভাব-চরিত্র তাকে বেহেশতে প্রবেশ করায়। আবার সে তার স্বভাব-চরিত্র খারাপ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা তাকে দোযখে প্রবেশ করায়। মুমিন বান্দাকে তার ঘুমন্ত অবস্থায় ক্ষমা করা হয়। আমি বললাম, হে আবু দারদা! ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে ক্ষমা করা হয় কিভাবে? তিনি বলেন, তার অপর ভাই শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। সে তার অপর ভাইয়ের জন্যও দোয়া করে, আল্লাহ তার সেই দোয়াও কবুল করেন।

٢٩١-عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ نَاسٌ كَثِيْرٌ مِّنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا فَسَكَتَ النَّاسُ لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ غَيْرَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِيْ كَذَا وَكَذَا فِيْ اَشْيَاءَ مِنْ اُمُوْرِ النَّاسِ لاَ بَاْسَ بِهَا فَقَالَ يَا عِبَادَ اللّٰهِ وَضَعَ اللّٰهُ الْحَرَجَ الاَّ امْرَاً افْتَرَضَ امْرَاً ظُلْمًا فَذَاكَ الَّذِيْ حَرَجٌ وَهَلَكَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَدَاوٰي قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً الاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَّاحِدٍ قَالُوْا وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْهَرَمُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا خَيْرُ مَا اُعْطِيَ الْاِنْسَانُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ.

২৯১। উসামা ইবনে শরীক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেদুইন আসলো। লোকজন নির্বাক ছিলো। কেবল বেদুইনরাই কথা বলছিলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক অমুক ব্যাপারে আমাদের কোন দোষ হবে কি? তারা এমন কিছু মানবীয় বিষয় জিজ্ঞেস করে যাতে দোষের কিছু ছিলো না। তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আল্লাহ পাপকে রহিত করেছেন। পাপ তো এমন লোকের হতে পারে যে নিজের জন্য অত্যাচার-নির্যাতনকে অবধারিত করে নিয়েছে। এতে তার পাপ হয় এবং সে ধ্বংস হয়"। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ঔষধপত্র ব্যবহার করবো কি? তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা ঔষধ ব্যবহার করো। কেননা মহামহিম আল্লাহ এমন কোন রোগ রাখেননি, যার প্রতিশেধক রাখেননি, একটি রোগ ছাড়া। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি? তিনি বলেনঃ বার্ধক্য। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষকে প্রদত্ত সর্বোত্তম জিনিস কি? তিনি বলেন ঃ উত্তম স্বভাব-চরিত্র (তি, ই, দা, হা)।

٢٩٢-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وكَانَ اَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

২৯২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন জনগণের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। তাঁর এই দানশীলতা উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছতো রমযান মাসে। জিবরাঈল (আ) যখন তাঁর সাথে মিলিত হতেন তখন তাঁর দানশীলতা আরো বেড়ে যেতো। জিবরাঈল (আ) রমযানের প্রতি রাতে তাঁর সাথে মিলিত হতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। জিবরাঈল (আ) যখন তাঁর সাথে মিলিত হতেন, তখন তাঁর দানশীলতার গতি বেগবান বাতাসের চেয়েও অধিক বেগবান হতো (বু, মু, না)।

٢٩٣-عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئٌ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ رَجُلاً يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا فَكَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهُ اَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ .

২৯৩। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী কালের এক ব্যক্তির আমলের হিসাব নেয়া হলো। কিন্তু তার আমলনামায় কল্যাণকর কিছুই পাওয়া গেলো না। তবে লোকটির জনগণের সাথে সংস্রব ছিল এবং সে ছিল সচ্ছল। সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিতো যে, তারা অভাবী দেনাদারকে যেন সময় দেয়। তখন মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমিই তার চাইতে এই গুণের বেশি যোগ্য। অতএব তোমরা (ফেরেশতাগণ) তাকে এড়িয়ে যাও (মু, তি)।

٢٩٤-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَي اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ قَالَ وَمَا اَكْثَرُ مَا يَدْخِلُ النَّارَ قَالَ الْاَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرَجُ .

২৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কিসের বদৌলতে অধিক সংখ্যক লোক বেহেশতে যাবে? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র ভয় এবং উত্তম স্বভাব-চরিত্র। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, কিসের কারণে বহু লোক দোযখে যাবে? তিনি বলেনঃ দু'টি ছিদ্র, মুখ ও লজ্জাস্থান (তি, ই, হা, হি)।

٢٩٥-عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ قَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَكَّ فِيْ نَفْسِكَ وكَرِهْتَ اَنْ يُطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

২৯৫। নাওয়াস ইবনে সামআন আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ পুণ্য হচ্ছে উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং পাপ হচ্ছে যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং লোকজন তা অবগত হোক তা তুমি পছন্দ করো না (মু, তি, আ, দার, হা, হি)।

١٣٩- بَابُ الْبُخْلِ

১৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতা।

٢٩٦-حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَن سَيِّدكُمْ يَا بَنِيْ سَلَمَةَ قُلْنَا جُدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلٰي اَنَّا نُبَخِّلُهُ قَالَ وَاَيُّ دَاءٍ اَدْوٰي مِنَ الْبُخْلِ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ وكَانَ عَمْرُو عَلٰي اَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وكَانَ يُوْلِمُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اذَا تَزَوَّجَ .

২৯৬। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ হে বনু সালামা! তোমাদের নেতা কে? আমরা বললাম, জুদ্দ ইবনে কায়েস। অবশ্য আমরা তাকে কৃপণ বলি। তিনি বলেনঃ কৃপণতার চেয়ে মারাত্মক রোগ আর কি হতে পারে? বরং তোমাদের নেতা হলো আমর ইবনুল জামূহ। জাহিলী যুগে আমর ছিলেন তাদের পুরোহিত। রাসূলুল্লাহ (স) বিবাহ করলে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে বিবাহ ভোজের আয়োজন করেন (আ, হা)।

٢٩٧- عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَي الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ اكْتُبْ اِلَيَّ بِشَيْئٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهٰي عَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتٍ وَعُقُوْقِ الْاُمَّهَاتِ وَعَنْ وَاْدِ الْبَنَاتِ .

২৯৭। মুগীরা (রা)-র সচিব ওয়াররাদ (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখে পাঠান, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে হাদীস তুমি শুনেছো তা আমাকে লিখে পাঠাও। মুগীরা (রা) লিখেন, রাসূলুল্লাহ (স) গুজব ছড়াতে, সম্পদ ধ্বংস করতে, অধিক যাঞ্চা করতে, অপরের প্রাপ্য অধিকার বাধাগ্রস্ত করতে, মাতাদের অবাধ্যাচারী হতে এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করতে নিষেধ করেছেন (বু, মু, দা)।

٢٩٨-عَنْ جَابِرٍ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ .

২৯৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট কিছু প্রার্থনা করা হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি (বু, মু, দার, হি)।

١٤٠- بَابُ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

১৪০-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম মাল উত্তম লোকের জন্য।

٢٩٩- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰخُذَ عَلَيَّ ثِيَابِيْ وَسِلاَحِيْ ثُمَّ اٰتِيْهِ فَفَعَلْتُ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّاُ فَصَعَّدَ اِلَيَّ الْبَصَرَ ثُمَّ طَاْطَاَ ثُمَّ قَالَ يَا عَمْرُو اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَبْعَثَكَ عَلٰى جَيْشٍ فَيَغْنَمُكَ اللّٰهُ وَاَرْغَبُ لَكَ رُغْبَةً مِّنَ الْمَالِ صَالِحَةً قُلْتُ اِنِّيْ لَمْ اُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ اِنَّمَا اَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْاِسْلاَمِ فَاَكُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

২৯৯। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, নবী (স) লোক মারফত আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন পোশাকে ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হই। অতএব আমি তাই করলাম। আমি যখন তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি উযু করছিলেন। তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে গভীরভাবে দেখলেন, তারপর দৃষ্টি অবনত করে বলেন ঃ হে আমর! আমি তোমাকে একটি বাহিনীর সেনছপতি নিয়োগ করে পাঠাতে চাচ্ছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে গনীমতের অধিকারী করেন। আমি তোমার জন্য উৎকৃষ্ট মাল কামনা করি। আমি বললাম, আমি সম্পদের লোভে ইসলাম গন্দহণ করিনি। আমি ইসলামের আকর্ষণে মুসলমান হয়েছি, যাতে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে থাকতে পারি। তিনি বলেন ঃ হে আমর! হাঁ, উত্তম লোকের জন্যই উত্তম সম্পদ (চু, হা, হি)।

١٤١ - بَابُ مَنْ اَصْبَحَ اٰمِنًا فِيْ سِرْبِهِ

১৪১– অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিরাপদে রাত কাটালো।

٣٠٠- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَصْبَحَ اٰمِنًا فِيْ سِرْبِهِ مُعَافِيً فِيْ جَسَدِهِ عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.

৩০০। উবায়দুল্লাহ ইবনে মিহ্‌সান আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিরাপদে ও সুস্থ দেহে রাত কাটালো এবং তার নিকট সে দিনের খাবারও মওজুদ আছে, তাকে যেন গোটা দুনিয়াই দান করা হলো (তি, ই, হি)।

١٤٢-بَابُ طِيْبِ النَّفْسِ

১৪২– অনুচ্ছেদ ঃ উৎফুল্ল মন।

٣٠١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبٍ الْجُهَنِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ اَثَرُ غُسْلٍ وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ فَظَنَنَّا اَنَّهُ اَلَمَّ بِاَهْلِهِ

فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ نَرَاكَ طِيْبُ النَّفْسِ قَالَ اَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ ذُكِرَ الْغِنٰي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْغِنٰي لِمَنِ اتَّقٰي وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰي خَيْرٌ مِّنَ الْغِنٰي وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ .

৩০১। মুআয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব (র) থেকে তার পিতা ও চাচার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের কাছে বের হয়ে এলেন, তাঁর দেহে ছিল গোসলের আলামত এবং তিনি ছিলেন আনন্দচিত্ত। আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার কোন স্ত্রীর সঙ্গলাভ করেছেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে প্রসন্ন হৃদয় দেখছি। তিনি বলেন ঃ হাঁ, আলহামদু লিল্লাহ। তারপর প্রাচুর্যের প্রসঙ্গ এলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আল্লাহভীরুর জন্য প্রাচুর্য ক্ষতিকর নয়। আল্লাহভীরুর জন্য প্রাচুর্যের চেয়ে সুস্বাস্থ্য অধিক উপকারী। মনের প্রসন্নতাও নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত (ই)।

٣٠٢- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

৩০২। নাওয়াস ইবনে সামআন আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেনঃ পুণ্য হলো উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং পাপ হলো যা তোমার অন্তরে দ্বিধার সৃষ্টি করে এবং সেটা লোকে জানুক তা তুমি পছন্দ করো না (মু, তি)।

٣٠٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسُ اِلَي الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَنْ تَرَاعُوْا لَنْ تَرَاعُوْا وَهُوَ عَلٰي فَرَسٍ لِاَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ وَفِيْ عُنُقِهِ السَّيْفُ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا اَوْ اَنَّهُ لَبَحْرٌ.

৩০৩। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাধিক সাহসী বীর পুরুষ। এক রাতে মদীনাবাসীরা (এক বিকট শব্দে) ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। লোকজন শব্দের অনুসরণ করে অগ্রসর হলো। নবী (স) তাদের সামনে পড়লেন। তিনি তাদের পূর্বেই শব্দের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেনঃ তোমরা ভীত হয়ো না। তোমরা ভয় পেও না। তিনি নিজ ঘাড়ে তরবারি ঝুলানো অবস্থায় আবু তালহার জিনপোষবিহীন ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি একে সমুদ্রবত পেয়েছি অথবা এটি তো একটি সমুদ্র (বু, মু)।

٣٠٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقٰي اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ اِنَاءِ اَخِيْكَ.

৩০৪। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ প্রতিটি পুণ্যই দান-খয়রাত স্বরূপ। তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাত এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের পাত্রে একটু পানি ঢেলে দেয়াও সৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত (তি)।

١٤٣- بَابُ مَايَجِبُ مِنْ عَوْنِ الْمَلْهُوفِ

১৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ দুস্থজনকে সাহায্য করা অপরিহার্য।

٣٠٥- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَاَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَغْلاَهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ اَسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ قَالَ تُعِيْنُ ضَائِعًا اَوْ تَصْنَعُ لاَخْرَقَ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ ضَعُفْتُ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصَدِّقُهَا عَلٰي نَفْسِكَ.

৩০৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। প্রশ্নকারী বললো, কোন্ গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ যা অধিক মূল্যবান এবং যে নিজ মনিবের প্রিয়তম। প্রশ্নকারী বললো, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি তার কতক করতে না পারি? তিনি বলেনঃ দুস্থজনকে সাহায্য করো অথবা অনভিজ্ঞের কাজ সেরে দাও। প্রশ্নকারী বললো, যদি আমি তাতে অপারগ হই? তিনি বলেনঃ তোমার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ রাখো। কেননা তাও সদাকাস্বরূপ যা তোমার পক্ষ থেকে তুমি করতে পারো (বু, মু, না, দার, আ, হি)।

٣٠٦- اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ بُرْدَةَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ فَلْيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَلْيَتَصَدَّقْ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ لِيُعِنْ ذَاالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفِ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَلْيَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

৩০৬। সাঈদ ইবনে আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ প্রত্যেক মুসলমানকেই দান-খয়রাত করতে হবে। রাবী বলেন, যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে শ্রম নিয়োগ করে নিজেও উপকৃত হবে এবং দান-খয়রাতও করবে। রাবী বলেন, আপনি কি মনে করেন, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তা না করতে পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে যেন কোন দুঃস্থজনকে সাহায্য করে। রাবী বলেন, আপনার কি মত, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তা করতে না পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে সৎ কাজের আদেশ করবে। রাবী বলেন, আপনার কি মত, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তাও করতে না পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা তাও তার জন্য সদাকাস্বরূপ (বু, মু)।

١٤٤-بَابُ مَنْ دَعَا اللّٰهَ اَنْ يُحَسِّنَ خُلُقَهُ

১৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি চরিত্রবান হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে।

٣٠٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ اَنْ يَدْعُوَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ.

৩০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পর্যাপ্ত পরিমাণে দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য, পূত-পবিত্র চরিত্র, আমানতদারি এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারার সামর্থ্য প্রার্থনা করছি (বা, বায)।

٣٠٨-عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابَنُوْسَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰي عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ تَقْرَءُوْنَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اِقْرَاْ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ قَالَ يَزِيْدُ فَقَرَاْتُ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰي لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ قَالَتْ كَانَ خُلُقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩০৮। ইয়াযীদ ইবনে বাবানূস (র) বলেন, আমরা আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মুমিন জননী! রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তিনি বলেন, কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র। আপনারা সূরা মুমিনূন পড়ে থাকেন। তিনি বলেন, পড়ুনঃ "কাদ আফলাহাল মুমিনূন"। ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি পড়লাম, "কাদ আফলাহাল মুমিনূন.... লিফুরূজিহিম হাফিযূন" পর্যন্ত (১-৫)। তিনি বলেন, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স) এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য (না,হা)।

١٤٥- بَابُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ

১৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুমিন ব্যক্তি তিরস্কারকারী হতে পারে না।

٣٠٩- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ لاَعِنًا اَحَدًا قَطُّ لَيْسَ اِنْسَانًا وَكَانَ سَالِمٌ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا.

৩০৯। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে কখনো কাউকে অভিশাপ দিতে শুনিনি, মানুষকেও নয়। সালেম (র) বলতেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তির অভিশাপকারী হওয়া শোভনীয় নয় (তি, হা)।

٣١٠-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَلاَ الصَّيَّاحَ فِي الْاَسْوَاقِ .

৩১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশ্লীল আচরণকারীকে, অশ্লীলতার প্রশ্রয় দানকারীকে এবং হাটে-বাজারে শোরগোলকারীকে পছন্দ করেন না।

٣١١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ الرِّفْقَ وَاِيَّاكِ وَالْعَنَفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ.

৩১১। আয়েশা (রা) বলেন, কতক ইহূদী নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আসসামু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)। আয়েশা (রা) বলেন, 'ওয়া আলাইকুম ওয়া লাআনাকুমুল্লাহু ওয়া গাদিবাল্লাহু আলাইকুম'(তোমাদের উপর-ই, আল্লাহ তোমাদেরকে অভিশপ্ত করুন ও ক্রোধ নিপতিত করুন)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ থামো আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন করো এবং অবশ্যই অশ্লীল ও কর্কষ ভাষা ব্যবহার করো না। আয়েশা (রা) বলেন, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? তিনি বলেনঃ তুমি কি শুনোনি যে, আমি কি বলেছি? আমি তো তাদের একই প্রতিউত্তর দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার দোয়া তো কবুল হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কবুল হবে না (বু, মু, তি, না, ই)।

٣١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِّ .

৩১২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি খোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও বাচাল হতে পারে না (তি, আ, হা, হি)।

٣١٣-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْبَغِيْ لِذِي الْوَجْهَيْنِ اَنْ يَّكُوْنَ اَمِيْنًا .

৩১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ চোগলখোর কখনো বিশ্বস্ত হতে পারে না (তি, আ)।

٣١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَلاَمُ اَخْلاَقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ

৩১৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মুমিন ব্যক্তির চরিত্রের সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক বিষয় হলো অশ্লীলতা (হি)।

٣١٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ لُعِنَ اللَّعَّانُوْنَ قَالَ مَرْوَانُ اَلَّذِيْنَ يَلْعَنُوْنَ النَّاسَ.

৩১৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, অভিশাপকারীরা অভিশপ্ত। মারওয়ান বলেন, যারা মানুষকে অভিশাপ দেয় (তারা অভিশাপকারী)।

١٤٦-بَابُ اللَّعَّانِ

১৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ অভিশাপকারী।

٣١٦-عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لاَيَكُوْنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ .

৩১৬। আবু দারদা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী হতে পারবে না (মু, দা, হা, হি)।

٣١٧-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنْبَغِيْ لِلصِّدِّيْقِ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا .

৩১৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ পরম সত্যবাদীর পক্ষে অভিসম্পাতকারী হওয়া শোভনীয় নয় (মু, হা)।

٣١٨-عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ مَا تَلاَعَنَ قَوْمٌ قَطُّ اِلاَّ حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةَ .

৩১৮। হুযায়ফা (রা) বলেন, কোন সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত করলে তাদের জন্য অভিশাপ অবধারিত হয়ে যায়।

١٤٧-بَابُ مَنْ لَعَنَ عَبْدَهُ فَاَعْتَقَهُ

১৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নিজ গোলামকে অভিশাপ দিলে যেন তাকে আযাদ করে দেয়।

٣١٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَعَنَ بَعْضَ رَقِيْقِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اَللَّعَّانُوْنَ وَالصِّدِّيْقُوْنَ كَلاَّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَاَعْتَقَ اَبُوْبَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهِ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لاَ اَعُوْدُ

৩১৯। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্র (রা) তার কোন গোলামকে অভিসম্পাত করেন। নবী (স) বলেনঃ হে আবু বাক্র! কাবার প্রভুর শপথ! একই ব্যক্তি একই সাথে পরম সত্যবাদী ও অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। তিনি দুই বা তিনবার একথা বলেন। আবু বাক্র (র) সেদিনই ঐ গোলামকে আযাদ করে দেন এবং নবী (স)-এর নিকট এসে বলেন, আমি আর কখনো এরূপ আচরণ করবো না (বা)।

١٤٨- بَابُ التَّلاَعَنِ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَبِغَضَبِ اللّٰهِ وَبِالنَّارِ.

১৪৮-অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্র অভিশাপ, আল্লাহ্র ক্রোধ এবং আগুন দ্বারা অভিশাপ দেয়া।

٣٢٠-عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَتَلاَعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلاَ بِالنَّارِ .

৩২০। সামুরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমরা পরস্পরকে আল্লাহ্র অভিশাপ, আল্লাহ্র ক্রোধ এবং আগুনের দ্বারা অভিসম্পাত করো না (দা, তি)।

١٤٩-بَابُ لَعْنِ الْكَافِرِ

১৪৯ – অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করা।

٣٢١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ عَلَي الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اِنِّيْ لَمْ اُبْعَثْ لَعَّانًا وَلٰكِنْ بُعِثْتُ رَحْمَةً .

৩২১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের বদদোয়া করুন। তিনি বলেন ঃ আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি। বরং আমি করুণারূপে প্রেরিত হয়েছি (মু)।

١٥٠- بَابُ النَّمَّامِ

১৫০-অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোর।

٣٢٢- عَنْ هَمَّامٍ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَي عُثْمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

৩২২। হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাকে বলা হলো, এক ব্যক্তি জনগণের কথা উসমান (রা)-র কানে পৌঁছায়। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না (বু, মু, দা, তি, না)।

٣٢٣- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰي قَالَ الَّذِيْنَ اِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ اَفَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰي قَالَ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفْسِدُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَاءِ الْعَنَتَ .

৩২৩। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, নবী (স) বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ যাদের দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ যারা চোগলখোরি করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং পুণ্যবান লোকদের দোষক্রটি খুঁজে বেড়ায় (ই, আ, না, বা)।

١٥١-بَابُ مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَاَفْشَاهَا

১৫১ – অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অশ্লীলতা শোনে এবং তা ছড়ায়।

٣٢٤-عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَلْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ وَالَّذِيْ يَشِيْعُ بِهَا فِي الْاِثْمِ سَوَاءٌ .

৩২৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে এবং তা প্রচার করে তাদের উভয়ে সমান পাপী (বা)।

٣٢٥- عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَفْشَاهَا فَهُوَ فِيهَا كَالَّذِي أَبْدَاهَا .

৩২৫। শুবাইল ইবনে আওফ (রা) বলেন, কথিত আছে যে, কোন ব্যক্তি অশ্লীল কথা শুনলে এবং তা ছড়ালে সে অশ্লীলতার উদ্ভাবকের সমতুল্য পাপী (তাহযীবুল কামাল)।

٣٢٦-عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّكَالَ عَلَى مَنْ أَشَاعَ الزِّنَى يَقُولُ أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ.

৩২৬। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তার মতে, যে ব্যক্তি অশ্লীলতা ছাড়ায় তার শাস্তি হওয়া উচিত।

١٥٢- بَابُ الْعَيَّابِ

১৫২ – অনুচ্ছেদ ঃ লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী।

٣٢٧-عَنْ عَلِيٍّ يَقُولُ لاَ تَكُونُوا عُجُلاً مَذَايِيعَ بُذْرًا فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ بَلاَءً مُبَرِّحًا مُكَلِّحًا وَأُمُورًا مُتَمَاحِلَةً رُدُحًا .

৩২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্যতিব্যস্ত হয়ো না এবং কারো গোপন তথ্য ফাঁস করো না। কেননা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে (কিয়ামতের) ভীষণ কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপদসমূহ (কানযুল উম্মাল)।

٣٢٨-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكَ فَاذْكُرْ عُيُوبَ نَفْسِكَ .

৩২৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি যখন তোমার সঙ্গীর দোষচর্চা করতে ইচ্ছা করো তখন তোমার নিজের দোষ স্মরণ করো।

٣٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ قَالَ لاَ يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

৩২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণীঃ "তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করো না" (৪৯:১১)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা একে অপরকে তিরস্কার করো না।

٣٣٠-عَنْ أَبِي جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ فِي بَنِي سَلِمَةَ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلاَّ لَهُ اسْمَانِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ يَا فُلاَنُ فَيَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْهُ .

৩৩০। আবু জুবায়রা ইবনুদ দাহ্‌হাক (রা) বলেন, আমাদের অর্থাৎ বনূ সালামার লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়ঃ "তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে অভিহিত করো না" (সূরা হুজুরাত ১২)। তিনি বলেন, যখন নবী (স) আমাদের এখানে আসলেন, আমাদের প্রত্যেকের দুইটি করে নাম ছিল। নবী (স) বলতেনঃ হে অমুক। সাহাবীগণ বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয় (দা, তি, না, আ, ই, হা)।

٣٣١- عَنْ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ اَيُّهُمَا جَعَلَ لِصَاحِبِهِ طَعَامًا ابْنُ عَبَّاسٍ اَوْ ابْنُ عَمِّهِ فَبَيْنَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اِذْ قَالَ اَحَدُهُمْ لَهَا يَا زَانِيَةُ فَقَالَ مَهْ اِنْ لَمْ تُحدُّكَ فِي الدُّنْيَا تُحدُّكَ فِي الْاٰخِرَةِ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ كَذَاكَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِيْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ.

৩৩১। ইকরিমা (র) বলেন, আমার মনে নেই, হয় ইবনে আব্বাস (রা) অথবা তার চাচাতো ভাই একে অপরকে আহারের দাওয়াত দিলেন। এক বাঁদী তাদের সামনে (আহার পরিবেশনের) কাজ করছিল। তাদের একজন তাকে বলেন, হে যেনাকারিনী। তখন অপরজন বলেন, থামো। সে যদি দুনিয়াতে তোমাকে (এই অপবাদের) শাস্তি না দিতে পারে, তবে আখেরাতে অবশ্যই তার শাস্তি দিবে। তিনি বলেন, আপনি কি মনে করেন, ব্যাপারটি যদি তাই হয়? অপরজন বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কথক ও অশ্লীলতার বাহককে পছন্দ করেন না। ইনি ছিলেন ইবনে আব্বাস (রা) যিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কথক ও অশ্লীলতার বাহককে পছন্দ করেন না।

٣٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَاللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِّ .

৩৩২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি খোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও বাচাল হতে পারে না (তি, আ, হি, হা)।

١٥٣-بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَادُحِ

১৫৩–অনুচ্ছেদ ঃ মুখের উপর প্রশংসা করা।

٣٣٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَثْنٰي عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُوْلُهُ مِرَارًا اِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يَرٰي اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَحَسِيْبُهُ اللّٰهُ وَلاَ يُزَكِّيْ عَلَي اللّٰهِ اَحَدًا.

৩৩৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠলে এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করলো। নবী (স) বলেনঃ তোমার সর্বনাশ! তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা কাটলে! এ কথা তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। তোমাদের কেউ যদি একান্তই কারো প্রশংসা করতে চায় তবে সে যেন বলে, আমি তাকে এরূপ মনে করি, যদি তার ধারণামতে সে অদ্রূপ হয়ে থাকে। তার হিসাব গ্রহণকারী তো আল্লাহ। আর আল্লাহ্‌র সামনে কাউকে নির্দোষ মনে করো না (বু, মু, দা, তি, আ, হি)।

٣٣٤-عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِيْ عَلٰي رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ.

৩৩৪। আবু মূসা (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির সজীব প্রশংসা করতে শুনলেন। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা তো তাকে হত্যা করলে অথবা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে (বু, মু)।

٣٣٥- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ فَاَثْنٰي رَجُلٌ عَلٰي رَجُلٍ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ عَقَرْتَ الرَّجُلَ عَقَرَكَ اللّٰهُ .

৩৩৫। ইবরাহীম আত-তায়মী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপস্থিত প্রশংসা করলে উমার (রা) বলেন, তুমি তো লোকটিকে হত্যা করলে। আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন।

٣٣٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ الْمَدَحُ ذَبْحٌ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِيْ اِذَا قَبِلَهَا .

৩৩৬। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, (কারো) প্রশংসা করা (তাকে) যেন হত্যা করা। মুহাম্মাদ (র) বলেন, যখন প্রশংসিত ব্যক্তি তা গ্রহণ করে (বা, ই)।

١٥٤- بَابُ مَنْ اَثْنٰي عَلٰي صَاحِبِهِ اِنْ كَانَ اٰمِنًا بِهِ

১৫৪ – অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার সহযোগীর প্রশংসা করলে তাতে তার ক্ষতির আশংকা না থাকলে।

٣٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ بَكْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلاَنٌ وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلاَنٌ حَتّٰي عَدَّ سَبْعَةً .

৩৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কতো উত্তম লোক আবু বাক্‌র, কতো উত্তম লোক উমার, কতো উত্তম লোক আবু উবায়দা, কতো উত্তম লোক উসাইদ ইবনে হুদাইর, কতো উত্তম লোক মুয়ায ইবনে আমর ইবনুল জামূহ , কতো উত্তম লোক মুআয ইবনে জাবাল। তিনি পুনরায় বলেনঃ কতো মন্দ লোক অমুক, কতো মন্দ লোক অমুক । এভাবে তিনি একে একে সাতজন সম্পর্কে মন্তব্য করেন (তি, না, হা, হি)।

٣٣٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَلٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ هَشَّ لَهُ وَانْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ اسْتَاْذَنَ اٰخَرُ قَالَ نِعْمَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطْ اِلَيْهِ كَمَا انْبَسَطَ اِلَي الْاٰخَرِ وَلَمْ يَهُشَّ اِلَيْهِ

كَمَا هَشَّ لِلْآخَرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لِفُلاَنٍ ثُمَّ هَشَشْتَ اِلَيْهِ وَقُلْتَ لِفُلاَنٍ وَلَمْ اَرَكَ صَنَعْتَ مِثْلَهُ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتُّقِيَ لِفُحْشِهِ.

৩৩৮। আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বলেনঃ বংশের কু-সন্তান। সে তার সাক্ষাতে উপস্থিত হলে তিনি তার সাথে হাসিমুখে প্রশস্ত হৃদয়ে মিলিত হন। সে বের হয়ে যাওয়ার পর আর এক ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করে। তিনি বলেনঃ বংশের সু-সন্তান। কিন্তু তিনি তার সাথে আগের ব্যক্তির মতো হাসিমুখে মিলিত হননি। এ ব্যক্তিও বের হয়ে চলে গেলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুকের সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করলেন অথচ তার সাথে হাসিমুখে মিলিত হলেন এবং এই ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করলেন অথচ প্রথম ব্যক্তির মতো তার সাথে সাক্ষাত করেননি। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! যার অশ্লীলবাক ও দুর্ব্যবহারের জন্য লোকে তাকে ত্যাগ করে, সে হলো সর্বনিকৃষ্ট (বু, মু)।

١٥٥ - بَابُ يُحْثِي فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ

১৫৫ – অনুচ্ছেদ ঃ চাটুকারদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করা।

٣٣٩-عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِيْ عَلَي اَمِيْرٍ مِّنَ الْأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِيْ فِيْ وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَّحْثِيَ فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ.

৩৩৯। আবু মামার (র) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জনৈক প্রশাসকের চাটুকারিতা করছিল। মিকদাদ (রা) তার মুখে ধূলি নিক্ষেপ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে চাটুকারদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন (মু, দা, তি, ই)।

٣٤٠- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَمْدَحُ رَجُلاً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَحْثُو التُّرَابَ نَحْوَ فِيْهِ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ .

৩৪০। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (র)-এর সামনে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করছিল। ইবনে উমার (রা) তার মুখের দিকে ধূলি নিক্ষেপ করতে করতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলছেনঃ তোমরা চাটুকারদের দেখলে তাদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করবে (হি)।

٣٤١- قَالَ رَجَاءٌ اَقْبَلْتُ مَعَ مِحْجَنٍ ذَاتَ يَوْمٍ حَتّٰي انْتَهَيْنَا اِلَي مَسْجِدِ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَاِذَا بُرَيْدَةُ الْاَسْلَامِيُّ عَلَي بَابٍ مِّنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ جَالِسٌ قَالَ وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ سُكْبَةُ يُطِيْلُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَي بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ وَكَانَ بُرَيْدَةُ صَاحِبُ مُزَاحَاتٍ فَقَالَ يَا مِحْجَنُ اَتُصَلِّيْ كَمَا يُصَلِّيْ سُكْبَةُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِحْجَنٌ وَرَجَعَ قَالَ قَالَ مِحْجَنٌ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِيْ حَتّٰي

صَعِدْنَا أُحُداً فَأَشْرَفَ عَلَي الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ وَيْلُ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرِ مَا تَكُوْنُ يَأْتِيْهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَي كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا فَلاَ يَدْخُلُهَا ثُمَّ انْحَدَرَ حَتَّي إِذَا كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ رَأَي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّيْ وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا فَأَخَذْتُ أُطْرِ بِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا فُلاَنٌ وَهٰذَا فَقَالَ أَمْسِكْ لاَ تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ قَالَ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ حَتَّي إِذَا كَانَ عِنْدَ حُجَرِهِ لٰكِنَّهُ نَفَضَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ ثَلاَثًا.

৩৪১। রাজা (র) বলেন, আমি একদিন মিহ্জান আল-আসলামী (রা)-এর সাথে ছিলাম। শেষে আমরা বসরাবাসীদের এক মসজিদে গিয়ে পৌছলাম। তখন মসজিদের এক দরজায় বুরাইদা আল-আসলামী (রা) বসা ছিলেন। রাবী বলেন, মসজিদে সুকবা নামক এক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি নামায দীর্ঘ করে পড়তেন। আমরা যখন মসজিদের দরজায় পৌছলাম তখন বুরাইদা (রা)-র গায়ে জড়ানো ছিল একটি চাদর। বুরাইদা (রা) ছিলেন রসিক প্রকৃতির। তিনি বলেন, হে মিহ্জান! তুমি কি সুকবার মতো নামায পড়ো? মিহ্জান (রা) এর প্রতিউত্তর না করেই প্রত্যাবর্তন করেন। রাবী বলেন, মিহ্জান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার হাত ধরলেন। আমরা পদব্রজে অগ্রসর হলাম। শেষে আমরা গিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠলাম। তিনি মদীনার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ এই জনপদের জন্য দুঃখ হয় যখন তা বসতিপূর্ণ থাকবে, এমন অবস্থায় তার অধিবাসীরা তা ত্যাগ করবে। এখানে দাজ্জাল আসবে এবং মদীনার প্রতিটি প্রবেশদ্বারে একজন করে ফেরেশতা দেখতে পাবে। অতএব সে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি ফিরে এলেন। আমরা মসজিদে পৌছলে রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে নামায ও রুকূ-সিজদায় মশগুল দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেনঃ লোকটি কে? আমি তার অতিরিক্ত প্রশংসা করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অমুক লোক যার এই গুণ আছে। তিনি বলেন ঃ ক্ষান্ত হও, তাকে শুনাবে না, অন্যথায় তুমি তার সর্বনাশ করবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি চলতে থাকলেন, শেষে যখন তাঁর হুজরার নিকট এলেন তখন তার দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলেন ঃ তোমাদের উত্তম দীন হলো তার সহজতা, তোমাদের উত্তম দীন হলো তার সহজতা। তিনি একথা তিনবার বলেন (দা, না, আ ১৯১৮৫)।

١٥٦- بَابُ مَنْ مَدَحَ فِي الشِّعْرِ

১৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কবিতার মাধ্যমে প্রশংসা করলো।

٣٤٢- عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ مَدَحْتُ اللّٰهَ بِمَحَامِدٍ وَمَدَحٍ وَإِيَّاكَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ فَجَعَلْتُ أُنْشِدُهُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ طِوَالٌ أَصْلَعُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أُسْكُتْ فَدَخَلَ فَتَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَأَنْشَدْتُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَّتَنِيْ ثُمَّ خَرَجَ فَعَلَ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا الَّذِيْ سَكَّتَنِيْ لَهُ قَالَ هٰذَا رَجُلٌ لاَ يُحِبُّ الْبَاطِلَ.

৩৪২। আল-আসওয়াদ ইবনুস সারী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্‌র পর্যাপ্ত প্রশংসা করেছি এবং আপনারও। তিনি বলেনঃ তোমার প্রতিপালক তো তাঁর প্রশংসা পছন্দ করেন। আমি তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনাতে লাগলাম। তখন দীর্ঘকায় ও টাকমাথার এক ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। নবী (স) আমাকে বলেনঃ থামো। সেই ব্যক্তি প্রবেশ করে ক্ষণিক তাঁর সাথে আলাপ করে বের হয়ে চলে গেলেন। আমি পুনরায় আবৃত্তি করতে লাগলাম। লোকটি পুনরায় এলে তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন, অতঃপর বের হয়ে চলে গেলেন। তিনি দুই কি তিনবার এরূপ করলেন। আমি বললাম, এ লোকটি কে, যার জন্য আপনি আমাকে থামিয়ে দিলেন? তিনি বলেনঃ ইনি এমন ব্যক্তি (উমার) যিনি বাতিলকে পছন্দ করেন না (আ, হা, হি)।

١٥٧- بَابُ اعْطَاءِ الشَّاعِرِ اذَا خَافَ شَرَّهُ

১৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ কবির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে বখশিশ দেয়া।

٣٤٣- عَنْ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ اَنَّ شَاعِراً جَاءَ الِي عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَاَعْطَاهُ فَقِيْلَ لَهُ تُعْطِيْ شَاعِراً فَقَالَ اَبْقِيْ عَلٰي عِرْضِيْ .

৩৪৩। নুজাইদ ইবনে ইমরান (র) থেকে বর্ণিত। এক কবি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর নিকট এলে তিনি তাকে কিছু বখশিশ দেন। তাকে বলা হলো, আপনিও কবিকে বখশিশ দিলেন! তিনি বলেন, নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে।

١٥٨- بَابُ لاَ تُكْرِمْ صَدِيْقَكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْه

১৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুকে এমনভাবে সম্মান দেখাবে না যাতে সে অস্বস্তি বোধ করে।

٣٤٤- عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لاَ تُكْرِمْ صَدِيْقَكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْه.

৩৪৪। মুহাম্মাদ (র) বলেন, প্রবীণগণ বলতেন, তুমি তোমার বন্ধুকে এমনভাবে সম্মান দেখাবে না যা তার জন্য কষ্টকর বা অস্বস্তিকর হতে পারে।

١٥٩- بَابُ الزِّيَارَة

১৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ দেখা-সাক্ষাত করতে যাওয়া।

٣٤٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اذَا عَادَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَزَارَهُ قَالَ اللّٰهُ لَهُ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلاً فِي الْجَنَّةِ.

৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি তার (রুগ্ন) ভাইকে দেখতে গেলে বা তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলে আল্লাহ তাকে বলেন, তুমি উত্তম, তোমার পদচারণা কল্যাণময় হোক এবং তুমি তোমার স্থান জান্নাতে নির্ধারিত করে নিয়েছো (তি, ই, আ, হি)।

٣٤٦- عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ زَارَنَا سَلْمَانُ مِنَ الْمَدَائِنِ اِلَي الشَّامِ مَاشِيًا وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ وَاَنْدَرْوَرْدٌ (قَالَ يَعْنِيْ سَرَاوِيْلَ مُشَمَّرَةً) قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ رُؤِيَ سَلْمَانُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مَطْمُوْمُ الرَّأْسِ سَاقِطُ الْاُذُنَيْنِ يَعْنِيْ اَنَّهُ كَانَ اَرْفَشَ فَقِيْلَ لَهُ شَوَّهْتَ نَفْسَكَ قَالَ اِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ.

৩৪৬। উম্মু দারদা (রা) বলেন, সালমান (রা) মাদায়েন থেকে পদব্রজে সিরিয়া এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন। তখন তার পরনে ছিল পাজামা। ইবনে শাওযাব (র) বলেন, সালমান (রা)-কে দেখা গেলো যে, তার গায়ে চাদর জড়ানো, তার মাথা মুণ্ডিত এবং কান প্রশস্ত। তাকে বলা হলো, আপনি নিজেকে কদাকার করে ফেলেছেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ।

١٦٠-بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

১৬০-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের সাথে তার আহার গ্রহণ।

٣٤٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ زَارَ اَهْلَ بَيْتٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا خَرَجَ اَمَرَ بِمَكَانٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَنَضَحَ لَهُ عَلَي بِسَاطٍ فَصَلّٰي عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ.

৩৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক আনসারীর বাড়িতে দেখা-সাক্ষাত করতে গেলেন এবং সেখানে তাদের সাথে আহার করলেন। তিনি রওয়ানা হওয়ার সময় আদেশ করলে ঘরের একটি স্থানে পানি ছিটিয়ে বিছানা পেতে দেয়া হলো। তিনি সেখানে নামায পড়লেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন (বু ৫৬৪২)।

٣٤٨- عَنْ اَبِيْ خَلْدَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ اَبُوْ اُمَيَّةَ اِلَي اَبِي الْعَالِيَةِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ صُوْفٍ فَقَالَ لَهُ اَبُو الْعَالِيَةِ اِنَّمَا هٰذِهِ ثِيَابُ الرُّهْبَانِ اِنْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ اِذَا تَزَاوَرُوْا تَجَمَّلُوْا.

৩৪৮। আবু খালদা (র) বলেন, আবু উমাইয়্যা আবদুল করীম (র) মোটা পশমী কাপড় পরিহিত অবস্থায় আবুল আলিয়ার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। আবুল আলিয়া (র) তাকে বলেন, এটা তো খৃস্টান সন্যাসীদের পোশাক। মুসলমানগণ পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে গেলে উত্তম পোশাক পরতেন।

٣٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مَوْلٰي اَسْمَاءَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيَّ اَسْمَاءُ جُبَّةً مِّنْ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لَبِنَةُ شِبْرٍ مِّنْ دِيْبَاجٍ وَاِنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَانِ بِهِ فَقَالَتْ هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوُفُوْدِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ.

৩৪৯। আসমা (রা)-এর মুক্তদাস আবদুল্লাহ (র) বলেন, আসমা (রা) আমার সামনে একটি তায়ালিসী জুব্বা বের করলেন। তাতে এক বিঘৎ পরিমাণ এক টুকরা রেশমী কাপড় লাগানো ছিল, যা দ্বারা জুব্বার দুইটি কিনারা মোড়ানো ছিল। তিনি বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জুব্বা। তিনি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতকালে এবং জুমুআর দিন তা পরতেন (মু, দা, তহা)।

٣٥٠-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ اِسْتَبْرَقٍ فَاَتٰي بِهَا اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرْ هٰذِهِ وَالْبَسْهَا عِنْدَ الْجُمُعَةِ اَوْ حِيْنَ تَقَدَّمَ عَلَيْكَ الْوُفُوْدُ فَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلٰي عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَاِلٰي اُسَامَةَ بِحُلَّةٍ وَاِلٰي عَلِيٍّ بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْسَلْتَ بِهَا اِلَيَّ لَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ فِيْهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبِيْعُهَا اَوْ تَقْضِيْ بِهَا حَاجَتَكَ.

৩৫০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) একটি রেশমী চাদর পেলেন। তিনি তা নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বলেন, আপনি এটি ক্রয় করুন এবং তা জুমুআর দিন অথবা যখন বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আপনার সাথে সাক্ষাত করতে আসবে তখন পরবেন। নবী (স) বলেনঃ যার আখেরাতে কোন প্রাপ্য নাই কেবল সে এটা পরতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুরূপ কয়েকটি রেশমী চাদর আসলো। তিনি তার একটি চাদর উমার (রা)-এর জন্য, একটি চাদর উসামা (রা)-এর জন্য এবং একটি চাদর আলী (রা)-এর জন্য পাঠান। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এটা আমার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ আপনি এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা তো আমি শুনেছি। নবী (স) বলেনঃ তুমি এটা বিক্রি করো অথবা এটা দ্বারা তোমার কোন প্রয়োজন পূরণ করো (বু, মু)।

١٦١- بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَةِ

১৬১- অনুচ্ছেদ ঃ পারস্পরিক সাক্ষাতের ফযীলাত।

٣٥١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ زَارَ رَجُلٌ اَخًا لَّهُ فِيْ قَرْيَةٍ فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ مَلَكًا عَلٰي مَدْرَجَتِهِ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ فَقَالَ هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ اِنِّيْ اُحِبُّهُ فِي اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ اِنَّ اللّٰهَ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ .

৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার গ্রামে গেলো। আল্লাহ তার পথে একজন ফেরেশতাকে মোতায়েন করেন। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথায় যেতে চান? সে বললো, এই গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। ফেরেশতা বলেন, আপনার উপর কি তার কোন অনুগ্রহ আছে, যার কারণে আপনি যাচ্ছেন? সে বললো, না, আমি তাকে আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসি। ফেরেশতা বলেন, আমি আল্লাহ্‌র দূতরূপে আপনার নিকট এসেছি। আপনি যেমন ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, আল্লাহ্‌ও তদ্রূপ আপনাকে ভালোবাসেন (মু, আ, হি)।

١٦٢- بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ

১৬২ - অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না।

٣٥٢- عَنْ اَبِي ذَرٍّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّلْحَقَ بِعَمَلِهِمْ قَالَ اَنْتَ يَا اَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قُلْتُ اِنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ يَا اَبَا ذَرٍّ.

৩৫২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, কিন্তু কার্যত তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না। তিনি বলেনঃ হে আবু যার! তুমি যাকে ভালোবাসো তারই সাথে হবে। আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বলেন ঃ হে আবু যার! তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে (দা, আ, দার, হি)।

٣٥٣-عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَتَي السَّاعَةُ فَقَالَ وَمَا اَعْدَدْتَّ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ مِنْ كَبِيْرٍ اِلاَّ اَنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بَعْدَ الْاِسْلاَمِ اَشَدُّ مِمَّا فَرِحُوْا يَوْمَئِذٍ.

৩৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বলেনঃ তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? সে বললো, আমি ব্যাপক কিছু প্রস্তুতি নিতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, সে তার সাথেই থাকবে। আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সেদিন মুসলমানরা যতো অধিক খুশি হয়েছে, আর কোন দিন আমি তাদেরকে এতো খুশি হতে দেখিনি (দা, তি, না)।

١٦٣-بَابُ فَضْلِ الْكَبِيْرِ

১৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্রবীণদের মর্যাদা।

٣٥٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

৩৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে লোক আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়োদের অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

৩৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়োদের অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (দা, তি, আ, হা)।

٣٥٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا.

৩৫৬। আমর ইবনে শোয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বড়োদের অধিকার মানে না এবং আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣٥٧- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَجِلْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

৩৫৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না এবং বড়োদের সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

١٦٤- بَابُ اِجْلاَلِ الْكَبِيْرِ

১৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ বড়োদের সম্মান করা।

٣٥٨-عَنِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ اِنَّ مِنْ اِجْلاَلِ اللّٰهِ اِكْرَامِ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَلاَ الْجَافِيْ عَنْهُ وَاِكْرَامِ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

৩৫৮। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, প্রবীণ মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কুরআনের ভারসাম্যপূর্ণ ভাষ্যকারের প্রতি, অযৌক্তিক ব্যাখ্যাকার ও রূঢ় আচরণকারীর প্রতি নয়, এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত (দা)।

٣٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا.

৩৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না এবং আমাদের বড়োদের সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (দা, তি, আ, হা)।

١٦٥-بَابُ يَبْدَأُ الْكَبِيْرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُّؤَالِ

১৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্য পেশ ও জিজ্ঞাসার সূচনা করবে।

٣٦٠- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَا اَوْ حَدَّثَاهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا فِيْ اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَاَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيٰ لِيَلِيَ الْكَلاَمَ الْاَكْبَرَ فَتَكَلَّمُوْا فِيْ اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَسْتَحِقُّوْنَ قَتِيْلَكُمْ اَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِه. قَالَ سَهْلٌ فَاَدْرَكْتُ نَاقَةً مِّنْ تِلْكَ الْاِبِلِ فَدَخَلْتُ مِرْبَداً لَهُمْ فَرَكَضَتْنِيْ بِرِجْلِهَا.

৩৬০। রাফে ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়্যাসা ইবনে মাসউদ (রা) খায়বারে পৌঁছে এক খেজুর বাগানে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যান। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (গুপ্ত ঘাতক দ্বারা) নিহত হন। (এ খবর মদীনায় পৌঁছলে) সাহলের পুত্র আবদুর রহমান এবং মাসউদের দুই পুত্র হুআইয়্যাসা ও মুহাইয়্যাসা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য নবী (স)-এর নিকট আসেন। আবদুর রহমান কথা শুরু করলেন। তিনি ছিলেন দলের সর্বকনিষ্ঠ। নবী (স) তাকে বলেনঃ বড়োকে অগ্রাধিকার দাও। রাবী ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই প্রথম কথা বলা উচিত। অতএব তারা তাদের সাথীর ব্যাপারে আলাপ করলেন। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা কি তোমাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির শপথের দ্বারা তোমাদের নিহত ব্যক্তির দিয়াতের দাবিদার হবে? তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন একটি বিষয় যা আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। তিনি বলেনঃ তাহলে ইহূদীরা তাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির শপথের দ্বারা এই খুনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো কাফের সম্প্রদায়। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির দিয়াত পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। সাহল (রা) বলেন, দিয়াতের উটগুলোর মধ্যকার একটি উষ্ট্রী আমার ভাগে পড়ে। আমি এদের খোঁয়াড়ে গেলে সেই উষ্ট্রী আমাকে লাথি মারে (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

١٦٦- بَابُ اِذَا لَمْ يَتَكَلَّمِ الْكَبِيْرُ هَلْ لِلْاَصْغَرِ اَنْ يَّتَكَلَّمَ

১৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রবীণ ব্যক্তি কথা না বললে কনিষ্ঠজন কি কথা বলতে পারে?

٣٦١-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرُوْنِيْ بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا لاَ تَحُتُّ وَرَقُهَا فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِى النَّخْلَةُ فَكَرِهْتُ اَنْ

اَتَكَلَّمَ وَثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ اَبِيْ قُلْتُ يَا اَبَتِ وَقَعَ فِيْ نَفْسِي النَّخْلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُوْلَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنِيْ اِلاَّ لَمْ اَرَكَ وَلاَ اَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ.

৩৬১। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তোমরা আমাকে এমন একটি গাছ সম্পর্কে অবহিত করো যা মুসলমানের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ, যা তার প্রভুর নির্দেশে অনবরত ফল দান করে এবং যার পাতাও ঝরে না। তখন আমার মনে খেজুর গাছ স্মরণ হলো। কিন্তু আবু বাক্‌র ও উমার (রা) উপস্থিত থাকাতে আমি কথা বলা অসঙ্গত মনে করলাম। তারাও কোন উত্তর দিলেন না। তখন নবী (স) বলেনঃ তা খেজুর গাছ। আমি আমার পিতার সাথে মজলিস ত্যাগ করে বললাম, পিতা! আমার মনেও খেজুর গাছের কথা উদয় হয়েছিল। তিনি বলেন, তোমাকে তা বলতে কিসে বাধা দিলো? তুমি তা বললে আমার নিকট তা এই জিনিস হতেও আনন্দদায়ক হতো। আমি বললাম, আমার বলতে কোন বাধা ছিলো না। তবে আমি দেখলাম, আপনি বা আবু বাক্‌র (রা) কেউ কথা বলছেন না। তাই আমি তা বলা অসঙ্গত মনে করলাম (বু, মু)।

١٦٧- بَابُ تَسْوِيْدِ الْاَكَابِرِ

১৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রবীণদের নেতৃপদে সমাসীন করা।

٣٦٢- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّ اَبَاهُ اَوْصٰي عِنْدَ مَوْتِه بَنِيْه فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَسَوِّدُوْا اَكْبَرَكُمْ فَاِنَّ الْقَوْمَ اِذَا سَوَّدُوْا اَكْبَرَهُمْ خَلَفُوْا اَبَاءَهُمْ وَاِذَا سَوَّدُوْا اَصْغَرَهُمْ اَزْرٰي بِهِمْ ذٰلِكَ فِيْ اَكْفَائِهِمْ وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِه فَاِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيْمِ وَيَسْتَغْنٰي بِه عَنِ اللَّئِيْمِ وَاِيَّاكُمْ وَمَسْئَلَةَ النَّاسِ فَاِنَّهَا مِنْ اٰخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ وَاِذَا مُتُّ فَلاَ تَنُوْحُوْا فَاِنَّهُ لَمْ يُنْحَ عَلٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِذَا مُتُّ فَادْفِنُوْنِيْ بِاَرْضٍ لاَ تُشْعِرُ بِدَفْنِيْ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ فَاِنِّيْ كُنْتُ اُغَافِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

৩৬২। হাকীম ইবনে কায়েস ইবনে আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তার মৃত্যুকালে তার সন্তানদের ওসিয়াত করে বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তোমাদের মধ্যকার প্রবীণ ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দান করো। কেননা কোন সম্প্রদায় তাদের প্রবীণদের উপর নেতৃত্ব অর্পণ করলে তারা তাদের পূর্বপুরুষের অনুসরণ করে এবং তাদের বয়কনিষ্ঠদের নেতৃপদে দিলে তারা তাদের সমকক্ষদের দৃষ্টিতে তাদেরকে হেয় করে দেয়। তোমরা অবশ্যই সম্পদ সংরক্ষণ করো এবং তা উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করো। কেননা তা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে স্মরণীয় করে এবং তা দ্বারা ইতর লোকের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচা যায়। সাবধান! মানুষের কাছে যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ তা হচ্ছে মানুষের উপার্জনের সর্বশেষ উপায়। আমি মারা গেলে তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বিলাপ করা হয়নি। আমি মারা গেলে আমাকে এমন স্থানে দাফন করবে যেন বাক্‌র ইবনে ওয়াইল গোত্র তা টের না পায়। কেননা জাহিলী যুগে আমি তাদের সাথে বহু অন্যায় করেছি (না, আ, বু)।

١٦٨- بَابُ يُعْطِي الثَّمَرَةُ اَصْغَرَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوِلْدَانِ

১৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠকে ফল খেতে দেয়া।

٣٦٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا اُتِيَ بِالزَّهْوِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَمُدِّنَا وَصَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ نَاوَلَهُ اَصْغَرَ مَنْ يَّلِيْهِ مِنَ الْوِلْدَانِ.

৩৬৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মৌসুমের প্রথম ফল আনা হলে তিনি বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমাদের শহরে এবং আমাদের ওজনে ও মাপে বরকতের সাথে আরো বরকত দিন"। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠকে তা খেতে দিতেন (মু, তি, না, ই)।

١٦٩- بَابُ رَحْمَةِ الصَّغِيْرِ

১৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন।

٣٦٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا.

৩৬৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না এবং আমাদের বড়োদের অধিকারের পরোয়া করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (আ)।

١٧٠- بَابُ مُعَانَقَةِ الصَّبِيِّ

১৭০-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের সাথে কোলাকুলি করা।

٣٦٥-عَنْ يَعْلَي بْنِ مُرَّةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَدُعِيْنَا الِي الطَّعَامِ فَاذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيْقِ فَاَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَامَ الْقَوْمِ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰي اَخَذَهُ فَجَعَلَ احْدَيْ يَدَيْهِ فِيْ ذَقَنِهِ وَالْاُخْرٰي فِيْ رَاْسِهِ ثُمَّ اعْتَنَقَهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُسَيْنٌ مِّنِّيْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا اَلْحُسَيْنُ سِبْطٌ مِّنَ الْاَسْبَاطِ.

৩৬৫। ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে আহারের এক দাওয়াতে রওয়ানা হলাম। তখন হুসাইন (রা) রাস্তায় খেলছিলেন। নবী (স) দ্রুত গতিতে সকলের অগ্রগামী হয়ে তাঁর দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন বালকটি এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো এবং নবী (স) তাকে হাসাতে লাগলেন। শেষে তিনি তাকে ধরে ফেললেন। তিনি তাঁর এক হাত তার চোয়ালের ড়িচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথায় রাখলেন, তার{র তাকে আলিঙ্গন করলেন।

অতঃপর নবী (স) বলেনঃ হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইনের থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার নাতিদের একজন (তি, ই, আ)।

١٧١- بَابُ قُبْلَةِ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ الصَّغِيْرَةَ

১৭১-অনুচ্ছেদ ঃ ছোট বালিকাকে কোন ব্যক্তির চুমা দেয়া।

٣٦٦-عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّهُ رَاٰي عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُقَبِّلُ زَيْنَبَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ اَوْ نَحْوَهُ.

৩৬৬। বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র)-কে উমার ইবনে আবু সালামার দুই বছর বয়সের কন্যা যয়নবকে চুমা দিতে দেখেন।

٣٦٧- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لاَّ تَنْظُرَ اِلٰي شَعَرِ اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ اَهْلُكَ اَوْ صَبِيَّةً فَافْعَلْ.

৩৬৭। হাসান (র) বলেন, সম্ভব হলে তুমি তোমার পরিবারের কারো চুলের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। তবে তোমার স্ত্রী বা ছোট্ট বালিকা হলে ভিন্ন কথা।

١٧٢- بَابُ مَسْحِ رَاْسِ الصَّبِيِّ

১৭২-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের মাথায় হাত বুলানো।

٣٦٨-حَدَّثَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ سَمَّانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْسُفَ وَاَقْعَدَنِيْ عَلٰي حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلٰي رَاْسِيْ.

৩৬৮। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার নাম রাখেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তার কোলে বসান এবং আমার মাথায় হাত বুলান (আ, শামাইল)।

٣٦٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ.

৩৬৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সামনে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম এবং আমার সখীরাও আমার সাথে খেলা করতো। রাসূলুল্লাহ (স) ঘরে আসলে তারা লুকিয়ে যেতো। তিনি তাদেরকে বের করে এনে আমার নিকট পাঠাতেন। তখন তারা আমার সাথে খেলা করতো (বু, মু, দা, ই)।

١٧٣- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلصَّغِيْرِ يَا بُنَيَّ

১৭৩- অনুচ্ছেদঃ ছোট শিশুকে কোন ব্যক্তির "হে আমার পুত্র" বলে সম্বোধন।

٣٧٠-عَنْ اَبِي الْعَجْلاَنِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ كُنْتُ فِيْ جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَتُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِّيْ وَاَوْصٰي بِجَمَلٍ لَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقُلْتُ لاِبْنِهِ ادْفَعْ اِلَيَّ الْجَمَلَ فَاِنِّيْ فِيْ جَيْشِ ابْنِ

الزُّبَيْرِ فَقَالَ اِذْهَبْ بِنَا اِلَي ابْنِ عُمَرَ حَتّٰي نَسْاَلَهُ فَاَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ وَالِدِي تُوُفِّيَ وَاَوْصٰي بِجَمَلٍ لَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهٰذَا ابْنُ عَمِّيْ وَهُوَ فِيْ جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَفَاَدْفَعُ اِلَيْهِ الْجَمَلَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا بُنَيَّ اِنَّ سَبِيْلَ اللّٰهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ فَاِنْ كَانَ وَالِدُكَ اِنَّمَا اَوْصٰي بِجَمَلِه فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا رَاَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمِيْنَ يَغْزُوْنَ قَوْمًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْفَعْ اِلَيْهِمُ الْجَمَلَ فَاِنَّ هٰذَا وَاَصْحَابُهُ فِيْ سَبِيْلِ غِلْمَانِ قَوْمٍ اَيُّهُمْ يَضَعُ الطَّابِعَ.

৩৭০। আবুল আজলান আল-মুহারিবী (র) বলেন, আমি ইবনুয যুবাইরের সামরিক বাহিনীতে ছিলাম। আমার এক চাচাতো ভাই মারা যান। তিনি তার একটি উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার জন্য ওসিয়াত করে যান। আমি তার ছেলেকে বললাম, উটটি আমাকে দাও। কারণ আমি ইবনুয যুবাইর (রা)-র সামরিক বাহিনীতে ছিলাম। সে বললো, চলো আমরা ইবনে উমারের কাছে যাই এবং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে নেই। অতএব আমরা ইবনে উমার (রা)-র নিকট গেলাম। সে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমার পিতা মারা গেছেন এবং তিনি তার একটি উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার ওসিয়াত করেছেন। আর ইনি আমার চাচাতো ভাই। তিনি ইবনুয যুবাইর (রা)-এর সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। আমি কি তাকে এই উট দিতে পারি? ইবনে উমার (রা) বলেন, হে আমার পুত্র! আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রতিটি কাজই উত্তম। তোমার পিতা যদি তার উট মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার ওসিয়াত করে থাকেন, তবে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের জিহাদে তুমি তা দান করো। আর এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা তো সমাজের যুব শ্রেণীর রাস্তায় লড়ছে। শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কে সীলমোহর অংকিত করবে তা নিয়েই তাদের যুদ্ধ।

٣٧١-عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৩৭১। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, মহামহিম আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না (বু, মু)।

٣٧٢- عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ وَلاَ يَغْفِرُ وَلاَ يُغْفَرُ وَلاَ يُعْفَ عَمَّنْ لَمْ يَعْفِ وَلاَ يُوَقَّ مَنْ لاَ يَتَوَقَّي.

৩৭২। উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে না, সে ক্ষমা পায় না। যে ব্যক্তি উদারতা প্রদর্শন করে না, সে উদারতা পায় না। যে ব্যক্তি অন্যকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয় না সে রক্ষা পায় না।

١٧٤- بَابُ ارْحَمْ مَنْ فِي الْاَرْضِ

১৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ জগতবাসীর প্রতি দয়া করো।

٣٧٣- عَنْ عُمَرَ قَالَ لاَ يُرْحَمُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ وَلاَ يُغْفَرُ لِمَنْ لاَ يَغْفِرُ وَلاَ يُتَابُ عَلَيْ مَنْ لاَ يَتُوْبُ وَلاَ يُوَقَّ مَنْ لاَ يَتَوَقَّي.

৩৭৩। উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে না তাকেও ক্ষমা করা হয় না। যে ব্যক্তি ওযর কবুল করে না, তার ওযরও কবুল করা হয় না। যে ব্যক্তি অন্যকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয় না, সেও রক্ষা পায় না (খু)।

٣٧٤- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَاَذْبَحُ الشَّاةَ فَاَرْحَمُهَا اَوْ قَالَ اِنِّيْ لَاَرْحَمُ الشَّاةَ اَنْ اَذْبَحَهَا قَالَ وَالشَّاةَ اِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ.

৩৭৪। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ছাগল যবেহ করি এবং দয়াপরবশ হই অথবা সে বললো, ছাগল যবেহ করতে আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি দুইবার বলেনঃ তুমি যদি ছাগলের প্রতি দয়াপরবশ হও, তবে আল্লাহও তোমার প্রতি দয়াপরবশ হবেন (মুজামুস সগীর)।

٣٧٥- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ.

৩৭৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে সমর্থিত নবী আবুল কাসিম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ হতভাগা ছাড়া আর কারো অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নেয়া হয় না (তি, দা, আ, হা)।

٣٧٦-عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ.

৩৭৬। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না (বু, মু)।

١٧٥- بَابُ رَحْمَةِ الْعِيَالِ

১৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের প্রতি মমতা।

٣٧٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْحَمُ النَّاسِ بِالْعِيَالِ وَكَانَ لَهُ ابْنٌ مُسْتَرْضِعٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا وَكُنَّا نَاْتِيْهِ وَقَدْ دَخِنَ الْبَيْتُ بِاِذْخِرٍ فَيُقَبِّلُهُ وَيَشَمُّهُ.

৩৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, মানুষের মধ্যে নবী (স) ছিলেন পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর এক পুত্র ছিল মদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলার দুগ্ধপোষ্য। তার স্বামী ছিল লোহাড়। আমরা সেখানে যেতাম। ঘরটি ইযখির ঘাসের ধোঁয়ায় ভরে যেতো। তিনি তাকে চুমা দিতেন এবং নাক লাগিয়ে ঘ্রাণ নিতেন (বু, মু, দা, আ)।

٣٧٨-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَي النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيٌّ فَجَعَلَ يَضُمُّهُ اِلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَرْحَمُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاللّٰهُ اَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

৩৭৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি একটি শিশুসহ নবী (স)-এর নিকট এলো। সে তাকে নিজ দেহের সাথে লাগাচ্ছিল। নবী (স) বলেনঃ তুমি কি তার প্রতি মায়া করো? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি তোমার চেয়ে অধিক দয়াপরবশ এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (না)।

١٧٦-بَابُ رَحْمَةِ الْبَهَائِمِ

১৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ নির্বাক প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন।

٣٧٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاكُلُ الثَّرٰي مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَنِيْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَي الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رُطْبَةٍ اَجْرٌ.

৩৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। তখন সে দেখলো যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে হাপাচ্ছে এবং ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বললো, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম, কুকুরটিরও তদ্রূপ পিপাসা লেগেছে। সে পুনরায় কূপে নামলো এবং তার মোজা ভর্তি করে পানি তুলে তা নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে আসলো এবং কুকুরটিকে তা পান করালো। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুর জন্যও কি আমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে? তিনি বলেন ঃ প্রতিটি প্রাণধারী সৃষ্টির সেবার জন্য সওয়াব রয়েছে (বু, মু, দা, ই, মা, আ, হি)।

٣٨٠-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَاَةٌ فِيْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰي مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ يُقَالُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لاَ اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا وَلاَ سَقَيْتِيْهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا وَلاَ اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ.

৩৮০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ এক নারী একটি বিড়ালের কারণে দোযখের শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেটিকে বেঁধে রেখেছিল, ফলে অনাহারে তার মৃত্যু হয় এবং সেই কারণে উক্ত নারী দোযখে যায়। তাকে বলা হবে, আল্লাহ অধিক অবগত, তুই একে আটকে রাখা অবস্থায় না একে খাদ্য ও পানীয় দিলি আর না একে ছেড়ে দিলি যে, পোকা-মাকড় খেয়ে তার জীবন রক্ষা করতে পারতো (বু, মু)।

٣٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يُغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَيْلٌ لأَقْمَاعِ الْقَوْلِ وَيْلٌ لِلْمُصِرِّيْنَ الَّذِيْنَ يُصِرُّوْنَ عَلٰي مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

৩৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা দয়া করো তোমাদেরকেও দয়া করা হবে। তোমরা ক্ষমা করো, তোমাদেরকেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন। সর্বনাশ তাদের যারা কথা ভুলে যায় এবং ধ্বংস তাদের জন্য যারা জ্ঞাতসারে বারবার অন্যায় কাজ করতে থাকে (আ)।

٣٨٢- عَنْ اَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيْحَةً رَحِمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮২। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়, তা যবেহ করার প্রাণীর প্রতি হলেও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে দয়া করবেন।

١٧٧- بَابُ اَخْذِ الْبَيْضِ مِنَ الْحُمَّرَةِ

১৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ বাসা থেকে পাখির ডিম আনা।

٣٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ مَنْزِلاً فَاَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ حُمَّرَةٍ فَجَائَتْ تَرُفُّ عَلٰي رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيُّكُمْ فَجَعَ هٰذِهِ بِبَيْضَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَخَذْتُ بَيْضَتَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرْدُدْهُ رَحْمَةً لَهَا.

৩৮৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক মনযিলে অবতরণ করলেন। এক ব্যক্তি হুম্মারা পাখির ডিম তুলে আনলো। পাখিটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথার উপর এসে উড়তে লাগলো। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে তার ডিম তুলে এনে একে শংকিত করেছে? এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার ডিম পেড়ে এনেছি। নবী (স) বলেনঃ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ডিম রেখে আসো (দা, আ)।

١٧٨-بَابُ الطَّيْرِ فِي الْقَفَصِ

১৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ খাঁচার পাখি।

٣٨٤- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَاَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَحْمِلُوْنَ الطَّيْرَ فِي الْاَقْفَاصِ.

৩৮৪। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) বলেন, ইবনুয যুবাইর (রা) মক্কায় (শাসনকর্তা) ছিলেন। আর নবী (স)-এর সাহাবীগণ খাঁচায় পাখি পোষতেন বা খাঁচায় করে (অন্যত্র) নিয়ে যেতেন।

٣٨٥-عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَاَي ابْنًا لاَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ عُمَيْرٍ وكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

৩৮৫। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) (আবু তালহার ঘরে) প্রবেশ করলেন। তিনি আবু তালহার বালক পুত্র আবু উমাইরকে দেখতে পেলেন। তার একটি বুলবুলি ছিল এবং সে তা নিয়ে খেলা করতো। তিনি তাকে বলেনঃ ওহে আবু উমাইর! কি করলো তোমার নুগায়ের (বু, মু)।

١٧٩- بَابُ يَنْمِيْ خَيْرًا بَيْنَ النَّاسِ

১৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা।

٣٨٦- عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ ابْنَةِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مُعَيْطٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُ خَيْرًا اَوْ يَنْمِيْ خَيْرًا قَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِيْ شَيْئٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ مِنَ الْكِذْبِ اِلاَّ فِيْ ثَلاَثٍ اَلْاِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيْثُ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ وَحَدِيْثُ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا.

৩৮৬। উম্মু কুলসুম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয় এবং কল্যাণকর কথা বলে বা কল্যাণকর ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সে মিথ্যুক নয়। উম্মু কুলসুম (রা) আরো বলেন, আমি তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ব্যাপারে নবী করীম (স)-কে কাউকে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি ঃ (১) লোকজনের মধ্যে আপোষ-রফা করতে, (২) স্ত্রীর নিকট স্বামীর কথায় এবং (৩) স্বামীর নিকট স্ত্রীর কথায় (বু, মু, দা, তি, না)।

١٨٠- بَابُ لاَ يَصْلُحُ الْكِذْبُ

১৮০-অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা কথন বর্জনীয়।

٣٨٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَي الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَي الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ يُصَدِّقُ حَتّٰي يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَي الْفُجُوْرِ وَالْفُجُوْرُ يَهْدِيْ اِلَي النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰي يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

৩৮৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা অবশ্যই সত্যের ধারক হবে। কেননা সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের দিকে পথ দেখায়। কোন ব্যক্তি সত্যবাদিতা অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র দরবারে পরম সত্যাশ্রয়ী বলে তালিকাভুক্ত হয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে চালিত করে এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যাচার অবলম্বন করে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র দরবারে চরম মিথ্যাবাদীর তালিকাভুক্ত হয় (বু, মু, দা, তি)।

٣٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِيْ جَدٍّ وَلاَ هَزْلٍ وَلاَ اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لاَ يُنْجِزُ لَهُ .

২৮৮। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মিথ্যা বাস্তবিকপক্ষেও নয় এবং ঠাট্টাচ্ছলেও সংগত নয়। তোমাদের কেউ তার সন্তানকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করে তা তাকে না দেয়ার বিষয়টিও সংগত নয়।

١٨١- بَابُ الَّذِيْ يَصْبِرُ عَلٰي اَذٰي النَّاسِ

১৮১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জনগণের উৎপাতে ধৈর্য ধারণ করে।

٣٨٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰي اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الَّذِيْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلٰي اَذَاهُمْ.

৩৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ঈমানদার ব্যক্তি জনগণের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের উৎপাত সহ্য করে সে—যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশাও করে না এবং তাদের উৎপাতও সহ্য করে না, তার চেয়ে উত্তম (তি, না, ই, আ)।

١٨٢-بَابُ الصَّبْرِ عَلٰي الْاَذٰي

১৮২-অনুচ্ছেদ ঃ উৎপাত সহ্য করা।

٣٩٠- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ اَوْ لَيْسَ شَيْئٌ اَصْبَرَ عَلٰي اَذًي يَّسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنَّهُمْ لَيَدْعُوْنَ لَهُ وَلَدًا وَاَنَّهُ لَيُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

৩৯০। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কষ্টদায়ক কিছু শোনার পরও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে মহামহিম আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ বা কিছু নাই। লোকে তাঁর সন্তান আছে বলে দাবি করে। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে নিরাপদ রাখেন এবং রিযিক দান করেন (বু,মু,না,ই)।

٣٩١- قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاللّٰهِ اِنَّهَا قِسْمَةٌ مَا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ اَنَا لَاَقُوْلَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ اَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتّٰي وَدِدْتُ اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ اَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ اُوْذِيَ مُوْسٰي بِاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَصَبَرَ.

৩৯১। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) কিছু মাল বণ্টন করলেন, সাধারণত যেভাবে তিনি বণ্টন করতেন। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা এমন বণ্টন যাতে মহামহিম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের অভিপ্রায় অনুপস্থিত। আমি মনে মনে বললাম, আমি অবশ্যই নবী (স)-কে বলবো। আমি তাঁর নিকট আসলাম। তিনি তখন তাঁর সাহাবী পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমি তাঁকে নীরবে তা বললাম। এতে তাঁর মনোকষ্ট হলো এবং তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তিনি এতো অসন্তুষ্ট হলেন যে, আমি মনে মনে বললাম, যদি আমি তা তাঁকে অবগত না

করতাম! অতঃপর তিনি বলেন ঃ মূসা (আ)-কে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন (বু, মু, আ)।

١٨٣- بَابُ اِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

১৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে আপোষ-রফা করা।

٣٩٢- عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِدَرَجَةٍ اَفْضَلَ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلَي قَالَ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَهِيَ الْحَالِقَةُ.

৩৯২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে নামায, রোযা ও দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করবো না। সাহাবীগণ বলেন, নিশ্চয়। তিনি বলেন ঃ জনগণের মধ্যে (বিবাদের) আপোষ-রফা। আর জনগণের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ হলো ধ্বংসকারী (দা, তি)।

٣٩٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ قَالَ هٰذَا تَحْرِيْجٌ مِّنَ اللّٰهِ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَّتَّقُوا اللّٰهَ وَاَنْ يُّصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِهِمْ.

৩৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করো" (সূরা আনফালঃ ১)। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ বান্দার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন করে (তাবারানী)।

١٨٤- بَابُ اِذَا كَذَبْتَ لِرَجُلٍ هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ

১৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ তুমি কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা কথা বললে, অথচ সে তাকে সত্য মনে করলো।

٣٩٤- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ.

৩৯৪। সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল-হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ সবচাইতে মারাত্মক বিশ্বাসভঙ্গ এই যে, তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বললে, সে তো তোমাকে বিশ্বাস করেছে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথাই বলেছো (দা)।

١٨٥- بَابُ لاَ تَعِدْ اَخَاكَ شَيْئًا فَتُخْلِفَهُ

১৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করলে তার খেলাপ করো না।

٣٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُمَارِ اَخَاكَ وَلاَ تُمَازِحْهُ وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

৩৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তাকে উপহাস করো না এবং তার সাথে এমন ওয়াদা করো না তুমি যার খেলাপ করবে (তি)।

١٨٦- بَابُ الطَّعْنِ فِي الْأَنْسَابِ

১৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ বংশের খোটা দেয়া।

٣٩٦- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شُعْبَتَانِ لاَ تَتْرُكُهُمَا اُمَّتِيْ اَلنِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ .

৩৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ দুইটি (মন্দ) কর্ম যা আমার উম্মাত ত্যাগ করবে না ঃ মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা এবং বংশ তুলে খোটা দেয়া (মু, তি, ইবনুল জারূদ)।

١٨٧-بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ قَوْمَهُ

১৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা।

٣٩٧-عَنْ فُسَيْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبِي يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُعِيْنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلٰي ظُلْمٍ قَالَ نَعَمْ.

৩৯৭। ফুসায়লা (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্যায় কাজে কোন ব্যক্তির নিজ সম্প্রদায়কে সাহায্য করা কি জাহিলী গোত্রপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেনঃ হাঁ (ই, আ)।

١٨٨- بَابُ هِجْرَةِ الرَّجُلِ

১৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ কারো সম্পর্কচ্ছেদ করা।

٣٩٨- عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ اَخِيْ عَائِشَةَ لِاُمِّهَا اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ اَنَّ عَبْدَا للّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِيْ بَيْعٍ اَوْ عَطَاءٍ اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ اَوْ لاَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اَهُوَ قَالَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ لِلّٰهِ عَلَيَّ نَذْرٌ اَنْ لاَ اُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْمُهَاجِرِيْنَ حِيْنَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا اِيَّاهُ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اُشَفِّعُ فِيْهِ اَحَدًا اَبَدًا وَلاَ اَتَحَنَّثُ اِلٰي نَذْرِيْ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلٰي ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَهُمَا مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ فَقَالَ لَهُمَا اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ لَمَّا اَدْخَلْتُمَانِيْ عَلٰي عَائِشَةَ فَاِنَّهَا لاَيَحِلُّ لَهَا اَنْ

تَنْذُرَ قَطِيْعَتِيْ فَاَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتَمِلِيْنَ عَلَيْهِ بِاَرْدِيَتِهِمَا حَتّٰي اسْتَأْذَنَا عَلٰي عَائِشَةَ فَقَالاَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَنَدْخُلُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اُدْخُلُوْا قَالاَ كُلُّنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ نَعَمْ اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ اَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوْا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا يَبْكِيْ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا اِلاَّ مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰي عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ قَالَ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلٰي عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِيْ وَتَقُوْلُ اِنِّيْ قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتّٰي كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاَعْتَقَتْ فِيْ نَذْرِهَا اَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تُذَكِّرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِيْ حَتّٰي تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا.

৩৯৮। আওফ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, তার কোন একটি জিনিস বিক্রয় বা দান করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! হয় আয়েশা (রা) এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, নয়তো আমি তাকে সম্পদ দানের অযোগ্য ঘোষণা করবো। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি সে এ ধরনের কথা বলেছে? লোকেরা বললো, হাঁ। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছি যে, আমি ইবনুয যুবাইরের সাথে কখনো কথা বলবো না। এ বিচ্ছেদকাল দীর্ঘায়িত হলে ইবনুয যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট মধ্যস্থতাকারী পাঠান। কিন্তু আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং আমি আমার শপথও ভঙ্গ করবো না। ব্যাপারটি ইবনুয যুবাইর (রা)-এর জন্য দীর্ঘায়িত হলে তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগূসের সাথে কথা বলেন। তারা দু'জন বনু যোহরার লোক ছিলেন। ইবনুয যুবাইর (রা) তাদেরকে বলেন, তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি, আমাকে তোমরা আয়েশা (রা)-এর সামনে পৌঁছিয়ে দাও। কেননা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত মানা তার জন্য জায়েয হয়নি। অতএব মিসওয়ার ও আবদুর রহমান (রা) চাদর গায়ে জড়িয়ে ইবনুয যুবাইর (রা)-কে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত দু'জনে আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। দু'জন বলেন, আসসালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু! আমরা কি ভেতরে আসতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ, আসো। তারা বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আমরা সবাই কি ভেতরে আসতে পারি? আয়েশা বলেন, হাঁ সবাই আসো। আয়েশা (রা) জানতেন না যে, তাদের সাথে ইবনুয যুবাইর (রা)-ও আছেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করলে ইবনুয যুবাইর (রা) পর্দার ভেতর গিয়ে আয়েশা (রা)-কে জড়িয়ে ধরে আল্লাহ্‌র দোহাই দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। মিসওয়ার ও আবদুর রহমানও তাঁকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে ইবনুয যুবাইর (রা)-এর সাথে কথা বলতে এবং তার ওজর ও অনুশোচনা গ্রহণ করতে বলেন। তারা দু'জন বলেন, আপনি তো জানেন, নবী (স) সালাম-কালাম ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী দেখা-সাক্ষাত ও সালাম-কালাম বন্ধ রাখা জায়েয নয়"। তারা দু'জন যখন এভাবে

আয়েশা (রা)-কে বুঝালেন এবং বারবার এর ক্ষতিকর দিক স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি (কথা না বলার) মানত ও শপথ করে ফেলেছি এবং অনেক কঠিন মানত। কিন্তু তারা দু'জন বরাবর তাকে বুঝাতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি ইবনুয যুবাইরের সাথে কথা বলেন। অতঃপর আয়েশা (রা) তার শপথ ভঙ্গের কাফফারা হিসেবে চল্লিশজন গোলাম আযাদ করেন। এরপর যখনই এ মানতের কথা তার স্মরণ হতো তখনই তিনি কাঁদতেন, এমনকি তার চোখের পানিতে তার ওড়না ভিজে যেতো (বু, মু, দা, আ)।

١٨٩- بَابُ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ

১৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ নিষিদ্ধ।

٣٩٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ.

৩৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর গোপনে শত্রুতা করো না এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয় (বু, মু, দা, তি, মা)।

٤٠٠- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ الْجُنْدَعِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَاُ بِالسَّلاَمِ .

৪০০। আতা ইবনে ইয়াযীদ আল-লাইসী আল-জুনদাই (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য তার অপর ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা হালাল নয়। (অবস্থা এই যে,) তাদের দেখা-সাক্ষাত হলে একজন এদিকে এবং অপরজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের দু'জনের মধ্যে যে প্রথমে সালাম দেয় সে অপরের চেয়ে উত্তম (বু, মু, দা, তি, তা)।

٤٠١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

৪০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও (বু,মু)।

٤٠٢-عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا تَوَادَّ اِثْنَانِ فِي اللّٰهِ جَلَّ وَعَزَّ اَوْ فِي الْاِسْلاَمِ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا اَوَّلُ ذَنْبٍ يُّحْدِثُهُ اَحَدُهُمَا.

৪০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ দুই ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্র জন্য অথবা ইসলামের সৌজন্যে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের মধ্যকার কোন একজনের প্রথম অপরাধ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় (আ)।

٤٠٣-عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيِّ ابْنِ عَمٍّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وكَانَ قُتِلَ اَبُوْهُ يَوْمَ اُحُدٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَاِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَي صُرَامِهِمَا وَاِنَّ اَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُوْنُ كَفَّارَةً عَنْهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْئِ وَاِنْ مَاتَا عَلَي صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيْعًا اَبَدًا وَاِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَاَبٰي اَنْ يُّقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلاَمَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَرَدَّ عَلَي الْاٰخَرِ الشَّيْطَانُ.

৪০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা)-র চাচাতো ভাই হিশাম ইবনে আমের আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা উহুদের যুদ্ধের দিন শহীদ হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয়। তারা যাবত সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকবে, তাবৎ তারা সত্য বিমুখ বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম কথা বলার উদ্যোগ নিবে তার সেই উদ্যোগ তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহের কাফ্ফারাস্বরূপ হবে। আর যদি তারা এরূপ সম্পর্কচ্ছেদ অবস্থায় মারা যায় তবে তারা কখনও একত্রে বেহেশতে যেতে পারবে না। যদি তাদের একজন অপরজনকে সালাম করে, আর সে তা গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তবে একজন ফেরেশতা তার সালামের জবাব দেন, আর অপরজনকে দেয় শয়তান।

٤٠٤-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي لَاَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ قَالَتْ قُلْتُ وكَيْفَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّكِ اِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ بَلٰي وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لاَ وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ لَسْتُ اُهَاجِرُ اِلاَّ اِسْمَكَ.

৪০৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আমি তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অবশ্যই বুঝতে পারি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেমন করে তা বুঝেন? তিনি বলেনঃ যখন তুমি সন্তুষ্ট থাকো তখন বলো, হাঁ, মুহাম্মাদের প্রভুর শপথ। আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট থাকো তখন বলো, না, ইবরাহীমের প্রভুর শপথ। আমি বললাম, হাঁ, আমি তখন আপনার নামটাই কেবল পরিহার করি।

١٩٠- بَابُ مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً

১৯০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বছরব্যাপী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে।

٤٠٥- عَنْ اَبِيْ خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ بِسَفَكِ دَمِهِ.

৪০৫। আবু খিরাশ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, সে যেন তাকে হত্যা করলো (দা, আ, হা)।

٤٠٦-عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَسْلَمَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِ سَنَةً كَدَمِهِ وَفِي الْمَجْلِسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي عِتَابٍ فَقَالاَ قَدْ سَمِعْنَا هٰذَا عَنْهُ .

৪০৬। ইমরান ইবনে আবু আনাস (র) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রীয় মহানবী (স)-এর জনৈক সাহাবী তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ "কোন ঈমানদার ব্যক্তির সাথে এক বছর ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা তাকে হত্যা করার সমতুল্য"। সেই মজলিসে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু ইতাবও উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, আমরাও সেই সাহাবীর নিকট এ হাদীস শুনেছি (দা,আ,হা)।

١٩١- بَابُ الْمُتَهَجِّرِيْنِ

১৯১-অনুচ্ছেদ ঃ দুই সম্পর্কচ্ছেদকারী।

٤٠٧- عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

৪০৭। আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন লোকের জন্য তার (মুসলমান) ভাইকে এভাবে পরিত্যাগ করা (কথাবার্তা না বলা) বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাত হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সেইজন যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তার) সূচনা করে।

٤٠٨-عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَاِنَّهُمَا مَا صَارِمًا فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَاِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلٰي صُرَامِهِمَا وَاِنَّ اَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُوْنُ كَفَّارَةً لَهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْئِ وَاِنَّ هُمَا مَاتَا عَلٰي صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيْعًا.

৪০৮। হিশাম ইবনে আমের আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয়। তারা যাবত সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকবে তাবৎ তারা সত্য বিমুখ বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম কথা বলার উদ্যোগ নিবে, তার সেই উদ্যোগ তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহের কাফ্ফারাস্বরূপ হবে। আর যদি তারা এইরূপ সম্পর্কচ্ছেদ অবস্থায় মারা যায় তবে তারা কখনও একত্রে বেহেশতে যেতে পারবে না (আ,হি)।

١٩٢- بَابُ الشَّحْنَاء

১৯২-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুতা।

٤٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبَاغَضُواْ وَلاَ تَحَاسَدُواْ وَكُوْنُواْ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও (বু,মু)।

٤١٠-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ ذَاالْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَاْتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.

৪১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কিয়ামতের দিন তুমি দ্বিমুখী চরিত্রের লোককে আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টরূপে দেখতে পাবে, যে এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে এবং অন্যদের কাছে ভিন্ন চেহারা (চরিত্র) নিয়ে আসে (বু, মু, দা, তি)।

٤١١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَنَاجَشُواْ وَلاَ تَحَاسَدُواْ وَلاَ تَبَاغَضُواْ وَلاَ تَفَاسَدُواْ وَلاَ تَدَابَرُواْ وَكُوْنُواْ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

৪১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা কুধারণা হলো ডাহা মিথ্যা। তোমরা নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে পণ্যের দরদাম করো না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, ঝগড়াঝাটি করো না এবং গোপনে শত্রুতা করো না। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও (বু,মু,ই)।

٤١٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُنْظُرُواْ هٰذَيْنِ حَتّٰي يَصْطَلِحَا اُنْظُرُواْ هٰذَيْنِ حَتّٰي يَصْطَلِحَا اُنْظُرُواْ هٰذَيْنِ حَتّٰي يَصْطَلِحَا.

৪১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয় যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। বলা হয়, এই দু'জনকে আপোষ-রক্ষা করার জন্য অবকাশ দাও। এই দু'জনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও; এই দু'জনকে আপোষ-রফার জন্য অবকাশ দাও (মু,তি,ই,মা, হি)।

٤١٣-عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ اَلاَ وَاِنَّ الْبَغْضَةَ هِيَ الْحَالِقَةُ.

৪১৩। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো না যা দান-খয়রাত ও রোযার তুলনায় উত্তম? তা হলো মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া। সাবধান! ঘৃণা-বিদ্বেষ ধ্বংসাত্মক।

٤١٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ غُفِرَ لَهُ مَا سِوَاهُ لِمَنْ شَاءَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتْبَعُ السَّحَرَةَ وَلَمْ يَحْقِدْ عَلٰي اَخِيْهِ .

৪১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে তিনটি পাপাচার না থাকলে যাকে ইচ্ছা তার অন্য গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কিছু শরীক না করে মারা গেলো, (২) সে যাদু চর্চাকারী ছিলো না এবং (৩) সে তার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেনি।

١٩٣- بَابُ اِنَّ السَّلاَمَ يُجْزِءُ مِنَ الصَّرْمِ

১৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম সম্পর্কচ্ছেদের কাফফারাস্বরূপ।

٤١٥-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَاِذَا مَرَّتْ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْاَجْرِ وَاِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِئَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

৪১৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তির জন্য কোন ঈমানদার ব্যক্তির সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয়। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে যেন তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে সালাম দেয়। মুমিন ব্যক্তি তার সালামের জবাব দিলে তারা দু'জনই সওয়াবে অংশীদার হবে। আর তার সালামের উত্তর না দেয়া হলে সালামদাতা মুসলমান ব্যক্তি সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে (দা)।

١٩٤-بَابُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْاَحْدَاثِ

১৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ উঠতি বয়সের যুবকদের পৃথক পৃথক রাখা।

٤١٦-عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِبَنِيْهِ اِذَا اَصْبَحْتُمْ فَتَبَدَّدُوْا وَلاَ تَجْتَمِعُوْا فِيْ دَارٍ وَاحِدَةٍ فَاِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَقَاطَعُوْا اَوْ يَكُوْنُ بَيْنَكُمْ شَرٌّ.

৪১৬। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) তার পুত্রদেরকে বলতেন, ভোর হলেই তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে এবং এক ঘরে একত্র হবে না। কেননা আমার আশংকা হয়, না জানি তোমাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ বা কোন অঘটন ঘটে যায়।

١٩٥- بَابُ مَنْ اَشَارَ عَلٰي اَخِيْهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَشِرْهُ

১৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শ না চাইতেই কেউ তার ভাইকে পরামর্শ দিলে।

٤١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاٰي رَاعِيًا وَغَنَمًا فِيْ مَكَانٍ قَشْحٍ وَرَاٰي مَكَانًا اَمْثَلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ يَا رَاعِيْ حَوِّلْهَا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ رَاعٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّاعِيَّتِهِ .

৪১৭। ইবনে উমার (রা) এক রাখালকে তার ছাগলসহ একটি তৃণলতাহীন স্থানে দেখতে পেলেন। তিনি তার চাইতে উত্তম একটি স্থানও দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বলেন, হে রাখাল! তোমার জন্য দুঃখ হয়। এগুলো অন্যত্র নিয়ে যাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ “প্রত্যেক রাখালকে তার রাখালী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে”(বু,মু,আ)।

١٩٦-بَابُ مَنْ كَرِهَ اَمْثَالَ السَّوْءِ

১৯৬-যে ব্যক্তি অবাঞ্ছিত দৃষ্টান্ত অপছন্দ করে।

٤١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ.

৪১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমাদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত শোভনীয় নয়। যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয় সে কুকুরতুল্য—যে বমি করে পুনরায় তা গলাধকরণ করে (বু,মু,তি, না)।

١٩٧-بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْمُكْرِ وَالْخَدِيْعَةِ

১৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ ধোঁকাবাজ ও প্রতারক সম্পর্কে

٤١٩-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ.

৪১৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি চিন্তাশীল, গম্ভীর ও ভদ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক, ধোঁকাবাজ, কৃপণ, নীচ ও অসভ্য হয়ে থাকে (দা,পত, হা,তহা)।

١٩٨- بَابُ السِّبَابِ

১৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ গালমন্দ করা।

٤٢٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عَلٰي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّ اَحَدُهُمَا وَالْاٰخَرُ سَاكِتٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ ثُمَّ رَدَّ الْاٰخَرُ فَنَهَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيْلَ نَهَضْتَ قَالَ

نَهَضَتِ الْمَلاَئِكَةُ فَنَهَضْتُ مَعَهُمْ اِنَّ هٰذَا مَا كَانَ سَاكِتًا رَدَّتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَي الَّذِيْ سَبَّهُ فَلَمَّا رَدَّ نَهَضَتِ الْمَلاَئِكَةُ.

৪২০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দিলো। তাদের একজন গালি দিলে অপরজন নীরব থাকলো। নবী (স) বসা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর অপরজনও তার প্রতিপক্ষকে গালি দিলো। নবী (স) উঠে দাঁড়ান। তাঁকে বলা হলো, আপনি উঠে গেলেন কেন? তিনি বলেনঃ ফেরেশতারা উঠে যাওয়ায় আমিও উঠে গেলাম। ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ নীরব ছিল, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার পক্ষ থেকে যে গালি দিচ্ছিল, তার উত্তর দিচ্ছিলেন। যখন সে প্রতিশোধস্বরূপ গালি দিলো তখন ফেরেশতারা উঠে চলে গেলেন (দা)।

٤٢١-عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَجُلاً اَتَاهَا فَقَالَ اِنَّ رَجُلاً نَالَ مِنْكِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَتْ اِنْ نُؤْبَنَ بِمَا لَيْسَ فِيْنَا فَطَالَمَا زُكِّيْنَا بِمَا لَيْسَ فِيْنَا.

৪২১। উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, এক ব্যক্তি আবদুল মালেকের নিকট আপনার দুর্নাম করেছে। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যে দোষ নাই তা কেউ বলে থাকলে, কখনো আমরা এমন গুণের জন্যও প্রশংসিত হয়েছি যা আমাদের মধ্যে নেই।

٤٢٢- عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ اَنْتَ عَدُوِّيْ فَقَدْ خَرَجَ اَحَدُهُمَا مِنَ الْاِسْلاَمِ اَوْ بَرِئَ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قَيْسٌ وَاَخْبَرَنِيْ بَعْدُ اَبُوْ جُحَيْفَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ اِلاَّ مَنْ تَابَ.

৪২২। কায়েস (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বললো, তুমি আমার দুশমন অথবা বললো, সে তার বন্ধুত্ব থেকে দায়মুক্ত, তাদের একজন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেলো। কায়েস (র) বলেন, পরে আবু জুহাইফা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, তারপর আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, তবে যে তওবা করে সে ব্যতীত।

١٩٩- بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ

১৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানো।

٤٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَظُنُّهُ رَفَعَهُ (شَكَّ لَيْثٌ) قَالَ فِي ابْنِ اٰدَمَ سِتُّوْنَ وَثَلاَثَ مِائَةِ سُلاَمٰي اَوْ عَظْمٍ اَوْ مِفْصَلٍ عَلٰي كُلِّ وَاحِدٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ كُلُّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ وَعَوْنُ الرَّجُلِ اَخَاهُ صَدَقَةٌ وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيْهَا صَدَقَةٌ وَاِمَاطَةُ الْاَذٰي عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ .

৪২৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আদম সন্তানের দেহে তিন শত ষাটটি সংযোগ অস্থি বা গ্রন্থি আছে। প্রতিদিন সেগুলোর প্রতিটির জন্য একটি সদাকা ধার্য আছে। প্রতিটি উত্তম কথা একটি

সদাকা। কোন ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করাও একটি সদাকা। কেউ কাউকে পানি পান করালে তাও একটি সদাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও একটি সদাকা (বায, হি)।

٢٠٠- بَابُ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَي الْأَوَّلِ

২০০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গালি-গালাজ শুরু করে উভয়ের পাপ তার উপর বর্তায়।

٤٢٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَالِي الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ.

৪২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দুই পরস্পর গালিদাতার পাপ সূচনাকারীর উপর বর্তায়, প্রথমে যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে সীমা লংঘন না করলে (মু,দা,তি,হি)।

٤٢٥- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَي الْبَادِئِ حَتّٰي يَعْتَدِي الْمَظْلُوْمُ .

৪২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দুই পরস্পর গালিদাতার পাপ সূচনাকারীর উপর বর্তায়, প্রথমে যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে সীমা লংঘন না করলে।

٤٢٦- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا الْعَضْهُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ اِلٰي بَعْضٍ لِيُفْسِدُوْا بَيْنَهُمْ.

৪২৬। মহানবী (স) বলেনঃ তোমরা কি জানো চোগলখোর কে? সকলে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে বিবাদ ও হানাহানি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের একের কথা অপরের কানে লাগায়।

٤٢٧- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحٰي اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا وَلاَ يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلٰي بَعْضٍ .

৪২৭। মহানবী (স) বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা বিনয়ী হও এবং একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করো না।

٢٠١-بَابُ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ

২০১-অনুচ্ছেদ ঃ গালিগালাজকারী পক্ষদ্বয় দুই শয়তান এবং তারা মিথ্যা দাবিদার ও মিথ্যাবাদী।

٤٢٨- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ يَسُبُّنِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ.

৪২৮। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি আমাকে গালাগালি করে। নবী (স) বলেনঃ যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা দুইটি শয়তান, তারা বাজে কথা বলে এবং তারা মিথ্যুক (হি)।

٤٢٩- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰي اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰي لاَ يَبْغِيْ اَحَدٌ عَلٰي اَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرُ اَحَدٌ عَلٰي اَحَدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً سَبَّنِيْ فِيْ مَلَاٍ هُمْ اَنْقَصَ مِنِّيْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيَّ فِيْ ذٰلِكَ جُنَاحٌ قَالَ اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ.

৪২৯। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেনঃ তোমরা পরস্পর বিনয়ী হও, এমনকি একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি করবে না, একে অপরের সামনে অহংকার করবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি মত, কেউ যদি আমাকে আমার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মজলিসে গালি দেয় এবং আমিও তার প্রতিউত্তর করি, তবে তাতে আমার গুনাহ হবে? তিনি বলেনঃ যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা দুইটি শয়তান, উভয়ে বাজে কথা বলে এবং উভয়ে মিথ্যুক (মু,দা,তি,ই)।

٤٣٠- قَالَ عِيَاضٌ وَكُنْتُ حَرْبًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَهْدَيْتُ اِلَيْهِ نَاقَةً قَبْلَ اَنْ اُسْلِمَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَقَالَ اِنِّيْ اَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِيْنَ .

৪৩০। ইয়াদ (রা) বলেন, আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর শত্রু। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি তাঁকে একটি উষ্ট্রী হাদিয়া দিতে চাইলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন ঃ মুশরিকদের উপহারাদি গ্রহণ আমার পছন্দনীয় নয় (দা,তি)।

٢٠٢- بَابُ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ

২০২- অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া জঘন্য পাপ।

٤٣١- عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ .

৪৩১। সাদ ইবনে মালক (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া জঘন্য পাপ (না,ই)।

٤٣٢-عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَّلاَ لَعَّانًا وَّلاَ سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ .

৪৩২। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনো অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী বা গালি বর্ষণকারী ছিলেন না। অসন্তুষ্ট হলে তিনি বলতেনঃ তার কি হলো? তার কপাল ধূলিমলিন হোক (বু)।

٤٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

৪৩৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুসলমানকে গালি দেয়া জঘন্য পাপ এবং তাকে হত্যা করা কুফরী কাজ (বু,মু,তি,না,ই,আ)।

٤٣٤-عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلاً وَلاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ الاَّ اِرْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ.

৪৩৪। আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যেন পাপাচারী বা কাফের বলে অভিহিত না করে। বাস্তবে সেই ব্যক্তি তদ্রূপ না হলে উক্ত অপবাদ অপবাদ দানকারীর উপর পতিত হয় (বু,মু,আ)।

٤٣٥- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنِ ادَّعٰي لِغَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنِ ادَّعٰي قَوْمًا لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ الاَّ حَارَتْ عَلَيْهِ.

৩৩৫। আবু যার (রা) নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি সজ্ঞানে নিজ পিতা ব্যতীত অপর কাউকে তার পিতা বলে পরিচয় দেয় এবং যে ব্যক্তি নিজেকে এমন কোন বংশের লোক বলে পরিচয় দেয়, যে বংশে তার জন্ম হয়নি, সে যেন দোযখকে তার বাসস্থান বানালো। আর যে ব্যক্তি কাউকে কাফের বা আল্লাহ্‌র দুশমন বলে অথচ সে তা নয়, তা তার উপর পতিত হয় (বু, মু)।

٤٣٦-عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ اَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰي اِنْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِيْ يَجِدُ فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَاَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَالَ اَتَرٰي بِيْ بَاْسًا اَمَجْنُوْنٌ اَنَا اذْهَبْ.

৪৩৬। নবী (স)-এর সাহাবী সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (স)-এর সামনে দুই লোক পরস্পরকে গালি দিলো। তাদের একজন অতিমাত্রায় রাগান্বিত হয়ে গেলো, এমনকি তার চেহারা ফুলে বিকৃত হয়ে গেলো। তখন নবী (স) বলেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি যা সে বললে তার ক্রোধ তিরোহিত হতো। একথা শুনে এক ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে নবী (স)-এর এ উক্তিটি তাকে অবহিত করলো এবং বললো, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাও অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পড়ো। প্রত্যুত্তরে সে বললো, আমার মধ্যে কি তুমি কোন খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছো? আমি কি পাগল? তুমি চলে যাও (বু,মু,দা,না)।

٤٣٧-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الاَّ بَيْنَهُمَا مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتْرٌ فَاذَا قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه كَلِمَةً هُجْرٍ فَقَدْ خَرَقَ سِتْرَ اللّٰهِ وَاذَا قَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ اَنْتَ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ اَحَدُهُمَا.

৪৩৭। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, প্রতি দু'জন মুসলমান যাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি আচ্ছাদন বিদ্যমান আছে। কোন ব্যক্তি তার অপর সাথীকে অশ্লীল কথা বললে সে আল্লাহ্‌র সেই আচ্ছাদন ছিন্ন করলো এবং একজন অপরজনকে 'তুমি কাফের' বললে তাদের মধ্যকার একজন তো কাফের হয়েই যায়।

٢٠٣- بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِكَلاَمِه

২০৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কাউকে মুখের উপর কিছু বলে না।

٤٣٨-عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ انِّيْ لاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

৪৩৮। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) একটা কিছু করলেন এবং লোকদেরকেও তা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকেরা তা করা থেকে বিরত থাকলো। এ খবর নবী (স)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি লোকদের উদ্দেশে কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং তারপর বলেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে, এমন কাজ থেকে তারা বিরত থাকছে যা আমি করেছি? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌কে তাদের চেয়ে বেশী জানি এবং তাদের চেয়ে বেশী ভয়ও করি (বু,মু,না)।

٤٣٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لاَصْحَابِه لَوْ غَيَّرَ اَوْ نَزَعَ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ.

৪৩৯। আনাস (রা) বলেন, কারো কোন আচরণ অপছন্দ হলে মহানবী (স) তাকে কাদাচিৎ মুখের উপর কিছু বলেছেন। একদিন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো যার পরিধেয় বস্ত্রে হলুদ রং-এর ছাপ ছিল। সে চলে গেলে তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেনঃ কতই না উত্তম হতো যদি এই ব্যক্তি এই রংটি পরিবর্তন করতো বা তা তুলে ফেলতো (দা,আ,তি)।

٢٠٤- بَابُ مَنْ قَالَ لِلْاٰخَرِ يَا مُنَافِقُ فِيْ تَاْوِيْلٍ تَاَوَّلَهُ

২০৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অপরকে বললো, হে মোনাফেক।

٤٤٠-عَنْ عَلِيٍّ يَقُوْلُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَالزُّبَيْرُ بْنَ الْعَوَامِّ وَكِلاَنَا فَارِسٌ فَقَالَ اِنْطَلِقُوْا حَتّٰي تَبْلُغُوْا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَبِهَا امْرَاَةٌ مَّعَهَا كِتَابٌ مِّنْ حَاطِبٍ اِلَي

الْمُشْرِكِيْنَ فَأْتُوْنِيْ بِهَا فَوَافَيْنَاهَا تَسِيْرُ عَلٰي بَعِيْرٍ لَّهَا حَيْثُ وَصَفَ لَنَا النَّبِيُّ فَقُلْنَا الْكِتَابُ الَّذِيْ مَعَكَ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَبَحَثْنَاهَا وَبَعِيْرَهَا فَقَالَ صَاحِبِيْ مَا اَرٰي فَقُلْتُ مَا كَذَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَاَجَرِّدَنَّكَ اَوْ لَتُخْرِجَنَّهُ فَاَهْوَتْ بِيَدِهَا اِلٰي حُجْزَتِهَا وَعَلَيْهَا اِزَارُ صُوْفٍ فَاَخْرَجَتْ فَاَتَيْنَا اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ دَعْنِيْ اَضْرِبُ عُنُقَهُ وَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَا بِيْ اِلاَّ اَنْ اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَاَرَدْتُّ اَنْ يَّكُوْنَ لِيْ عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ قَالَ صَدَقَ يَا عُمَرُ اَوَ لَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ.

৪৪০। আলী (রা) বলেন, মহানবী (স) আমাকে ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে পাঠালেন। আমরা দু'জনই ছিলাম ঘোড়সওয়ার। তিনি বলেন ঃ "তোমরা রওয়ানা হয়ে অমুক অমুক রওদায় (বাগানে) গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে এক নারীকে পাবে। তার সাথে একটি চিঠি আছে যা হাতেব মুশরিকদের লিখেছে। তোমরা সেই পত্র উদ্ধার করে আমার নিকট নিয়ে আসবে"। আমরা পথ চলতে লাগলাম এবং নবী (স)-এর দেয়া তথ্য মোতাবেক সেই নারীকে পেয়ে গেলাম। সে তার উটে করে যাচ্ছিল। আমরা বললাম, তোমার সাথের চিঠি কোথায়? সে বললো, আমার সাথে কোন চিঠি নাই। আমরা তাকে এবং তার উট তল্লাশী করলাম। আমার সাথী বললো, আমি তো (চিঠি) দেখি না। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা বলেননি। আল্লাহ্‌র শপথ! হয় তুমি পত্র বের করে দিবে, নতুবা আমি তোমাকে উলঙ্গ করবো। তখন সে তার কোমরের দিকে তার হাত বাড়ালো। সে একটি পশমী কাপড় পরিহিত ছিল। সে চিঠি বের করলো। আমি তা নিয়ে নবী (স)-এর নিকট ফিরে এলাম। উমার (রা) বললেন, এই ব্যক্তি (হাতিব) আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিম জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কেন এটা করলে? হাতিব বললেন, আল্লাহ্‌র উপর আমার ঈমান ঠিক আছে। আমি ইচ্ছা করলাম যে তাদের উপর আমার একটু অনুগ্রহ থাকুক। নবী (স) বলেনঃ সে ঠিক বলেছে। হে উমার! সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এজন্যই হয়তো আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, "তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে"। এ কথায় উমার (রা)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে গেলো এবং তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত (বু,মু,দা)।

٢٠٥- بَابُ مَنْ قَالَ لاَخِيْهِ يَا كَافِرُ

২০৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইকে বলে, হে কাফের !

٤٤١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لاَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا.

৪৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন লোক তার কোন ভাইকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করলে তাদের একজন কুফরীর শিকার হলো (বু,মু,তি,মা)।

٤٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذَا قَالَ لِلْاٰخَرِ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ اَحَدُهُمَا اِنْ كَانَ الَّذِيْ قَالَ لَهُ كَافِراً فَقَدْ صَدَقَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ فَقَدْ بَاءَ الَّذِيْ لَهُ بِالْكُفْرِ.

৪৪২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কাফের বললে তাদের দুইজনের মধ্যে একজন কাফের হয়ে যায়। সেই ব্যক্তি যাকে কাফের বলেছে, সে যদি সত্যিই কাফের হয়ে থাকে তাহলে সে যথার্থই বলেছে। আর সে যদি তার মন্তব্য অনুযায়ী কাফের না হয়ে থাকে, তবে যে তাকে কাফের বললো সে কাফের হয়ে যায় (বু,আ)।

٢٠٦-بَابُ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

২০৬-শত্রুর আনন্দ-উল্লাস।

٤٤٣-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.

৪৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দুর্ভাগ্য এবং শত্রুর আনন্দ-উল্লাস থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন (বু,মু,তি)।

٢٠٧-بَابُ السَّرْفِ فِى الْمَالِ

২০৭-অনুচ্ছেদ ঃ সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়।

٤٤٤-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْضٰي لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَسْخَطُ ثَلاَثًا يَرْضٰي لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَاَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ.

৪৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তোমাদের তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তা হলো, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র রশিকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে। আল্লাহ যাকে তোমাদের শাসক বানিয়েছেন তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে বা তাকে সদুপদেশ দিবে। তিনি তোমাদের যে তিনটি কাজ অপছন্দ করেন তা হলো, অসার কথা (গুজব), অধিক যাঞ্চা ও সম্পদের অপচয় (বু,মা,হি)।

٤٤٥-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ قَالَ فِيْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلاَ تَقْتِيْرٍ.

৪৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা যা কিছু খরচ করো আল্লাহ্ তার বিনিময় দেন, তিনি উত্তম রিযিকদায়া" (৩৪ঃ৩৯) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্‌র এই ওয়াদা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন তোমরা অপচয় করবে না এবং কার্পণ্যও করবে না।

٢٠٨- بَابُالْمُبَذِّرِيْنَ

২০৮-অনুচ্ছেদ ঃ অপচয়কারীগণ।

٤٤٦- عَنْ اَبِي الْعُبَيْدَيْنِ قَالَ سَالْتُ عَبْدَ اللّٰهِ عَنِ الْمُبَذِّرِيْنَ قَالَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ غَيْرِ حَقٍّ .

৪৪৬। আবু উবায়দায়ন (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে মুবাযযিরীন (অপব্যয়কারী) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যারা অন্যায় পথে সম্পদ খরচ করে তারাই অপব্যয়কারী (বা)।

٤٤٧.-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلْمُبَذِّرِيْنَ قَالَ اَلْمُبَذِّرِيْنَ فِيْ غَيْرِ حَقٍّ .

৪৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যারা অন্যায় পন্থায় সম্পদ খরচ করে তারাই অপচয়কারী।

٢٠٩-بَابُ اِصْلاَحِ الْمَنَازِلِ

২০৯-অনুচ্ছেদ ঃ বাসস্থান সংস্কার করা।

٤٤٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ عَلَي الْمِنْبَرِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَصْلِحُوْا عَلَيْكُمْ مَثَاوِيَكُمْ وَاَخِيْفُوْا هٰذِهِ الْجِنَّانَ قَبْلَ اَنْ تُخِيْفَكُمْ فَاِنَّهُ لَنْ يَبْدُوَ لَكُمْ مُسْلِمُوْهَا وَاِنَّا وَاللّٰهِ مَا سَلَمْنَاهُنَّ مُنْذُ عَادَيْنَاهُنَّ.

৪৪৮। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের বাসস্থানসমূহ সংস্কার করো এবং এই জিনেরা তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের পূর্বেই তোমরা তাদের ভীতি প্রদর্শন করো। এদের মধ্যকার মুসলমানরা তোমাদের সামনে আবির্ভূত হবে না। আল্লাহ্র শপথ! যখন থেকে তাদের সাথে আমার শত্রুতা হয়েছে তারপর আর কোন দিন তাদের সাথে আমি আপোষ করিনি।

٢١٠- بَابُ النَّفَقَةِ فِي الْبِنَاءِ

২১০-অনুচ্ছেদ ঃ ঘর-বাড়ি নির্মাণের খরচ।

٤٤٩-عَنْ خَبَّابٍ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُوَجَّرُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ اِلاَّ الْبِنَاءَ .

৪৪৯। খাব্বাব (রা) বলেন, আদম সন্তানকে প্রতিটি ব্যাপারেই সওয়াব দেয়া হবে, ঘরবাড়ি নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত (তি)।

٢١١- بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ مَعَ عُمَّالِهِ

২১১-অনুচ্ছেদ ঃ কর্মচারীদের কাজে নিয়োগকর্তার সহযোগিতা।

٤٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لاِبْنِ اَخٍ لَهُ خَرَجَ مِنَ الْوَهْطِ اَيَعْمَلُ عُمَّالُكَ قَالَ لاَ اَدْرِيْ قَالَ اَمَا لَوْ كُنْتَ ثَقِيْفًا لَعَلِمْتَ مَا يَعْمَلُ عُمَّالُكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ اِنَّ

الرَّجُلَ اذَا عَـمِلَ مَعَ عُـمَّالِهِ فِيْ دَارِهِ وَقَالَ اَبُوْ عَـاصِمٍ مَرَّةً فِيْ مَـالِهِ كَانَ عَـامِلاً مِنْ عُمَّالِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৪৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ওয়াহ্‌ত নামক স্থান থেকে আগত তার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলেন, তোমার কর্মচারীরা কি কাজ করে? সে বললো, আমি জানি না। তিনি বলেন, যদি তুমি সাকাফী গোত্রের লোক হতে তবে তোমার কর্মচারীরা কি কাজ করে তা তুমি অবশ্যই জানতে। অতঃপর তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের ঘরে বা সম্পদে তার কর্মচারীদের সাথে কাজ করলে সে হয় মহামহিম আল্লাহ্‌র কর্মচারী।

٢١٢- بَابُ التَّطَاوُلِ فِي الْبُنْيَانِ.

২১২-অনুচ্ছেদ ঃ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ।

٤٥١- عَـنْ اَبِيْ هُـرَيْـرَةَ عَنْ رَسُـوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُـوْمُ السَّـاعَـةُ حَتّـٰـي يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ.

৪৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ মানুষ সুউচ্চ দালানকোঠা নিয়ে গর্বে মত্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না (বু)।

٤٥٢-عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ كُنْتُ اَدْخُلُ بُيُـوْتَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَاَتَنَاوَلُ سُقُفَهَا بِيَدَيَّ.

৪৫২। হাসান (র) বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর খেলাফতকালে নবী (স)-এর স্ত্রীগণের ঘড়সমূহে যাতায়াত করতাম। আমি তাদের ঘরসমূহের ছাদসমূহ আমার দুই হাতে নাগাল পেতাম (মারাসীল)।

٤٥٣-عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَـيْسٍ قَالَ رَاَيْتُ الْحُـجُرَاتِ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ مَغْشِيٌّ مِّنْ خَارِجٍ بِمَسُوْحِ الشَّعَرِ وَاَظُنُّ عَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ اِلَي بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِّنْ سِتِّ اَوْ سَبْعِ اَذْرُعٍ وَاَحْزِرَ الْبَيْتَ الدَّاخِلَ عَشْرَ اَذْرُعٍ وَاَظُنُّ سَـمْكَهُ بَيْنَ الثَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَاِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْمَغْرِبِ.

৪৫৩। দাউদ ইবনে কায়েস (র) বলেন, খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত মুমিন জননীদের ঘরসমূহ আমি দেখেছি। এসব ঘরের বহির্দিকে (দেয়ালে) ছিল ঘাসের পলেস্তারা । আমার মনে হয় ঘড়ের প্রস্থ ছিল ঘরের দরজা থেকে বাড়ির ফটক পর্যন্ত প্রায় ছয়-সাত হাত, ভিতরের অংশ দশ হাত এবং উচ্চতা মনে হয় সাত-আট হাত হবে। আমি আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছি। তা ছিল পশ্চিমমুখী (আবু দাউদের মারাসীল)।

٤٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّوْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰي اُمِّ طَلْقٍ فَقُلْتُ مَا اَقْصَرَ سَقْفُ بَيْتِكَ هٰذَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلٰي عُمَّالِهِ اَنْ لاَ تُطِيْلُوْا بِنَاءَكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ شَرِّ اَيَّامِكُمْ.

৪৫৪। আবদুল্লাহ রুমী (র) বলেন, আমি উম্মে তাল্‌ক (রা)-এর বাড়িতে গেলাম। আমি তাকে বললাম, আপনার এই ঘরের ছাদ কাতো নিচু। তিনি বলেন, হে ব্যৎস! আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার কর্মচারীদেরকে লিখে পাঠান, তোমাদের ঘর-বাড়িগুলো সুউচ্চ করে বানাবে না। কেননা তা তোমাদের দুর্দিনের ইঙ্গিতবহ।

٢١٣- بَابُ مَنْ بَنٰي

২১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বাড়িঘর নির্মাণ করে।

٤٥٥- عَنْ حَبَّةَ بْنِ خَالِدٍ وَسَوَاءِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُمَا اَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ حَائِطًا اَوْ بِنَاءً لَهُ فَاَعَانَاهُ .

৪৫৫। হাব্বা ইবনে খালিদ এবং সাওয়া ইবনে খালিদ (রা) নবী (স)-এর নিকট এলেন। তখন তিনি ঘরের দেয়াল মেরামত করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর সেই কাজে তাঁকে সহায়তা করেন (ই,আ,হি)।

٤٥٦- عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰي خَبَّابٍ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوٰي سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوْا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَاَنَا اَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْ لاَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَّدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

৪৫৬। কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি তার দেহে (গরম লোহার) সাতটি দাগ নিলেন। তিনি বলেন, আমাদের যে সকল সাথী অতীত হয়েছেন, দুনিয়া তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। এখন আমরা এমন বস্তুর অধিকারী হয়েছি যা রাখার জন্য মাটি ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না। নবী (স) যদি আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম (বু,মু,তি,না,ই)।

٤٥٧-ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰي وَهُوَ يَبْنِيْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ يُنْفِقُهُ اِلاَّ فِيْ شَيْئٍ يَجْعَلُهُ فِي التُّرَابِ.

৪৫৭। কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) বলেন, অতঃপর আর একদিন আমরা তার নিকট আসলাম। তখন তিনি তাঁর একটি দেয়াল নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, মুসলমানকে তার প্রতিটি খরচের জন্য সওয়াব দেয়া হয়, কিন্তু যা সে মাটিতে খরচ করে (ঘরবাড়ি নির্মাণ করে) তাতে নয় (বু,মু)।

٤٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اُصْلِحُ خُصًّا لَّنَا فَقَالَ مَا هٰذَا قُلْتُ اُصْلِحُ خُصَّنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَمْرُ اَسْرَعُ مِنْ ذٰلِكَ.

৪৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) যাচ্ছিলেন, তখন আমি আমার কুড়ে ঘর মেরামত করছিলাম। তিনি বলেনঃ এটা কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কুড়ে ঘর মেরামত করছি। তিনি বলেনঃ ব্যাপারটি (মৃত্যু বা কিয়ামত) এর চেয়েও দ্রুত ধেয়ে আসছে (দা,তি,ই,আ,হি)।

٢١٤- بَابُ السَّكَنِ الْوَاسِعِ

২১৪-অনুচ্ছেদ ঃ প্রশস্ত বসতবাড়ি।

٤٥٩- عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْئُ .

৪৫৯ নাফে ইবনে আবদুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলে নঃ কোন ব্যক্তির সৌভাগ্যের নিদর্শন হলো প্রশস্ত বসতবাড়ি, উত্তম প্রতিবেশী এবং মনোপূত বা আরামদায়ক বাহন (আ,তহা)।

٢١٥-بَابُ مَنِ اتَّخَذَ الْغُرَفَ

২১৫- অনুচ্ছেদ ঃ স্বতন্ত্র কোঠায় অবস্থান।

٤٦٠-عَنْ ثَابِتٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ اَنَسٍ بِالزَّاوِيَةِ فَوْقَ غُرْفَةٍ لَهُ فَسَمِعَ الْاَذَانَ فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ فَقَارَبَ فِي الْخُطَا فَقَالَ كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَمَشٰي بِيْ هٰذِهِ الْمَشْيَةَ وَقَالَ اَتَدْرِيْ لِمَ فَعَلْتُ بِكَ فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَشٰي بِيْ هٰذِهِ الْمَشْيَةَ وَقَالَ اَتَدْرِيْ لِمَ مَشَيْتُ بِكَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ لِيَكْثُرَ عَدَدُ خُطَانَا فِيْ طَلَبِ الصَّلَاةِ.

৪৬০। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-এর সাথে তার ঘরে উপরের মাচানে ছিলেন। তিনি আযান শুনে নিচে নামলে আমিও তার সাথে নিচে নামলাম। তিনি ঘন ঘন পা ফেলে (মসজিদে) যেতে লাগলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি এভাবে আমাকে সাথে নিয়ে হাঁটলেন এবং বললেন, তুমি কি জানো, আমি তোমার সাথে এভাবে কেন হাঁটছি? কেননা নবী (স) আমাকে সাথে নিয়ে এভাবে (ঘন কদমে) হেঁটেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ তুমি কি জানো, আমি কেন তোমার সাথে এভাবে হাঁটছি? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ যাতে নামাযের উদ্দেশ্যে আমাদের পদচারণার সংখ্যা অধিক হয় (ইবনে আবু শায়বা)।

٢١٦- بَابُ نَقْشِ الْبُنْيَانِ

২১৬-অনুচ্ছেদ ঃ দালান-কোঠা কারুকার্য করা।

٤٦١-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّي يَبْنَي النَّاسُ بُيُوْتًا يُشَبِّهُوْنَهَا بِالْمَرَاجِلِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي الثِّيَابَ الْمُخَطَّطَةَ.

৪৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ লোকে নকশি কাঁথার মত কারুকার্যময় বাড়িঘর নির্মাণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। ইবরাহীম (র) বলেন, 'মারাজিল' অর্থ কারুকার্য মণ্ডিত কাপড়।

٤٦٢- عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ الَي الْمُغِيْرَةِ اُكْتُبْ لِيْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَنْهٰي عَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهٰي عَنْ عُقُوْقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَاْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتٍ.

৪৬২। মুগীরা (রা)-এর সচিব ওয়াররাদ (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখে পাঠান, আপনি নবী (স)-এর কাছে যা শুনেছেন তা আমাকে লিখে পাঠান। মুগীরা (রা) তাকে লিখলেন, আল্লাহ্‌র নবী (স) প্রতি নামাযের পর বলতেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁর জন্যই সব প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং যা প্রতিরোধ করো তা কেউ দান করতে পারে না। কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার অসন্তুষ্টির মোকাবিলায় কোন উপকারে আসে না"। তিনি তাকে পত্রে আরো লিখেনঃ তিনি অযথা অধিক কথাবার্তা বলতে, যাঞ্চা করতে এবং সম্পদের অপচয় করতে নিষেধ করতেন। তিনি আরো নিষেধ করতেন, মায়েদের অবাধ্য হতে, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং কার্পণ্য করতে ও অপরের প্রাপ্য রুখে রাখতে (বু,মু,দার,আ,হি,খু,আন)।

٤٦٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنْ يُّنْجِيْ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْئٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا.

৪৬৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তিকেই তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও নন কি? তিনি বলেন ঃ আমিও নই, যদি না আল্লাহ তাঁর রহমাত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। অতএব তোমরা সরল

পথে চলো, তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও, সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদত করো, রাতের অন্ধকারেও কিছু ইবাদত করো এবং সর্বাবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করো (বু,মু,ই)।

٢١٧- بَابُ الرِّفْقِ

২১৭- অনুচ্ছেদঃ নম্রতা প্রদর্শন।

٤٦٤-عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

৪৬৪। মহানবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, কয়েকজন ইহূদীর একটি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করে বললো, আসসামু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)। আয়েশা (রা) বলেন, কথাটা আমি বুঝতে পারলাম এবং বললাম, ওয়া আলাইকুমুস সামু ওয়াল-লানাতু (তোমাদের মৃত্যু হোক এবং অভিসম্পাতও)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ থামো হে আয়েশা! আল্লাহ সব ব্যাপারে নম্রতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কি বলেছে তা আপনি শুনেননি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমিও তো ওয়া আলাইকুম বলেছি (বু,মু)।

٤٦٥-عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ.

৪৬৫। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

٤٦٦-عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ اَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنُ الْخُلُقِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ.

৪৬৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যাকে নম্রতার মতো গুণ দান করা হয়েছে তাকে কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর যাকে নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দার নেকীর পাল্লায় সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে উত্তম চরিত্র। নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলভাষী ও বাচাল লোককে পছন্দ করেন না (তি, দা)।

٤٦٧-قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ.

৪৬৭। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করো (দা,না)।

٤٦٨-عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَكُوْنُ الْخَرَقُ فِي شَيْءٍ اِلاَّ شَانَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ.

৪৬৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কর্কশ স্বভাব যে কোন বস্তুকেই দোষযুক্ত করে। নিশ্চয় আল্লাহ নম্র এবং তিনিও নম্রতা পছন্দ করেন (তি,ই)।

٤٦٩- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ.

৪৬৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল। কোন কিছু তাঁর অপছন্দ হলে আমরা তাঁর চেহারা দর্শনেই তা বুঝতে পারতাম (বু,মু)।

٤٧٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْهُدَي الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ.

৪৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ উত্তম চালচলন, সদাচার এবং মিতাচার হচ্ছে নবুয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ (দা)।

٤٧١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ عَلٰي بَعِيْرٍ فِيْهِ صَعُوْبَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ فَاِنَّهُ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْئٍ اِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يَنْزِعُ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ شَانَهُ.

৪৭১। আয়েশা (রা) বলেন, আমি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। তা ছিল বেশ কষ্টদায়ক। (আমি তাকে প্রহার করলে) নবী (স) বলেনঃ তুমি অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করবে। কোন বস্তুর মধ্যে তা বিদ্যমান থাকলে তা সেই বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোন বস্তু থেকে তা অপসারিত করা হলে তা দোষদুষ্ট হয়ে যায় (মু)।

٤٧٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّهُ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوْا اَرْحَامَهُمْ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৭২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সাবধান! কৃপণতা পরিহার করবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এই কৃপণতাই ধ্বংস করেছে। ফলে তারা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে এবং আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। যুলুম কিয়ামতের দিন ঘনীভূত অন্ধকাররূপে আবির্ভূত হবে (মু,আ,হি)।

٢١٨- بَابُ الرِّفْقِ فِي الْمَعِيْشَةِ.

২১৮-অনুচ্ছেদ ঃ সরল জীবনযাত্রা।

٤٧٣- عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰي عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَتْ اَمْسِكْ حَتّٰي اُخِيْطَ نَقَبَتِيْ فَاَمْسَكْتُ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ خَرَجْتُ فَاَخْبَرْتُهُمْ لَعَدُّوْهُ مِنْكِ بَخَلاً قَالَتْ اَبْصِرْ شَأْنَكَ اِنَّهُ لاَ جَدِيْدَ لِمَنْ لاَ يَلْبَسُ الْخَلَقَ.

৪৭৩। কাসীর ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, একটু অপেক্ষা করো। আমি আমার মুখাভরণটি একটু সেলাই করে নেই। আমি অপেক্ষা করলাম। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমি যদি বাইরে গিয়ে লোকজনকে অবহিত করি তবে তারা এটাকে আপনার কৃপণতা বলবে। তিনি বলেন, তুমি নিজের অবস্থার দিকে তাকাও। যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করে না তার জন্য নতুন কাপড় নয় (তাবাকাত ইবনে সাদ)।

٢١٩-بَابُ مَا يُعْطِي الْعَبْدُ عَلَي الرِّفْقِ

২১৯-অনুচ্ছেদ ঃ নম্রতা অবলম্বন করলে বান্দাকে যা দেয়া হয়।

٤٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَي الْعَنَفِ.

৪৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার উসীলায় (বান্দাকে) এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার বেলায় দান করেন না (মু, দা)।

٢٢٠- بَابُ التَّسْكِيْنِ

২২০-অনুচ্ছেদ ঃ সান্ত্বনা প্রদান।

٤٧٥-عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا.

৪৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না, সান্ত্বনা দাও, ঘৃণা বা বিরক্তি উৎপাদন করো না (বু,মু)।

٤٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَزَلَ ضَيْفٌ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَفِي الدَّارِ كَلْبَةٌ لَهُمْ فَقَالُوْا يَا كَلْبَةُ لاَ تُنَبِّحِيْ عَلَي ضَيْفِنَا فَصِحْنَ الْجِرَاءُ فِيْ بَطْنِهَا فَذَكَرُوْا لِنَبِيٍّ لَهُمْ فَقَالَ اِنَّ مَثَلَ هٰذَا كَمَثَلِ اُمَّةٍ تَكُوْنُ بَعْدَكُمْ يَغْلِبُ سُفَهَاءُهَا عُلَمَائَهَا.

৪৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, বনী ইসরাঈলে জনৈক মেহমান আসলো। তাদের ঘরের দরজায় ছিল তাদের একটি মাদী কুকুর। লোকজন বললো, হে কুকুরী! আমাদের মেহমানের আগমনে ঘেউ ঘেউ করো না। (কুকুরী তো নীরব থাকলো কিন্তু) তার পেটের দানাগুলো ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। তারা (বিষয়টি) তাদের নবীর কাছে উল্লেখ করলো। তিনি বলেন ঃ এর অনুরূপ তোমাদের পরবর্তী উম্মাতের মধ্যে ঘটবে। তাদের নির্বোধেরা তাদের আলেমদের পরাভূত করবে (আ)।

٢٢١- بَابُ الْخَرَقِ

২২১- কঠোরতা প্রদর্শন।

٤٧٧- عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ عَلَي بَعِيرٍ فِيهِ صَعُوبَةٌ فَجَعَلْتُ اَضْرِبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ فَانَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْئٍ الاَّ زَانَهُ وَلاَ يَنْزِعُ مِنْ شَيْئٍ الاَّ شَانَهُ.

৪৭৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। তা ছিল বেশ কষ্টদায়ক। আমি তাকে প্রহার করলে নবী (স) বলেনঃ তুমি অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করবে। কোন বস্তুর মধ্যে তা থাকলে তা সেই বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোন বস্তু থেকে তা অপসারিত করা হলে তা দোষদুষ্ট হয়ে যায় (বু,মু,দা,আ)।

٤٧٨- عَنْ اَبِي نَضْرَةَ قَالَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ جَابِرٌ اَوْ جُوَيْبِرٌ طَلَبْتُ حَاجَةً الِي عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ فَانْتَهَيْتُ الِي الْمَدِيْنَةِ لَيْلاً فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ اُعْطِيْتُ فِطْنَةً وَلِسَانًا (اَوْ قَالَ مَنْطِقًا) فَاَخَذْتُ فِي الدُّنْيَا فَصَغَرْتُهَا فَتَرَكْتُهَا لاَ تُسَوِّيْ شَيْئًا وَالِي جَنْبِهِ رَجُلٌ اَبْيَضُ الشَّعَرِ اَبْيَضَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَمَّا فَرَغْتُ كُلُّ قَوْلِكَ كَانَ مُقَارِبًا الاَّ وُقُوْعُكَ فِي الدُّنْيَا وَهَلْ تَدْرِيْ مَا الدُّنْيَا انَّ الدُّنْيَا فِيهَا بَلاَغُنَا (اَوْ قَالَ دَارُنَا) الِي الْاٰخِرَةِ وَفِيهَا اَعْمَالُنَا الَّتِيْ نُجْزِيْ بِهَا فِي الْاٰخِرَةِ قَالَ فَاَخَذَ فِي الدُّنْيَا رَجُلٌ هُوَ اَعْلَمُ بِهَا مِنِّيْ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ الِي جَنْبِكَ قَالَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

৪৭৮। আবু নাদরা (র) বলেন, আমাদের মধ্যকার জাবির বা জুয়াইবির নামক এক ব্যক্তি বলেন, উমার (রা)-এর খেলাফতকালে তার কাছে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলো। আমি রাতে মদীনায় পৌছলাম। ভোর হলে আমি উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাকপটুতা উভয়ই দান করা হয়েছে। আমি পার্থিব জীবন সম্পর্কে কথা তুললাম এবং একে একেবারেই তুচ্ছ প্রতিপন্ন করলাম। তার পাশে উপস্থিত ছিলেন সাদা পোশাক পরিহিত শুভ্রকেশী এক ব্যক্তি। আমি কথা শেষ করলে তিনি আমাকে বলেন, তোমার সব কথাই ঠিক। কিন্তু দুনিয়াই তোমার বর্তমান ঠিকানা। তুমি কি জানো, দুনিয়া কি? দুনিয়া হলো আমাদের লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্র বা আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের স্থান। এখানে আমরা যে আমল করবো তার প্রতিদান আমরা আখেরাতে লাভ করবো। আগন্তুক বলেন, দুনিয়া প্রসঙ্গে এমন এক ব্যক্তি কথা বললেন, যিনি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার পাশে উপবিষ্ট ইনি কে? তিনি বলেন, ইনি হলেন মুসলমানদের নেতা উবাই ইবনে কাব (রা)।

٤٧٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَشَرَةُ شَرٌّ.

৪৭৯। বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দাম্ভিকতা হলো সর্বনাশের মূল (আ)।

٢٢٢- بَابُ اِصْطِنَاعِ الْمَالِ

২২২-অনুচ্ছেদ ঃ উৎপাদনমুখী খাতে সম্পদ বিনিয়োগ।

٤٨٠- عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا تَنْتِجُ فَرَسَهُ فَيَنْحَرُهَا فَيَقُوْلُ اَنَا اَعِيْشُ حَتّٰي اَرْكَبَ هٰذَا فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ اَنْ اَصْلِحُوْا مَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ فَاِنَّ فِي الْاَمْرِ تَنَفُّسًا.

৪৮০। হানাশ ইবনুল হারিস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কারো ঘোটকীর বাচ্চা হলে সে তা যবেহ করে ফেলতো আর বলতো, তা বাহনের উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত কি আমি বেঁচে থাকবো! অতএব আমাদের নিকট উমার (রা)-র একখানা চিঠি আসলো ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন তার রক্ষণাবেক্ষণ করো। কেননা তোমাদের ঐ আচরণ অত্যন্ত স্বার্থপরতা প্রসূত।

٤٨١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِيْ يَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ تَقُوْمَ حَتّٰي يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا.

৪৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যদি কিয়ামত এসে যায় এবং তখন তোমাদের কারো হাতে একটি চারাগাছ থাকে, তবে কিয়ামত হওয়ার আগেই তার পক্ষে সম্ভব হলে যেন চারাটি রোপন করে (আ ১২৯৩৩ ও ১৩০১২)।

٤٨٢-عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِنْ سَمِعْتَ بِالدَّجَّالِ قَدْ خَرَجَ وَاَنْتَ عَلٰي وَدِيَّةٍ تَغْرِسُهَا فَلاَ تَعْجَلْ اَنْ تُصْلِحَهَا فَاِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذٰلِكَ عَيْشًا.

৪৮২। দাউদ ইবনে আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) আমাকে বললেন, তুমি যদি শুনতে পাও যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে, আর তুমি খেজুরের চারা রোপণে লিপ্ত আছো, তবে তার রোপনকাজ সারতে তাড়াহুড়া করো না। কেননা তারপরও লোকবসতি অব্যাহত থাকবে।

٢٢٣- بَابُ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

২২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নির্যাতীতের দোয়া।

٤٨٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰي وَلَدِهِ.

৪৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। (১) উৎপীড়িতের দোয়া, (২) মুসাফিরের দোয়া এবং (৩) সন্তানের জন্য পিতার দোয়া (ই)।

٢٢٤- بَابُ سُؤَالِ الْعَبْدِ الرِّزْقَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

২২৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার রিযিক প্রার্থনা। কেননা মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণীঃ "আপনি আমাদের রিযিক দান করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা" (৫:১১৪)।

٤٨٤- عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَي الْمِنْبَرِ نَظَرَ نَحْوَ الْيَمِيْنِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ وَنَظَرَ نَحْوَ الْعِرَاقِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَنَظَرَ نَحْوَ كُلِّ اُفُقٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ تُرَاثِ الْاَرْضِ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا وَصَاعِنَا.

৪৮৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় ইয়ামনের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনেছেন ঃ হে আল্লাহ! এদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিন। অতঃপর তিনি ইরাকের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলেন। এভাবে তিনি প্রত্যেক দিকে ফিরে অনুরূপ বলেন। তিনি আরো বলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি পৃথিবীর উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি থেকে আমাদেরকে রিযিক দান করুন এবং আমাদের মুদ্দ ও সা-এ বরকত দান করুন (আ,তি)।

٢٢٥- بَابُ الظُّلْمِ ظُلُمَاتٌ

২২৫-অনুচ্ছেদ ঃ যুলুম হলো অন্ধকার।

٤٨٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلٰي اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

৪৮৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন গভীর অন্ধকাররূপে আসবে। তোমরা কৃপণতা থেকে বিরত থাকো। কেননা এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত করতে এবং তাদের প্রতি হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে (মু,আ)।

٤٨٦-عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ اُمَّتِيْ مَسْخٌ وَقَذْفٌ وَخَسْفٌ وَيَبْدَاُ بِاَهْلِ الْمَظَالِمِ.

৪৮৬। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের শেষ যমানায় পাপকর্মের (শাস্তিস্বরূপ) চেহারা বিকৃতি, আসমানী বিপদ ও ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটবে। এই বিপদ প্রথমে যালেমের উপর পতিত হবে।

٤٨٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকাররূপে আবির্ভূত হবে (বু,মু,তি,আ)।

٤٨٨- عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتّٰي اِذَا نُقُّوْا وَهُذِبُوْا اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَاَحَدُّهُمْ بِمَنْزِلِهِ اَدَلُّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا.

৪৮৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তিগণের দোযখ থেকে মুক্তি লাভের পর বেহেশ্‌ত ও দোযখের মধ্যখানে স্থাপিত এক পুলের উপর তাদের গতিরোধ করা হবে। তারা দুনিয়াতে পরস্পরের প্রতি যে অবিচার করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। অতঃপর শেষে যখন তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! প্রত্যেকেই জান্নাতে তার স্থান তার দুনিয়ার অবস্থান স্থলের চেয়েও উত্তমরূপে চিনতে পারবে (বু,তি,আ)।

٤٨٩-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَاِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَطَعُوْا اَرْحَامَهُمْ وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

৪৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা অবশ্যই যুলুম করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে। তোমরা অবশ্যই অশ্লীলতা বর্জন করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা অশ্লীলভাষী ও অশ্লীলতার প্রসারকারীকে পছন্দ করেন না। তোমরা অবশ্যই কৃপণতা পরিহার করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে এবং হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে।

٤٩٠- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّهُ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلٰي اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

৪৯০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন গভীর অন্ধকাররূপে আসবে। তোমারা কৃপণতা পরিহার করো। কেননা এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত করতে এবং তাদের প্রতি হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে (মু,আ)।

٤٩١- عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰي قَالَ اِجْتَمَعَ مَسْرُوْقٌ وَشُتَيْرُ بْنُ شَكْلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتَقَوَّضَ اِلَيْهِمَا حَلَقُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَسْرُوْقٌ لاَ اَرٰي هٰؤُلاَءِ يَجْتَمِعُوْنَ اِلَيْنَا اِلاَّ لِيَسْتَمِعُوْا مِنَّا خَيْرًا فَاِمَّا اَنْ تُحَدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَاُصَدِّقُكَ اَنَا وَاِمَّا اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ

عَبْدَ اللّٰهِ فَتُصَدِّقُنِيْ فَقَالَ حَدِّثْ يَا اَبَا عَائِشَةَ قَالَ هَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَلْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ وَالرِّجْلاَنِ يَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَا فِي الْقُرْاٰنِ ايَةٌ اَجْمَعَ لِحَلاَلٍ وَحَرَامٍ وَاَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰي قَالَ نَعَمْ وَاَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَا فِي الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ اَسْرَعُ فَرَجًا مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَا فِي الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ اَشَدُّ تَفْوِيْضًا مِّنْ قَوْلِهِ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰي اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَاَنَا سَمِعْتُهُ .

৪৯১। আবুদ দোহা (র) বলেন, মাসরূক ও শুতাইর ইবনে শাকল (র) মসজিদে একত্র হলেন। মসজিদে উপস্থিত লোকজন তাদেরকে ঘিরে ধরলো। মাসরূক (র) বলেন, লোকজন আমাদের নিকট উপদেশ শোনার জন্যই আমাদের ঘিরে ধরেছে। হয় আপনি আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে (হাদীস) বর্ণনা করুন এবং আমি তা সমর্থন করবো অথবা আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করি এবং আপনি তা সমর্থন করুন। অপরজন বলেন, হে আবু আয়েশা ! আপনি বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেনঃ চক্ষুদ্বয় যেনা করে, হস্তদ্বয় যেনা করে, পদদ্বয় যেনা করে এবং লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে? অপরজন বলেন, হাঁ, আমিও তা শুনেছি। পুনরায় তিনি বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নিম্নোক্ত আয়াতের মতো কুরআন মজীদের আর কোন আয়াতে একই সাথে হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সন্নিবেশিত হয়নিঃ "নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-ইনসাফ, দয়া-অনুগ্রহ ও নিকটাত্মীয়ের প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন" (১৬ঃ ৯০)? তিনি বলেনঃ হাঁ, আমি তাকে একথা বলতে শুনেছি। তিনি পুনরায় বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে দ্রুত অভাব মোচনকারী ও বিপদমুক্তির অন্য কোন আয়াত নেইঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে তিনি তার জন্য মুক্তির একটি ব্যবস্থা করে দেন"(৬৫ঃ২)? তিনি বললেন, হাঁ। মাসরূক (র) বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে অধিক আবেদনময়ী বা সুবিধা দানকারী অন্য কোন আয়াত নাইঃ "হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো তোমরা আল্লাহ্র রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না" (৩৯ঃ ৫৩) ? শুতাইর (রা) বলেন, হাঁ, আমি তার নিকট একথা শুনেছি।

٤٩٢-عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰي قَالَ يَا عِبَادِيْ اِنِّيْ قَدْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰي نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلاَ تُظَالِمُوْا يَا عِبَادِيْ اِنَّكُمُ الَّذِيْنَ تَخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ وَلاَ اُبَالِيْ فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ اَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ اُطْعِمْكُمْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰي

اَتْقَي قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْكُمْ لَمْ يَزِدْ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا وَلَوْ كَانُوْا عَلٰي اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ لَمْ يَنْقُصْ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا وَلَو اجْتَمَعُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَاَلُوْنِيْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ مَا سَاَلَ لَمْ يَنْقُصْ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا اِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرُ اَنْ يُّغْمِسَ فِيْهِ الْمُخْيَطُ غَمْسَةً وَّاحِدَةً يَا عِبَادِيْ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اَجْعَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ وَّجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَّجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمُ اِلاَّ نَفْسَهُ كَانُوْا اَبُوْ اِدْرِيْسَ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جَثٰي عَلٰي رُكْبَتَيْهِ.

৪৯২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের উপর যুলুম হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের প্রতি তোমাদের যুলুম করাও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো রাত-দিন গুনাহ্ করো, আর আমি গুনাহ মাফ করি। তাতে আমার কোন পরওয়া নাই। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, অবশ্য আমি যাকে আহার করাই সে ব্যতীত। অতএব তোমরা আমার কাছে আহার চাও, আমি তোমাদের আহার্য দান করবো। তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন, তবে আমি যাকে বস্ত্র দান করি সে ব্যতীত। অতএব তোমরা আমার নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যকার প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলে অর্থাৎ তোমাদের জিন ও মানব সকলে যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তির অন্তরসম হয়ে যায়, তবে তাতে আমার রাজত্বের বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। আর যদি সকলে সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তিসম হয়ে যায়, তবে তাতেও আমার রাজত্ব বিন্দুমাত্র শ্রীহীন হবে না। তোমাদের সকলে যদি এক বিশাল প্রান্তরে সমবেত হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের প্রত্যেককে তার চাহিদামত দান করি, তবে তাতে আমার রাজত্বের এতটুকুই ঘাটতি হবে, যতটুকু হয় কেউ সমুদ্রে একটি সুঁই একবার মাত্র ডুবালে। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলসমূহই তোমাদের জন্য সঞ্চয় করে রাখি। সুতরাং তোমাদের কেউ কল্যাণ লাভ করলে সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। আর কেউ তার বিপরীত (অমঙ্গল) কিছু লাভ করলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে। আবু ইদরীস আল-খাওলানী (র) এই হাদীস যখনই বর্ণনা করতেন তখনই নিজের হাঁটুদ্বয় একত্র করে পরম বিনয় প্রকাশ করতেন (বু,মু,ই,আ,হি,হা)।

٢٢٦- بَابُ كَفَّارَةِ الْمَرِيْضِ

২২৬-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্নের রোগযাতনা (তার গুনাহ্‌র) কাফফারাস্বরূপ।

٤٩٣-عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ رَجُلاً اَتَي اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُوَ وَجِعٌ فَقَالَ كَيْفَ اَمْسَي اَجْرُ الْاَمِيْرُ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ فِيْمَا تُؤْجَرُوْنَ بِه فَقَالَ بِمَا يُصِيْبُنَا فِيْمَا نَكْرَهُ فَقَالَ اِنَّمَا تُؤْجَرُوْنَ بِمَا اَنْفَقْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاسْتُنْفِقَ لَكُمْ ثُمَّ عَدَّ اَدَاةَ

الرَّحْلِ كُلِّهَا حَتّٰي بَلَغَ عِذَارَ الْبِرْذَوْنِ وَلٰكِنْ هٰذَا الْوَصَبُ الَّذِيْ يُصِيْبُكُمْ فِيْ اَجْسَادِكُمْ يُكَفِّرُ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاكُمْ.

৪৯৩। গুদাইফ ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার নিকট আসলো। সে বললো, আপনি কেমন আছেন? আমীর পুরস্কৃত হোন! তিনি বলেন, তোমরা কি জানো, কিসের বিনিময়ে তোমরা পুরস্কার লাভ করো? সে বললো, আমাদের উপর অবাঞ্ছিত কিছু আপতিত হলে তার বিমিনয়ে। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা ব্যয় করো এবং তোমাদের জন্য যা ব্যয় করা হয় তোমরা তার বিনিময় পাবে। অতঃপর তিনি হাওদা থেকে শুরু করে ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত অনেক কিছুর উল্লেখ করলেন। অতঃপর বলেন, কিন্তু তোমাদের দেহে যেসব অসুখ-বিসুখ হয় তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করেন (আ,তা)।

٤٩٤- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَّلاَ هَمٌّ وَّلاَ حُزْنٍ وَّلاَ اَذًي وَّلاَ غَمٌّ حَتّٰي الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا الاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

৪৯৪। আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুসলিম বান্দার উপর রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাই আসুক, এমনকি যে কাঁটা তার গায়ে বিধে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন (বু, মু, তি, আ)।

٤٩٥-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَعَادَ مَرِيْضًا فِيْ كِنْدَةَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ اَبْشِرْ فَانَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللّٰهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا وَاِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ اَهْلُهُ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلاَ يَدْرِيْ لِمَ عَقَلَ وَلِمَ اَرْسَلَ.

৪৯৫। আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি কিন্দায় এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তিনি তার নিকট প্রবেশ করে বলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ মুমিন বান্দার রোগকে তার গুনাহসমূহের কাফফারা ও অনুশোচনাস্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পাপাচারীর রোগ হলো এমন উটতুল্য যাকে তার মালিক বেঁধে রাখলো, অতঃপর ছেড়ে দিলো। অথচ সে জানে না যে, তারা কেন তাকে বাঁধলো এবং কেনই বা তাকে ছেড়ে দিলো।

٤٩٦-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ جَسَدِهِ وَاَهْلِهِ وَمَالِهِ حَتّٰي يَلْقَي اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

৪৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ ঈমানদার পুরুষ ও নারীর জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের উপর বালা-মুসীবত লেগেই থাকে। অতঃপর সে মহামহিম আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করে যে, তার কোন গুনাহ্‌ই অবশিষ্ট থাকে না (তি, আ)।

٤٩٧-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ اَخَذَتْكَ اُمُّ مِلْدَمٍ قَالَ وَمَا اُمُّ مِلْدَمٍ قَالَ حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ صُدِعْتَ قَالَ وَمَا الصُّدَاعُ قَالَ رِيْحٌ تَعْتَرِضُ فِي الرَّأْسِ تَضْرِبُ الْعُرُوْقَ قَالَ لاَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَي رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ النَّارِ اِيْ فَلْيَنْظُرْ.

৪৯৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেনঃ তোমাকে কি উম্মু মিলদাম স্পর্শ করেছে? সে বললো, উম্মু মিলদাম কি? তিনি বলেন ঃ দেহের চামড়া ও গোশতের মধ্যবর্তী স্থানের উত্তাপ (জ্বর)। সে বললো, না। তিনি পুনরায় বলেনঃ তুমি কি সুদা আক্রান্ত হয়েছো? সে বললো, সুদা কি? তিনি বলেন ঃ একটি বায়ু যা মাথায় অনুভূত হয় এবং তা শিরাসমূহে আঘাত করে। সে বললো, না। অতঃপর সে ব্যক্তি উঠে চলে গেলে তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দোযখীকে দেখতে আগ্রহী সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয় (হা, হি)।

٢٢٧-بَابُ الْعِيَادَةَ جَوْفَ اللَّيْلِ

২২৭-অনুচ্ছেদ ঃ গভীর রাতে রোগীকে দেখতে যাওয়া।

٤٩٨- عَنْ خَالِدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ حُذَيْفَةُ سَمِعَ بِذٰلِكَ رَهْطُهُ وَالْاَنْصَارُ فَاَتَوْهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ اَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ اَيُّ سَاعَةٍ هٰذِهِ قُلْنَا جَوْفُ اللَّيْلِ اَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ قَالَ جِئْتُمْ بِمَا اُكَفَّنُ بِهِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ لاَ تَغَالُوْا بِالْاَكْفَانِ فَاِنَّهُ اِنْ يَّكُنْ لِيْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ بُدِّلْتُ بِهِ خَيْرًا مِّنْهُ وَاِنْ كَانَتِ الْاُخْرٰي سُلِبَتْ سَلَبًا سَرِيْعًا.

৪৯৮। খালিদ ইবনুর রবী (র) বলেন, হুযায়ফা (রা) মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলে তা তার পরিবারের লোকজন ও আনসারগণ শুনতে পেলেন। তারা গভীর রাতে বা ভোর রাতের দিকে তার নিকট আসলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, এটা কোন্ সময়? আমরা বললাম, মধ্যরাত বা ভোরের কাছাকাছি সময়। তিনি বলেন, আমি জাহান্নামের প্রভাত হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি বলেন, তোমরা কি আমার কাফনের কাপড় নিয়ে এসেছো? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, তোমরা কাফনের ব্যাপারে বেশি খরচ করো না। কেননা আল্লাহ্র কাছে যদি আমার জন্য কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি এর চেয়ে উত্তম বস্ত্রই লাভ করবো। আর যদি তা না হয় তবে এই কাফনও অচিরেই ছিনিয়ে নেয়া হবে (হাকেম, সিফাতুস সাফ্ওয়া)।

٤٩٩- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَكَي الْمُؤْمِنُ اَخْلَصَهُ اللّٰهُ كَمَا يَخْلُصُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

৪৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ তাকে (গুনাহ্ থেকে) এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করেন, যেমন হাঁপড় লোহাকে পরিচ্ছন্ন করে।

٥٠٠-عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ وَجَعٍ اَوْ مَرَضٍ اِلاَّ كَانَ كَفَّارَةُ ذُنُوْبِهِ حَتَّي الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا اَوِ النَّكْبَةَ.

৫০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন মুসলমান ব্যথা-বেদনা বা রোগ-ব্যাধির দ্বারা বিপদগ্রস্ত হলে তা তার গুনাহ্‌র কাফফারা হয়, এমনকি তার দেহে কাঁটা বিধলে বা লাগলে বা সে হোঁচট খেলে তাও (বু,মু,না)।

٥٠١- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَاهَا قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوٰي شَدِيْدَةً فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَتْرُكُ مَالاً وَاِنِّيْ لَمْ اَتْرُكْ اِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً اَفَاُوْصِيْ بِثُلُثَيْ مَالِيْ وَاَتْرُكُ الثُّلُثَ قَالَ لاَ قَالَ اُوْصِي النِّصْفَ وَاَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ قَالَ لاَ قَالَ فَاُوْصِيْ بِالثُّلُثِ وَاَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِيْ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِيْ وَ بَطْنِيْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَاَتْمِ لَهُ هِجْرَتَهُ فَمَا زِلْتُ اَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلٰي كَبِدِيْ فِيْمَا يُخَالُ اِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةَ.

৫০১। সাদ (রা)-এর কন্যা আয়েশা (রা) বলেন, তার পিতা বলেছেন, আমি মক্কায় রোগগ্রস্ত হলাম। নবী (স) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অনেক সম্পত্তি এবং একটি মাত্র কন্যা সন্তান রেখে যাচ্ছি। আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে এক-তৃতীয়াংশ রেখে যেতে পারি? তিনি বলেন ঃ না। তিনি (পিতা) বলেন, তাহলে আমি কি অর্ধেক সম্পত্তি ওসিয়াত করে বাকী অর্ধেক তার জন্য রেখে যেতে পারি? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, তবে কি আমি এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে দুই-তৃতীয়াংশ তার জন্য রেখে যেতে পারি? তিনি বলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ। তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। অতঃপর তিনি তাঁর হাত আমার কপালে রাখলেন, অতঃপর আমার মুখমণ্ডলে ও পেটে হাত বুলালেন। অতঃপর বলেন ঃ "হে আল্লাহ! সাদকে রোগমুক্ত করো এবং তার হিজরতকে পূর্ণ করো"। সাদ (রা) বলেন, তিনি আমার এখান থেকে বিদায়ের পর হতে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাঁর হাতের শীতলতা আমার হৃদপিণ্ডে অনুভব করছি (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

٢٢٨-بَابُ يُكْتَبُ لِلْمَرِيْضِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ

২২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় যেসব নেক আমল করতো, তার রুগ্ন অবস্থায়ও (তার আমলনামায়) তা লেখা হয়।

٥٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَمْرَضُ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ.

৫০২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে সেই অবস্থায় সে তার সুস্থাবস্থায় যেরূপ আমল করতো সেরূপ সওয়াব তার জন্য লেখা হয় (আ, বা, হা)।

٥٠٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُّسْلِمٍ ابْتَلاَهُ اللّٰهُ فِيْ جَسَدِهِ الاَّ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِيْ صِحَّتِهِ مَا كَانَ مَرِيْضًا فَانْ عَافَاهُ أُرَاهُ قَالَ غَسَلَهُ وَانْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ.

৫০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে কোন মুসলমানকে আল্লাহ যখন দৈহিকভাবে পরীক্ষায় ফেলেন, তার সুস্থাবস্থায় সে যেরূপ আমল করতো ঠিক তদ্রূপ সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে, যতক্ষণ সে রোগাক্রান্ত থাকে। অতঃপর যদি তিনি তাকে রোগমুক্ত করেন তবে তাকে (গুনাহ থেকে) ধৌত করে দেন, আর যদি তাকে মৃত্যু দান করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দেন (আ, মুশকিলুল আছার)।

٥٠٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ الْحُمّٰي اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ ابْعَثْنِيْ اِلٰي اٰثَرِ اَهْلِكَ عِنْدَكَ فَبَعَثَهَا اِلَي الْاَنْصَارِ فَبَقِيَتْ عَلَيْهِمْ سِتَّةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَتَاهُمْ فِيْ دِيَارِهِمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ دَارًا دَارًا وَبَيْتًا بَيْتًا يَدْعُوْ لَهُمْ بِالْعَافِيَةِ فَلَمَّا رَجَعَ تَبِعَتْهُ امْرَاَةٌ مِّنْهُمْ فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّيْ لَمِنَ الْاَنْصَارِ وَاِنَّ اَبِيْ لَمِنَ الْاَنْصَارِ فَادْعُ اللّٰهَ لِيْ كَمَا دَعَوْتَ لِلْاَنْصَارِ قَالَ مَا شِئْتِ اِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَكِ وَاِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ قَالَتْ بَلْ اَصْبِرُ وَلاَ اَجْعَلُ الْجَنَّةَ خَطَرًا.

৫০৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা জ্বর নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আমাকে আপনার একান্ত প্রিয়জনদের কাছে প্রেরণ করুন। তিনি তাকে আনসারদের বসতিতে পাঠান। তা তাদেরকে ছয় দিন ছয় রাত আক্রান্ত রাখে এবং মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে। নবী (স) তাদের বসতিতে এলে তারা তার নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তাই নবী (স) তাদের বাড়ি বাড়ি ও ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের রোগমুক্তির জন্য দোয়া করলেন। তিনি ফিরে এলে এক আনসার মহিলা তাঁর অনুসরণ করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! অবশ্যই আমি একজন আনসার মহিলা এবং আমার পিতাও একজন আনসার। অতএব আপনি আনসারদের জন্য যেরূপ দোয়া করে এসেছেন, আমার জন্যও অনুরূপ দোয়া করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি চাও? তুমি চাইলে আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতে পারি। আর যদি তুমি চাও তবে ধৈর্য ধারণ করতে পারো, তোমার জন্য হবে জান্নাত। সে বললো, বরং আমি ধৈর্য ধারণ করবো, তবুও জান্নাত প্রাপ্তিকে বিঘ্নিত করবো না।

٥٠٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيْبُنِيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْحُمّٰي لِاَنَّهَا تَدْخُلُ فِيْ كُلِّ عَضْوٍ مِّنِّيْ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيْ كُلَّ عَضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْاَجْرِ.

৫০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার কাছে জ্বরের চেয়ে প্রিয়তর কোন রোগ নাই। তা আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ্ এর বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গকে তার প্রাপ্য সওয়াব দান করেন (ইবনে আবু শায়বা)।

٥٠٦-عَنْ اَبِيْ نُحَيْلَةَ قِيْلَ لَهُ اُدْعُ اللّٰهَ قَالَ اَللّٰهُمَّ انْقُصْ مِنَ الْمَرَضِ وَلاَ تَنْقُصْ مِنَ الْاَجْرِ فَقِيْلَ لَهُ اُدْعُ اُدْعُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاجْعَلْ اُمِّيْ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ.

৫০৬। আবু নুহায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তাকে বলা হলো, আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! রোগ কমিয়ে দিন, কিন্তু সওয়াব কমাবেন না। তাকে বলা হলো, আরো দোয়া করুন, আরো দোয়া করুন। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে আপনার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমার মাকে আয়তলোচনা হূরদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

٥٠٧- حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيْكَ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰي قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ اُصْرَعُ وَاِنِّيْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِيْ قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَكِ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّيْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِيْ اَنْ لاَ اَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا.

৫০৭। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী নারী দেখাবো না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, ঐ কৃষ্ণকায় মহিলা। সে নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত এবং (অচৈতন্য অবস্থায়) আমি বিবস্ত্র হয়ে যাই। আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং তোমার জন্য হবে জান্নাত। আর যদি চাও তবে আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে পারি। সে বললো, আমি ধৈর্য ধারণ করবো। সে পুনরায় বললো, আমি বিবস্ত্র হয়ে যাই। আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, যেন আমি বিবস্ত্র না হই। তিনি তার জন্য দোয়া করলেন (বু, মু,না)।

٥٠٨- عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ رَاٰي اُمَّ زُفَرٍ تِلْكَ الْمَرْاَةَ طَوِيْلَةً سَوْدَاءَ عَلٰي سُلَّمِ الْكَعْبَةِ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ الْقَاسِمَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ مَا اَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ.

৫০৮। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সেই কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহী উম্মু যুফারকে কাবা ঘরের সিঁড়ির উপর দেখেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ মুলায়কা আমাকে অবহিত করেছেন যে, কাসেম (র) তাকে অবহিত করেছেন। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, নবী (স) বলতেনঃ মুমিন ব্যক্তির দেহে কাঁটা বিদ্ধ হলে বা ততোধিক বিপদ এলে তাতে তার গুনাহ্‌র কাফফারা হয়ে যায় (বু, মু, মুশকিলুল আছার)।

٥٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فِي الدُّنْيَا يَحْتَسِبُهَا الاَّ قُضِيَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমানের গায়ে এই দুনিয়ায় কাঁটা বিদ্ধ হয় এবং সে তাতে সওয়াবের আশা রাখে, তার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে (আ, মুশকিলুল আছার)।

٥١٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ وَّلاَ مُسْلِمٍ وَّلاَ مُسْلِمَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا الاَّ قَضَي اللّٰهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ.

৫১০। জাবের (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুমিন পুরুষ বা নারী এবং কোন মুসলিম পুরুষ বা নারী রোগগ্রস্ত হলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন (আ, মুশকিলুল আছার)।

٢٢٩- بَابُ هَلْ يَكُوْنُ قَوْلُ الْمَرِيْضِ انِّيْ وَجِعٌ شِكَايَةً

২২৯-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর 'আমি অসুস্থ' বলা কি অভিযোগ?

٥١١- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلٰي اَسْمَاءَ قَبْلَ قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بِعَشْرِ لَيَالٍ وَاَسْمَاءُ وَجِعَةٌ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّٰهِ كَيْفَ تَجِدِيْنَك قَالَتْ وَجِعَةٌ قَالَ انِّيْ فِي الْمَوْتِ قَالَتْ لَعَلَّكَ تَشْتَهِيْ مَوْتِيْ فَلِذٰلِكَ تَتَمَنَّاهُ فَلاَ تَفْعَلْ فَوَاللّٰهِ مَا اَشْتَهِيْ اَنْ اَمُوْتَ حَتّٰي يَاْتِيَ عَلٰي اَحَدِ طَرَفَيْكَ اَوْ تُقْتَلَ فَاَحْتَسِبُكَ وَاِمَّا اَنْ تَظْفَرَ فَتَقَرُّ عَيْنِيْ فَاِيَّاكَ اَنْ تُعْرِضَ عَلَيْكَ خُطَّةٌ فَلاَ تُوَافِقُكَ فَتَقَبَّلْهَا كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا عَنَي ابْنُ الزُّبَيْرِ لِيَقْتُلَ فَيُحْزِنُهَا ذٰلِكَ .

৫১১। হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) তার শাহাদাতের দশ দিন পূর্বে (তার মা) আসমা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আসমা (রা) তখন রোগাক্রান্ত। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, আপনি কেমন বোধ করছেন? তিনি বলেন, অসুস্থ বোধ করছি। তিনি বলেন, আমি তো মৃত্যুর মুখে আছি। আসমা (রা) বলেন, হয়তো তুমি আমার মৃত্যু আশা করছো। তাই তুমি তোমার মৃত্যু কামনা করছো। তুমি তা করো

না। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার একটা কুল-কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমি মরতে চাই না। হয় তুমি শহীদ হবে এবং আমি তোমার জন্য সওয়াবের আশা করবো অথবা তুমি বিজয়ী হবে এবং তাতে আমার চোখ জুড়াবে। খবরদার! মৃত্যুভয়ে তুমি কোন অবাঞ্ছিত প্রস্তাবে সম্মত হয়ো না। ইবনুয যুবাইর (রা)-র আশংকা ছিল, তিনি শহীদ হলে তাতে তার মা শোকাকুল হয়ে পড়বেন।

٥١٢- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مَوْعُوْكٌ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَ حَرَارَتَهَا فَوْقَ الْقَطِيْفَةِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ مَا اَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّا كَذٰلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلاَءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْاَجْرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ وَقَدْ كَانَ اَحَدُهُمْ يُبْتَلٰي بِالْفَقْرِ حَتّٰي مَا يَجِدُ اِلاَّ الْعَبَاءَةَ يَجُوْبُهَا فَيَلْبَسُهَا وَيُبْتَلٰي بِالْقُمَّلِ حَتّٰي يَقْتُلَهُ وَلَاَحَدُهُمْ كَانَ اَشَدُّ فَرَحًا بِالْبَلاَءِ مِنْ اَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ.

৫১২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর শরীরে একটি চাদর জড়ানো ছিল। আবু সাঈদ (রা) তার দেহে হাত রাখলেন এবং চাদরের উপড় দিয়েই উত্তাপ অনুভব করলেন। আবু সাঈদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার শরীরে কি ভীষণ জ্বর। তিনি বলেনঃ আমাদের এরূপ হয়ে থাকে। আমাদের উপর কঠিন বিপদ আসে এবং আমাদের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হয়। আবু সাঈদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মানুষের উপর অধিক কঠিন বিপদ আসে? তিনি বলেনঃ নবী-রাসূলগণের উপর, অতঃপর সৎকর্মশীলদের উপর। তাদের কেউ দারিদ্র্যের পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, এমনকি একটি জুব্বা ছাড়া পরার মত কিছুই তাঁর ছিলো না। কেউ উকুনের বিপদে পতিত হয়েছেন। শেষে তা তাঁকে হত্যা করে। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার কেউ পুরস্কার লাভে যতো খুশি হয়, তাদের কেউ বিপদে পতিত হলে ততোধিক খুশি হতেন (ইবনে মাজা, মুশকিলুল আছার)।

٢٣٠- بَابُ عِيَادَةِ الْمُغْمِيِّ عَلَيْهِ

২৩০- অনুচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখতে যাওয়া।

٥١٣-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ مَرَضًا فَاَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِيْ اُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّاَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ فَاَفَقْتُ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ اَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَلَمْ يُجِبْنِيْ بِشَيْئٍ حَتّٰي نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ.

৫১৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হলে নবী (স) আবু বাক্‌র (রা)-কে সাথে নিয়ে পদব্রজে আমাকে দেখতে এলেন। তারা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। নবী

(স) উযু করলেন এবং তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। দেখি নবী (স) উপস্থিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পত্তির কি করবো, আমার মাল সম্পর্কে কিরূপ সিদ্ধান্ত নিবো? ওয়ারিসী স্বত্ব সংক্রান্ত আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার কথার কোন জবাব দেননি (বু, মু, না)।

٢٣١- بَابَ عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

২৩১– অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া।

٥١٤- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ صَبِيًّا لاِبْنَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثَقُلَ فَبَعَثَتْ أُمُّهُ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ وَلَدِيْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ اذْهَبْ فَقُلْ لَهَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطَي وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ اِلَي اَجَلٍ مُّسَمًّي فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَرَجَعَ الرَّسُوْلُ فَاَخْبَرَهَا فَبَعَثَتْ اِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّبِيَّ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَنْدُوَتَيْهِ وَلِصَدْرِهِ قَعْقَعَةٌ كَقَعْقَعَةِ الشَّنَّةِ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ اَتَبْكِيْ وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّمَا اَبْكِيْ رَحْمَةً لَهَا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الاَّ الرُّحَمَاءَ.

৫১৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক মেয়ের শিশু পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলো। তার মা নবী (স)-কে বলে পাঠান, আমার সন্তান মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। তিনি বার্তাবাহককে বলেনঃ “তাকে গিয়ে বলো, যা আল্লাহ নিয়ে যান এবং যা তিনি দান করেন সবই তাঁর এবং প্রত্যেক বস্তুর জন্যই তাঁর নিকট মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে”। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং তার জন্য সওয়াবের আশা করে। বার্তাবাহক ফিরে গিয়ে তাকে তা জানালে তিনি পুনরায় তাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে আসার জন্য বলে পাঠান। নবী (স) কয়েকজন সঙ্গীসহ রওনা হলেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবী (স) মুমূর্ষু শিশুকে তাঁর দুই বাহুর উপর রাখলেন। ছেলেটির বুকে পুরান কলসীর অনুরূপ শব্দ হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হলো। সাদ (রা) বলেন, আপনিও কাঁদছেন, অথচ আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেনঃ আমি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কাঁদছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়ার্দ্র হৃদয় বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন (বু, মু, দা, না, ই)।

٢٣٢- بَابٌ

২৩২– অনুচ্ছেদ ঃ (উম্মু দারদা (রা) রুগ্নার স্বামীকে আহার করাতেন)।

٥١٥- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِيْ عَبْلَةَ قَالَ مَرِضَتْ امْرَاَتِيْ فَكُنْتُ اَجِيْئُ اِلَي أُمِّ الدَّرْدَاءِ فَتَقُوْلُ لِيْ كَيْفَ اَهْلُكَ فَاَقُوْلُ لَهَا مَرْضَي فَتَدْعُوْ لِيْ بِطَعَامٍ فَاٰكُلُ ثُمَّ عُدْتُ فَفَعَلَتْ

ذٰلكَ فَجِئْتُهَا مَرَّةً فَقَالَتْ كَيْفَ قُلْتُ قَدْ تَمَاثَلُوا فَقَالَتْ اِنَّمَا كُنْتُ اَدْعُوْ لَكَ بِطَعَامٍ اِنْ كُنْتَ تُخْبِرُنَا عَنْ اَهْلِكَ اَنَّهُمْ مَرْضٰي فَاَمَّا اَنْ تَمَاثَلُوا فَلاَ نَدْعُوْ لَكَ بِشَيْئٍ .

৫১৫। ইবরাহীম ইবনে আবু ইবলা (র) বলেন, আমার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে আমি উম্মু দারদা (রা)-এর নিকট যাতায়াত করতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার স্ত্রী কেমন আছে? আমি তাকে বলতাম, অসুস্থ। তিনি আমার জন্য খাবার নিয়ে ডাকতেন। আমি আহার করে ফিরে আসতাম। একবার আমি তার বাড়িতে গেলে তিনি বলেন, (রুগ্নার) অবস্থা কি? আমি বললাম, অনেকটা সুস্থ। তিনি বলেন, তুমি যদি বলতে তোমার স্ত্রী অসুস্থ, তাহলে আমি তোমার জন্য খাবার আনাতাম। এখন যেহেতু সে সুস্থ, তাই তোমার জন্য আর কিছু আনাচ্ছি না।

٢٣٣-بَابُ عِيَادَةِ الْاَعْرَابِ

২৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে যাওয়া।

٥١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰي اَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لاَ بَاْسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ الْاَعْرَابِيُّ بَلْ هِيَ حُمّٰي تَفُوْرُ عَلٰي شَيْخٍ كَبِيْرٍ كَمَا تَزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ قَالَ فَنِعْمَ اِذاً.

৫১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে গেলেন। তিনি বলেনঃ কিছু হবে না। আল্লাহ্‌র মর্যি সেরে যাবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বেদুইন বললো, তা তো টগবগে জ্বর। তা এই থুড়থুড়ে বুড়োকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। তিনি বলেনঃ তা তো আরো উত্তম (বু)।

٢٣٤- بَابُ عِيَادَةِ الْمَرْضٰي

২৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্নদের দেখতে যাওয়া।

٥١٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ صَائِمًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ مَنْ اَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ مَرْوَانُ بَلَغَنِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا اجْتَمَعَ هٰذِهِ الْخِصَالُ فِيْ رَجُلٍ فِيْ يَوْمٍ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ রোযা রেখেছে? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ রোগী দেখতে গেছে? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযায় অংশগ্রহণ করেছে? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে আহার করিয়েছে? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি। মারওয়ান বলেন, আমি জানতে

পেরেছি যে, নবী (স) বলেনঃ এক দিনে যার মধ্যে এতগুলো সৎ কাজের সমাবেশ ঘটে, তাকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (মু, না)।

٥١٨-عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ وَهِيَ تَزَفْزَفُ فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتِ الْحُمَّى اَخْزَاهَا اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْ لاَ تُسَبِّيْهَا فَانَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا الْمُؤْمِنِ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

৫১৮। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) উম্মু সাইবের বাড়িতে গেলেন। তিনি জ্বরের প্রকোপে কাঁপছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, জ্বর। আল্লাহ জ্বরের সর্বনাশ করুন। নবী (স) বলেনঃ থামো, জ্বরকে গালি দিও না। কেননা তা মুমিন বান্দার গুনাহ্সমূহ দূরীভূত করে, যেমন হাঁপড় লোহার মরিচা দূর করে (মু, হি, আন)।

٥١٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَكَيْفَ اسْتَطْعَمْتَنِيْ وَلَمْ اُطْعِمْكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِيْ فُلاَنًا اسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ كُنْتَ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اِبْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ فَقَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ اَسْقِيْكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اِنَّ عَبْدِيْ فُلاَنًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِيْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَوْ كُنْتَ عُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَوْ وَجَدْتَّنِيْ عِنْدَهُ.

৫১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ (হাশরের মাঠে) বলবেন, আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! তুমি কিভাবে আমার নিকট খাদ্য চেয়েছিলে, আর আমি তোমাকে আহার করাইনি! অথচ তুমিই তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে আহার করাওনি। তুমি কি জানতে না, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তবে তা আমার নিকট পেতে? আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! কেমন করে আমি তোমাকে পানি পান করাতাম, অথচ তুমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তবে তা আমার নিকট পেতে? আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে তোমার সেবা করতে পারি, তুমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! তিনি বলবেন, তুমি কি

জানতে না, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল? তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তা আমার নিকট পেতে অথবা তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে (মু, আন)।

٥٢٠- عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ .

৫২০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা রুগ্নকে দেখতে যাও এবং জানাযার অনুসরণ করো। তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দিবে (আ, হি)।

٥٢١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلٰي كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَشُهُوْدُ الْجَنَازَةِ وَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ اِذَا حَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

৫২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তিনটি বিষয়, তার প্রতিটিই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয়। রুগ্নকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তার জবাব দেয়া (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা) (হি)।

٢٣٥ - بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيْضِ بِالشِّفَاءِ

২৩৫- অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করবে।

٥٢٣ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَلاَثَةٌ مِنْ بَنِيْ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰي سَعْدٍ يَعُوْدُهُ بِمَكَّةَ فَبَكٰي فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ خَشِيْتُ اَنْ اَمُوْتَ بِالْاَرْضِ الَّتِيْ هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلاَثًا فَقَالَ لِيْ مَالٌ كَثِيْرٌ يَرِثُنِيْ اِبْنَتِيْ اَفَاُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّه قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَالنِّصْفُ قَالَ لاَ قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَّالِكَ صَدَقَةٌ وَنَفَقَتَكَ عَلٰي عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَمَا تَاْكُلُ امْرَاَتُكَ مِنْ طَعَامِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِنَّكَ اَنْ تَدَعَ اَهْلَكَ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ بِعَيْشٍ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِه.

৫২২। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, সাদ (রা)-এর গোত্রের তিনজন নিজ নিজ পিতার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় রোগাক্রান্ত সাদ (রা)-কে দেখতে গেলেন। সাদ (রা) কেঁদে দিলেন। তিনি বলেন, তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, আমার আশংকা যে, আমি যে স্থান থেকে হিজরত করেছি, সাদ ইবনে খাওলার মত সেই স্থানেই বুঝি মারা যাবো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ হে আল্লাহ! সাদকে আরোগ্য দান করুন। তিনি তিনবার দোয়া করলেন। সাদ (রা) বলেন, আমার প্রচুর সম্পদ আছে এবং আমার একমাত্র কন্যা আমার ওয়ারিস। আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বলেনঃ না। সাদ (রা) বলেন, তবে দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেনঃ না। সাদ (রা) বলেন, তবে অর্ধেক? তিনি বলেনঃ

না। সাদ (রা) বলেন, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেনঃ এক-তৃতীয়াংশ, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। নিশ্চয় তোমার মালের যাকাতও দানরূপে গণ্য। তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি যা খরচ করো তাও দানরূপে গণ্য। তোমার স্ত্রী তোমার খাদ্য থেকে যা আহার করে তাও তোমার জন্য দানরূপে গণ্য। তোমার পরিবার-পরিজনকে তোমার সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া, তাদেরকে দ্বারে দ্বারে হাত পেতে বেড়ানোর মত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, (একথা বলে) তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন (মু)।

٢٣٦- بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

২৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলাত।

٥٢٣- عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ قَالَ مَنْ عَادَ أَخَاهُ كَانَ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قُلْتُ لأَبِيْ قِلاَبَةَ مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا قُلْتُ لأَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ أَبُوْ أَسْمَاءَ قَالَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫২৩। আবু আসমা (র) বলেন, যে ব্যক্তি তার রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায়, সে বেহেশতের খুরফার মধ্যে থাকে। আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বেহেশতের খুরফা কি? তিনি বলেন, বেহেশতের কুড়ানো ফল। আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু আসমা এই হাদীস কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, সাওবান (রা)-রাসূলুল্লাহ (স) সূত্রে (মু, তি, আ, হি)।

٢٣٧- بَابُ الْحَدِيْثِ لِلْمَرِيْضِ وَالْعَائِدِ

২৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর কথাবার্তা।

٥٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْمُنْكَدِرِ فِيْ نَاسٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عَادُوْا عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالُوْا يَا أَبَا حَفْصٍ حَدِّثْنَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ حَتّٰى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا.

৫২৪। আবদুল হামীদ ইবনে জাফর (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে অবহিত করেন যে, আবু বাক্র ইবনে হাযম ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) মসজিদের কতক লোকসহ অসুস্থ উমার ইবনে হাকাম ইবনে রাফে আনসারীকে দেখতে গেলেন। তারা বলেন, হে আবু হাফস! আমাদেরকে হাদীস শুনান। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায়, সে রহমাতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রহমাতের মধ্যেই অবস্থান করে (মা, আ, হা, হি, বায)।

٢٣٨- بَابُ مَنْ صَلّٰى عِنْدَ الْمَرِيْضِ

২৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রোগীর কাছে নামায পড়ে।

٥٢٥- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَادَنِيْ عُمَرُ بْنُ صَفْوَانَ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلّٰى بِهِمُ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اِنَّا سَفْرٌ.

৫২৫। আতা (র) বলেন, উমার ইবনে সাফওয়ান (র) আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখতে এলেন। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে ইবনে উমার (রা) তাদেরকে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং বলেন, আমরা সফরে আছি।

٢٣٩ - بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

২৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক (পৌত্তলিক) রোগীকে দেখতে যাওয়া।

٥٢٦- عَنْ نَسٍ اَنَّ غُلاَمًا مِّنَ الْيَهُوْدِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِهِ فَقَالَ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَ رَاْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

৫২৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী বালক নবী (স)-এর খেদমত করতো। সে অসুস্থ হলে নবী (স) তাকে দেখতে যান। তিনি তার শিয়রে বসে বলেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে তার শিয়রে বসা তার পিতার দিকে তাকালো। সে তাকে বললো, আবুল কাসিমের অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ (স) এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেনঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন" (বু, দা, না)।

٢٤٠- بَابُ مَا يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ

২৪০-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে দেখতে গিয়ে কি বলবে?

٥٢٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَعَكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ يَا اَبَتَاهُ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْـرِئٍ مُصَبَّحٍ فِـيْ اَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ اَدْنٰي مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

وَكَانَ بِلاَلٌ اِذَا اَقْلَعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ فَيَقُوْلُ :

اَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِـيْ اِذْخِـرٌ وَجَلِيْلُ

وَهَـلْ اَرِدَنْ يَـوْمًا مِيَاهَ مَـجَنَّـةٍ * وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدُّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

৫২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) (হিজরত করে) মদীনায় আসলে আবু বাক্র ও বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আবু বাক্র (রা) যখনই জ্বরে আক্রান্ত হতেন তখনই একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করে বলতেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী"। আর বিলালের যখন জ্বর ছেড়ে যেতো তখন উচ্চ স্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন, "আহ! কতই না ভালো হতো যদি আমি কবিতা বলতে পারতাম। আহ! যদি আমি মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম যেখানে আমার চারিদিকে ইযখির ও জালিল ঘাস থাকতো। আহ্! একদিন যদি মুজেন্নার প্রান্তরে ঝর্ণার পানি পান করতে পারতাম এবং শামা ও তাফিল পাহাড়ের পাদদেশে যেতে পারতাম"। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে একথা জানালে রাসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের যেমন মহব্বত, মদীনার প্রতিও তেমন অথবা তার চাইতেও বেশী মহব্বত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান করো"।

٥٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰي اَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ عَلٰي مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ لاَ بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ ذَاكَ طَهُوْرٌ كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمّي تَفُوْرُ اَوْ تَثُوْرُ عَلٰي شَيْخٍ كَبِيْرٍ تَزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنِعْمَ اِذاً.

৫২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে গেলেন। রাবী বলেন, নবী (স) কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন ঃ ক্ষতি হবে না, ইনশাআল্লাহ পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। সে বললো, তা কি পবিত্র? কখনো নয়, বরং তা তো এক প্রবীণ বৃদ্ধের উপর আপতিত টগবগে জ্বর। তা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বলেনঃ তা তো আরো উত্তম (বু)।

٥٢٩- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا دَخَلَ عَلٰي مَرِيْضٍ يَسْاَلُهُ كَيْفَ هُوَ فَاِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ خَارَ اللّٰهُ لَكَ وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهِ.

৫২৯। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) রুগ্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করতেন যে, সে কেমন আছে? আর তিনি তার নিকট থেকে বিদায়কালে বলতেন, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। তিনি এর অধিক কিছু বলতেন না।

٢٤١- بَابُ مَا يُجِيْبُ الْمَرِيْضُ

২৪১-অনুচ্ছেদ ঃ রোগী কি উত্তর দিবে?

٥٣٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَي ابْنِ عُمَرَ وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ قَالَ صَالِحٌ قَالَ مَنْ اَصَابَكَ قَالَ اَصَابَنِي مَنْ اَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِيْ يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلَهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ.

৫৩০। ইসহাক ইবনে সাঈদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাজ্জাজ হযরত ইবনে উমার (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলো। আমি তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, তিনি কেমন আছেন? তিনি বলেন, ভালো। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, কে আপনাকে কষ্ট দিলো? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন দিনে অস্ত্রধারণ করতে আদেশ করেছিল, যেদিন অস্ত্রধারণ করা নিষিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ং হাজ্জাজ (বু)।

٢٤٢- بَابُ عِيَادَةِ الْفَاسِقِ

২৪২–অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন পাপাচারীকে দেখতে যাওয়া।

٥٣١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَ تَعُوْدُوْا شُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِضُوْا.

৫৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, মদ্যপ রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাকে দেখতে যেও না (বু)।

٢٤٣- بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرَّجُلَ الْمَرِيْضَ

২৪৩- অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের রুগ্ন পুরুষদের দেখতে যাওয়া।

٥٣٢- حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ رَاَيْتُ اُمَّ الدَّرْدَاءِ عَلَي رِحَالِهَا اَعْوَادَ لَيْسَ عَلَيْهَا غِشَاءٌ عَائِدَةً لِّرَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْاَنْصَارِ.

৫৩২। হারিস ইবনে উবায়দুল্লাহ আনসারী (র) বলেন, আমি উম্মু দারদা (রা)-কে একটি অনাবৃত উটে চড়ে মসজিদবাসী এক অসুস্থ আনসারীকে দেখতে যেতে দেখেছি (বুখারীর তারীখ)।

٢٤٤- بَابُ مَنْ كَرِهَ لِلْعَائِدِ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى الْفُضُوْلِ مِنَ الْبَيْتِ

২৪৪– অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্নকে দেখতে গিয়ে ঘরের অন্য কিছুর প্রতি তাকানো অবাঞ্ছনীয়।

٥٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ وَمَعَهُ قَوْمٌ وَفِي الْبَيْتِ اِمْرَاَةٌ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَنْظُرُ اِلَي الْمَرْاَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ اُنْفِقَاَتْ عَيْنُكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

৫৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুযাইল (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একদল লোকসহ এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। ঘরের মধ্যে ছিল এক মহিলা। দলের এক ব্যক্তি সেই নারীর দিকে তাকাতে থাকে। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, যদি তোমার চোখ ফুড়ে দেয়া হতো তবে তা তোমার জন্য উত্তম হতো।

٢٤٥- بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ

২৪৫- অনুচ্ছেদ ঃ চক্ষুরোগে আক্রান্তকে দেখতে যাওয়া।

٥٣٤-عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُوْلُ رَمِدَتْ عَيْنِيْ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زَيْدُ لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لِمَا بِهَا كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ قَالَ لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لِمَا بِهَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ كَانَ ثَوَابُكَ الْجَنَّةُ.

৫৩৪। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার চক্ষুরোগ হলে নবী (স) আমাকে দেখতে এলেন, অতঃপর বলেনঃ হে যায়েদ! এভাবে তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকলে তুমি কি করবে? তিনি বলেন, আমি সবর করবো এবং সওয়াবের আশা করবো। তিনি বলেনঃ তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকলে এবং তুমি তাতে সবর করলে ও সওয়াবের আশা করলে তুমি তার বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে (দা, আ)।

٥٣٥- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَعَادُوْهُ فَقَالَ كُنْتُ أُرِيْدُهُمَا لِأَنْظُرَ إِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّا إِذْ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ مَا بِهِمَا بِظَبْيٍ مِنْ ظِبَاءِ تَبَالَةَ.

৫৩৫। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মাদ (স)-এর এক সাহাবীর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলে একজন তাকে দেখতে গেলো। তিনি বলেন, আমি তো চেয়েছিলাম যে, এই দুই চোখ ভরে আমি নবী (স)-কে অবশ্যই দেখবো। এখন যেহেতু নবী (স)-কে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আল্লাহ্র শপথ! হরীণসমূহের মধ্যকার সৌন্দর্যময় হরিণ দেখেও আমি আর আনন্দিত হবো না।

٥٣٦- عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا ابْتَلَيْتُهُ بِحَبِيْبَتَيْهِ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ الْجَنَّةَ.

৫৩৬। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, যখন চামি আমার বান্দাকে তার প্রিয় বস্তু দুইটির পরীক্ষায় (চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতিলোপ) ফেলেছি এবং সে ধৈর্য ধারণ করেছে, বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করলাম (বু, তি, আ)।

٥٣٧- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ كَرِيْمَتَيْكَ فَصَبَرْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ وَاحْتَسَبْتَ لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

৫৩৭। আবু উমামা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! আমি যখন তোমার প্রিয় জিনিস দু'টি নিয়ে নেই (চোখের জ্যোতি হরণ করি) এবং তুমি সে বিপদে ধৈর্য ধারণ করো ও সওয়াবের আশা করো, আমি তোমাকে সওয়াবের পরিবর্তে জান্নাত না দেয়া পর্যন্ত খুশি হই না (বু, তি, ই, আ)।

٢٤٦- بَابُ اَيْنَ يَقْعُدُ الْعَائِدُ؟

২৪৬- অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর সাথে সাক্ষাতকারী কোথায় বসবে?

٥٣٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا عَادَ الْمَرِيْضَ جَلَسَ عِنْدَ رَاْسِه ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مِرَارٍ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ فَانْ كَانَ فِيْ اَجَلِه تَاْخِيْرٌ عُوْفِيَ مِنْ وَجَعِه.

৫৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তার মাথার কাছে বসতেন এবং সাতবার বলতেনঃ "আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট মহান আরশের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে রোগমুক্ত করেন"। তার মৃত্যু বিলম্বিত হলে সে রোগমুক্ত হয়ে যেতো (দা, তি, আ, হা, হি)।

٥٣٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ الْحَسَنِ الِي قَتَادَةَ نَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِه فَسَاَلَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ قَلْبَهُ وَاشْفِ سَقَمَهُ.

৫৩৯। রবী ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি হাসান (রা)-এর সাথে অসুস্থ কাতাদা (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি তার মাথার নিকট বসে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন, অতঃপর তার জন্য দোয়া করেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি তার অন্তরাত্মাকে আরোগ্য দান করো এবং তাকে রোগমুক্ত করো"।

٦٤٧- بَابُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِيْ بَيْتِه

২৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ ঘরের কাজকর্ম করে।

٥٤٠- عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ اَهْلِه فَقَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ اَهْلِه فَاذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ.

৫৪০। আস্‌ওয়াদ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর পরিবারবর্গের সাথে অবস্থানকালে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, পরিবারের কাজকর্ম করতেন এবং নামাযের ওয়াক্ত হলে বের হয়ে যেতেন (বু, তি)।

٥٤١- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْه قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْمَلُ فِيْ بَيْتِه قَالَتْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِيْ بَيْتِه.

৫৪১। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) তাঁর ঘরে অবস্থানকালে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি তার জুতা মেরামত করতেন এবং লোকজন নিজ ঘরে সাধারণত যা করে থাক, তিনিও তাই করতেন (আ)।

٥٤٢- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ مَا يَصْنَعُ اَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ يَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيَخِيْطُ .

৫৪২। হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে যা করে থাকে, তিনি জুতা মেরামত করতেন, কাঁপড়ে তালি দিতেন এবং সেলাই করতেন (আ)।

٥٤٣- عَنْ عَمْرَةَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِيْ ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ.

৫৪৩। আমরা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-কে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি তো লোকজনের মতো একজন মানুষই ছিলেন। তিনি তাঁর কাপড় পরিষ্কার করতেন এবং তাঁর বকরীর দুধ দোহন করতেন (শামাইলে তিরমিযী, বায)।

٢٤٨- بَابُ اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ

২৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ তার কোন ভাইকে মহব্বত করলে তাকে যেন তা অবগত করে।

٥٤٤- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ اَنَّهُ اَحَبَّهُ.

৫৪৪। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার অপর (মুসলমান) ভাইকে মহব্বত করলে সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে মহব্বত করে (দা, তি, না, হা, হি)।

٥٤٥-عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَقِيَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَخَذَ بِمَنْكِبِيْ مِنْ وَّرَائِيْ قَالَ اَمَا اِنِّيْ اُحِبُّكَ قَالَ اَحَبَّكَ الَّذِيْ اَحْبَبْتَنِيْ لَهُ فَقَالَ لَوْلاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ اَحَبَّهُ مَا اَخْبَرْتُكَ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ الْخُطْبَةَ قَالَ اَمَا اِنَّ عِنْدَنَا جَارِيَةً اَمَا اِنَّهَا عَوْرَاءُ.

৫৪৫। মুজাহিদ (র) বলেন, নবী (স)-এর কোন এক সাহাবী আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমার পেছন দিক থেকে আমার কাঁধ ধরে বলেন, শোন! আমি তোমাকে ভালোবাসি। রাবী বলেন, আমি বললাম, যে সত্তার (সন্তুষ্টির) জন্য আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তিনি যেন

আপনাকে ভালোবাসেন। সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যদি একথা না বলতেনঃ "কেউ কাউকে ভালোবাসলে সে যেন তাকে অবহিত করে যে, সে তাকে ভালোবাসে", তবে আমি তোমাকে তা অবহিত করতাম না। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, শোন! আমার কাছে একটি বালিকা আছে। তবে তার এক চোখ অন্ধ।

٥٤٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاتَحَابَّا الرَّجُلاَنِ الاَّ كَانَ اَفْضَلُهُمَا اَشَدُّهُمَا حُبًّا لِّصَاحِبِه.

৫৪৬। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে মহব্বত করলে, তাদের মধ্যে যে অপরজনকে অধিক মহব্বত করে সে অধিক উত্তম (হা, হি)।

٢٤٩- بَابُ اِذَا اَحَبَّ رَجُلاً فَلاَ يُمَارِه وَلاَ يَسْأَلُ عَنْهُ

২৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কাউকে মহব্বত করলে সে যেন তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হয় এবং তার নিকট কিছু না চায়।

٥٤٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اَحْبَبْتَ اَخًا فَلاَ تُمَارِه وَلاَ تُشَارِّه وَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ فَعَسٰى اَنْ تَوَافِيَ لَهُ عَدُوًّا فَيُخْبِرُكَ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ فَيُفَرِّقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

৫৪৭। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, তুমি তোমার কোন (মুসলমান) ভাইকে মহব্বত করলে তার সাথে ঝগড়া করবে না, তার ক্ষতি সাধনের চিন্তাও করবে না এবং তার কাছে কিছু চাইবেও না। এমন যেন না হয় যে, তুমি শত্রুর খপ্পরে পড়ে যাও এবং সে তোমাকে তার সম্পর্কে এমন কথা বলবে যা তার মধ্যে নেই। এভাবে সে তোমার ও তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে (জামে সগীর, হিলয়া)।

٥٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَخًا لِلّٰهِ فِي اللّٰهِ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ لِلّٰهِ فَدَخَلاَ جَمِيْعًا الْجَنَّةَ كَانَ الَّذِيْ اَحَبَّ فِي اللّٰهِ اَرْفَعُ دَرَجَةً لِحُبِّهِ عَلَي الَّذِيْ اَحَبَّهُ لَهُ .

৫৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার অপর ভাইকে আল্লাহ্র উদ্দেশে মহব্বত করে এবং বলে, আমি তোমাকে আল্লাহ্র (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশে মহব্বত করি, তারা উভয়ে জান্নাতে দাখিল হবে। যার মহব্বত অধিক প্রবল হবে সে তার ভাইকে মহব্বত করার কারণে অধিক মর্যাদাবান হবে।

٢٥٠- بَابُ الْعَقْلِ فِي الْقَلْبِ

২৫০- অনুচ্ছেদ ঃ অন্তর হলো বুদ্ধির উৎসস্থল।

٥٤٩-عَنْ عِيَاضِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ سَمِعَهُ بِصِفِّيْنَ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ وَالرَّحْمَةَ فِي الْكَبِدِ وَالرَّأْفَةَ فِي الطِّحَالِ وَالنَّفَسَ فِي الرِّئَةِ.

৫৪৯। ইয়াদ ইবনে খলীফা (র) থেকে আলী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে সিফফীন নামক স্থানে বলতে শুনেছেন, অন্তর হলো বুদ্ধির উৎসস্থল, করুণার স্থান হৃদপিণ্ড, মায়া-মমতার স্থান যকৃত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থান ফুসফুস

٢٥١- بَابُ الْكِبْرِ

২৫১- অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার-অহমিকা।

٥٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيْجَانٍ حَتّٰى قَامَ عَلٰى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ اَوْ قَالَ يُرِيْدُ اَنْ يَّضَعَ كُلَّ فَارِسٍ وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَقَالَ اَلاَ اَرٰى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لاَ يَعْقِلُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ نُوْحًا ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لاِبْنِهِ اِنِّيْ قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ اٰمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَاَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ اٰمُرُكَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِيْ كَفَّةٍ وَوُضِعَتْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فِيْ كَفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ وَلَوْ اَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً لَقَصَمَتْهُنَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فَاِنَّهَا صَلاَةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ وَاَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ فَقُلْتُ اَوْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْكِبْرُ قَالَ هُوَ اَنْ يَّكُوْنَ لِاَحَدِنَا نَعْلاَنِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ لاَ قَالَ فَهُوَ اَنْ يَّكُوْنَ لِاَحَدِنَا دَابَّةٌ يَّرْكَبُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهُوَ اَنْ يَّكُوْنَ لِاَحَدِنَا اَصْحَابٌ يَّجْلِسُوْنَ اِلَيْهِ قَالَ لاَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْكِبْرُ قَالَ سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ.

৫৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন বনভূমি থেকে সীজান (এক প্রকার মাছ) রং-এর জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি এসে নবী (স) -এর মাথার কাছে দাঁড়ালো এবং বললো, তোমাদের সাথী প্রত্যেক আরোহীকে অবদমিত করেছে বা আরোহীদেরকে অবদমিত করার সংকল্প করেছে এবং প্রত্যেক রাখালকে সমুন্নত করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) তার জুব্বার হাতা ধরে বলেনঃ আমি কি তোমাকে নির্বোধের পোশাক পরিহিত দেখছি না? অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র নবী হযরত নূহ (আ)-এর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত হলে তিনি তাঁর পুত্রকে বলেনঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং দু'টি বিষয় নিষেধ করছি। আমি তোমাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, সাত আসমান ও সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় এবং অপর পাল্লায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" তোলা হয়, তবে সেই তৌহীদের পাল্লাই ভারী হবে। সাত আসমান

ও সাত জমিন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, তবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এবং "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী" তা চুরমার করে দিবে। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর নামায এবং সকলেই এর বদৌলতে রিযিক লাভ করে থাকে। আর আমি তোমাকে বারণ করছি শেরেক এবং অহংকারে লিপ্ত হতে। আমি বললাম অথবা বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শেরেক তো আমরা বুঝলাম, তবে অহংকার কি? আমাদের মধ্যকার কারো যদি কারুকার্য খচিত চাদর থাকে, আর তা পরিধান করে? তিনি বলেনঃ না। সে আবার বললো, যদি আমাদের কারো সুন্দর ফিতাযুক্ত সুন্দর একজোড়া জুতা থাকে? তিনি বলেনঃ না। সে পুনরায় বললো, যদি আমাদের কারো আরোহণের একটি জন্তুযান থাকে? তিনি বলেনঃ না। সে বললো, যদি আমাদের কারো বন্ধু-বান্ধব থাকে এবং তারা তার সাথে ওঠা-বসাও করে (তবে তা কি অহংকার হবে)? তিনি বলেনঃ না। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে অহংকার কি? তিনি বলেনঃ সত্য থেকে বিমুখ থাকা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা (আ, না, বা, হা, হি, তহা)।

٥٥١-عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ اَوْ اخْتَالَ فِي مَشْيَتِهِ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

৫৫১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে বড়ো মনে করে অথবা তার চালচলনে অহংকার প্রকাশ করে, সে এমন অবস্থায় মহামহিম আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন (আ, হা)।

٥٥٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ اَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْاَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا.

৫৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার খাদেমকে সাথে নিয়ে আহার করে, গাধায় চড়ে বাজারে যায়, ছাগল পোষে এবং তার দুধ দোহন করে, সে অহংকারী নয়।

٥٥٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بَيَّاعُ الْاَكْسِيَةِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ رَاَيْتُ عَلِيًّا اشْتَرٰي تَمْرًا بِدِرْهَمٍ فَحَمَلَهُ فِي مَلْحَفَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ اَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اَحْمِلُ عَنْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ لاَ اَبُو الْعِيَالِ اَحَقُّ اَنْ يَحْمِلَ.

৫৫৩। কাপড় বিক্রেতা সালেহ (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি এক দিরহামের খেজুর কিনে তা তার চাদরে করে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম অথবা এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার বোঝাটি আমিই বহন করি। তিনি বলেন, না, পরিবারের পিতাই বোঝা বহনের অধিক উপযুক্ত (তারীখুল কামিল)।

٥٥٤- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعِزُّ اِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ نَازَعَنِيْ بِشَيْئٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ.

৫৫৪। আবু সাঈদ (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মহান আল্লাহ বলেন, ইজ্জত আমার পরিধেয় এবং কিবরিয়া (অহংকার) আমার চাদর। যে কেউ আমার সাথে এই দু'টি জিনিস নিয়ে বিবাদ করবে, আমি তাকে শাস্তি দিবো (মু, ই, হা)।

٥٥٥- عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ عَلَي الْمِنْبَرِ قَالَ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِيَ وَفَخُوْقًا وَاِنَّ مَصَالِي الشَّيْطَانِ وَفُخُوْقَهُ الْبَطَرُ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ وَالْفَخْرُ بِعَطَاءِ اللّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ وَاتِّبَاعُ الْهَوٰى فِيْ غَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ .

৫৫৫। হায়সাম ইবনে মালেক আত-তাই (র) বলেন, আমি নোমান ইবনে বশীর (রা)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ আছে। শয়তানের জাল ও ফাঁদ হচ্ছে আল্লাহ্র নিয়ামত সম্পর্কে অহংকার করা, আল্লাহ্র দান সম্পর্কে গর্ব করা, আল্লাহ্র বান্দাগণের উপর অহংকার করা এবং আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান, জামে সগীর, ইবনে আসাকির)।

٥٥٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَقَالَ سُفْيَانُ اَيْضًا اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ قَالَتِ النَّارُ يَلِجُنِي الْجَبَّارُوْنَ وَيَلِجُنِي الْمُتَكَبِّرُوْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَلِجُنِي الضُّعَفَاءُ وَيَلِجُنِي الْفُقَرَاءُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِيْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ ثُمَّ قَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِيْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا.

৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ বেহেশত ও দোযখ পরস্পর বিতর্ক ও বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। দোযখ বললো, পরাক্রমশালী, স্বৈরাচারী ও অহংকারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বেহেশত বললো, দুর্বল ও দরিদ্ররা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বরকতময় মহান আল্লাহ বেহেশতকে বলেন, তুমি হলে আমার রহমাত, আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে অনুগ্রহ করবো। অতঃপর তিনি দোযখকে বলেন, তুমি হলে আমার শাস্তি। আমি যাকে ইচ্ছা তোর মাধ্যমে শাস্তি দিবো। তোদের দু'জনকেই পূর্ণ করা হবে (বু, মু, তি, আ, খু, হি)।

٥٥٧- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتَحَزِّقِيْنَ وَلاَ مُتَمَاوِتِيْنَ وَكَانُوْا يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ اَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَاِذَا اُرِيْدَ اَحَدٌ مِّنْهُمْ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ دَارَتْ حَمَالِيْقَ عَيْنَيْهِ كَاَنَّهُ مَجْنُوْنٌ.

৫৫৭। আবদুর রহমান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ অশিষ্ট বা মনমরা ছিলেন না। তারা তাদের মজলিসসমূহে উত্তম কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিষয়াদি আলোচনা করতেন। কিন্তু তাদের কাউকে আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করাবার প্রয়াস চালানো হলে তার দৃষ্টি বিস্ফোরিত হয়ে যেতো। যেন তিনি এক উন্মাদ (ইবনে আবু শায়বা)।

٥٥٨-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَي النَّبِيَّ ﷺ وكَانَ جَمِيْلاً فَقَالَ حُبِّبَ اِلَىَّ الْجَمَالُ وَاُعْطِيْتُ مَا تَرٰى حَتّٰى مَا اُحِبُّ اَنْ يَّفُوْقَنِيْ اَحَدٌ امَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلٍ وَامَّا قَالَ بِشِسْعٍ اَحْمَرَ اَلْكِبْرُ ذَاكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ الْكِبْرُ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ.

৫৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক অতিশয় সুন্দর ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, সৌন্দর্য আমার অতি প্রিয়, আর আমাকে সৌন্দর্য দান করা হয়েছে যা আপনি দেখছেন। এমনকি আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে, জুতার ফিতা বা তার লাল অগ্রভাগের সৌন্দর্যের দিক দিয়েও কেউ আমাকে ডিংগিয়ে যাক। এটা কি অহংকার? তিনি বলেনঃ না, বরং অহংকার হলো সত্য থেকে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা (দা, তি)।

٥٥٩- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوْرَةِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰي سِجْنٍ مِّنْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰي بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ وَيَسْقُوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ .

৫৫৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেনঃ কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপিলিকা সদৃশ (ক্ষুদ্রদেহ) মানুষরূপে হাশরের মাঠে সমবেত করা হবে। তারা সব দিক থেকে লাঞ্ছনা পরিবেষ্টিত থাকবে। তাদেরকে দোযখের বূলাস নামক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা দোযখের আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং দোযখীদের (দেহ নির্গত) ঘাম পান করবে (তি, না, আ)।

٢٥٢- بَابُ مَنْ انْتَصَرَ مِنْ ظُلْمِه

২৫২– অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

٥٦٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا دُوْنَكِ فَانْتَصِرِيْ.

৫৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে বলেন ঃ তুমি তোমার প্রতিশোধ নাও।

٥٦١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَاْذَنَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِيْ مِرْطِهَا فَاَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ اِنَّ اَزْوَاجَكَ اَرْسَلْنَنِيْ يَسْاَلْنَكَ الْعَدْلَ فِيْ بِنْتِ اَبِيْ قُحَافَةَ قَالَ اَيْ بُنَيَّةُ اَتُحِبِّيْنَ مَا اُحِبُّ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاَحِبِّيْ هٰذِه فَقَامَتْ فَخَرَجَتْ فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقُلْنَ مَا اَغْنَيْتِ عَنَّا شَيْئًا فَارْجِعِيْ اِلَيْهِ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اُكَلِّمُهُ فِيْهَا اَبَداً فَاَرْسَلْنَ زَيْنَبَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَاْذَنَتْ فَاَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ

لَهُ ذٰلِكَ وَوَقَعَتْ فِيَّ زَيْنَبُ تَسُبُّنِيْ فَطَفِقْتُ اَنْظُرُ هَلْ يَاْذَنْ لِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ اَزَلْ حَتّٰى عَرَفْتُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاَ يَكْرَهُ اَنْ اَنْتَصِرَ فَوَقَعْتُ بِزَيْنَبَ فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ اَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنَّهَا ابْنَةُ اَبِي بَكْرٍ.

৫৬১। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স)-এর স্ত্রীগণ ফাতেমা (রা)-কে নবী (স)-এর নিকট পাঠান। তিনি (গিয়ে) অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী (স) তখন আয়েশা (রা)-এর বিছানায় ছিলেন। তিনি তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি প্রবেশ করে বলেন, আপনার স্ত্রীগণ আবু কুহাফার কন্যার ব্যাপারে তাদের প্রতি সুবিচার প্রার্থনা করার জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ হে আমার কন্যা! আমি যা ভালোবাসি তুমি কি তা ভালোবাসবে? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ তবে তুমি তাকে (আয়েশা) ভালোবাসবে। অতঃপর ফাতেমা (রা) উঠে চলে এলেন এবং বিষয়টি তাদের বললেন। তারা বলেন, তুমি আমাদের কোন উপকার করতে পারলে না। তুমি আবার তাঁর কাছে যাও। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এই প্রসঙ্গে আমি আর কখনো তাঁর সাথে কথা বলবো না। অতঃপর তারা নবী-পত্নী যয়নব (রা)-কে পাঠান। তিনি গিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি তখন সেই কথা তাঁকে বলেন। আয়েশা (রা) বলেন, যয়নব আমাকে গালি দিয়ে কথা বলতে লাগলো। আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম যে, নবী (স) আমাকে (প্রতিউত্তরের) অনুমতি দেন কিনা। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, আমি প্রত্যুত্তর করলে তিনি অপছন্দ করবেন না, তখন আমিও যয়নবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তাকে পরাস্ত করে ছাড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ সাবধান! সে তো আবু বাক্রের কন্যা (মু, না, ই)।

٢٥٣- بَابُ الْمُوَاسَةِ فِي السَّنَةِ وَالْمُجَاعَةِ

২৫৩- অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুৎপিপাসার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন।

٥٦٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ مَجَاعَةٌ مَنْ اَدْرَكَتْهُ فَلاَ يَعْدِلَنَّ بِالْاَكْبَادِ الْجَائِعَةِ.

৫৬২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, শেষ যমানায় দুর্ভিক্ষ হবে। যে ব্যক্তি সেই যুগ পাবে, সে যেন ক্ষুধার্ত প্রাণীদের প্রতি অবিচার না করে।

٥٦٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الْاَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لاَ فَقَالُوْا تَكْفُوْنَا الْمَؤُوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا.

৫৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সাহাবীগণ নবী (স)-কে বলেন, আমাদের এবং আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে খেজুর বাগান ভাগ করে দিন। তিনি বলেনঃ না। তারা বলেন, আপনারা আমাদের বাগানে মেহনত করুন, আপনাদের ভাগ দেবো। তারা (মুহাজিররা) বলেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম (বু, মু, না)।

٥٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَامَ الرَّمَادَةِ وكَانَتْ سَنَةٌ صَدِيْدَةٌ مُلِمَّةٌ بَعْدَ مَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِيْ اِمْدَادِ الْاَعْرَابِ بِالْاِبِلِ وَالْقَمْحِ وَالزَّيْتِ مِنَ الْاَرْيَافِ كُلِّهَا حَتّٰى بَلَحَتِ الْاَرْيَافُ كُلُّهَا مِمَّا جَهَدَهَا ذٰلِكَ فَقَامَ عُمَرُ يَدْعُوْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلٰي رُءُوْسِ الْجِبَالِ فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ حِيْنَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَوَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُفَرِّجْهَا مَا تَرَكْتُ اَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَهُمْ سَعَةٌ اِلاَّ اَدْخَلْتُ مَعَهُمْ اَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَلَمْ يَكُنْ اِثْنَانِ يُهْلَكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلٰي مَا يُقِيْمُ وَاحِداً.

৫৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) দুর্ভিক্ষের বছর বলেন, আর সেই বছরটি ছিল ভীষণ দুর্বিপাক ও কষ্টের। উমার (রা) পল্লী অঞ্চলের বেদুইনদের উট, খাদ্যশস্য ও তৈল প্রভৃতি সাহায্য সামগ্রী পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। এমনকি তিনি গ্রামাঞ্চলের এক খণ্ড জমিও অনাবাদী পড়ে থাকতে দেননি এবং তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো। উমার (রা) দোয়া করতে দাঁড়িয়ে বলেন, “হে আল্লাহ! আপনি তাদের রিযিক পর্বত চূড়ায় পৌঁছে দিন”। আল্লাহ তার এবং মুসলমানদের দোয়া কবুল করলেন। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হলে তিনি বলেন, আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ এই বিপর্যয় দূর না করতেন, তবে আমি কোন সচ্ছল মুসলমান পরিবারকেই তাদের সাথে সম-সংখ্যক অভাবী লোককে যোগ না করে ছাড়তাম না। যতটুকু খাদ্যে একজন জীবন ধারণ করতে পারে, তার সাহায্যে দু'জন লোক ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে।

٥٦٥- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ضَحَايَاكُمْ لاَ يُصْبِحُ اَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِيْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْئٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيْ قَالَ كُلُوْا وَادَّخِرُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانُوْا فِيْ جَهْدٍ فَاَرَدْتُ اَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا.

৫৬৫। সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানী করে, সে যেন তৃতীয় দিনের পর এমন অবস্থায় ভোরে উপনীত না হয় যে, তার ঘরে কোরবানীর গোশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। পরবর্তী বছর আসলে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গত বছর যেরূপ করেছিলাম, এ বছরও কি তদ্রূপ করবো? তিনি বলেন ঃ নিজেরা খাও, অন্যকে খেতে দাও এবং জমা রাখো। (যেহেতু) ঐ বছর মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম যে, এই অবস্থায় তোমরা তাদের সাহায্য করো (বু, মু)।

٢٥٤ - بَابُ التَّجَارِبِ

২৫৪- অনুচ্ছেদ ঃ অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন।

٥٦٦- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ لاَ حِلْمَ الاَّ تَجْرِبَةٌ يُعِيْدُهَا ثَلاَثًا.

৫৬৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তার মনে যেন কি চিন্তার উদ্রেক হলো। অতঃপর তিনি সচকিত হয়ে বলেন, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন দ্বারাই সহিষ্ণুতা অর্জিত হয়। কথাটি তিনি তিনবার বলেন (শা, হি)।

٥٦٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ لاَ حَلِيْمَ الاَّ ذُوْ عَثْرَةٍ وَلاَ حَكِيْمَ الاَّ ذُوْتَجْرِبَةٍ.

৫৬৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয় এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না (বু, তি, আ, হি)।[১]

٢٥٥- بَابُ مَنْ اَطْعَمَ اَخًا لَهُ فِي اللّٰهِ

২৫৫–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তার ভাইকে আহার করায়।

٥٦٨- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَنْ اَجْمَعَ نَفَرًا مِّنْ اِخْوَانِيْ عَلٰي صَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَخْرُجَ اِلٰي سُوْقِكُمْ فَاَعْتِقَ رَقَبَةً.

৫৬৮। আলী (রা) বলেন, আমার কতক ভাইকে একত্র করে তাদেরকে আমার এক বা দুই সা পরিমাণ আহার করানো—তোমাদের বাজারে গিয়ে আমার একটি গোলাম (খরিদ করে তা) দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

٢٥٦- بَابُ حِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ

২৫৬– অনুচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগের পারস্পরিক চুক্তি।

٥٦٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ عُمُوْمَتِيْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِيْنَ فَمَا اَحَبُّ اَنْ اَنْكُثَهُ وَاَنَّ لِيْ حُمُرَ النَّعَمِ.

৫৬৯। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি আমার চাচাদের সাথে মুতাইয়্যাবীনের চুক্তিতে (হিলফুল ফুযূল) শরীক ছিলাম। বহুমূল্য লাল উটের বিনিময়েও তা লংঘন করা আমার পছন্দনীয় নয় (আ ১৬৫৫ ও ১৬৭৬)।

---

১. হাদীসটি এখানে আবু সাঈদ (রা)-র বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত হলেও তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী। দেখুন তিরমিযী ২০৩৩ এবং মুসনাদে আহমাদ ১১০৭১ ও ১১৬৮৪ নং হাদীস (অনুবাদক)।

٢٥٧- بَابُ الْاخَاءِ

২৫৭- অনুচ্ছেদঃ ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন।

٥٧٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَخَي النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالزُّبَيْرِ.

৫৭০। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) ইবনে মাসউদ (রা) ও যুবাইর (রা)-র মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেন (আ)।

٥٧٨- بَابُ لاَ حِلْفَ فِي الْاسْلاَمِ

২৫৮– অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি।

٥٧١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِيْ دَارِيَ الَّتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ.

৫৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার মদীনার বাড়িতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বন্ধুত্ব চুক্তি স্থাপন করেন (বু, মু, দা)।

٥٧٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَي دَرَجِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ حِلْفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْاِسْلاَمُ اِلاَّ شِدَّةً وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

৫৭২। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স) কাবা ঘরের সিঁড়িতে বসলেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেনঃ জাহিলী যুগে যার চুক্তি ছিল, ইসলাম তা আরো মজবুত করেছে এবং মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নাই (তি, আ, খু)।

٢٥٩- بَابُ مَنِ اسْتَمْطَرَ فِيْ اَوَّلِ الْمَطَرِ

২৫৯– অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি প্রথম বৃষ্টিতে ভিজলো।

٥٧٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَصَابَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَطَرٌ فَحَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتّٰي اَصَابَهُ الْمَطَرُ قُلْنَا لِمَ فَعَلْتَ قَالَ لِاَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.

৫৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে থাকা অবস্থায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো। নবী (স) তাঁর দেহের উপরিভাগ থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর শরীর বৃষ্টিতে ভিজে গেলো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বলেনঃ যেহেতু মহান প্রভুর কাছ থেকে সদ্য আগত (তাই আমি তা শরীরে লাগিয়ে নিলাম বরকতের জন্য)।

٢٦٠- بَابٌ اِنَّ الْغَنَمَ بَرَكَةٌ

২৬০– অনুচ্ছেদ ঃ ছাগল-ভেড়ার মধ্যে বরকত নিহিত।

٥٧٤- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَيْثَمٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِي هُرَيْرَةَ بِاَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ فَاَتَاهُ قَوْمٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى دَوَابٍّ فَنَزَلُوْا قَالَ حُمَيْدٌ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِذْهَبْ اِلٰى اُمِّيْ وَقُلْ لَهَا اِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اَطْعِمِيْنَا شَيْئًا قَالَ فَوَضَعَتْ ثَلاَثَةَ اَقْرَاصٍ مِّنْ شَعِيْرٍ وَشَيْئًا مِّنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ فِيْ صَفْحَةٍ فَوَضَعْتُهَا عَلٰى رَاْسِيْ فَحَمَلْتُهَا اِلَيْهِمْ فَلَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ كَبَّرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ طَعَامُنَا اِلاَّ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اَحْسِنْ اِلَي غَنَمِكَ وَامْسَحِ الرُّغَامَ عَنْهَا وَاَطِبْ مَرَاحَهَا وَصَلِّ فِيْ نَاحِيَتِهَا فَاِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُوْنُ الثُّلَّةُ مِنَ الْغَنَمِ اَحَبُّ اِلٰى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.

৫৭৪। হুমাইদ ইবনে মালেক ইবনে খায়ছাম (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে তার আকীক নামক স্থানের ভূমিতে বসা ছিলাম। তখন জন্তুযানে আরোহী একদল মদীনাবাসী তার নিকট উপস্থিত হন। তারা অবতরণ করলেন। হুমাইদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বললেন, আমার মায়ের নিকট গিয়ে বলো, আপনার পুত্র আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন, আমাদের কিছু আহার করান। রাবী বলেন, তিনি তিনটি যবের পিঠা, কিছু যায়তুন তৈল ও কিছু লবণ একটি পেয়ালায় করে দিলেন। আমি তা আমার মাথায় তুলে নিয়ে তাদের নিকট ফিরে এলাম। আমি তা তাদের সামনে রেখে দিলে আবু হুরায়রা (রা) "আল্লাহু আকবার" বলেন এবং আরো বলেন, সেই সত্তার প্রশংসা যিনি আমাদের রুটি খাওয়ালেন। নতুবা এমন একদিন ছিল যখন দু'টি কালো বস্তু অর্থাৎ খেজুর ও পানি ছাড়া আমাদের আর কিছু জুটতো না। এই খাদ্যে দলের লোকজনের কিছু হলো না। তারা চলে গেলে আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বলেন, হে ভাইপো! তোমার ছাগলগুলোর খুব যত্ন করো, এগুলোর গায়ের ধুলাবালি ঝেড়ে দাও, এগুলোর খোঁয়াড় পরিষ্কার রাখো এবং এর এক কোণে নামায পড়ো। কেননা এগুলো বেহেশতের জীবজন্তু। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! অচিরেই লোকজনের উপর এমন এক সময় আসবে যখন এক পাল ছাগল তার মালিকের নিকট মারোয়ানের রাজপ্রাসাদের চেয়েও প্রিয়তর হবে।

٥٧٥- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الشَّاةُ فِي الْبَيْتِ بَرَكَةٌ وَالشَّاتَانِ بَرَكَتَانِ وَالثَّلاَثُ بَرَكَاتٌ .

৫৭৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ ঘরে একটি বকরী একটি বরকতস্বরূপ, দুইটি বকরী দুইটি বরকতস্বরূপ এবং তিনটি বকরী অনেক বরকত।

٢٦١- بَابُ الْاِبِلِ عِزٌّ لاَهْلِهَا

২৬১– অনুচ্ছেদ ঃ উট তার মালিকের জন্য মর্যাদার উৎস।

٥٧٦- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِيْ اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِيْ اَهْلِ الْغَنَمِ .

৫৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কুফরীর মূল পূর্ব দিকে (প্রাচ্যে),দম্ভ ও অহংকার উট ও ঘোড়ার পালের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দীনের প্রতি মনোযোগী হয় না। আর প্রশান্তি ছাগলের মালিকের মধ্যে (বু, মু)।

٥٧٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجِبْتُ لِلْكِلاَبِ وَالشَّاءِ اِنَّ الشَّاءَ يُذْبَحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ كَذَا وَكَذَا وَيُهْدٰى كَذَا وَكَذَا وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكَلْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَذَا وَكَذَا وَالشَّاءُ اَكْثَرُ مِنْهَا.

৫৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুকুর ও ছাগলের ব্যাপারে আমি বিস্মিত হই। ছাগল বছরে এতো এতো সংখ্যক যবেহ করা হয়, এতো এতো সংখ্যক কোরবানী করা হয়। আর কুকুর, এক একটি মাদী কুকুর এতো এতো সংখ্যক শাবক প্রসব করে। অথচ ছাগলের সংখ্যা কুকুরের চেয়ে অধিক।

٥٧٨- عَنْ اَبِيْ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ لِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا اَبَا ظَبْيَانَ كَمْ عَطَاؤُكَ قُلْتُ اَلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ قَالَ لَهُ يَا اَبَا ظَبْيَانَ اتَّخِذْ مِنَ الْحَرْثِ وَالسَّابِيَاءِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلِيَكُمْ غِلْمَةُ قُرَيْشٍ لاَ يَعُدُّ الْعَطَاءُ مَعَهُمْ مَالاً.

৫৭৮। আবু যাব্য়ান (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে বলেন, হে আবু যাব্য়ান। তোমার রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ কতো? আমি বললাম, আড়াই হাজার। তিনি তাকে বলেন, হে আবু যাবয়ান! কুরাইশ বংশের গোলামেরা তোমাদের শাসক হওয়ার পূর্বেই তুমি চাষাবাদ ও পশুপালনে মনোযোগী হও। তাদের সামনে ভাতা কোন উল্লেখযোগ্য সম্পদ নয়।

٥٧٩- عَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ يَقُولُ تَفَاخَرَ اَهْلُ الْاِبِلِ وَاَصْحَابُ الشَّاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بُعِثَ مُوْسٰى وَهُوَ رَاعِيْ غَنَمٍ وَبُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاعِيْ غَنَمٍ وَبُعِثْتُ اَنَا وَاَنَا اَرْعٰى غَنَمًا لِاَهْلِيْ بِاَجْيَادٍ .

৫৭৯। আবদা ইবনে হুযন (র) বলেন, উট পালের মালিক ও বকরীর পালের মালিকগণ পরস্পর গর্ব প্রকাশ করছিল। নবী (স) বলেনঃ মূসা (আ) মেষপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করেন। দাউদ (আ) মেষপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করেন। আমিও আজ্য়াদ নামক স্থানে আমার পরিবারের মেষপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করি (না)।

٢٦٢- بَابُ الْاَعْرَابِيَّةِ

২৬২– অনুচ্ছেদ ঃ যাযাবর জীবন।

٥٨٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَلْكَبَائِرُ سَبْعٌ اَوَّلُهُنَّ الْاِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَرَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ وَالْاَعْرَابِيَّةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

৫৮০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কবীরা গুনাহ্ সাতটি। তার প্রথমটি আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা, (৩) সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো এবং (৪) হিজরতের পর পুনরায় যাযাবর জীবন বরণ করা।

٢٦٣- بَابُ سَاكِنِ الْقُرٰى

২৬৩- অনুচ্ছেদ ঃ বিরান জনপদে বসবাসকারী।

٥٨١- عَنْ ثَوْبَانَ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُسْكِنِ الْكَفُوْرَ فَاِنَّ سَاكِنَ الْكَفُوْرِ كَسَاكِنِ الْقُبُوْرِ قَالَ اَحْمَدُ اَلْكَفُوْرُ الْقُرٰى.

৫৮১। সাওবান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন ঃ তুমি বিরানভূমিতে বসতি স্থাপন করো না। কেননা বিরানভূমির অধিবাসী যেন কবরের অধিবাসী। আহমাদ (র) বলেন, কাফূর শব্দের অর্থ গ্রামাঞ্চল।

٥٨٢- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا ثَوْبَانُ لاَ تُسْكِنِ الْكَفُوْرَ فَاِنَّ سَاكِنَ الْكَفُوْرِ كَسَاكِنِ الْقُبُوْرِ.

৫৮২। সাওবাস (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে বলেছেন ঃ হে সাওবান! বিরানভূমিতে বসবাস করো না। কেননা বিরানভূমির বাসিন্দা কবরের বাসিন্দা তুল্য।

٢٦٤- بَابُ الْبَدْوِ اِلَي التِّلاَعِ

২৬৪– অনুচ্ছেদ ঃ মরুময় ভূমিতে বা পানির উৎসে বসবাস।

٥٨٣-عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدْوِ قُلْتُ وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدُوْ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ يَبْدُوْ اِلٰى هٰؤُلاَءِ التِّلاَعِ.

৫৮৩। মিকদাম ইবনে শুরায়হ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মরু এলাকায় বসবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বললাম, নবী (স) কি মরুময় এলাকায় যেতেন! তিনি বলেনঃ তিনি (পাহাড়ের উপর থেকে নিচে প্রবাহিত) ঐসব পানির উৎসে যেতেন (দা, মু, আ)।

٥٨٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَاَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَيْدٍ اِذَا رَكِبَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَضَعَ ثَوْبَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذَيْهِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هٰذَا.

৫৮৪। আমর ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ (র)-কে দেখেছি যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় জন্তুযানে আরোহণ করলে, তার দুই কাঁধের উপর থেকে কাপড় তার দুই উরুর উপর রাখতেন। আমি বললাম, এটা কি? তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

٢٦٥-بَابُ مَنْ اَحَبَّ كِتْمَانَ السِّرِّ وَاَنْ يُّجَالِسَ كُلَّ قَوْمٍ فَيَعْرِفُ اَخْلاَقَهُمْ

২৬৫- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোপনীয়তা রক্ষা পছন্দ করে এবং যে কোন লোকের সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী অবহিত হওয়ার জন্য মেলামেশা করে।

٥٨٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ كَانَا جَالِسَيْنِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيِّ فَجَلَسَ اِلَيْهِمَا فَقَالَ عُمَرُ اِنَّا لاَ نُحِبُّ مَنْ يَّرْفَعُ حَدِيْثَنَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لَسْتُ أُجَالِسُ أُولٰئِكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ عُمَرُ بَلٰى فَجَالِسْ هٰذَا وَهٰذَا وَلاَ تَرْفَعْ حَدِيْثَنَا ثُمَّ قَالَ لِلْاَنْصَارِيِّ مَنْ تَرَى النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ يَكُوْنُ الْخَلِيْفَةُ بَعْدِيْ فَعَدَّدَ الْاَنْصَارِيُّ رِجَالاً مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَمْ يُسَمِّ عَلِيًّا فَقَالَ عُمَرُ فَمَا لَهُمْ عَنْ اَبِي الْحَسَنِ فَوَاللّٰهِ اِنَّهُ لاَحْرَاهُمْ اِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ اَنْ يُّقِيْمَهُمْ عَلٰي طَرِيْقَةٍ مِّنَ الْحَقِّ.

৫৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ও এক আনসার ব্যক্তি একত্রে বসা ছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) এসে তাদের নিকট বসলেন। উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের কথা অন্যদের কাছে পৌঁছায় আমরা তাকে পছন্দ করি না। আবদুর রহমান (র) তাকে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি তাদের সাথে ওঠাবসা করি না। উমার (রা) বলেন, হাঁ, তুমি এর সাথে ওর সাথে ওঠাবসা করো, কিন্তু আমাদের (গোপন) কথা কোথাও ফাঁস করো না। অতঃপর তিনি আনসারীকে বলেন, আচ্ছা! আমার পরে কে খলীফা হবে বলে লোকজন আলোচনা করে? আনসারী মুহাজিরদের বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন, কিন্তু তাতে আলী (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি? উমার (রা) বলেন, তারা হাসানের পিতার (আলীর) কথা বলে না কেন? আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি তাদের শাসনভার প্রাপ্ত হলে তিনিই তাদের সত্য পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্য।

٢٦٦- بَابُ التُّؤَدَةِ فِي الْأُمُوْرِ

২৬৬- অনুচ্ছেদ ঃ কাজেকর্মে তাড়াহুড়া বর্জনীয়।

٥٨٦-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ وَمَوْلًى لَهُ فَاَوْصٰي مَوْلاَهُ بِابْنِهِ فَلَمْ يَأْلُوْهُ حَتّٰى اَدْرَكَ وَزَوَّجَهُ فَقَالَ لَهُ جَهِّزْنِيْ اَطْلُبُ الْعِلْمَ فَجَهَّزَهُ فَاَتٰى عَالِمًا فَسَاَلَهُ فَقَالَ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْطَلِقَ فَقُلْ لِيْ اُعَلِّمُكَ فَقَالَ حَضَرَ مِنِّيْ الْخُرُوْجَ فَعَلِّمْنِيْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَاصْبِرْ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ قَالَ الْحَسَنُ فِيْ هٰذَا الْخَيْرُ كُلُّهُ فَجَاءَ وَلاَ يَكَادُ يَنْسَاهُنَّ اِنَّمَا هُنَّ ثَلاَثٌ فَلَمَّا جَاءَ اَهْلَهُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا نَزَلَ الدَّارَ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَائِمٍ مُتَرَاخٍ عَنِ الْمَرْاَةِ وَاِذَا امْرَاَتُهُ نَائِمَةٌ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اُرِيْدُ مَا اَنْتَظِرُ بِهٰذَا فَرَجَعَ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَاْخُذَ السَّيْفَ قَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَاصْبِرْ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ فَرَجَعَ فَلَمَّا قَامَ عَلٰي رَاْسِهِ قَالَ مَا اَنْتَظِرُ بِهٰذَا شَيْئًا فَرَجَعَ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَاْخُذَ سَيْفَهُ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ عَلٰى رَاْسِهِ اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَاٰهُ وَثَبَ اِلَيْهِ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَسَايَلَهُ قَالَ مَا اَصَبْتَ بَعْدِيْ قَالَ اَصَبْتُ وَاللّٰهِ بَعْدَكَ خَيْرًا كَثِيْرًا اَصَبْتُ وَاللّٰهِ بَعْدَكَ اَنِّيْ مَشَيْتُ اللَّيْلَةَ بَيْنَ السَّيْفِ وَبَيْنَ رَاْسِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَحَجَزَنِيْ مَا اَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ قَتْلِكَ.

৫৮৬। হাসান বসরী (র) বলেন, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে একটি পুত্র সন্তান ও একটি মুক্তদাস রেখে যায়। সে তার পুত্রের বিষয়ে তার মুক্তদাসকে ওসিয়াত করে যায়। সে তার ব্যাপারে কোন অবহেলা করেনি। ছেলেটি বালেগ হলে সে তাকে বিবাহও করায়। সে মুক্তদাসকে বললো, আমার সফরের আয়োজন করে দাও। আমি জ্ঞান অন্বেষণ করবো। সে তার সফরের আয়োজন করে দিলো। অতএব সে একজন আলেমের নিকট এসে তার কাছে জ্ঞানদানের আবেদন করলো। আলেম ব্যক্তি তাকে বলেন, তোমার ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তখন আমাকে বলবে, আমি তোমাকে জ্ঞানের কথা শিখাবো। সে আলেমকে বললো, আমার প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে। আপনি আমাকে জ্ঞানের কথা শিখিয়ে দিন। আলেম বলেন, "তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো, ধৈর্য ধরো এবং (কোন ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করো না"। হাসান (র) বলেন, এতে সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে যখন ফিরে এলো তখন তা তার স্মরণে ছিল। কেননা কথা ছিল মাত্র তিনটি। সে তার পরিবারে পৌঁছে সওয়ারী থেকে অবতরণ করলো। সে ঘরে ঢুকে দেখলো যে, একটি পুরুষলোক শিথিল অবস্থায় একটি নারীর অদূরে ঘুমিয়ে আছে। আর সেই নারী হচ্ছে তারই স্ত্রী। সে মনে মনে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! এই দৃশ্য দেখার পর আর কিসের অপেক্ষা করবো। সে তার সওয়ারীর কাছে ফিরে এলো। তরবারি নিতে গিয়ে তার স্মরণ হলো, "আল্লাহ্‌কে ভয় করো, ধৈর্য ধরো এবং তাড়াহুড়া করো না"। সে আবার ফিরে গিয়ে তার শিয়রের নিকট দাঁড়িয়ে বললো, এমন দৃশ্য দেখার পর আর মোটেও অপেক্ষা করবো না। সে তার সওয়ারীর নিকট ফিরে এলো এবং তরবারি তুলতে যেতেই উপদেশের কথা স্মরণ হলো। পুনরায় সে তার নিকট ফিরে গেলো।

সে তার শিয়রের নিকট দাঁড়াতেই নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে উঠলো এবং তাকে দেখে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো, তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো। সে বললো, আমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আপনি কেমন ছিলেন? সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি পর্যাপ্ত কল্যাণ লাভ করেছি, আল্লাহ্র শপথ! ভালোই। আজ রাতে আমি মোট তিনবার তরবারি ও তোমার মাথার মাঝে যাতায়াত করেছি এবং যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে তা আমার প্রতিবন্ধক হয়েছে।

٢٦٧- بَابُ التُّؤَدَةِ فِي الْأُمُوْرِ

২৬৭- অনুচ্ছেদ ঃ কাজেকর্মে ধীরস্থিরতা।

٥٨٧- عَنْ اَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ فِيْكَ الْخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ قُلْتُ قَدِيْمًا كَانَ اَوْ حَدِيْثًا قَالَ قَدِيْمًا قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَبَلَنِيْ عَلٰي خُلُقَيْنِ اَحَبَّهُمَا اللّٰهُ.

৫৮৭। আবদুল কায়েস গোত্রের আশাজ্জ (রা) বলেন, নবী (স) বললেনঃ তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস আছে যা আল্লাহ্র পছন্দনীয়। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি কি? তিনি বলেনঃ সহিষ্ণুতা ও লজ্জাশীলতা। আমি বললাম, এই দুইটি অভ্যাস পূর্ব থেকে আমার মধ্যে ছিল না নতুনভাবে দেখছেন? তিনি বলেনঃ পূর্ব থেকে। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমার মধ্যে জন্মগতভাবে এমন দু'টি অভ্যাস সৃষ্টি করেছেন যা আল্লাহ পছন্দ করেন (নাসাঈ, আবু ইয়ালা)।

٥٨٨- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ.

৫৮৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী (স) আবদুল কায়েস গোত্রের (প্রতিনিধি দলের নেতা) আশাজ্জ (রা)-কে বলেনঃ তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। তা হলো সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা (মু)।

٥٨٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ.

৫৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) আবদুল কায়েস গোত্রের (প্রতিনিধি দলের নেতা) আশাজ্জ (রা)-কে বললেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন, সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা (মু, তি, ই, হি, আন)।

٥٩٠- عَنْ مَزِيْدَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ جَاءَ الْاَشَجُّ يَمْشِيْ حَتّٰى اَخَذَ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَمَا اِنَّ فِيْكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ جَبْلاً جُبِلْتُ

عَلَيْهِ اَوْ خُلُقًا مَّعِيْ قَالَ لاَ بَلْ جَبْلاً جُبِلْتَ عَلَيْهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَبَلَنِيْ عَلٰى مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ .

৫৯০। মাযীদা আল-আবদী (র) বলেন, আশাজ্জ (রা) পদব্রজে এসে নবী (স)-এর হাত ধরে তাতে চুমা দিলেন। নবী (স) তাকে বলেনঃ জেনে রাখো, তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খুবই মনঃপুত। আশাজ্জ (রা) বলেন, ঐগুলি কি আমার প্রকৃতিগত না আমার চরিত্রগত? তিনি বলেনঃ না, ঐগুলি তোমাকে প্রকৃতিগতভাবেই দান করা হয়েছে। আশাজ্জ (রা) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে প্রকৃতিগতভাবেই এমন স্বভাব দান করেছেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মনঃপুত (বুখারীর তারীখুল কাবীর)।

٢٦٨- بَابُ الْبَغْيِ

২৬৮– অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহ।

٥٩١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ اَنَّ جَبَلاً بَغٰى عَلٰى جَبَلٍ لَدَكَّ الْبَاغِيْ.

৫৯১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো, তবে বিদ্রোহী পাহাড় একাকার হয়ে যেতো (তাফসীরে রূহুল মাআনী, সূরা ইউনুস, জামে সগীর, শুয়াব)।

٥٩٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلُنِيْ الْمُتَكَبِّرُوْنَ وَالْمُتَجَبِّرُوْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ لاَ يَدْخُلُنِيْ اِلاَّ الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِيْ اَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِيْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ.

৫৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ দোযখ ও বেহেশত বিতর্কে লিপ্ত হলো। দোযখ বললো, অহংকারী ও পরাক্রমশালী স্বৈরাচারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বেহেশত বললো, দুর্বল ও নিঃস্বরাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তায়ালা দোযখকে বলেন, তুই হলি আমার আযাব। যার থেকে ইচ্ছা আমি তোর মাধ্যমে প্রতিশোধ নিবো। তিনি বেহেশতকে বলেন, তুমি আমার রহমাত, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার মাধ্যমে অনুগ্রহ করবো।

٥٩٣- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْاَلُ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصٰى اِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا فَلاَ تُسْاَلُ عَنْهُ وَاَمَةٌ اَوْ عَبْدٌ اَبَقَ مِنْ سَيِّدِه وَامْرَاَةٌ غَابَ زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يُسْاَلُ عَنْهُمْ رَجُلٌ نَازَعَ اللّٰهَ رِدَاءَهُ فَاِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَ اِزَارَهُ عِزُّهُ وَرَجُلٌ شَكَّ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ وَالْقُنُوْطُ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ.

৫৯৩। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তিন ব্যক্তিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (সরাসরি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে)। (১) যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং তার ইমামের (নেতার) অবাধ্য হলো এবং অবাধ্য অবস্থায় মারা গেলো। তাকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (২) যে ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেলো। (৩) যে নারীর স্বামী বহির্দেশে গিয়েছে, সে যদি তার অনুপস্থিতিতে তার রূপ-যৌবনের পসরা করে বেড়ায় এবং ভ্রষ্টা হয়। আরো তিন ব্যক্তিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চাদর নিয়ে টানাহেঁচড়া করে। আর তাঁর চাদর হচ্ছে অহংকার এবং তাঁর পরিধেয় হচ্ছে তাঁর ইজ্জত। (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুমের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমাত থেকে নিরাশ হয় (আ)।

٥٩٤- حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذُنُوْبٍ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ الْبَغِيُّ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ اَوْ قَطِيْعَةَ الرَّحِمِ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ.

৫৯৪। বাক্কার ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তার মর্যিমাফিক গুনাহসমূহের মধ্যে যে কোন গুনাহের শাস্তি প্রদান কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহ, পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার গুনাহর শাস্তি অপরাধীর মৃত্যুর পূর্বেই এই দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন (দা, তি)।

٥٩٥- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ يُبْصِرُ اَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِيْ عَيْنِ اَخِيْهِ وَيَنْسَي الْجِذْلَ اَوِ الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِ نَفْسِهِ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ اَلْجِذْلُ الْخَشَبَةُ الْعَالِيَةُ الْكَبِيْرَةُ.

৫৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের কেউ তো তার ভাইয়ের চোখের মধ্যকার সামান্য ধুলিকণাও দেখতে পায়, কিন্তু তার নিজের চোখে আস্ত একটা কড়িকাঠ বা গুড়ি পড়ে থাকলেও তা দেখতে পায় না।

٥٩٦-عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ فَاَمَاطَ اَذًي عَنِ الطَّرِيْقِ فَرَاَيْتُ شَيْئًا فَبَادَرْتُهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ يَا ابْنَ اَخِيْ قَالَ رَاَيْتُكَ تَصْنَعُ شَيْئًا فَصَنَعْتُهُ قَالَ اَحْسَنْتَ يَا ابْنَ اَخِيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَمَاطَ اَذًا عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ تُقُبِّلَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫৯৬। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমি মাকিল আল-মুযানী (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করলেন। অতঃপর আমিও রাস্তায় কিছু একটা দেখে তা সরালাম। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে কিসে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? আমি বললাম, আপনাকে এরূপ করতে দেখে আমিও তাই করলাম। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি খুব উত্তম কাজ করেছো। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করে, তার জন্য একটি সওয়াব লেখা হয়। আর যার একটি সওয়াবের কাজ কবুল হয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

٢٦٩- بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

২৬৯– অনুচ্ছেদ ঃ উপহারাদি গ্রহণ।

٥٩٧ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ تَهَادُوْا تَحَابُّوْا.

৫৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা পরস্পর উপহারাদি বিনিময় করো, তোমাদের পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হবে (যায়লাঈ ও সুয়ূতীর মতে আবু ইয়ালা, নাসাঈর কিতাবুল কুনা, শুআব, ইবনে আদীর কামিল)।

٥٩٨- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَقُوْلُ يَا بُنَيَّ تَبَاذَلُوْا بَيْنَكُمْ فَاِنَّهُ اَوَدُّ لِمَا بَيْنَكُمْ .

৫৯৮। সাবিত (র) বলেন, আনাস (রা) বলতেন, হে বৎসগণ! তোমরা পরস্পরের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করো, তা তোমাদের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির উপায় হবে।

٢٧٠- بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لَمَّا دَخَلَ الْبُغْضُ فِي النَّاسِ

২৭০– অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি উপহারাদি বর্জন করে।

٥٩٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَهْدٰي رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ فَزَارَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً فَعَوَّضَهُ فَتَسَخَّطَهُ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يُهْدِيْ اَحَدُهُمْ فَاُعَوِّضُهُ بِقَدْرِ مَا عِنْدِيْ ثُمَّ يَسْخُطُهُ وَاَيْمُ اللّٰهِ لاَ اَقْبَلُ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً اِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ اَوْ اَنْصَارِيٍّ اَوْ ثَقَفِيٍّ اَوْ دَوْسِيٍّ.

৫৯৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী (স)-কে একটি উষ্ট্রী উপহার দিলো। তিনিও তাকে প্রতিদান দিলেন। তাতে সে অসন্তুষ্ট হলো। আমি নবী (স)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ আমাকে তোমাদের কেউ হাদিয়া দিলে আমিও আমার সামর্থ্য অনুসারে তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। তাতে সে অসন্তুষ্ট হয়। আল্লাহ্র শপথ ! এই বছরের পর আমি কুরাশী, আনসারী, সাকাফী ও দাওসী গোত্র ছাড়া কোন বেদুইনের হাদিয়া গ্রহণ করবো না (তি, দা, না, আ, বা, হি)।

٢٧١- بَابُ الْحَيَاءِ

২৭১– অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা।

٦٠٠- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

৬০০। আবু মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ নবুয়াতী কথার মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে তাতে এও আছে, "তুমি নির্লজ্জ হতে পারলে যাচ্ছে তাই করতে পারো" (বু,দা,ই,আ,হি,তা)।

٦٠١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৬০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এবং তার সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা (বু,মু)।

٦٠٢- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِه.

৬০২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, নবী (স) অন্দর মহলের পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোন কিছু অপছন্দ করলে তাঁর চেহারা দর্শনেই আমরা তা বুঝতে পারতাম (বু,মু, ই)।

٦٠٣- عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اِسْتَاْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِ عَائِشَةَ لاَبِسًا مِرْطَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ اَبِيْ بَكْرٍ هُوَ كَذٰلِكَ فَقَضٰي اِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ فَقَضٰي اِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اِسْتَاْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ اجْمَعِيْ اِلَيْكِ ثِيَابَكِ قَالَ فَقَضَيْتُ اِلَيْهِ حَاجَتِيْ ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَرَكَ فَزِعْتَ لاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ وَاِنِّيْ خَشِيْتُ اِنْ اَذِنْتُ لَهُ وَاَنَا عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ اَنْ لاَّ يَبْلُغَ اِلَيَّ فِيْ حَاجَتِه.

৬০৩। উসমান (রা) ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। তিনি তখন আয়েশা (রা)-এর একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় তার বিছানায় শায়িত ছিলেন। তিনি এই অবস্থায় থাকতেই আবু বাক্র (রা)-কে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। আবু বাক্র (রা) তার সাথে নিজ প্রয়োজন সেড়ে চলে গেলেন। অতঃপর উমার (রা) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। তিনি শায়িত অবস্থায় তাকেও অনুমতি দিলেন। তিনিও তাঁর সাথে প্রয়োজন সেড়ে চলে গেলেন। উসমান (রা) বলেন, অতঃপর আমি তার সাথে সাক্ষাত প্রার্থনা করলাম। তিনি উঠে বসে আয়েশা (রা)-কে বলেনঃ তুমি তোমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। উসমান (রা) বলেন, আমিও তাঁর সাথে নিজ প্রয়োজন সেড়ে বিদায় নিলাম। আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখলাম, আপনি আবু বাক্র ও উমার (রা)-র আগমনে শংকিত বা সতর্ক হননি, যতটা হয়েছেন উসমান (রা)-এর আগমনে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ উসমান

অতিশয় লজ্জাশীল প্রকৃতির লোক । আমি আশংকা করলাম, যদি আমি তাকে এই অবস্থায় ঘরে ঢোকার অনুমতি দেই তবে সে তার প্রয়োজন নিয়ে আমার নিকট পৌঁছতো না (মু, মুশকিল)।

٦٠٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْئٍ اِلاَّ زَانَهُ وَلاَ كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْئٍ اِلاَّ شَانَهُ.

৬০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল কদর্যতাই বৃদ্ধি করে। আর লজ্জা কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে (আ,ই)।

٦٠٥ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ.

৬০৫। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ভাইকে লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধে নসীহত করছিল। নবী (স) বলেনঃ তাকে ছাড়ো। কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত (মু, আ)।

٦٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰي رَجُلٍ يُعَاتِبُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ حَتّٰى كَاَنَّهُ يَقُوْلُ اَضَرَّ بِكَ فَقَالَ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ.

৬০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরস্কার করে বলছিল ঃ তুমি খুবই লাজুক, এতে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অংশ।

٦٠٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَجِعًا فِيْ بَيْتِيْ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ اَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَاْذَنَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَذِنَ لَهُ كَذٰلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَهُ كَذٰلِكَ ثُمَّ تَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَاْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَوّٰى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلاَ اَقُوْلُ فِيْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ تَهَشَّ وَلَمْ تُبَالِهْ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهَشَّ وَلَمْ تُبَالِهْ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ قَالَ اَلاَ اَسْتَحْيِيْ مِنْ رَّجُلٍ تَسْتَحْيِيْ مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ .

৬০৭। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তার ঘরে শোয়া ছিলেন। তার উরু অথবা পা খোলা ছিলো। আবু বাকর (রা) এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থাতেই কথাবার্তা বলেন। এরপর উমার (রা) অনুমতি চাইলে তিনি তাকেও অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থায় কথাবার্তা বলেন। অতঃপর উসমান (রা) অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (স) উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এ ব্যাপারটি একই দিনে ঘটেছে বলে আমি বলতে পারি না। এরপর উসমান (রা) এসে কথাবার্তা বলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) এলেন, আপনি কোন খেয়াল করলেন না। উমার (রা) এলেন,

আপনি কোন খেয়াল করলেন না। উসমান (রা) আসতেই আপনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি কি সে ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না ফেরেশতারা যাকে লজ্জা করে থাকেন (মু, মুশকিল)।

٢٧٢- بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ

২৭২- অনুচ্ছেদঃ যে কোন ব্যক্তি ভোরে উপনীত হয়ে যা বলবে।

٦٠٨-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَصْبَحَ قَالَ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلّٰهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ وَاِذَا اَمْسٰي قَالَ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَي الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلّٰهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

৬০৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) ভোরে উপনীত হয়ে বলতেনঃ "আমরা ভোরে উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহ্‌র রাজত্ব (সৃষ্টিকুল) ভোরে উপনীত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তাঁর কোন শরীক নাই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই এবং পুনরুত্থান তাঁর কাছে। তিনি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতেন ঃ "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্‌র রাজত্ব ভোরে উপনীত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং তাঁর কোন শরীক নাই। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে" (দা, তি, না, ই, আ, হি, আন)।

٢٧٣- بَابُ مَنْ دَعٰى فِيْ غَيْرِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

২৭৩- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি অপরের জন্য দোয়া করে।

٦٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِيْ لَاَجَبْتُ اِذْ جَاءَهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِرْجِعْ اِلَي رَبِّكَ فَاسْاَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الاّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ. وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى لُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَاْوِيْ اِلَي رُكْنٍ شَدِيْدٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْ اِلَي رُكْنٍ شَدِيْدٍ مَا اَنْ بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدَهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ فِيْ ثَرْوَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ اَلثَّرْوَةُ اَلْكَثْرَةُ وَالْمَنْعَةُ.

৬০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ), যিনি বরকতময় মহান আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ ইউসুফ (আ) যতো কাল কারাগারে ছিলেন আমি যদি ততো কাল কারাগারে থাকতাম এবং অতঃপর রাজদূত আমার নিকট এসে আহবান জানালে আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন (অনুবাদ)ঃ "রাজদূত যখন তার নিকট উপস্থিত হলো তখন সে বললো, তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে

যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা নিজেদের হাত কেটেছিলো তাদের অবস্থা কি" (সূরা ইউসুফঃ ৫০)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ লূত (আ)-এর উপর আল্লাহ্র রহমাত বর্ষিত হোক। তিনি মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের আকাঙ্খা করেছিলেন। তিনি তাঁর কাওমকে বললেন, "তোমাদের উপর যদি আমার জোর খাটতো অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয় নিতে পারতাম" (সূরা হূদ ঃ ৮০)। তার পর থেকে আল্লাহ যে কোন জাতির মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নবীগণকে পাঠিয়েছেন (বু,মু,তি, ই,আ)।

٢٧٤- بَابُ النَّاخِلَةِ مِنَ الدُّعَاءِ

২৭৪-অনুচ্ছেদঃ অন্তর নিংড়ানো দোয়া।

٦١٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الرَّبِيْعُ يَأْتِي عَلْقَمَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاذَا لَمْ اكُنْ ثَمَّةَ اَرْسَلُوْا اِلَيَّ فَجَاءَ مَرَّةً وَلَسْتُ ثَمَّةَ فَلَقِيَنِي عَلْقَمَةُ وَقَالَ لِي اَلَمْ تَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّبِيْعُ قَالَ اَلَمْ تَرَ اَكْثَرَ مَا يَدْعُو النَّاسُ وَمَا اَقَلَّ اِجَابَتُهُمْ وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ الاَّ النَّاخِلَةَ مِنَ الدُّعَاءِ قُلْتُ اَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ وَمَا قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَسْمَعُ اللّٰهُ مِنْ مُسَمِّعٍ وَلاَ مُرَاءٍ وَلاَ لاَعِبٍ اِلاَّ دَاعٍ دَعَا يَثْبُتُ مِنْ قَلْبِهِ قَالَ فَذَكَّرَ عَلْقَمَةُ قَالَ نَعَمْ.

৬১০। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, রবী (র) প্রতি জুমুআর দিন আলকামা (র)-এর নিকট আসতেন। আমি তথায় উপস্থিত না থাকলে তারা আমার জন্য লোক পাঠিয়ে দিতেন। একদা রবী (র) এলেন। কিন্তু আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম না। তাই আলকামা (র) আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে বলেন, তুমি কি দেখেছো রবী কি নিয়ে এসেছে? তিনি বলেন, আপনি কি লক্ষ্য করেন না, লোকে প্রচুর দোয়া করে কিন্তু তাদের দোয়া কতো কম কবুল হয়? তার কারণ এই যে, মহামহিম আল্লাহ অন্তর নিঃসৃত দোয়া ছাড়া কবুল করেন না। আমি বললাম, আবদুল্লাহ (রা)-ও কি তাই বলেননি? তিনি জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আল্লাহ এমন লোকের দোয়া কবুল করেন না, যে লোককে শুনাবার জন্য, প্রদর্শনীর জন্য এবং অভিনয়ের ভঙ্গিতে দোয়া করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করে তিনি তার দোয়া কবুল করেন। রবী বলেন, আলকামা (র)-এর স্মরণ হলে তিনি বলেন, হাঁ (তিনি তাই বলেছেন)।

٢٧٥- بَابُ لِيَعْزِمِ الدُّعَاءَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ

২৭৫-অনুচ্ছেদঃ প্রত্যয় সহকারে দোয়া করবে। কারণ আল্লাহ্র জন্য বাধ্যতামূলক করণীয় কিছু নাই।

٦١١- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَعٰى اَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُوْلُ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمِ الْمَسْاَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْئٌ اَعْطَاهُ.

৬১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন দোয়া করে তখন সে যেন এরূপ না বলে, যদি তুমি চাও (তবে আমার দোয়া কবুল করো)। বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে এবং পরম আগ্রহভরে দোয়া করে। কেননা কিছু দান করা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট কিছু নয় (বু,মু,দা,তি,ই,হি,আন)।

٦١٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلاَ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِيْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ.

৬১২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ দোয়া করলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে। দোয়ায় এরূপ বলবে না যে, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহ্‌কে বাধ্য করার কেউ নাই (বু,মু,না,আ)।

٢٧٦- بَابُ رَفْعِ الْاَيْدِيْ فِي الدُّعَاءِ

২৭৬- অনুচ্ছেদঃ হাত তুলে দোয়া করা।

٦١٣-عَنْ اَبِيْ نُعَيْمٍ وَهُوَ وَهَبٌ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُوَانِ يُدِيْرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ .

২১৩। আবু নাঈম ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা) ও ইবনুয যুবাইর (রা)-কে দোয়া করে হাতের তালু মুখমণ্ডলে মলতে দেখেছি।

٦١٤- عَنْ عَائِشَةَ زَعَمَ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا اَنَّهَا رَاَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَلاَ تُعَاقِبْنِيْ اَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهُ اَوْ شَتَمْتُهُ فَلاَ تُعَاقِبْنِيْ فِيْهِ.

২১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর দোয়ায় বলেনঃ " আমি একজন মানুষই। অতএব তুমি আমাকে শাস্তি দিও না। আমি যদি কোন মুমিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকি বা গালি দিয়ে থাকি, তবে তুমি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিও না (মু, আ)।

٦١٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَظَنَّ النَّاسُ اَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ.

৬১৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাওসী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দাওস গোত্র নাফরমান হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অতএব আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বদদোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ (স) কিবলামুখী হয়ে তাঁর উভয় হাত উপরে তুললেন। লোকজন মনে করলো, নবী (স) তাদেরকে বদদোয়া করবেন। কিন্তু তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করো এবং তাদেরকে মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে দাও (বু,মু)

٦١٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ الَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاَجْدَبَتِ الْاَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا يُرٰى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِي اللّٰهَ فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتّٰى اَهَمَّ الشَّابُّ الْقَرِيْبَ الدَّارِ الرُّجُوْعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ فَتَبَسَّمَ لِسُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ اٰدَمَ وَقَالَ بِيَدِهِ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ.

৬১৬। আনাস (রা) বলেন, এক বছর অনাবৃষ্টি হলো। মুসলমানদের একজন জুমুআর দিন নবী (স)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনাবৃষ্টি চলছে, ভূমি শুষ্ক (চৌচির) হয়ে গেছে, সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দুই হাত উর্ধ্বে তুললেন। তখন আকাশে মেঘ ছিলো না। তিনি তাঁর দুই হাত এতো প্রসারিত করলেন যে, আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। আমরা জুমুআর নামায শেষ না করতেই এমন বৃষ্টি হলো যে, নিকটস্থ বাড়ি-ঘরের যুবকরা ফিরে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। সপ্তাহ ধরে অবিরত বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী জুমুআ উপস্থিত হলে লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ছে। কাফেলার চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আদম সন্তানের এতো তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে যাওয়াতে মৃদু হাসলেন এবং হাত তুলে বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর আর নয়"। ফলে মদীনার আকাশ থেকে মেঘ চলে গেলো (বু,মু,দা,না,ই,মা)

٦١٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا رَاَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَلاَ تُعَاقِبْنِيْ اَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهُ اَوْ شَتَمْتُهُ فَلاَ تُعَاقِبْنِيْ فِيْهِ.

৬১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর দোয়ায় বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষই। অতএব তুমি আমাকে শাস্তি দিও না। আমি যদি কোন মুমিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকি বা গালি দিয়ে থাকি, তবে তুমি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিও না" (মু,আ)।

٦١٨-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ لَكَ فِيْ حِصْنٍ وَمَنْعَةٍ حِصْنُ دَوْسٍ قَالَ فَاَبٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ذَخَرَ اللّٰهُ لِلْاَنْصَارِ فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَمَرِضَ الرَّجُلُ فَضَجَرَ اَوْ كَلِمَةً شَبِيْهَةً بِهَا فَحَبَا اِلٰى قَرْنٍ فَاَخَذَ مِشْقَصًا فَقَطَعَ وَدَجَيْهِ فَمَاتَ فَرَاٰهُ الطُّفَيْلُ فِي الْمَنَامِ قَالَ مَا فُعِلَ بِكَ قَالَ غُفِرَ لِيْ بِهِجْرَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا شَاْنُ يَدَيْكَ قَالَ فَقِيْلَ اِنَّا لاَ

نُصْلِحُ مِنْكَ مَا اَفْسَدْتَ مِنْ يَدَيْكَ قَالَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

৬১৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইবনে আমর (রা) নবী (স)-কে বলেন, আপনার কি দুর্গ ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে? দাওস গোত্রের দুর্গ? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এজন্য যে, আল্লাহ আনসারদের জন্যই তাঁর প্রতিরক্ষা (সংক্রান্ত) সওয়াবের ভাণ্ডার সংরক্ষিত করেছেন। অতঃপর তুফাইল (রা) হিজরত করে চলে আসলেন। তার সাথে তার সগোত্রীয় এক ব্যক্তিও আসলো। লোকটি রোগাক্রান্ত হলো এবং (রোগ যাতনায়) জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে গেলো। তাই সে শিং-এর মধ্যে থেকে একটি ছুরি নিয়ে তার ঘাড়ের (দুই) দিকের রগ কেটে ফেললো। তাতে তার মৃত্যু হলো। তুফাইল (রা) তাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হলো। সে বললো, নবী (স)-এর কাছে আমার হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দুই হাতের অবস্থা কি? রাবী বলেন, বলা হলো, তোমার হাতের দ্বারা তুমি যা নষ্ট করেছো তা আমরা আর সংস্কার করবো না। রাবী বলেন, তুফাইল (রা) স্বপ্নের কথা নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। নবী (স) বলেনঃ হে আল্লাহ! তার দুই হাতকে ক্ষমা করে দাও এবং (দোয়ায়) তিনি তাঁর দুই হাত উঠালেন (মু,আন, হা, হি,আ)।

٦١٩- عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ.

৬১৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেনঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই ভীরুতা থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে (বু,মু)।

٦٢٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِيْ.

৬২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার বান্দার জন্য সেইরূপ যেরূপ সে আমার সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে। আমি তার সাথেই থাকি যখন সে আমাকে ডাকে (বু,মু,তি,ই)।

٢٧٧- بَابُ سَيِّدِ الْاِسْتِغْفَارِ

২৭৭- অনুচ্ছেদঃ সায়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া)

٦٢١- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ

وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اِذَا قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِذَا قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ.

৬২১। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সায়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো, "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর। আমি তোমার দেয়া নিয়ামতের কথা স্বীকার করি এবং আমার পাপের কথাও তোমার কাছে স্বীকার করি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নাই। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই"। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এরূপ বলে (ঐ রাতে) মারা গেলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে বা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সে ভোরে উপনীত হয়ে ঐরূপ বললে এবং সেদিন মারা গেলে বেহেশতে প্রবেশ করবে বা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে (বু,তি,না)।

٦٢٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّ فِي الْمَجْلِسِ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ مِائَةَ مَرَّةٍ.

৬২২। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর মজলিসে অবশ্যই গণনা করে দেখতাম যে, তিনি এক মজলিসে শতবার বলতেনঃ "প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চয় তুমিই একমাত্র তওবা কবুলকারী, দয়াময়"(দা,তি,না,আ,হি)।

٦٢٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الضُّحٰى ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ حَتّٰى قَالَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ.

৬২৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) চাশতের নামায পড়লেন, অতঃপর বলেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষামা করো এবং আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়াময়"। এমনকি তিনি তা শতবার বললেন (না, আ)।

٦٢٤- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ اَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبٍ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ قَالَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِيَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

৬২৪। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সায়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো, কারো এভাবে বলা ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার দেয়া ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর। আমি আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে তোমার দেয়া নিয়ামতরাজির স্বীকারোক্তি করছি এবং আমি তোমার কাছে আমার গুনাহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নাই"। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়সহ দিনের বেলা তা বললে এবং সেদিনই সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মারা গেলে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কোন ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়সহ তা রাতের বেলা বললে এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই মারা গেলে সেও জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে (বু,তি, না)।

٦٢٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تُوْبُوْا اِلَي اللّٰهِ فَاِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.

৬২৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা করো। আমি দৈনিক শতবার আল্লাহ্র কাছে তওবা করি।

٦٢٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ رَفَعَهُ بْنُ اَبِيْ اُنَيْسَةَ وَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ.

৬২৬। কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, নামাযের পরে পড়ার কলেমা আছে, যেগুলোর পাঠকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাঃ "আল্লাহ মহাপবিত্র,সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আল্লাহ মহান"। রাবী আবু উনাইস ও আমর ইবনে কায়েস (র) হাদীসটি মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন (মু,তি,না)।

٢٧٨- بَابُ دُعَاءِ الْاَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.

২৭৮-অনুচ্ছেদঃ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করা।

٦٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْرَعُ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دُعَاءُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ.

৬২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সত্বর কবুল হওয়ার মতো দোয়া হলো এক অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়া (তি, দা)।

٧٢٨-عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّ دَعْوَةَ الْاَخِ فِي اللّٰهِ تُسْتَجَابُ.

৬২৮। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) বলেন, আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ভাইয়ের দোয়া কবুল হয়।

٦٢٩- عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانٍ وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ بِنْتُ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَيْهِمُ الشَّامَ فَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ اَجِدْ اَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَتْ اَتُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ قُلْتُ نَعَم قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَاْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ قَالَ فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فِي السُّوْقِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ يَاْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬২৯। সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। আবু দারদা (রা)-এর কন্যা দারদা তার স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় আমার শ্বশুরালয়ে আসলাম। আমি বাড়িতে দারদার মাকে (আমার শাশুড়ীকে) পেলাম, কিন্তু দারদার পিতাকে (আমর শ্বশুরকে) পেলাম না। শাশুড়ী বলেন, তুমি কি এ বছর হজ্জ করার ইচ্ছা করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ তাহলে আমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে। কেননা নবী (স) বলতেনঃ "অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য মুসলমানের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা মোতায়েন থাকেন। যখন সে তার কোন ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তখন সেই ফেরেশতা বলেন, আমীন এবং তোমারও অনুরূপ কল্যাণ হোক"। রাবী বলেন, বাজারে আবু দারদা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনিও অনুরূপ বললেন এবং তা নবী (স)-এর বরাতে বললেন (মু, দা, ই, হি, আন)।

٦٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَّاسٍ كَثِيْرٍ.

৬৩০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! কেবল আমাকে ও মুহাম্মাদ (স)-কে ক্ষমা করুন। নবী (স) বলেন ঃ তুমি অনেক লোককে দোয়া থেকে বঞ্চিত করলে (বু, আ, হি)।

٦٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْمَجْلِسِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

৬৩১। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে এক মজলিসে আল্লাহ্‌র কাছে শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনেছিঃ "হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো, আমার তওবা কবুল করো এবং আমাকে অনুগ্রহ করো। কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী,পরম দয়ালু" (না)।

٢٧٩- بَابٌ

২৭৯- অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ।

٦٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنِّيْ لَاَدْعُوْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِيْ حَتّٰي اَنْ يَّفْسَحَ اللّٰهُ فِيْ مَشْيِ دَابَّتِيْ حَتّٰي اَرٰي مِنْ ذٰلِكَ مَا يَسُرُّنِيْ .

৬৩২। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি আমার প্রতিটি ব্যাপারেই দোয়া করে থাকি, এমনকি আমার জন্তুযানকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করে দেওয়ার জন্যও দোয়া করি। তাতে আমি আনন্দদায়ক ফলই লাভ করি।

٦٣٣- عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ فِيْمَا يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنِيْ مَعَ الْاَبْرَارِ وَلاَ تُخَلِّفْنِيْ فِي الْاَشْرَارِ وَاَلْحِقْنِيْ بِالْاَخْيَارِ.

৬৩৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার দোয়াসমূহের মধ্যে একটি ছিলোঃ "হে আল্লাহ! সৎকর্মশীল লোকদের সাথে আমার মৃত্যু দান করো, নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে আমাকে জীবিত রেখো না এবং উত্তম লোকদের সাথে আমার মিলন ঘটাও"।

٦٣٤-عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُكْثِرُ اَنْ يَّدْعُوَ بِهٰؤُلاَءِ الدَّعْوَاتِ رَبَّنَا اَصْلِحْ بَيْنَنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ الْاِسْلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَي النُّوْرِ وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَائِلِيْنَ بِهَا وَاَتْمِمْهَا عَلَيْنَا.

৬৩৪। শাকীক (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বেশীর ভাগ নিম্নোক্ত বাক্যে দোয়া করতেনঃ "আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের সংশোধন করে দাও, আমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করো, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে মুক্তি দাও, প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে আমাদের দূরে রাখো, আমাদের শ্রবণেন্দ্রীয়, অন্তরসমূহ ও আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে বরকত দান করো এবং আমাদের তওবা কবুল করো। কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। তুমি আমাদেরকে নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ, এগুলোর প্রশংসাকারী ও আলোচনাকারী বানাও এবং তা আমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করো " (দা, ই, তা)।

٦٣٥- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ اَنَسٌ اِذَا دَعَا لِاَخِيْهِ يَقُوْلُ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ صَلاَةَ قَوْمٍ اَبْرَارٍ لَيْسُوْا بِظَلَمَةٍ وَلاَ فُجَّارٍ يَقُوْمُوْنَ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ.

৬৩৫। সাবিত (র) বলেন, আনাস (রা) তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করার সময় বলতেন," আল্লাহ তার প্রতি সৎকর্মপরায়ণ লোকদের দোয়া বর্ষণ করুন, যারা যালেম বা পাপাচারী নন, যারা রাত জেগে ইবাদত করেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখেন"।

٧٣٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ اُمِّيْ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَي رَاْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالرِّزْقِ.

৬৩৬। আমর ইবনে হুরাইস (রা) বলেন, আমার মা আমাকে নিয়ে নবী (স)-এর নিকট গেলেন। তিনি আমার মাথা মলে দিলেন এবং আমার রিযিকের জন্য দোয়া করলেন (উসদুল গাবা)।

٦٣٧-عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيْلَ لَهُ اِنَّ اِخْوَانَكَ اَتَوْكَ مِنَ الْبَصْرَةِ وَيَوْمَئِذٍ بِالزَّاوِيَةِ لِتَدْعُوَ اللّٰهَ لَهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَاسْتَزَادُوْهُ فَقَالَ مِثْلَهَا فَقَالَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَقَدْ اُوْتِيْتُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

৬৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন যে, তিনি যাবিয়ায় অবস্থানকালে তাকে বলা হলো, আপনার ভাই-বন্ধু তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করানোর উদ্দেশ্যে বসরা থেকে আপনার নিকট এসেছে। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের দয়া করুন, আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"। তারা আরো অধিক দোয়ার আবেদন করলে তিনি পূর্বোক্ত দোয়া করেন। তিনি বলেন, তোমাদের যদি তা দান করা হয় তাহলে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করা হলো।

٦٣٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَقَضَ قَالَ اِنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَنْفُضْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا .

৬৩৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) একটি গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলেন কিন্তু পাতা ঝরলো না। তিনি পুনরায় তা ধরে নাড়া দিলেন কিন্তু এবারও পাতা ঝরলো না। তিনি পুনরায় ডাল ধরে নাড়া দিলে এবার পাতা ঝরলো। তিনি বলেন ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বাক্য গুনাহ ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতাসমূহ ঝরিয়ে দেয় (তি, আ)।

٦٣٩- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ اَتَتْ امْرَاَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهِ الْحَاجَةَ اَوْ بَعْضَ الْحَاجَةِ فَقَالَ اَلَا اَدُلُّكِ عَلٰي خَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ تُهَلِّلِيْنَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ عِنْدَ مَنَامِكَ وَتُسَبِّحِيْنَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ اَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

৬৩৯। আনাস (রা) বলেন, এক মহিলা তার কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য নবী (স)-এর নিকট আসলো। তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম কিছু বলে দিবো না? তোমার শয়নকালে তুমি তেত্রিশবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", তেত্রিশবার " সুবহানাল্লাহ" এবং চৌত্রিশবার "আলহামদু লিল্লাহ" বলবে, তাতে এক শতবার হবে এবং তা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম (আ, হি)।

٦٤٠- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ هَلَّلَ مِائَةً وَسَبَّحَ مِائَةً وَكَبَّرَ مِائَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَشْرِ رِقَابٍ يُعْتِقُهَا وَسَبْعِ بَدَنَاتٍ يَنْحَرُهَا .

৬৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি এক শতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এক শতবার সুবহানাল্লাহ এবং এক শতবার আল্লাহু আকবার বলবে তার জন্য তা দশটি গোলাম আযাদ করা এবং সাতটি উট কোরবানী করার চেয়ে উত্তম।

٦٤١- فَاَتَي النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلِ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ اَتَاهُ الْغَدِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَيُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلِ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاذَا اُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَدْ اَفْلَحْتَ .

৬৪১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ তুমি আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। সে পরদিন সকালে তার নিকট এসে আবার বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ তুমি আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো, সুখ- শান্তি প্রার্থনা করো। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করা হয় তবে তুমি সফলকাম হলে (তি,ই)।

٦٤٢- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَي اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه.

৬৪২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম কথা হচ্ছেঃ "সুবহানাল্লাহ লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" (আল্লাহ মহাপবিত্র, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই , সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। মন্দকে রোধ করা এবং কল্যাণ হাসিল করার শক্তি আল্লাহ ব্যতীত কারো নাই। আল্লাহ মহাপবিত্র ও সকল প্রশংসা তাঁরই") (মু)।

٦٤٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اُصَلِّيْ وَلَهُ حَاجَةٌ فَاَبْطَاْتُ عَلَيْهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِجُمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِه فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه عَاجِلِه وَاٰجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه عَاجِلِه وَاٰجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْاَلُكَ مِمَّا سَاَلَكَ بِه مُحَمَّدٌ وَاَعُوْذُ بِكَ مِمَّا تَعَوَّذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا.

৬৪৩। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি নামায পড়ছিলাম। তার কি একটা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি তাতে বিলম্ব করলাম। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক দোয়া করবে। নামায শেষ করে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক দোয়া কি? তিনি বলেনঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট বিলম্বে ও অবিলম্বে, আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সব রকম কল্যাণ কামনা করছি। আমি তোমার নিকট বিলম্বে ও অবিলম্বে আমার জানা ও অজানা সব রকম ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার নিকট বেহেশত এবং যে কথা ও কাজ বেহেশতের নিকটবর্তী করে দেয় তা প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট দোযখ থেকে এবং যে কথা ও কাজ দোযখের নিকটবর্তী করে দেয় তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই জিনিস প্রার্থনা করছি যা মুহাম্মাদ (স) তোমার নিকট প্রার্থনা করেছেন। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই জিনিস থেকে যা থেকে মুহাম্মাদ (স) তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আমার ব্যাপারে তুমি যে ফয়সালা করেছো পরিণামে তাকে (আমার) হেদায়াতের উপায় বানাও" (ই)।

٢٨٠- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ.

২৮০- অনুচ্ছেদঃ মহানবী (স) -এর উপর দুরূদ পাঠ।

٦٤٤- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ مُّسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِيْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ.

৬৪৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে মুসলমান ব্যক্তির দান-খয়রাত করার সামর্থ্য নাই, সে যেন তার দোয়ায় বলে, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া সল্লে আলাল-মুমিনীনা ওয়াল-মুমিনাত ওয়াল-মুসলিমীনা ওয়াল-মুসলিমাত" (হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদকে দয়া করো এবং মুমিন নারী-পুরুষ ও মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকে দয়া করো)। এটাই তার জন্য যাকাতস্বরূপ (হা,হি)।

٦٤٥-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَّعَلٰي اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰي اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَعَلٰي اٰلِ محَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰي اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَّعَلٰي اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰي اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ شَهِدْتُّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ وَشَفَّعْتُ لَهُ .

৬৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি বলবে, "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি অনুগ্রহ করো এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতিও অনুগ্রহ করো, যেমন তুমি অনুগ্রহ করেছো ইবরাহীম (আ)-কে, ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। আর তুমি বরকত দান করো মুহাম্মাদকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে, যেমন তুমি বরকত দান করেছো ইবরাহীমকে ও তাঁর পরিজনকে। আর তুমি রহমাত বর্ষণ করো মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিজনদের উপর, যেমন

তুমি রহমাত বর্ষণ করেছো ইবরাহীমের উপর এবং তার পরিজনের উপর"। কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষী দিবো এবং তার জন্য শাফাআত করবো (তাবারীর তাহযীব, ফাতহুল বারী)।

٦٤٦- عَنْ أَنَسٍ وَمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَتَبَرَّزُ فَلَمْ يَجِدْ أَحَداً يَتْبَعُهُ فَخَرَجَ عُمَرُ فَاتَّبَعَهُ بِفَخَّارَةٍ أَوْ مُطَهَّرَةٍ فَوَجَدَهُ سَاجِداً فِيْ مَسْرُبٍ فَتَنَحَّي فَجَلَسَ وَرَاءَهُ حَتَّي رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِيْنَ وَجَدْتَنِيْ سَاجِداً فَتَنَحَّيْتَ عَنِّيْ إِنَّ جِبْرِيْلَ جَاءَنِيْ فَقَالَ مَنْ صَلَّي عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ.

৬৪৬। আনাস (রা) ও মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে বের হলেন, কিন্তু সাথে যাওয়ার মতো কাউকে পেলেন না। উমার (রা) মাটির ঘড়া বা পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পিছে পিছে গেলেন। তিনি তাঁকে একটি শুষ্ক পাহাড়ী নালার মধ্যে সিজদারত অবস্থায় পেলেন। তিনি সরে গিয়ে তাঁর পিছনে বসলেন। শেষে নবী (স) তাঁর মাথা তুলে বলেন ঃ হে উমার! তুমি আমাকে সিজদারত দেখে একপাশে সরে গিয়ে ভালোই করেছো। জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে বলেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দুরূদ পড়ে, আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বাড়িয়ে দেন (আ, ইলা, সাখাবী)।

٦٤٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّي عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً وَحَطَّ عَنْهُ عَشَرَ خَطِيْئَاتٍ.

৬৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন এবং তার দশটি গুনাহ মুছে দেন (আ, আবু নাঈম)।

٢٨١- بَابُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

২৮১- অনুচ্ছেদঃ কারো উপস্থিতিতে মহানবী (স)-এর নামোল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর প্রতি দুরূদ না পড়লে।

٦٤٨-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ الدَّرَجَةَ الْأُوْلَي قَالَ اٰمِيْنَ ثُمَّ رَقِيَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اٰمِيْنَ ثُمَّ رَقِيَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ اٰمِيْنَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ لَمَّا رَقِيْتُ الدَّرَجَةَ الْأُوْلَي جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ ثُمَّ قَالَ شَقِيَ عَبْدٌ

اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ ثُمَّ قَالَ شَقِيَ عَبْدٌ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ.

৬৪৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মিম্বারে উঠলেন। তিনি প্রথম সিঁড়িতে উঠে বলেনঃ 'আমীন'। তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেনঃ 'আমীন'। তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেনঃ 'আমীন'। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে তিনবার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বলেনঃ আমি প্রথম সিঁড়িতে উঠতেই জিবরাঈল (আ) এসে বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে রমযান মাস পেলো এবং তা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার গুনাহ্‌র ক্ষমা হলো না। আমি বললামঃ 'আমীন'। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উঠতেই তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে নিজ পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেলো, অথচ তারা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করালো না। আমি বললামঃ 'আমীন'। অতঃপর তৃতীয় ধাপে উঠতেই তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যার নিকট আপনার উল্লেখ হলো, অথচ সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়েনি। আমি বললাম ঃ 'আমীন' (ইবনুস সুন্নী)।

٦٤٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰي عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلّٰي اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

৬৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন (মু, দা, তি, না, আ, দার, হি)।

٦٥٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هٰذَا فَقَالَ قَالَ لِيْ جِبْرِيْلُ رَغِمَ اَنْفُ عَبْدٍ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ اٰمِيْنَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ اَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ اٰمِيْنَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ اَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ .

৬৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মিম্বারে আরোহণ করে বলেনঃ আমীন ,আমীন, আমীন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো কখনও এরূপ করেননি। তিনি বলেনঃ জিবরীল (আ) বলেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে জীবিত পেলো, অথচ তারা তার বেহেশতে প্রবেশের কারণ হলো না, সে অপমানিত হোক। আমি বললামঃ আমীন (তাই হোক)। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাস পেলো, অথচ তার গুনাহ মাফ হলো না সে অপমানিত হোক। আমি বললামঃ আমীন। তিনি পুনরায় বলেন, যার সামনে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো, অথচ সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়লো না সে অপমানিত হোক। আমি বললামঃ আমীন (মু, তি, আ, হা, হি, খু, আন)।

٦٥١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِيْ ضِرَارٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَاَنَّ اسْمَهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ اِسْمَهَا فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ فَخَرَجَ وَكَرِهَ اَنْ يَدْخُلَ

وَاسْمُهَا بَرَّةٌ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهَا بَعْدَ مَا تَعَالَي النَّهَارُ وَهِيَ فِيْ مَجْلِسِهَا فَقَالَ مَا زِلْتِ فِيْ مَجْلِسِكِ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِكَلِمَاتِكِ وَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ (اَوْ مَدَدَ) كَلِمَاتِهِ.

৬৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে জুয়াইরিয়া (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) তার নিকট থেকে বের হয়ে গেলেন। তার পূর্বনাম ছিল বাররা। নবী (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন জুয়াইরিয়া। তিনি তার নিকট থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তার নাম বাররা থাকা অবস্থায় তিনি ঘরে পুনরায় প্রবেশ করা পছন্দ করলেন না। অতঃপর দিনের বেশ সময় চলে গেলে তিনি ফিরে এলেন, অথচ জুয়াইরিয়া (রা) তখনও সেই বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি সেই এক নাগাড়ে বসে আছো? তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার করে বলেছি। যদি তোমার দোয়া-কালামের সাথে সেগুলো ওজন করা হয়, তবে আমার কথিত বাক্যগুলিই অধিক ভারী হবেঃ "আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করছি তাঁর অগণিত সৃষ্টির সমান ও তাঁর নিজের সন্তুষ্টি ও তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর কলেমাসমূহের সংখ্যার সমপরিমাণ" (মু)।

٦٥٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهَنَّمَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

৬৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো কবরের আযাব থেকে। তোমরা মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও। তোমরা জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো (তি, না, আ, হি)।

٢٨٢- بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ عَلَي مَنْ ظَلَمَهُ

২৮২- অনুচ্ছেদঃ যালেমের বিরুদ্ধে মযলুমের বদদোয়া।

٦٥٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّيْ وَانْصُرْنِيْ عَلَي مَنْ ظَلَمَنِيْ وَاَرِنِيْ مِنْهُ ثَارِيْ

৬৫৩। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি সংশোধন করো এবং এগুলোকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত কার্যক্ষম রাখো। যে ব্যক্তি আমার উপর যুলুম করেছে তার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য করো এবং তুমি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখাও" (তাবারানীর মুজামুস সাগীর)।

٦٥٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ وَانْصُرْنِيْ عَلَي عَدُوِّيْ وَاَرِنِيْ مِنْهُ ثَارِيْ.

৬৫৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার চোখ ও কানের দ্বারা উপকৃত করো এবং এগুলোকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত সুস্থ রাখো, আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো এবং তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখাও" (তি, হা, বায)।

٦٥٥- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ اَشْيَمِ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ كُنَّا نَغْدُوْ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَيَجِيْئُ الرَّجُلُ وَتَجِيْئُ الْمَرْاَةُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُ فَيَقُوْلُ قُلِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ فَقَدْ جَمَعْنَ لَكَ دُنْيَاكَ وَاٰخِرَتَكَ.

৬৫৫। সাদ ইবনে তারিক ইবনে আশ্য়াম আল-আশযাঈ (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমরা প্রভাতকালে সকাল সকাল নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হতাম। কোন পুরুষ বা নারী উপস্থিত হয়ে বলতো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামায পড়াকালে কিরূপ দোয়া করবো? তিনি বলতেন ঃ তুমি বলবে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে হেদায়াত করো এবং আমাকে রিযিক দান করো"। তা তোমার দুনিয়া ও আখেরাতকে একত্র করবে (মু)।

٢٨٣- بَابُ مِمَّنْ دَعَا بِطُوْلِ الْعُمُرِ

২৮৩- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু কামনা করে।

٦٥٦- عَنْ اُمِّ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا وَلاَ نَعْلَمُ اِمْرَاَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرَتْ.

৬৫৬। উম্মু কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ উম্মু কায়েস যা বলেছে, সে দীর্ঘজীবি হোক। অধস্তন রাবী বলেন, আমার জানামতে তার মতো দীর্ঘায়ু আর কোন নারীর হয়নি (না)।

٦٥٧-عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَدَعَا لَنَا فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ خُوَيْدِمُكَ اَلاَ تَدْعُوْ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاَطِلْ حَيَاتَهُ وَاغْفِرْ لَهُ. فَدَعَا لِيْ بِثَلاَثٍ فَدَفَنْتُ مِائَةً وَثَلاَثَةً وَاِنَّ ثَمَرَتِيْ لَتُطْعَمُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَطَالَتْ حَيَاتِيْ حَتّٰي اسْتَحْيَيْتُ مِنَ النَّاسِ وَاَرْجُو الْمَغْفِرَةَ.

৬৫৭। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের আহলে বাইতের এখানে আসতেন। একদিন তিনি এসে আমাদের জন্য দোয়া করলেন। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, আপনার ছোট্ট খাদেমটি ,আপনি তার জন্য কি দোয়া করবেন না? তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ ! তুমি তার সম্পদ ও তার সন্তান বৃদ্ধি করো, তাকে দীর্ঘজীবি করো এবং তাকে ক্ষমা করো"। আনাস (রা) বলেন, তিনি আমার জন্য তিনটি দোয়া করেন। অতএব আমি এক শত তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি, আমার বাগানে বছরে দুইবার ফল ধরে এবং আমার আয়ু এতো দীর্ঘ হয়েছে যে, অধিক বয়সের জন্য আমি লোকজনের সামনে লজ্জাবোধ করি। এখন আমি ক্ষমা আশা করছি (মু)।

٢٨٤- بَابُ مَنْ قَالَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجِلْ

২৮৪- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বলে, তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দোয়া কবুল হয়।

٦٥٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجِلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ .

৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। সে বলে, আমি দোয়া তো করলাম কিন্তু আমার দোয়া কবুল হলো না (বু ,মু, দা, তি, ই)।

٦٥٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ اَوْ يَسْتَعجِلُ فَيَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلاَ اَرٰي يُسْتَجِيْبُ لِيْ فَيَدَعُ الدُّعَاءَ.

৬৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় যতক্ষণ না সে পাপাচারের বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করে এবং তাড়াহুড়া না করে। সে বলে, আমি দোয়া করলাম কিন্তু তা কবুল হয়েছে বলে মনে হয় না। তারপর সে দোয়া করা ত্যাগ করে (বু,মু,দা,তি,ই)।

٢٨٥- بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنَ الْكَسَلِ

২৮৫- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি অলসতা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চায়।

٦٦٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَغْرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

৬৬০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা ও ঋণের বোঝা থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই দোযখের শাস্তি থেকে" (না, আ)।

٦٦١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

৬৬১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন "জীবন ও মৃত্যুর অনিষ্ট , কবরের শাস্তি ও মসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে" (আ, হি)।

٢٨٦- بَابُ مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

২৮৬- অনুচ্ছেদঃ যে লোক আল্লাহ্‌র নিকট চায় না , আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

٦٦٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

৬৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

٦٦٣- عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ الْخَوْزِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَسْأَلْهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

৬৬৩। আবু সালেহ আল-খাওযী (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন (তি, ই,আ,হা)।

٦٦٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ فَاعْزِمُوْا فِي الدُّعَاءِ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِيْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ.

৬৬৪। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করো। তোমাদের কেউ যেনো এভাবে না বলে, যদি তুমি চাও তবে আমাকে দান করো। কেননা আল্লাহ্‌র জন্য কিছুই বাধ্যতামূলক নয় (বু,মু)।

٦٦٥-عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ صَبَاحَ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءَ وَكُلِّ لَيْلَةٍ ثَلاَثًا ثَلاَثًا بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْئٌ وَكَانَ اَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الْفَالِجِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَفَطِنَ لَهُ فَقَالَ اِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلٰكِنِّيْ لَمْ اَقُلْهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لِيُمْضِيَ قَدَرُ اللّٰهِ.

৬৬৫। উসমান (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকাল নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার করে পড়বে, কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে নাঃ "আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান-জমিনের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন"। হাদীসের রাবী আবান (র) পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছিলেন। তাই রাবী আবু যিনাদ (র) তার দিকে তাকাতে থাকলেন। আবান (র) তা টের পেয়ে বলেন, হাদীস তো যথাস্থানে ঠিকই আছে, যা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম। কিন্তু যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হই সেদিন তা পড়িনি। তাই আল্লাহ্‌র লিখন (তাকদীর) কার্যকর হয়েছে (দা, তি,না, ই,হি)।

٢٨٧- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّفِّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

২৮৭- অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাতারবন্দী হয়ে দোয়া করা।

٦٦٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ حِيْنَ يَحْضُرُ النِّدَاءُ وَالصَّفُّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

৬৬৬। সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, দুইটি মুহূর্তে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। তখন দোয়াকারীদের দোয়া খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়। (১) আযানের সময় এবং (২) যখন (মুজাহিদগণ) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে কাতারবন্দী হয়।

٢٨٨- بَابُ دَعْوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

২৮৮- অনুচ্ছেদঃ মহানবী (স)-এর দোয়াসমূহ।

٦٦٧- عَنْ اَبِيْ صِرْمَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنٰى مَوْلَاهُ .

৬৬৭। আবু সিরমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি"। তাঁর প্রভু তাঁকে ঐশ্বর্য দান করেন (আ)।

٦٦٨-عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً اَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَلِسَانِيْ وَقَلْبِيْ وَشَرِّ مَنِيِّيْ قَالَ وكِيْعٌ مَنِيِّيْ يَعْنِي الزِّنَا وَالْفُجُوْرَ.

৬৬৮। শুতাইর ইবনে শাকল ইবনে হুমাইদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হবো। তিনি বলেনঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার কান, আমার চোখ, আমার যাবান, আমার অন্তর এবং অসৎ কামনার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখো"। রাবী ওয়াকী (র) বলেন, কামনা-বাসনার অনিষ্ট অর্থ ব্যভিচার ও পাপাচার (দা, তি,না, হা)।

٦٦٩-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَيَسِّرِ الْهُدٰي لِيْ.

৬৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে গোপনে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে (বিরোধীকে) সাহায্য করো না, আমাকে প্রকাশ্যে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না এবং হেদায়াতের পথকে আমার জন্য সুগম করো" (দা, তি, ই,হা, হি)।

٦٧٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْ بِهٰذَا رَبِّ اَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَيَسِّرْ لِيَ الْهُدٰي وَانْصُرْنِيْ عَلٰي مَنْ بَغٰي عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا رَاهِبًا لَكَ مُطَوَّعًا لَكَ مُخْبِتًا لَكَ اَوَّاهًا مُنِيْبًا تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حُوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

৬৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এভাবে দোয়া করতেনঃ "হে প্রভু! আমাক সাহায্য করো এবং আমার বিরুদ্ধে (কাউকে) সাহায্য করো না। আমাকে সহযোগিতা করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করো না। আমার জন্য কৌশল এঁটে দাও এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে কৌশল এঁটে দিও না। আমার জন্য হেদায়াতের পথ সুগম করো এবং যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার ও সীমালংঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো। হে প্রভু! আমাকে তোমার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও, তোমার জন্য অনেক যিকিরকারী, তোমাকে অধিক ভয়কারী, তোমার অধিক আনুগত্যকারী, তোমার নিকট অনুনয়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানাও। হে আমার রব! আমার তওবা কবুল করো, আমার সমস্ত গুনাহ ধুয়েমুছে সাফ করো, আমার যবানকে সোজা রাখো, আমার অন্তরকে হেদায়াত দান করো এবং আমার বক্ষ থেকে সমস্ত হিংসা দূরীভূত করো" (তি, দা, ই, হা,হি)।

٦٧١- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ عَلَي الْمِنْبَرِ اِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللّٰهُ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ سَمِعْتُ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْاَعْوَادِ.

৭৭১। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাযী (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, "প্রভু! তুমি যাকে দান করো তা প্রতিরোধ করার কেউ নাই। আর আল্লাহ যার প্রতিবন্ধক হন তাকে কেউ দান করতে পারে না। কারো বংশমর্যাদা বা সম্পদশালীর সম্পদ তাঁর কাছে কোন উপকারে আসে না। আর আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন"। অতঃপর তিনি বলেন, আমি এই কথাগুলি নবী (স)-কে এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি (মা)।

٦٧٢-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوْثَقَ الدُّعَاءِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ .

৬৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমার অতীব শক্তিশালী ও কার্যকর দোয়া হলো, তোমার এভাবে বলা, "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার বান্দা। আমি আমার উপর যুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ স্বীকার করি। তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নাই। হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো" (মু, আ)।

٦٧٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَحْمَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَوْ كَمَا قَالَ.

৬৭৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার দীনের ব্যাপারে আমাকে সংশোধন করে দাও, যা আমার সকল কাজের রক্ষাকবচ। তুমি আমার পার্থিব জীবনকে সংশোধন করে দাও, যেখানে রয়েছে আমার জীবন-জীবিকা এবং প্রতিটি অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য আমার মৃত্যুকে আমার জন্য রহমাতের উৎস বানাও" (মু, আন, তা)।

٦٧٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.

৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) আশ্রয় প্রার্থনা করতেনঃ কঠিন দুর্বিপাক থেকে, পাপের স্পর্শ থেকে, ভাগ্যবিড়ম্বনা থেকে এবং দুশমনের দুশমনি থেকে (বু, মু, না)।

٦٧٥- عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْخَمْسِ مِنَ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

৬৭৫। উমার (রা) বলেন, নবী (স) পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেনঃ অলসতা, কার্পণ্য, চরম বার্ধক্য, অন্তরের বিপর্যয় এবং কবরের আযাব থেকে (দা,মু, না)

٦٧٦-عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৬৭৬। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি অপারগতা থেকে, ভীরুতা থেকে এবং বার্ধক্য থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে" (বু,মু, দা, না,তি)।

٦٧٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَظَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

৬৭৭। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, অপারগতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণত, ঋণের বোঝা ও লোকজনের দাপট থেকে" (বু, দা, তি, না)।

٦٧٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ .

৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এটিও ছিলঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো আমার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ, আমার গোপন প্রকাশ্য সকল পাপ এবং যে পাপ সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। নিশ্চয় তুমি অগ্রসরকারী ও বিলম্বকারী। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই" (বু, মু,আ, হা)।

٦٧٩-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى وَقَالَ اَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَالتُّقٰى.

৬৭৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, নিরাপত্তা ও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করছি। উমার (রা)-এর বর্ণনায় তাকওয়া (আল্লাহভীতি) প্রার্থনার কথাও উল্লেখ আছে (মু,তি,ই)।

٦٨٠- عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُنَادِيْ بِاَعْلٰى صَوْتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ لاَ يَخْلِطُهُ شَيْئٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا الشَّيْخُ قِيْلَ اَبُو الدَّرْدَاءِ.

৬৮০। ছুমামা ইবনে হাযন (র) বলেন, আমি এক প্রবীণ ব্যক্তিকে উচ্চস্বরে ডাক দিতে শুনলাম, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অনিষ্ট থেকে এমন আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার মধ্যে কোন কিছু হস্তক্ষেপ করতে পারে না"। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রবীণ শায়েখ কে? বলা হলো, আবু দারদা (রা)।

٦٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الدَّنَسُ مِنَ الْوَسَخِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

৬৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র করো বরফ, শিশিরবিন্দু ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা, যেমন অপরিষ্কার কাপড়-চোপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা আসমান-যমীন ও এতোদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও এসব পূর্ণ পরিমাণ" (আ)।

٦٨٢- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ اَنْ يَّدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعُبَادَةَ فَقَالَ كَانَ اَنَسٌ يَدْعُوْ بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৬৮২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) পর্যাপ্ত পরিমাণে নিম্নোক্ত দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো"। আনাস (রা)-ও এই দোয়া পড়তেন কিন্তু তা নবী (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করতেন না (বু,মু,দা,না,আ)।

٦٨٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ.

৬৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য, দৈন্যদশা ও লাঞ্ছনা থেকে। আমি তোমার নিকট আরো আশ্রয় প্রার্থনা করি নির্যাতন করা ও নির্যাতিত হওয়া থেকে"(দা,না,ই,হা)।

٦٨٤- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لاَ نَحْفَظُهُ فَقُلْنَا دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ لا نَحْفَظُهُ فَقَالَ سَاُنَبِّئُكُمْ بِشَيْئٍ يَجْمَعُ ذٰلِكَ كُلَّهُ لَكُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ اَوْ كَمَا قَالَ.

৬৮৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি অনেক দোয়া করলেন। কিন্তু আমরা তা স্মরণ রাখতে পারিনি। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অনেক দোয়া করেছেন কিন্তু আমরা তার কিছুই স্মরণ রাখতে পারিনি। তিনি বলেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিবো না, যা সেই সমস্ত দোয়ার সমষ্টি হবে? তোমরা বলো, "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সেই কল্যাণ কামনা করি, যা তোমার নবী মুহাম্মাদ (স) তোমার নিকট কামনা করেছেন এবং আমরা তোমার নিকট সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যে অনিষ্ট থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ (স) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং তুমিই কল্যাণে পৌঁছে দাও। আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ পৌঁছানোর আর কোন শক্তি নাই"। অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন (তি,তা)।

٦٨٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ.

৬৮৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে এবং তোমার নিকট আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখ থেকে"।

٦٨٦- عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ.

৬৮৬। সাঈদ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে রিযিক দান করেছো তাতে সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক দাও, আমাকে তাতে বরকত দাও এবং প্রতিটি অদৃশ্য বিষয়ে কল্যাণ সহকারে আমার হেফাযত করো"।

٦٨٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

৬৮৭। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) প্রচুর পরিমাণে এই দোয়া পড়তেনঃ "আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো"।

٦٨٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْثُرُ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰي دِيْنِكَ.

৬৮৮। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বেশী পরিমাণে বলতেনঃ "হে আল্লাহ, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখো" (তি,আ, হা, হি)।

٦٨٩-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالْبَرَدِ وَالثَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَنَقِّنِيْ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

৬৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এরূপ দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা—আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ এবং এরপর তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র করো শিশির বিন্দু, বরফ ও শীতল পানি দ্বারা। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করো গুনাহ থেকে, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়" (মু, তি, না, আ, আন, হি)।

٦٩٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَائَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

৬৯০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এই দোয়াও ছিলঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার দেয়া নিয়ামতরাজি বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে এবং তোমার সার্বিক অসন্তুষ্টি থেকে" (দা,মু,না,আন)।

٢٨٩- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ.

২৮৯- অনুচ্ছেদঃ ঝড়-বৃষ্টির সময় দোয়া করা।

٦٩١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاٰي نَاشِئًا فِيْ اُفُقٍ مِّنْ اٰفَاقِ السَّمَاءِ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاِنْ كَانَ فِيْ صَلَاةٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فَاِنْ كَشَفَهُ اللّٰهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنْ مَطَرَتْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

৬৯১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আকাশে মেঘমালা দেখলে তার কাজকর্ম ত্যাগ করতেন, এমনকি তিনি নামাযে রত থাকলে তাও। অতঃপর তিনি মেঘমালার দিকে তাকাতেন। আল্লাহ মেঘমালা দূর করলে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন। আর মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করলে তিনি বলতেনঃ "হে আল্লাহ! মুষলধারে কল্যাণকর বৃষ্টি দাও"(বু ,দা, না,ই) ।

٢٩٠- بَابَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ.

২৯০- অনুচ্ছেদঃ মৃত্যু কামনা করে দোয়া করা নিষেধ।

٦٩٢- حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ قَالَ اَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدْ اكْتَوٰى سَبْعًا قَالَ لَوْلاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ.

৬৯২। কায়েস (র) বলেন, আমি অসুস্থ খাব্বাব (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি তার শরীরে গরম লোহার সাতটি সেঁক দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যদি মৃত্যু কামনা করতে আমাদেরকে নিষেধ না করতেন, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম (বু, মু)।

٢٩١- بَابَ دَعْوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

২৯১- অনুচ্ছেদঃ মহানবী (স)-এর দোয়াসমূহ।

٦٩٣- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ كُلِّهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطَايَ كَلَّهُ وَعَمَدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

৬৯৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এই দোয়া পড়তেনঃ "হে প্রভু! আমার গুনাহ, অজ্ঞতা, আমার প্রতিটি কাজে আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার চাইতে তুমিই আমার যে অপরাধসমূহ সম্পর্কে অধিক অবগত সেগুলি ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমার প্রতিটি গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, অজ্ঞতা প্রসূত গুনাহ, ঠাট্টাচ্ছলে কৃত গুনাহ এবং আমার মধ্যকার সার্বিক গুনাহ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমার পূর্বাপর গোপন-প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই অগ্রসরকারী, তুমিই বিলম্বকারী এবং তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (বু,মু,শা)।

٦٩٤-عَنْ اَبِيْ مُوْسَي الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَخَطَايَ وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ .

৬৯৪। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করো আমার গুনাহসমূহ, আমার মূর্খতা, আমার কাজকর্মে আমার বাড়াবাড়ি এবং

তুমি আমার যেসব অপরাধ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক অবগত। হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো আমার ঠাট্টাচ্ছলে কৃত গুনাহ, বাস্তবে কৃত গুনাহ, আমার সকল গুনাহ, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ এবং আমার মধ্যকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও" (দা,না, আ,খু, হা, হি)।

٦٩٥- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ قُلْتُ وَاَنَا وَاللّٰهِ اُحِبُّكَ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَتِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰي ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

৬৯৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, নবী (স) আমার হাত ধরে বললেনঃ হে মুআয! আমি বললাম, আমি আপনার নিকট হাযির। তিনি বলেনঃ আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাকে কয়েকটি কলেমা শিখিয়ে দিবো না যা তুমি তোমার প্রত্যেক নামাযের পর বলবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য করো তোমার যিকির করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করতে" (দা,না,তা)।

٦٩٦- عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فَسَكَتَ وَرَاٰي اَنَّهُ هَجَمَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰي شَيْئٍ كَرِهَهُ فَقَالَ مَنْ هُوَ فَلَمْ يَقُلْ اِلاَّ صَوَابًا فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا اَرْجُوْ بِهَا الْخَيْرَ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ رَاَيْتُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَ اَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا اِلٰي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৬৯৬। আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে বললো, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র পর্যাপ্ত প্রশংসা পবিত্রতাপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ"। নবী (স) বলেন ঃ এই শব্দগুলি কার? সে নীরব থাকলো। সে মনে করলো যে, সে নবী (স)-এর সামনে তাঁর অমনোপূত কথা বলেছে। তিনি পুনরায় বলেন ঃ কে সে? সে তো যথার্থই বলেছে। এক ব্যক্তি বললো, আমি, এর দ্বারা আমি কল্যাণই আশা করছি। তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি লক্ষ্য করেছি যে, তেরোজন ফেরেশতা এই শব্দগুলো মহামহিম আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছাবার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করছে।

٦٩٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

৬৯৭। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) পায়খানায় প্রবেশের সময় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট (নারী ও পুরুষ) জিনের (অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" (বু,মু,দা, তি,না,ই)।

٦٩٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ غُفْرَانَكَ .

৬৯৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পায়খানা থেকে বের হবার সময় বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাই" (দা,না, ই,আ,দার,খু, হি)।

٦٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ.

৬৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তদ্রূপ (গুরুত্ব সহকারে) আমাদেরকে এই দোয়াও শিক্ষা দিতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি কবরের ভয়াবহ সংকট থেকে তোমার আশ্রয় চাই" (মু, তি, না, ই,মা,আ)।

٧٠٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَتٰي حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاَتَي الْقِرْبَةَ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءًا بَيْنَ الْوُضُوْءَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ اَبْلَغَ فَصَلّٰي فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّرٰي اَنِّيْ كُنْتُ اَتَّقِيْهِ لَهُ فَتَوَضَّاْتُ فَقَامَ فَصَلّٰي فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَدَارَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰي نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاٰذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلّٰي وَلَمْ يَتَوَضَّاْ وَكَانَ فِيْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّسَارِيْ نُوْرًا وَّفَوْقِيْ نُوْرًا وَّتَحْتِيْ نُوْرًا وَّاَمَامِيْ نُوْرًا وَّخَلْفِيْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعًا فِي التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِّنْ وُّلْدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَشَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

৭০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র ঘরে রাত কাটালাম। নবী (স) উঠে নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করেন, তারপর নিজের হাত-মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। পুনরায় উঠে তিনি পানির মশকের কাছে গিয়ে তার বন্ধন খুলেন। তারপর মোটামুটি উযু করলেন; তবে অতিরিক্ত কিছু না করলেও তিনি পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলেন। আমি জেগে গা মোড়ামুড়ি দিলাম। কারণ আমি যে তাঁর কার্যক্রম দেখেছি তা তিনি টের পান এটা আমি পছন্দ করিনি। এরপর আমি উযু করলাম। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে

ঘুরিয়ে তাঁর ডানপাশে আনলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায তেরো রাকআত পূর্ণ হলো। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন এবং নাক ডাকতে লাগলেন। তিনি ঘুমালে তাঁর নাক ডাকতো। বিলাল (রা) এসে নামাযের কথা বললেন। তিনি উঠে পুনরায় উযূ না করেই ফজরের (সুন্নাত) নামায পড়লেন। (এ রাতে) তার দোয়ার মধ্যে ছিলঃ "হে আল্লাহ! আমার কলবে নূর পয়দা করুন, আমার দৃষ্টিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডান দিকে নূর, আমার বাম দিকে নূর, আমার উপরে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর এবং বিরাট নূর দান করুন"। রাবী ইয়াকূব (র) বলেন, আরও সাতটি বিষয় যা আমার অন্তরে রয়েছে। সালামা ইবনে কুহায়ল (র) বলেন, এরপর আমি আব্বাস পরিবারের একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি ঐ বিষয়গুলো আমাকে বর্ণনা করলেন। আমার শিরায় ,আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে এবং আমার ত্বকে---- আরও দু'টি বিষয় বললেন (বু,মু,দা,না, ই)।

٧٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فَقَضٰى صَلاَتَهُ يُثْنِيْ عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ كَلاَمِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ نُوْراً فِيْ قَلْبِيْ وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْراً فِيْ سَمْعِيْ وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْراً فِيْ بَصَرِيْ وَاجْعَلِيْ لِّيْ نُوْراً عَنْ يَّمِيْنِيْ وَنُوْراً عَنْ شِمَالِيْ وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْراً مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُوْراً مِّنْ خَلْفِيْ وَزِدْنِيْ نُوْراً وَّزِدْنِيْ نُوْراً وَزِدْنِيْ نُوْراً.

৭০১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) রাতে ঘুম থেকে উঠলে নামায পড়তেন এবং নামাযান্তে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা করতেন। অতঃপর তাঁর কথার শেষ অংশ এরূপ হতোঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর দান করো, আমার কানে নূর দান করো, আমার চোখে নূর দান করো, আমার সামনে নূর দান করো, আমার পিছনে নূর দান করো এবং আমার নূর বাড়িয়ে দাও, আমার নূর বাড়িয়ে দাও, আমার নূর বাড়িয়ে দাও" (বু,মু,দা,না,ই)।

٧٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَامَ الَي الصَّلاَةِ مِنْ جُوْفِ اللَّيْلِ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لاَ اِلٰهَ الاَّ اَنْتَ.

৭০২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মাঝরাতে যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আপনিই আসমানসমূহ ও জমিনের এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার সকলের রক্ষক। আপনারই জন্য সকল প্রশংসা। আপনি আসমানসমূহ ও যমীনের এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সে সবের রব।

আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার সাক্ষাত অবধারিত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি, আপনার উপরই ঈমান এনেছি। আপনারই উপর ভরসা করেছি, আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি। আপনার জন্য যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছি, আপনর কাছে ফয়সালা চেয়েছি। অতএব আমার পূর্বাপর এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করুন। আপনি আমার ইলাহ। আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ নেই" (বু,মু)।

٧٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَاَهْلِيْ وَاسْتُرْ عَوْرَتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ يَسَارِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

৭০৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি আমার দীন ও আমর পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা। তুমি আমার দোষ গোপন রাখো, আমার ভীত অবস্থায় আমাকে নিরাপত্তা দান করো এবং আমাকে সামনে-পিছনে, ডানে-বামে ও উপরের দিক থেকে হেফাযত করো। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিচের দিকে আমাকে ধ্বসিয়ে দেয়া থেকে" (দা,ই,বায)।

٧٠٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ وَانْكَفَأَ الْمُشْرِكُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوُوْا حَتّٰى اُثْنِىْ عَلٰى رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَصَارُوْا خَلْفَهُ صُفُوْفًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اَللّٰهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَّ وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَّ وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِيْ لاَ يَحُوْلُ وَلاَ يَزُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْاَمْنَ يَوْمَ الْحَرْبِ اَللّٰهُمَّ عَائِذًا بِكَ مِنْ سُوْءِ مَا اَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلٰهُ الْحَقِّ.

৭০৪। উবাইদ ইবনে রিফাআ আয-যুরাকী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেলো তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ

তোমরা সারিবদ্ধভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াও, যাতে আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের প্রশংসা করতে পারি। অতএব সাহাবীগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! তুমি যা সম্প্রসারিত করো তা কেউ সংকুচিত করতে পারে না, তুমি যাকে দূরে ঠেলে দাও তাকে কেউ কাছে আনতে পারে না, তুমি যাকে কাছে টেনে নাও তাকে কেউ দূরে ঠেলে দিতে পারে না, তুমি যাকে না দাও তাকে কেউ দিতে পারে না এবং তুমি যাকে দান করো তাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর তোমার বরকত, তোমার রহমাত, তোমার অনুগ্রহ এবং তোমার দেয়া রিযিক প্রসারিত করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট স্থায়ী নিয়ামত প্রার্থনা করি যা পরিবর্তন বা বিলীন হয় না। হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট দুঃখের দিনে তোমার নিয়ামত ও যুদ্ধের দিনে তোমার নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা দান করেছো তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমি যা আমাকে দান করোনি তার অনিষ্ট থেকেও আমাকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় বানাও, আমাদের অন্তরকে সৌন্দর্যময় করো এবং কুফর, পাপাচার ও বিদ্রোহকে আমাদের নিকট ঘৃণিত বানাও। তুমি আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দান করো, মুসলমানরূপে জীবিত রাখো এবং সৎকর্মশীল লোকদের সাথে মিলিত করো, অপমানিত ও বিপর্যস্তরূপে নয়। হে আল্লাহ! তুমি কাফেরদের ধ্বংস করো, যারা তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তোমার ক্রোধ ও আযাব তাদের উপর অবতীর্ণ করো। হে আল্লাহ! কিতাবপ্রাপ্ত কাফেরদের ধ্বংস করো। হে সত্য ইলাহ" (না , হা, হি,)।

٢٩٢- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكُرْبِ

২৯২- অনুচ্ছেদ ঃ বিপদাপদের সময় দোয়া করা।

٧٠٥-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكُرْبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

৭০৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) কঠিন বিপদের সময় দোয়া করতেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে রব্বুল আরশিল আযীম" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আকাশমণ্ডলী ও যমীনের রব এবং মহান আরশের মালিক") (বু, মু, তি, ই, আ, আন)।

٧٠٦- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّهُ قَالَ لاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّيْ اَسْمَعُكَ تَدْعُوْ كُلَّ غَدَاةٍ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ تُعِيْدُهَا ثَلاَثًا حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاَثًا وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ تُعِيْدُهَا ثَلاَثًا حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاَثًا فَقَالَ نَعَمْ يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِهِنَّ

وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَسْتَنَّ بِسُنَّتِهٖ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَاتُ الْمَكْرُوْبِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ وَلاَ تَكِلْنِيْ اِلٰي نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

৭০৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) তার পিতাকে বলেন, হে পিতা! আমি আপনাকে প্রতিদিন ভোরে এই দোয়া করতে শুনিঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার শরীর নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমার কান নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমার চোখ নিরাপদ রাখো। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই"। আপনি বিকালে উপনীত হয়ে তিনবার এবং সকালে উপনীত হয়ে তিনবার তা পড়েন। আপনি আরো বলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফর ও দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই"। আপনি বিকালে উপনীত হয়ে এগুলো তিনবার এবং সকালে উপনীত হয়ে তিনবার পড়েন। তিনি বলেন, হাঁ, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই দোয়াগুলি বলতে শুনেছি এবং আমি তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করতে ভালোবাসি। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বিপদগ্রস্ত লোকের দোয়া হলো ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমাতের আশা করি। অতএব তুমি মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর সোপর্দ করো না এবং আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই"(দা,আ,বা,তা,না)।

٧٠٧- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكُرْبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُمَّ اصْرِفْ شَرَّهُ.

৭০৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বিপদকালে বলতেনঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, যিনি মহান ও পরম সহিষ্ণু। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই যিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রভু, পৃথিবীর প্রভু এবং সম্মানিত আরশের প্রতিপালক। হে আল্লাহ ! তুমি এর অনিষ্ট দূর করে দাও" (বু)।

٢٩٣- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاِسْتِخَارَةِ

২৯৩- অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার দোয়া।

٧٠٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْاُمُوْرِ كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا هَمَّ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ.

৭০৮। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনি সকল ব্যাপারে আমাদেরকে ইস্তিখারা করা শিক্ষা দিতেন। কেউ কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করলে সে যেন দুই রাক্‌আত নামায পড়ে এবং তারপর বলেঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া আসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম। ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তালামু ওয়ালা আলামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুল্লী ফী দীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী আও ফী আজেলে আমরী ওয়া আজেলিহী ফাক্‌দুরহু লী। ওয়াইন কুন্‌তা তালামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্লী ফী দীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী আও ফী আজেলে আমরী ওয়া আজেলিহী ফাস্‌রেফহু আন্নী ওয়াস্‌রিফনী আনহু ওয়াক্‌দুর লিয়াল খাইরা হাইছু কানা সুম্মা রাদ্দিনী বিহী " (হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। আমি তোমার শক্তির সাহায্যে শক্তি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা তুমিই ক্ষমতাবান এবং আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দীন, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে এবং আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য কল্যাণকর হলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দীন, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে অথবা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর হয় , তবে তুমি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখো। আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্দ্ধারণ করো এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দাও"। আর (আমার এ কাজ এর স্থলে) নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে (বু)।

٧٠٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْفَتْحِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فَاسْتُجِيْبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ. قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَنْزِلْ بِيْ اَمْرٌ مُهِمٌّ غَائِظٌ الاَّ تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ فِيْهِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ الاَّ عَرَفْتُ الْاِجَابَةَ.

৭০৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদুল ফাতহ (বিজয়ের মসজিদ)-এ সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার দোয়া করলেন এবং বুধবার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দোয়া কবুল হলো । জাবের (রা) বলেন, যখনই আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ উপস্থিত হয়েছে তখনই আমি উক্ত সময়ে প্রার্থনার ইচ্ছা করেছি এবং বুধবার এই সময়ে দোয়া করেছি এবং তা যে কবুল হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছি (আ)।

٧١٠- عَنْ اَنَسٍ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا رَجُلٌ فَقَالَ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ.

৭১০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার দোয়ায় বললো, "হে আসমানসমূহের সৃষ্টিকর্তা, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার

কাছে প্রার্থনা করছি"। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সে কোন্ নামে (আল্লাহকে ডেকে) দোয়া করছে তা কি তোমরা জানো? সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর এমন নামের উসীলায় দোয়া করেছে যে, সেই নামে কেউ তাঁকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন (দা,তি,আ)।

٧١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلاَتِيْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

৭১১। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি আমার নামাযে পড়তে পারি। নবী (স) বলেনঃ তুমি এ দোয়া পড়বেঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগ্‌ফির লী মিন ইনদিকা মাগফিরাতান ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম"(হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নাই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী অতি দয়ালু) (বু)।

٢٩٤- بَابُ اِذَا خَافَ السُّلْطَانَ

২৯৪- অনুচ্ছেদঃ কারো শাসকের যুলুমের ভয় হলে।

٧١٢- قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اِذَا كَانَ عَلٰى اَحَدِكُمْ اِمَامٌ يَخَافُ تَغَطْرُسَهُ اَوْظُلْمَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ كُنْ لِيْ جَارًا مِّنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَاَحْزَابِهِ مِنْ خَلاَئِقِكَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ يَطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

৭১২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ নিজের উপর তাদের শাসকের স্বৈরাচার বা অত্যাচারের আশংকা করলে সে যেন বলেঃ "হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রতিপালক, মহান আরশের অধিপতি! তুমি আমার প্রতিবেশী হও তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যকার অমুকের পুত্র অমুকের বিরুদ্ধে এবং তার বাহিনীর বিরুদ্ধে, যাতে তাদের কেউ আমার প্রতি বাড়াবাড়ি বা অবিচার করতে না পারে। তোমার প্রতিবেশী মহিমান্বিত, তোমার প্রশংসা মহিমামণ্ডিত এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই" (তা, বা)।

٧١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا اَتَيْتَ سُلْطَانًا مُهِيْبًا تَخَافُ اَنْ يَسْطُوَ بِكَ فَقُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْمُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ اَنْ يَّقَعْنَ عَلَي الْاَرْضِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ

وَجُنُوْدِه وَاَتْبَاعِهِ وَاَشْيَاعِـه مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِّيْ جَاراً مِّنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৭১৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি যদি স্বৈরাচারী শাসকের নিকট আসো যার কঠোরতায় তুমি শংকিত, তবে তুমি তিনবার বলবেঃ "আল্লাহ মহান, আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। আমি যার ভয়ে ভীত ও শংকিত আল্লাহ তার চেয়েও অধিক সম্মানিত। আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি সাত আসমানকে তার নির্দেশ ব্যতীত পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে সুস্থির রেখেছেন, তাঁর অমুক বান্দার, জিন ও মানুষের মধ্য থেকে তার বাহিনী, তার অনুসারী দলবল থেকে । হে আল্লাহ! তাদের অনিষ্টের মোকাবিলায় তুমি আমার প্রতিবেশী হও। তোমার প্রশংসা মহিমান্বিত, তোমার প্রতিবেশী মহিমান্বিত, তোমার নাম বরকতপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই" (তা, শা, খ্ব)।

٧١٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَزَلَ بِهِ هَمٌّ اَوْ غَمٌّ اَوْ كَرْبٌ اَوْ خَافَ مِنْ سُلْطَانٍ فَدَعَا بِهٰؤُلاَءِ اُسْتُجِيْبَ لَهُ اَسْاَلُكَ بِلاَ اِلٰهَ الاَّ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَاَسْاَلُكَ بِلاَ اِلٰهَ الاَّ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَاَسْاَلُكَ بِلاَ اِلٰهَ الاَّ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْهِنَّ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ثُمَّ سَلِ اللّٰهَ حَاجَتَكَ .

৭১৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা বা বিপদে পতিত হলে অথবা শাসকের অত্যাচারের ভয়ে শংকিত হলে সে যেন নিম্নোক্ত বাক্যে দোয়া করে, তার দোয়া কবুল হবেঃ "আমি তোমার নিকট এই উসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তুমি সাত আসমান ও মহান আরশের প্রভু। আমি তোমার নিকট এই উসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তুমিই সাত আসমান ও মহিমান্বিত আরশের প্রভু! আমি তেমার নিকট এই উসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং সাত আসমান, সাত যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তুমিই সেগুলোর রব। তুমিই সর্বশক্তিমান"। অতঃপর তুমি আল্লাহর কাছে তোমার প্রয়োজন পেশ করো ।

٢٩٥-بَابَ مَا يَدَّخَرُ لِلدَّاعِيْ مِنَ الْاَجْرِ وَالثَّوَابِ

২৯৫- অনুচ্ছেদ ঃ দোয়াকারীর জন্য যে সওয়াব ও প্রতিদান সঞ্চিত করা হয়।

٧١٥- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لَيْسَ بِاِثْمٍ وَلاَ بِقَطِيْعَةِ رَحِمٍ الاَّ اَعْطَاهُ اِحْدٰي ثَلاَثٍ اِمَّا اَنْ يُّعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَاِمَّا اَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَّدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلِهَا قَالَ اِذاً يَّكْثُرُ قَالَ اللّٰهُ اَكْثَرُ.

৭১৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে কোন মুসলমান ব্যক্তি পাপাচার বা আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া ব্যতীত যে কোন দোয়া করলে আল্লাহ তাকে তিনটি জিনিসের যে কোন একটি দান করেনঃ (১) হয় দ্রুত তার দোয়া কবুল করেন অথবা (২) তা তার পরকালের জন্য সঞ্চিত রাখেন অথবা (৩) অনুরূপ কোন ক্ষতি তার থেকে অপসারিত করেন। এক ব্যক্তি বললো, তাহলে সে তো অধিক পরিমাণে দোয়া করতে পারে। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তার চেয়েও অধিক কবুলকারী (তি, আ, হা, তহা)।

٧١٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصُبُ وَجْهَهُ اِلَي اللّٰهِ يَسْاَلُ مَسْاَلَةً اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهَا اِمَّا عَجلهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا وَاِمَّا ذَخَرَهَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مَا لَمْ يَعْجَلْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا عَجْلَتُهُ قَالَ يَقُوْلُ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ وَلاَ اَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِيْ.

৭১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি মাত্রই আল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে তার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে এবং (ফল লাভে) তাড়াহুড়া না করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করেন। হয় তা তিনি তাকে দুনিয়াতে অবিলম্বে দান করেন অথবা তার আখেরাতের জীবনের জন্য তা সঞ্চিত রাখেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার তাড়াহুড়া কিরূপ? তিনি বলেনঃ সে বলে, আমি তো দোয়ার পর দোয়া করতে থাকলাম, কিন্তু তা কবুল হতে দেখছি না (বু, মু, আ, হা, হি, আন)।

٢٩٦- بَابَ فَضْلِ الدُّعَاءِ

২৯৬- অনুচ্ছেদ ঃ দোয়ার ফযীলাত।

٧١٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمُ عَلَي اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

৭১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ার চাইতে অধিক সম্মানিত কিছু নাই (বু, তি, আ,ই,হা)।

٧١٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَشْرَفُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ.

৭১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ দোয়া হলো সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত।

٧١٩- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَاَ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

৭১৯। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দোয়াও একটি ইবাদত। তারপর তিনি পড়লেন ঃ (তোমাদের রব বলেন), "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো" (৪০ঃ ৬০) (তি)।

٧٢٠-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ العِبَادَةِ اَفْضَلُ قَالَ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ.

৭২০। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ইবাদত সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ মানুষের নিজের জন্য কৃত দোয়া (হা)।

٧٢١-عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ يَقُوْلُ انْطَلَقْتُ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ لَلشِّرْكُ فِيْكُمْ اَخْفٰي مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهَلِ الشِّرْكُ اِلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ الشِّرْكُ اَخْفٰي مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰي شَيْءٍ اِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ.

৭২১। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেনঃ হে আবু বাক্‌র! নিশ্চয় শেরেক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, কারো আল্লাহ্‌র সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শেরেক আছে ? নবী (স) বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শেরেক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিবো না, তুমি যা বললে শেরেকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেনঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শেরেক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই" (ইবনুস সুন্নী)।

٢٩٧- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرِّيْحِ

২৯৭- অনুচ্ছেদ ঃ প্রবল বায়ু প্রবাহের সময় দোয়া করা।

٧٢٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا هَاجَتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا اَرْسَلْتَ بِهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَرْسَلْتَ بِهِ.

৭২২। আনাস (রা) বলেন, প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে নবী (স) বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি যে কল্যাণসহ তা পাঠিয়েছো, তা লাভের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং যে অনিষ্টসহ তা পাঠিয়েছো সেই অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই" (আবু ইয়ালা, ইবনুস সুন্নী)।

٧٢٣- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ اِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيْحُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لاَقِحًا لاَ عَقِيْمًا.

৭২৩। সালামা (রা) বলেন, জোরে হাওয়া প্রবাহিত হলে মহানবী (স) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে ফলবতী করো, বন্ধ্যা করো না (তা, সুন্নী)।

٢٩٨- بَابُ لاَ تَسُبُّوا الرِّيْحَ

২৯৮- অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না।

٧٢٤- عَنْ أُبَيٍّ قَالَ لاَ تَسُبُّوا الرِّيْحَ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهِ.

৭২৪। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা বায়ুকে গালি দিও না। তোমরা তাতে অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে এই দোয়া পড়বে,"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে কামনা করি এ বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং সে যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ। আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এ বায়ুর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যে নিহিত ক্ষতি থেকে এবং সে যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে" (তি, হা)।

٧٢٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ فَلاَ تَسُبُّوْهَا وَلٰكِنْ سَلُوا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا.

৭২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বায়ু হলো আল্লাহ্‌র রহমাতের অংশ। তা রহমাত ও শাস্তি বয়ে আনে। অতএব তোমরা তাকে গালি দিও না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তার মধ্যে নিহিত কল্যাণ প্রার্থনা করো এবং তার ক্ষতি থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও (দা,ই,না,হা,হি,আন)।

٢٩٩- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّوَاعِقِ .

২৯৯- অনুচ্ছেদঃ বজ্রধ্বনির সময় দোয়া করা।

٧٢٦- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِصَعَقِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

৭২৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বজ্রধ্বনি ও মেঘের গর্জন শুনলে বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তোমার বজ্রপাত দ্বারা আমাদের হত্যা করো না, তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না এবং তার আগেই আমাদের ক্ষমা করে দাও" (তি,না, আ, হা, ইলা)।

٣٠٠-بَابُ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

৩০০- অনুচ্ছেদঃ কেউ বজ্রধ্বনি শুনলে।

٧٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ اِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَبَّحَتْ لَهُ قَالَ اِنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ يَنْعِقُ بِالْغَيْثِ كَمَا يَنْعِقُ الرَّاعِيْ بِغَنَمِهِ.

৭২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বজ্রধ্বনি শুনতে পেলে বলতেন ঃ "মহাপবিত্র সেই সত্তা বজ্রধ্বনি যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলো"। তিনি বলেন, বজ্রধ্বনিকারী হলেন একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যেমন রাখাল তার মেষপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

٧٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا لَوَعِيْدٌ شَدِيْدٌ لاَهْلِ الْاَرْضِ .

৭২৮। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। বজ্রধ্বনি শুনতে পেলে আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে বলতেনঃ "মহাপবিত্র সেই সত্তা বজ্রধ্বনি যাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতাকুল যার ভয়ে শংকিত" (সূরা রাদ ঃ ১৩)। অতঃপর তিনি বলতেন, এটা হলো জগতবাসীর জন্য চরম ভীতি প্রদর্শন বা হুমকি (মা)।

٣٠١- بَابُ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ.

৩০১- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

٧٢٩- عَنْ اَوْسَطِ ابْنِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ اَوَّلٍ مَقَامِيْ هٰذَا ثُمَّ بَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُوا اللّٰهَ الْمُعَافَاةَ فَاِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرٌ مِّنَ الْمُعَافَاةِ وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

৭২৯। আওসাত ইবনে ইসমাঈল (র) বলেন, আমি আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-কে নবী (স)-এর ইনতিকালের পর বলতে শুনেছি, নবী (স) হিজরতের প্রথম বছর আমার এই স্থানে দাঁড়ালেন। এ কথা বলে আবু বাক্‌র (রা) কাঁদলেন, অতঃপর বলেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকে আকড়ে থাকবে। কেননা তা পুণ্যের সাথী এবং এই দু'টি জান্নাতে যাবে। তোমরা অবশ্যই মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা তা পাপের সাথী এবং এই দু'টি দোযখে যাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা কামনা কারো। কেননা নিরাপত্তা হচ্ছে ঈমানের পর সর্বাধিক কল্যাণবাহী। তোমরা সম্পর্কচ্ছেদ করো না, একে অপরের পিছনে দুর্নাম করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও (তি,ই,আ,তহা,হি)।

٧٣٠-عَنْ مُعَاذٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا تَمَامُ النِّعْمَةِ قَالَ تَمَامُ النِّعْمَةِ دُخُوْلُ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَرَّ

عَلٰي رَجُلٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الصَّبْرَ قَالَ قَدْ سَاَلْتَ رَبَّكَ الْبَلاَءَ فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ وَمَرَّ عَلٰي رَجُلٍ يَقُوْلُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ قَالَ سَلْ.

৭৩০। মুআয (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন বলছিল, "হে আল্লাহ! আমি তোমার সমস্ত নিয়ামত কামনা করি"। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি জানো, সমস্ত নিয়ামত কি? সে বললো, পূর্ণ নিয়ামত হচ্ছে বেহেশতে প্রবেশ লাভ এবং দোযখ থেকে মুক্তি লাভ। অতঃপর তিনি আরেক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। সে বলছিলো, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ধৈর্য প্রার্থনা করি"। তিনি বলেনঃ তুমি আমার প্রভুর কাছে বিপদ কামনা করলে। অতএব তুমি তার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। তিনি আরেক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। সে বলছিল, "হে গৌরব ও মহত্ত্বের অধিকারী"। তিনি বলেনঃ তুমি এখনই তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করো (তি,আ)।

٧٣١- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا اَسْاَلُ اللّٰهَ بِهٖ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ ثُمَّ مَكَثْتُ قَلِيْلاً ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ عَلِّمْنِيْ شَيْأً اَسْاَلُ اللّٰهَ بِهٖ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

৭৩১। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে পারি। তিনি বলেনঃ আপনি আল্লাহ্র কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করুন। কিছু দিন গত হওয়ার পর আমি আবার গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে পারি। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে আব্বাস, হে আল্লাহ্র রাসূলের চাচা! আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করুন (তি,তা)।

٣٠٢- بَابُ مَنْ كَرِهَ الدُّعَاءَ بِالْبَلاَءِ

৩০২- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বিপদ কামনা করে দোয়া করা অপছন্দ করে।

٧٣٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ لَمْ تُعْطِنِيْ مَالاً فَاَتَصَدَّقُ بِهٖ فَابْتَلِنِيْ بِبَلاَءٍ يَكُوْنُ اَوْ قَالَ فِيْهِ اَجْرٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ لاَ تَطِيْقُهُ اَلاَ قُلْتَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

৭৩২। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর উপস্থিতিতে বললো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সম্পদ দান করোনি যে, আমি তা দান-খয়রাত করবো। অতএব তুমি আমাকে এমন বিপদে নিক্ষেপ করো যাতে সওয়াব হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ সুবহানাল্লাহ! তা তোমার সামর্থ্যের বাইরে। তুমি বলো না কেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আখেরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো"।

٧٣٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ قُلْتُ لِحَمِيْدٍ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ نَعَمْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ قَدْ جُهِدَ مِنَ الْمَرَضِ فَكَاَنَّهُ فَرْخٌ مَنْتُوْفٌ قَالَ اُدْعُ اللّٰهَ بِشَيْئٍ اَوْ سَلْهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَا اَنْتَ مُعَذِّبِيْ بِهٖ فِي الْاٰخِرَةِ فَعَجِّلْهُ فِي الدُّنْيَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ لاَ تَسْتَطِيْعُهُ اَوْ لاَ تَسْتَطِيْعُوْا اَلاَ قُلْتَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَدَعَا لَهُ فَشَفَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৭৩৩। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। সে রোগ যাতনায় পালকছিন্ন মুরগীর বাচ্চাবৎ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেনঃ তুমি আল্লাহ্‌র কাছে কিছু প্রার্থনা করো। সে বললো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আখেরাতে যে শাস্তি দিবে তা এই দুনিয়াতে দাও। রাসূলুল্লাহ (স) বলোঃ সুবহানাল্লাহ! তুমি তা সহ্য করতে পারবে না বা তা সহ্য করার সামর্থ্য তোমাদের নাই। তুমি কেন বলো না, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আখেরাতের কল্যাণ দান করো এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো"। অতঃপর তিনি তার জন্য দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন (মু,তি,আ,তহা)।

٣٠٣- بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ

৩০৩- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কঠিন বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

٧٣٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ ثُمَّ يَسْكُتْ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ فَلْيَقُلْ اِلاَّ بَلاَءً فِيْهِ عَلاَءٌ.

৭৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিপদের কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, অতঃপর ক্ষান্ত দেয়। সে উক্তরূপ বললে অবশ্যই যেন আরো বলে, তবে যে বিপদে উন্নতি নিহিত আছে তা ব্যতীত।

٧٣٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ.

৭৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কঠিন বিপদ, ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া, শত্রুর বিদ্বেষজাত আনন্দ ও দুর্ভাগ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন (বু,মু)।

٣٠٤- بَابُ مَنْ حَكٰى كَلاَمَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعِتَابِ.

৩০৪- অনুচ্ছেদঃ অসন্তোষের সময় যে ব্যক্তি কারো কথার পুনরাবৃত্তি করে।

٧٣٦- عَنْ اَبِيْ نَوْفَلِ بْنِ اَبِيْ عَقْرَبٍ اَنَّ اَبَاهُ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ زِدْنِيْ زِدْنِيْ قَالَ زِدْنِيْ زِدْنِيْ صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ

شَهْرٍ قُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ زِدْنِيْ فَانِّيْ اَجِدُنِيْ قَوِيًّا فَقَالَ انِّيْ اَجِدُنِيْ قَوِيًّا انِّيْ اَجِدُنِيْ قَوِيًّا فَاَفْحَمَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لَنْ يَّزِيْدُنِيْ ثُمَّ قَالَ صُمْ ثَلاَثًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

৭৩৬। আবু নাওফাল ইবনে আবু আকরাব (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা নবী (স)-কে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেনঃ তুমি প্রতি মাসে একদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা অপানার জন্য কোরবান হোক! আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ আমাকে বাড়িয়ে দিন, আমাকে বাড়িয়ে দিন। যাও, মাসে দুই দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। কেননা আমার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ আমার শক্তি আছে, আমার শক্তি আছে। তিনি আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন, শেষে ভাবলাম যে, তিনি বুঝি আমাকে আর অধিক রোযা রাখার অনুমতি দিবেন না। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখো (না)।

٣٠٥-بَابٌ

৩০৫- অনুচ্ছেদ ঃ (গীবতের দুর্গন্ধময় বায়ু)।

٧٣٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَارْتَفَعَتْ رِيْحٌ خَبِيْثَةٌ مُنْتِنَةٌ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذِهِ هٰذِهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৭৩৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন দুর্গন্ধময় দুষিত বায়ু প্রবাহিত হলে তিনি বলেনঃ তোমরা জানো, তা কি? এটা হলো মুমিন লোকদের গীবতকারীদের বায়ু (আ)।

٧٣٨-عَنْ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتْ رِيْحٌ مُنْتِنَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّ نَاساً مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ اغْتَابُوْا اُنَاسًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَبُعِثَتْ هٰذِهِ الرِّيْحُ لِذٰلِكَ.

৭৩৮। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু উত্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ মোনাফিকদের মধ্যে কতক লোক মুমিনদের মধ্যকার কতক লোকের গীবত করেছে। তাই এই বায়ু প্রবাহিত হয়েছে (আ, আন)।

٧٣٩- عَنِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ يَقُوْلُ مَنْ اُغْتِيْبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَنَصَرَهُ جَزَاهُ اللّٰهُ بِهَا خَيْراً فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ اُغْتِيْبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ جَزَاهُ اللّٰهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ شَرًّا وَمَا الْتَقَمَ اَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِنْ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ انْ قَالَ فِيْهِ مَا يَعْلَمُ فَقَدِ اغْتَابَهُ وَانْ قَالَ فِيْهِ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فَقَدْ بَهَتَهُ.

৭৩৯। ইবনে উম্মে আব্দ (রা) বলেন, কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তির গীবত করা হলে এবং সে তার অনুপস্থিত মুমিনের সাহায্য করলে আল্লাহ তাকে এজন্য দুনিয়া ও আখেরাতে

পুরস্কৃত করবেন। কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তির গীবত করা হলে এবং সে তার সাহায্য না করলে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে এর মন্দ ফল (শাস্তি) ভোগ করাবেন। মুমিন ব্যক্তির গীবতের চেয়ে মন্দ গ্রাস আর কেউ গ্রহণ করে না। সে যদি তার সম্পর্কে তার জ্ঞাত কথাই বলে তবে সে তার গীবতই করলো। আর সে যদি এমন কথা বলে যা সে জ্ঞাত নয়, তবে সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটালো।

٣٠٦- بَابُ الْغِيْبَةِ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

৩০৬- অনুচ্ছেদঃ গীবত। আল্লাহ্ তায়ালার বাণীঃ "তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে" (৪৯ ঃ ১২)।

٧٤٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى عَلٰي قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا فَقَالَ اِنَّهُمَا لاَ يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ وَبَلٰى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لاَ يَتَاَذّٰى مِنَ الْبَوْلِ فَدَعَا بِجَرِيْدَةٍ رُطَبَةٍ اَوْ بِجَرِيْدَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا ثُمَّ اَمَرَ بِكُلِّ كَسْرَةٍ فَغُرِسَتْ عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ سَيَهُوْنُ مِنْ عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رُطَبَتَيْنِ اَوْ لَمْ تَيْبَسَا.

৭৪০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি দুইটি কবরের নিকট পৌঁছলেন। কবরবাসীদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি বলেনঃ এই ব্যক্তিদ্বয়কে কোন গুরুতর অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। হাঁ, তাদের একজন মানুষের গীবত করতো এবং অপরজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতো না। তিনি তাজা একটি খেজুর শাখা বা দুইটি খেজুর শাখা আনতে বললেন। তিনি তা দুই টুকরা করে ভাংলেন, অতঃপর তা দুই কবরের উপর গেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেনঃ যতক্ষণ এই ডাল দুইটি তাজা থাকবে অথবা শুকিয়ে না যাবে, ততক্ষণ এদের হাল্কা শাস্তি হবে (আ, তা)।

٧٤١- عَنْ قَيْسٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَسِيْرُ مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِه فَمَرَّ عَلٰى بَغْلٍ مَيِّتٍ قَدْ انْتَفَخَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاَنْ يَّاْكُلَ اَحَدُكُمْ هٰذَا حَتّٰى يَمْلَاَ بَطْنَهُ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ مُسْلِمٍ.

৭৪১। কায়েস (র) বলেন, আমর ইবনুল আস (রা) তার কতক সঙ্গীসহ সফর করছিলেন। তিনি একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যা ফুলে উঠেছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের কেউ যদি তা পেট পুরে আহারও করে তবুও সেটা তার কোন মুসলমানের গোশত খাওয়ার চেয়ে উত্তম।

٣٠٧- بَابُ الْغِيْبَةِ لِلْمَيِّتِ.

৩০৭- অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির গীবত।

٧٤٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ الْاَسْلَمِيُّ فَرَجَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اِنَّ هٰذَا الْخَائِنَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ مِرَارًا كُلُّ ذٰلِكَ يَرُدُّهُ ثُمَّ قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ الْكَلْبُ فَسَكَتَ عَنْهُمُ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى مَرَّ بِجِيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلَةٍ رِجْلِهِ فَقَالَ كُلاَ مِنْ هٰذَا قَالاَ مِنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَالَّذِيْ نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ اَخِيْكُمَا اٰنِفًا اَكْثَرُ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّهُ فِيْ نَهْرٍ مِّنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَمَّسُ.

৭৪২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামী এসে চতুর্থবার (যেনার অপরাধের) স্বীকারোক্তি করলে, নবী (স) তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ দেন। পরে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কতক সহচরসহ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তাদের মধ্যকার একজন বললো, এই বিশ্বাসঘাতক কয়েকবারই নবী (স)-এর নিকট এলো এবং প্রতিবারই তিনি তাকে ফিরে যেতে বলেন। পরে তাকে কুকুরের ন্যায় হত্যা করা হলো। নবী (স) তাদের কথায় কোন মন্তব্য না করে নীরব থাকলেন, শেষে একটি মৃত গাধার নিকট এসে উপনীত হলেন, যার পাগুলো উপরের দিকে উত্থিত ছিল। তিনি বলেনঃ তোমরা দু'জনে এটা থেকে খাও। তারা উভয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মরা গাধার গোশত? তিনি বলেনঃ তোমরা দু'জনে এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের যে মানহানি করেছো তা এর তুলনায় অধিক গর্হিত। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! সে এখন বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের মধ্যকার একটি ঝর্ণায় আনন্দে সাতার কাটছে (দা,না, বুখারীর তারীখ)।

٣٠٨-بَابُ مَنْ مَسَّ رَاْسَ صَبِىٍّ مَعَ اَبِيْهِ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ

৩০৮-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পিতার সাথে উপস্থিত পুত্রের মাথায় হাত বুলায় এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করে।

٧٤٣- عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ اَبِيْ وَاَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَقِيْنَا شَيْخًا عَلَيْهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ وَعَلٰى غُلاَمِهِ بُرْدَةٌ وَّمَعَافِرِيٌّ قُلْتُ اَيْ عَمِّ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُعْطِيَ غُلاَمَكَ هٰذِهِ النَّمِرَةَ وَتَاْخُذِ الْبُرْدَةَ فَتَكُوْنُ عَلَيْكَ بُرْدَتَانِ وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ فَاَقْبَلَ عَلٰى اَبِيْ فَقَالَ ابْنُكَ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى رَاْسِيْ وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ يَا ابْنَ اَخِيْ ذِهَابُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْ مَتَاعِ الْاٰخِرَةِ قُلْتُ اَيْ اَبَتَاهْ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ قَالَ اَبُو الْيُسْرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو .

৭৪৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর পৌত্র উবাদা ইবনুল ওলীদ (র) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে বের হলাম। আমি তখন এক যুবা পুরুষ। আমরা এক প্রবীণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করলাম। তার পরনে ছিল একটি কারুকার্য খচিত চাদর ও একটি কম্বল এবং তার গোলামের পরনেও ছিল অনুরূপ একখানা কারুকার্য খচিত চাদর ও একটি কম্বল। আমি বললাম, চাচাজান! আপনি তো আপনার কম্বলখানা আপনার গোলামকে দিয়ে তার এই চাদরখানাসহ দু'খানা চাদর পরতে পারতেন এবং তার পরনেও থাকতো কম্বল। এমনটি করতে আপনাকে কিসে বাধা দিলো? তিনি আমার পিতার মুখোমুখি হয়ে বলেন, এ বুঝি তোমার পুত্র? তিনি বলেন, হাঁ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাকে তার মাধ্যমে বরকত দান করুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যা আহার করবে, তাদেরকেও তাই আহার করাবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরাবে। হে ভাতিজা! দুনিয়ার সামগ্রী যদি হাতছাড়া হয়ে যায় , তবে তা আখেরাতের সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার চেয়ে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আমি বললাম, আব্বাজান! ইনি কে? তিনি বলেন, আবুল য়ুসর কাব ইবনে আমর (রা) (মু,ই)।

٣٠٩- بَابُ دَالَّةِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ بَعْضُهُمْ عَلٰي بَعْضٍ

৩০৯ - অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের খাদ্য-পানীয় ও তৈজসপত্র বিনা অনুমতিতে পরস্পরের ব্যবহার।

٧٤٤- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَدْرَكْتُ السَّلَفَ وَاِنَّهُمْ لَيَكُوْنُوْنَ فِي الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِاَهَالِيْهِمْ فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلٰى بَعْضِهِمُ الضَّيْفُ وَقِدْرُ اَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ فَيَاْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهِ فَيَفْقِدُ الْقِدْرَ صَاحِبُهَا فَيَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ الْقِدْرَ فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الضَّيْفِ نَحْنُ اَخَذْنَاهَا لِضَيْفِنَا فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الْقِدْرِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْهَا اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ بَقِيَّةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ وَالْخُبْزُ اِذَا خَبَزُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ اِلاَّ جُدُرُ الْقَصَبِ قَالَ بَقِيَّةُ وَاَدْرَكْتُ اَنَا ذٰلِكَ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ وَاَصْحَابَهُ.

৭৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র) বলেন, আমি আগেকার মহান ব্যক্তিদের (সাহাবীগণের) সাক্ষাত পেয়েছি। তারা একই বাড়িতে বেশ কয়েক পরিবার বাস করতেন। কখনো এমনও হতো যে, তাদের কোন পরিবারে মেহমান এসেছে এবং অপর পরিবারের চুলায় খাবার রান্না হচ্ছে। যে ঘরে মেহমান এসেছে সেই ঘরের মালিক তার মেহামানের জন্য চুলার উপর বসানো সেই খাবার নিয়ে যেতো। আর খাদ্যের মালিক পরিবার এসে দেখতো যে, তার রান্না করা খাদ্য পাতিলসহ উধাও। সে বলতো, পাতিল কে নিয়ে গেলো? মেহমান আপ্যায়নকারীগণ বলতো, আমরা আমাদের মেহমানের জন্য তা নিয়েছি। তখন পাতিল ভর্তি খাদ্যের মালিক বলতো, আল্লাহ তাতে তোমাদের বরকত দান করুন। রাবী বাকিয়্যা (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র) বলতেন, সদ্য প্রস্তুত রুটির ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতো। এই দুই পরিবারের মাঝখানে একটি নল-খাগড়ার বেড়া ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। বাকিয়্যা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ ও তার সাথীদের মধ্যেও এমন অবস্থা লক্ষ্য করেছি।

٣١٠- بَابُ اِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ اِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

৩১০- অনুচ্ছেদঃ মেহমানের সমাদর এবং সশরীরে তাদের খেদমত করা।

٧٤٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ اِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا اِلاَّ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضُمُّ اَوْ يُضِيْفُ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ اِلَي امْرَاَتِهِ فَقَالَ اَكْرِمِيْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ قُوْتَ لِلصِّبْيَانِ فَقَالَ هَيِّئِيْ طَعَامَكِ وَاَصْلِحِيْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِيْ صِبْيَانَكِ اِذَا اَرَادُوْا عَشَاءَ فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَاَصْلَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَاَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاَطْفَاَتْهُ وَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ اَنَّهُمَا يَاْكُلاَنِ وَبَاتَا طَوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ﷺ لَقَدْ ضَحِكَ اللّٰهُ اَوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا وَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

৭৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এলেন। তিনি (খাদ্যের জন্য) তার স্ত্রীগণের নিকট পাঠান। তারা বলেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কে তার মেহমানদারি করবে? আনসারদের একজন বলেন, আমি। তিনি তাকে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমানকে সম্মান করো। স্ত্রী বলেন, ছেলে-মেয়েদের রাতের খাবার ছাড়া আমাদের আর কিছু নাই। আনসারী বলেন, তুমি খাবার তৈরি করো, বাতি ঠিক করো এবং তোমার বাচ্চারা যখন রাতের খাবার চাইবে তখন প্রবোধ দিয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিও। মহিলা তার খাবার তৈরি করলেন, বাতি ঠিকঠাক করলেন এবং তার বাচ্চাদের ঘুম পাড়ালেন। অতঃপর তিনি উঠে বাতি ঠিক করার ছুতোয় তা নিভিয়ে দিলেন। তারা এমন ভাব দেখালেন যে, তারা যেন মেহমানের সাথে আহার করছেন। অথচ রাতে তারা উপোসই থাকলেন। ভোর হলে তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কার্যকলাপে হেসেছেন বা অবাক হয়েছেন এবং আয়াত নাযিল করেছেনঃ "তারা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম"(সূরা হাশর ঃ ৯)।

٣١١- بَابُ جَائِزَةِ الضَّيْفِ

৩১১- অনুচ্ছেদঃ মেহমানকে প্রদত্ত পাথেয়।

٧٤٦- عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ اُذُنَايَ وَاَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

৭৪৬। আবু শুরাইহ আল-আদাবী (রা) বলেন, যখন নবী (স) বলেছেন, তখন আমার দুই কান শুনেছে এবং দুই চোখ দেখেছে। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন পুরস্কারসহ মেহমানের আপ্যায়ন ও সমাদর করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার পুরস্কার কি? তিনি বলেনঃ এক রাত ও এক দিনের জন্য উন্নত খাবার পরিবেশন করা। আর তিন দিন পর্যন্ত সাধারণ মেজবানীই যথেষ্ট। এর চেয়েও বেশী দিন অবস্থান করলে সেই মেহমানদারি হলে বদান্যতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে (বু,মু,দা,তি,না, ই)।

٣١٢- بَابُ الضِّيَافَةِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ

৩১২- অনুচ্ছেদঃ মেহমানদারি তিন দিন।

٧٤٧- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

৭৪৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মেহমানদারি করতে হবে তিন দিন। তার অধিক করা হলে তা দান হিসেবে গণ্য হবে (দা)।

٣١٣- بَابُ لاَ يُقِيْمُ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ

৩১৩- অনুচ্ছেদঃ মেহমান আপ্যায়নকারীর অসুবিধা করে থাকবে না।

٧٤٨- عَنْ اَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰي يُحْرِجَهُ.

৭৪৮। আবু শুরায়হ আল-কাবী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সমাদর করে। তার বিশেষ মেহমানদারি হচ্ছে এক দিন এক রাত, আর স্বাভাবিক মেহমানদারি হচ্ছে তিন দিন। তার অতিরিক্ত যা করা হবে তা বদান্যতারূপে গণ্য হবে। আর মেহমানের পক্ষে মেজবানের বাড়িতে এতো অধিক দিন অবস্থান করা উচিৎ নয় যাতে সে অসুবিধা বোধ করে (আ, তহা)।

٣١٤- بَابُ اِذَا اَصْبَحَ بِفِنَائِهِ

৩১৪- অনুচ্ছেদঃ মেহমান ভোরবেলা আপ্যায়নকারীর আঙ্গিনায় উপস্থিত হলে।

٧٤٩- عَنِ الْمِقْدَامِ اَبِيْ كَرِيْمَةَ السَّامِيْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ اِنْ شَاءَ فَاِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

৭৪৯। মিকদাম আবু কারীমা আস-সামী (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ রাতের বেলা আগত মেহমানের মেহমানদারি করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কতর্ব্য। আর রাতের বেলা তার নিকট মেহমান অবস্থান করলে, সে তার জন্য ঋণস্বরূপ। এখন সে ইচ্ছা করলে এই ঋণ (মেহমানকে পানাহার করানো) পরিশোধ করুক অথবা চাইলে তা ত্যাগ করুক (দা,ই,দার,হা,তহা,কু,আ)।

٣١٥- بَابُ اِذَا اَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا

৩১৫- অনুচ্ছেদঃ বঞ্চিত অবস্থায় মেহমানের ভোর হলে।

٧٥٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ بَعَثْتَنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُوْنَا فَمَا تَرٰي فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِيْ يَنْبَغِيْ لَهُمْ.

৭৫০। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব গোত্রের এলাকায় অবতরণ করি যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যদি তোমরা কোন গোত্রের এলাকায় অবতরণ করো এবং তারা সাধ্যমত তোমাদের জন্য মেহমানদারির ব্যবস্থা করে তবে তা সাদরে গ্রহণ করো। কিন্তু যদি তারা (অনুরূপ কোন ব্যবস্থা) না করে, তবে তাদের থেকে এতোটা হক আদায় করে নাও যা দেয়া তাদের উচিত ছিল (বু, মু, দা, তি, না)।

٣١٦- بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ الضَّيْفَ بِنَفْسِهِ

৩১৬- অনুচ্ছেদঃ সশরীরে মেহমানের খেদমত করা।

٧٥١- عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ عُرْسِهِ وَكَانَتْ امْرَاَتُهُ خَادِمُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوْسُ فَقَالَتْ اَتَدْرُوْنَ مَا اَنْقَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِيْ تَوْرٍ.

৭৫১। সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ সাইদী (রা) তার বাসর রাতে নবী (স)-কে দাওয়াত দিলেন। তার নববধূ সেদিন তাদের আহার পরিবেশন করেন। স্ত্রী বলেন, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য সেদিন আমি ছিলে-চেঁছে কি পরিবেশন করেছিলাম? রাতের বেলা আমি তাঁর জন্য টাটকা খেজুর একটি মাটির পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলাম (বু,মু)।

٣١٧- بَابُ مَنْ قَدَّمَ اِلٰى ضَيْفِهٖ طَعَامًا فَقَامَ يُصَلِّيْ

৩১৭- অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি মেহমানের সামনে আহার পরিবেশন করে নিজে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে।

٧٥٢- عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا ذَرٍّ فَلَمْ اُوَافِقْهُ فَقُلْتُ لاِمْرَاَتِهٖ اَيْنَ اَبُوْ ذَرٍّ قَالَتْ سَيَاْتِيْكَ الْاٰنَ فَجَلَسْتُ لَهُ فَجَاءَ وَمَعَهُ بَعِيْرَانِ قَدْ قَطَرَ اَحَدَهُمَا فِيْ عَجُزِ الْاٰخَرِ فِيْ عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا قِرْبَةٌ فَوَضَعَهُمَا ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ رَّجُلٍ كُنْتُ اَلْقَاهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيَّ لُقِيًّا مِّنْكَ وَلاَ اَبْغَضَ اِلَيَّ لُقِيًّا مِّنْكَ قَالَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ وَمَا يَجْمَعُ هٰذَا قَالَ اِنِّيْ كُنْتُ وَاَدْتُ مَوْؤُدَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَرْهَبُ اِنْ لَقِيْتُكَ اَنْ تَقُوْلَ لاَ تَوْبَةَ لَكَ لاَ مَخْرَجَ وَكُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ تَقُوْلَ لَكَ تَوْبَةٌ وَمَخْرَجٌ قَالَ اَفِي الْجَاهِلِيَّةِ اَصَبْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَقَالَ لاِمْرَاَتِهٖ اٰتِيْنَا بِطَعَامٍ فَاَبَتْ ثُمَّ اَمَرَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا قَالَ اِيْهٍ فَاِنَّكُنَّ لاَ تَعْدُوْنَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ وَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِنَّ قَالَ اِنَّ الْمَرْاَةَ ضِلَعٌ وَاِنَّكَ اِنْ تُرِيْدُ اَنْ تُقِيْمَهَا تُكْسِرْهَا وَاِنْ تُدَارِيْهَا فَاِنَّ فِيْهَا اَوَدًا وَبُلْغَةً فَوَلَّتْ فَجَاءَتْ بِثَرِيْدَةٍ كَاَنَّهَا قَطَاةٌ فَقَالَ كُلْ وَلاَ اُهُوْلَنَّكَ فَاِنِّيْ صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَجَعَلَ يُهَذِّبُ الرُّكُوْعَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَاَكَلَ فَقُلْتُ اِنَّا لِلّٰهِ مَا كُنْتُ اَخَافُ اَنْ تَكْذِبَنِيْ قَالَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ مَا كَذَبْتُ مُنْذُ لَقِيْتَنِيْ قُلْتُ اَلَمْ تُخْبِرْنِيْ اَنَّكَ صَائِمٌ قَالَ بَلٰى اِنِّيْ صُمْتُ مِنْ هٰذَا الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَكُتِبَ لِيْ اَجْرُهُ وَحَلَّ لِي الطَّعَامُ.

৭৫২। নুআইম ইবনে কানাব (র) বলেন, আমি আবু যার (রা)-এর নিকট এসে তাকে ঘরে পেলাম না। আমি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু যার (রা) কোথায়? তিনি বলেন, কোন কাজে বাইরে গিয়েছেন, এখনই আপনার সাক্ষাতে এসে যাবেন। অতএব আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। তিনি দু'টি উটসহ আসলেন, যার একটির পিছনে অপরটি বাধা এবং প্রতিটির ঘাড়ে ছিল একটি করে মশক। তিনি সেই দু'টি নামালেন, অতঃপর এলেন। আমি বললাম, হে আবু যার! যাদের সাথে আমি দেখা-সাক্ষাত করি তাদের মধ্যে আমার কাছে আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় কেউ নাই। আবার তাদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক অপ্রিয়ও আমার কাছে কেউ নাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা আল্লাহ্‌র জন্য কোরবান হোক। এই দু'টি বিপরীত জিনিস একত্র হলো কি করে। তিনি বলেন, আমি জাহিলী যুগে একটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছি। আমার

আশংকা হয় যে, আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করলেই আপনি বলবেন, তোমার তওবা করার বা নিষ্কৃতি লাভের কোন সুযোগ নাই। কিন্তু আমি আকাঙ্খা করতাম যে, আপনি বলবেন, তোমার তওবা করার ও নিস্তার লাভের উপায় আছে। তিনি বলেন, তুমি কি এটি জাহিলী যুগে করেছিলে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, অতীতের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসো। মহিলা অসম্মত হলো। তিনি পুনরায় তাকে আদেশ করলে এবারও সে অস্বীকার করলো। শেষে দু'জনের কথা কাটাকাটির স্বর উচ্চ মাত্রায় পৌঁছলো। তিনি বলেন, এই যে! তোমরা তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য গণায় ধরো না। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (স) তাদের সম্পর্কে কি বলেছেন? তিনি বলেছেনঃ "নিশ্চয় নারী হচ্ছে পাঁজরের বাঁকা হাড়। তুমি যদি তা সোজা করতে চাও তবে তাকে খানখান করে ফেলবে। আর তুমি যদি তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে যাও, তবুও তাদের বাঁকা স্বভাব বিদ্যমান থাকবেই"। মহিলাটি চলে গেলো এবং সারীদ (ঝোলে ভিজিনো রুটি) নিয়ে বিড়ালের মত চুপিসারে ফিরে এলো। আবু যার (রা) আমাকে বলেন, তুমি খাও, আমার কথা চিন্তা করো না। আমি রোযা আছি। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ধীরেসুস্থে নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি আহার করলেন। আমি বললাম, ইন্না লিল্লাহ! আমি কখনও আশংকা করিনি যে, আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলবেন! তিনি বলেন, তোমার পিতা আল্লাহ্‌র জন্য কোরবান হোক! তুমি সাক্ষাত করার সময় থেকে আমি তোমাকে কোন মিথ্যা কথা বলিনি। আমি বললাম, আপনি কি আমাকে বলেননি যে, আপনি রোযাদার? তিনি বলেন, হাঁ, আমি এই মাসে তিন দিন রোযা রেখেছি। আমার জন্য তার সওয়াব লেখা হয়েছে এবং আমার জন্য খাদ্য গ্রহণ হালাল হয়ে গেছে (না, দার, আ ২১৬৬৫)।

٣١٨-بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلٰي اَهْلِهِ

৩১৮- অনুচ্ছেদঃ কারো নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা।

٧٥٣- عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ اَنْفَقَهُ عَلٰي عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقَهُ عَلٰي اَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقَهُ عَلٰي دَابَّتِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. قَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ وَبَدَاَ بِالْعِيَالِ وَاَيُّ رَجُلٍ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلٰي عِيَالٍ صِغَارٍ حَتّٰي يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৭৫৩। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ "কোন ব্যক্তির ব্যয়কৃত সর্বোত্তম দীনার (মুদ্রা) হলো সেটি যা সে তার পরিবারের জন্য খরচ করে, যা সে আল্লাহ্‌র পথের (জিহাদকারী) তার সঙ্গী-সাথীদের জন্য খরচ করে এবং যা সে আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) তার জন্তুযানের জন্য খরচ করে"। অধস্তন রাবী আবু কিলাবা (র) বলেন, (ঊর্ধতন রাবী) পরিবার-পরিজনের কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করে মহান আল্লাহ তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল না করা পর্যন্ত, তার চেয়ে অধিক উত্তম পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কে হতে পারে (মু)?

٧٥٤- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً عَلٰي اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

৭৫৪। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যে সম্পদ ব্যয় করে তা তার জন্য দান-খয়রাত হিসেবে গণ্য (বু,মু,তি,না)

٧٥٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ فَقَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى خَادِمِكَ اَوْ قَالَ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ ضَعْهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ اَخَسُّهَا.

৭৫৫। জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তুমি নিজের জন্য খরচ করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তোমার খাদেমের জন্য বা সন্তানের জন্য খরচ করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি আছে। তিনি বলেনঃ তা আল্লাহ্র পথে রেখে দাও। আর তা হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট দীনার (দা, না,আ; আবু হুরায়রা সূত্রে)

٧٥٦-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ دِيْنَاراً اَعْطَيْتَهُ مِسْكِيْنًا وَدِيْنَاراً اَعْطَيْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَاراً اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَاراً اَنْفَقْتَهُ عَلٰي اَهْلِكَ اَفْضَلُهَا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰي اَهْلِكَ.

৭৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তুমি চারটি দীনারের (স্বর্ণ মুদ্রা) মধ্য থেকে একটি দীনার দীন-দুঃখীকে দান করলে, একটি দীনার দ্বারা গোলামকে দাসত্বমুক্ত করলে, একটি দীনার আল্লাহ্র পথে খরচ করলে এবং একটি দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করলে। এগুলোর মধ্যে যে দীনারটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছো সেটিই সর্বোত্তম (মু,দা,না,আ,হা, আন)।

٣١٩-بَابُ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى اللُّقْمَةَ يَرْفَعُهَا اِلٰى فِى امْرَاَتِه

৩১৯-অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক জিনিসের সওয়াব আছে, এমনকি কোন ব্যক্তির নিজ স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়া গ্রাসেও।

٧٥٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِسَعْدٍ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فَمِ امْرَاَتِكَ .

৭৫৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ করো, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেয়া হবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও তার জন্যও (বু, মু)।

٣٢٠-بَابُ الدُّعَاءِ اِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ

৩২০–অনুচ্ছেদ ঃ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দোয়া করা।

٧٥٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقِيْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَ لَهُ .

৭৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমাদের বরকতময় মহামহিম প্রভু রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে প্রতি রাতে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? (কে আছে এমন, যে আমার কাছে দোয়া করবে এবং আমি তার দোয়া কবুল করবো)? কে আছে এমন, যে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে এবং আমি তা দান করবো? কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করবো (বু, মু, দার)।

٣٢١-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فُلاَنٌ جَعْدٌ اَسْوَدَ اَوْ طَوِيْلٌ قَصِيْرٌ يُرِيْدُ الصِّفَةَ وَلاَ يُرِيْدُ الْغِيْبَةَ

৩২১–অনুচ্ছেদ ঃ গীবতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির এরূপ বলা ঃ অমুক কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি বা দীর্ঘদেহী।

٧٥٩- عَنْ اَبِيْ رُهْمٍ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِيْنَ بَايَعُوْهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُوْلُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَقُمْتُ لَيْلَةً بِالْاَخْضَرِ فَصِرْتُ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَاُلْقِيَ عَلَيْنَا النُّعَاسُ فَطَفِقْتُ اَسْتَيْقِظُ وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِيْ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَيُفْزِعُنِيْ دُنُوُّهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَطَفِقْتُ اُؤَخِّرُ رَاحِلَتِيْ حَتّٰى غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ بَعْضَ اللَّيْلِ فَزَاحَمَتْ رَاحِلَتِيْ رَاحِلَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلُهُ فِي الْغَرْزِ فَاَصَبْتُ رِجْلَهُ فَلَمْ اَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِقَوْلِهِ حَسٍّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْ لِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِرْ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُنِيْ عَنْ مَّنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فَقَالَ وَهُوَ يَسْاَلُنِيْ مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْحُمْرُ الطِّوَالُ الثُّطَاطُ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ بِتَخَلُّفِهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ السُّوْدُ الْجِعَادُ الْقِصَارُ الَّذِيْنَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ شَدَخٍ فَتَذَكَّرْتُهُمْ فِيْ بَنِيْ غِفَارٍ فَلَمْ اَذْكُرْهُمْ حَتّٰى ذَكَرْتُ اَنَّهُمْ رَهْطٌ مِّنْ اَسْلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ مِنْ اَسْلَمَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُ اَحَدُ

أُولٰئِكَ حِيْنَ يَتَخَلَّفُ اَنْ يَّحْمِلَ عَلٰى بَعِيْرٍ مِّنْ اِبِلِهِ امْرَءًا نَشِيْطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنْ اَعَزُّ اَهْلِىْ عَلَىَّ اَنْ يَّتَخَلَّفَ عَنِ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ وَغِفَارٍ وَاَسْلَمَ .

৭৫৯। আবু রুহম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন বৃক্ষতলে (হুদাইবিয়ায়) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বাইআতকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। এক রাতে আমি নৈশ প্রহরায় দাঁড়ালাম। আমি তাঁর নিকটেই পাহারা দিচ্ছিলাম। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম এবং জেগে থাকতে চেষ্টা করলাম। আমার জন্তুযান তাঁর জন্তুযানের কাছাকাছি এসে পড়লে আমার আশংকা হলো, কখন জানি আমার জন্তুযান আরও কাছাকাছি চলে এলে পাদানিতে রাখা তাঁর পায়ে আমার জন্তুযানের ধাক্কায় ব্যাথা পান। তাই আমি আমার জন্তুযানকে হটাতে থাকলাম। শেষে রাতের কোন এক অংশে আমার চোখে তন্দ্রা এলো এবং আমার জন্তুযান রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্তুযানকে ধাক্কা দিলো। তখনো তাঁর পা পাদানিতে ছিল এবং তা আমার পায়ের সাথে লেগে গেলো। কিন্তু তবুও আমার ঘুম ভাংলো না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'সজাগ হও' কথায় আমার ঘুম ছুটলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সামনে চলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে গিফার গোত্রের কে কে যুদ্ধে যোগদান থেকে পেছনে রয়ে গেছে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ঐ যে গৌর বর্ণ দীর্ঘদেহী যাদের চোয়ালে সামান্য দাড়ি আছে তারা কি করেছে? আমি তাদের পেছনে থেকে যাওয়ার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতির লোকগুলো কি করেছে, শাবকা শাদাখ নামক পানির উৎসে যাদের পশুপাল আছে? আমি গিফার গোত্রের মধ্যে আমার স্মৃতিচারণ করলাম, কিন্তু সেই গোত্রে তেমন কাউকে স্মরণ করতে পারলাম না। আমার স্মরণ হলো যে, তারা তো আসলাম গোত্রের লোক। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো আসলাম গোত্রের লোক। তিনি বলেন ঃ তাদের কোন সুচতুর কর্মঠ লোককে তার জন্তুযানে আরোহণ করিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় পাঠাতে তাদের কিসে বাধা দিলো? আমার একথা চিন্তা করতে কষ্ট হয় যে, কুরাইশ বংশীয় মুহাজিরগণ, আনসারগণ, গিফার গোত্রের লোক এবং আসলাম গোত্রের কেউ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পিছনে থেকে যাবে (আ ১৯২৮২)।

٧٦٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ اِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ .

৭৬০। আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বলেন ঃ গোত্রের মন্দ লোক। অতঃপর সে ভেতরে প্রবেশ করলে তিনি তার সাথে প্রসন্ন বদনে সাক্ষাত করেন। (পরে) আমি তাঁকে বললে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ অশ্লীলভাষীকে এবং অশ্লীল আচরণকারীকে পছন্দ করেন না (বু, মু)।

٧٦١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَوْدَةُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ امْرَاَةً ثَقِيْلَةً ثَبْطَةً فَاَذِنَ لَهَا .

৭৬১। আয়েশা (রা) বলেন, সাওদা (রা) মুযদালিফার রাতে যাত্রা করার জন্য নবী (স)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। সাওদা (রা) ছিলেন মন্থর গতিসম্পন্ন স্থূলদেহী মহিলা। সুতরাং তিনি (স) তাকে অনুমতি দিলেন (বু, মু, ই)।

٣٢٢-بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بِحِكَايَةِ الْخَبَرِ بَأْسًا

৩২২–অনুচ্ছেদ ঃ যিনি মনে করেন, ঘটনা বা উপমা বর্ণনা দোষের নয়।

٧٦٢-عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرَّانَةِ ازْدَحَمُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى قَوْمٍ فَكَذَّبُوْهُ وَشَجُّوْهُ فَكَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِى الرَّجُلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبْهَتِهِ .

৭৬২। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন জিরানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বণ্টন করেন তখন সেখানে লোকজনের প্রচণ্ড ভিড় হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর কোন এক বান্দাকে এক সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান। তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং নির্যাতন করে আহত করে। তিনি তার কপাল থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে তুমি ক্ষমা করো, কেননা তারা অজ্ঞ"। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি যেন দিব্যি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি সেই কপাল মোছায় রত ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করছেন (বু, মু, ই, আ, হি, আন)।

٣٢٣-بَابُ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا

৩২৩–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ গোপন রাখে।

٧٦٣- عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ قَالَ جَاءَ قَوْمٌ اِلٰى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَقَالُوْا اِنَّ لَنَا جِيْرَانًا يَشْرَبُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ اَفَنَرْفَعُهُمْ اِلَى الْاِمَامِ قَالَ لاَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَحْيَا مَوْءُوْدَةً مِّنَ قَبْرِهَا .

৭৬৩। আবুল হাইসাম (র) বলেন, একদল লোক উকবা ইবনে আমের (রা)-এর নিকট এসে বললো, আমাদের কতক প্রতিবেশী আছে, যারা মদ্যপান করে এবং বদ কাজে লিপ্ত থাকে। আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে শাসকের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করবো? তিনি বলেন, না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ দেখতে পেয়ে তা গোপন রাখলো সে যেন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কবর থেকে তুলে জীবন দান করলো (দা, তা)।

٣٢٤-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ هَلَكَ النَّاسُ

৩২৪–অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির মন্তব্য, লোক ধ্বংস হয়ে গেলো।

٧٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُوْلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكَهُمْ .

৭৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে বলতে শোন, লোকজন ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে (বুঝবে) সে সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত (মু, দা, মা, হি, আন)।

٣٢٥-بَابُ لاَ يَقُلْ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ

৩২৫–অনুচ্ছেদ ঃ মোনাফিককে 'সায়্যিদ' (নেতা) বলে সম্বোধন করবে না।

٧٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَاِنَّهُ اِنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ اَسْخَطْتُّمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ .

৭৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা মোনাফিককে 'নেতা' বলো না। কেননা সে যদি তোমাদের নেতা হয়ে যায়, তাহলে তোমরা তোমাদের মহিমান্বিত প্রভুকে অসন্তুষ্ট করলে (দা, হা)।

٣٢٦-بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا زُكِّىَ

৩২৬–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে কি বলবে?

٧٦٦- عَنْ عَدِىِّ بْنِ اَرْطَاةَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا زُكِّىَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِىْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ .

৭৬৬। আদী ইবনে আরতাত (র) বলেন, কখনো নবী (স)-এর কোন সাহাবীর পূত-পবিত্রতা বর্ণনা করা হলে তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ! তারা যা বলে সেজন্য আমাকে অভিযুক্ত করো না এবং তারা যে ব্যাপারে জ্ঞাত নয় সে ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করো" (বা)।

٧٦٧- عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ اَنَّ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لِاَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَوْ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ قَالَ لِاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مَا سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ زَعْمٍ قَالَ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ .

৭৬৭। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। আবু আবদুল্লাহ (রা) আবু মাসউদ (রা)-কে বলেন অথবা আবু মাসউদ (রা) আবু আবদুল্লাহ (রা)-কে বলেন, "অলিক ধারণা-অনুমান" সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কি বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, (তা) লোকটির কতই না মন্দ বাহন (দা , আ, তবাকাত)।

٧٦٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ يَا اَبَا مَسْعُوْدٍ مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ زَعَمُوْا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِه .

৭৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (র) বলেন, হে আবু মাসউদ! "তারা আন্দাজ-অনুমান করেছে" এরূপ কথা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কি বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, অমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ তা লোকের অত্যন্ত মন্দ বাহন। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি ঃ মুমিন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য।

٣٢٧-بَابُ لاَ يَقُوْلُ لِشَىْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُ

৩২৭–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকলে যেন না বলে যে, সে তা জানে না, তা আল্লাহ্ জানেন।

٧٦٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ لِشَىْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيُعَلِّمُ اللّٰهَ مَا لاَ يَعْلَمُ فَذَاكَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ .

৭৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তোমাদের কেউ যেন (তার অজ্ঞাত বিষয়ে মন্তব্য করার পর) না বলে, সে তা জানে না, আল্লাহ তা জানেন। অথচ আল্লাহ্র জ্ঞানে হয়তো অন্যরূপ আছে। সে যেন (ভাবছে) আল্লাহ যা জানেন না তা তাঁকে জানাচ্ছে। আল্লাহ্র কাছে তা (অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও উত্তর দিতে চাওয়া) গুরুতর ব্যাপার।

٣٢٨-بَابُ قَوْسُ قُزَحُ

৩২৮–অনুচ্ছেদ ঃ রংধনু।

٧٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمُجَرَّةُ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ وَاَمَّا قَوْسُ قُزَحُ فَاَمَانٌ مِنَ الْغَرَقِ بَعْدَ قَوْمِ نُوْحٍ .

৭৭০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ছায়াপথ হলো আসমানের দরজাসমূহের মধ্যকার একটি দরজা এবং রংধনু হলো নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার পর নিরাপত্তার প্রতীক।

٣٢٩-بَابُ الْمُجَرَّةِ

৩২৯–অনুচ্ছেদ ঃ ছায়াপথ।

٧٧١- عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ سَاَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيًّا عَنِ الْمُجَرَّةِ قَالَ هُوَ شَرْجُ السَّمَاءِ وَمِنْهَا فُتِحَتِ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ .

৭৭১। আবুত তুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনুল কাওয়া (র) আলী (রা)-কে ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তা হলো আসমানের প্রবেশদ্বার এবং নূহের বন্যায় প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আকাশের ঐ দ্বারই খুলে দেয়া হয়েছিল (৫৪ ঃ ১১ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)।

٧٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلْقَوْسُ اَمَانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ وَالْمُجَرَّةُ بَابُ السَّمَاءِ الَّذِيْ تَنْشَقُّ مِنْهُ .

৭৭২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রংধনু হলো পৃথিবীবাসীর জন্য মহাপ্লাবনের পর নিরাপত্তার প্রতীক এবং ছায়াপথ হলো আকাশের একটি দরজা, যা থেকে আকাশ বিদীর্ণ হবে।

٣٣٠-بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يُّقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ

৩৩০–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এভাবে বলতে অপছন্দ করে ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রহমতের অবস্থান স্থলে রাখো।

٧٧٣- عَنْ اَبِى الْحَارِثِ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَالَ لِاَبِىْ رَجَاءٍ اَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَاَسْاَلُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ فِىْ مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ قَالَ وَهَلْ يَسْتَطِيْعُ اَحَدٌ ذٰلِكَ قَالَ فَمَا مُسْتَقَرُّ رَحْمَتِهِ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ لَمْ تُصَبْ قَالَ فَمَا مُسْتَقَرُّ رَحْمَتِهِ قَالَ قُلْتُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

৭৭৩। আবুল হারিস কিরমানী (র) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে আবু রাজা (র)-এর নিকট বলতে শুনেছি, আমি আপনাকে সালাম জানাচ্ছি এবং দোয়া করছি যেন আল্লাহ তাঁর স্থায়ী রহমাতের স্থানে আপনাকে ও আমাকে একত্র করেন। তিনি বলেন, সেই সামর্থ্য কি কারো আছে? তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাঁর স্থায়ী রহমাতের স্থান কি? সে বললো, জান্নাত। আবু রাজা (র) বলেন, তুমি সঠিক বলোনি। লোকটি বললো, তবে তাঁর স্থায়ী রহমাতের স্থান কি? তিনি বলেন, আমি বললাম, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

٣٣١-بَابُ لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ

৩৩১–অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা কাল-প্রবাহকে গালি দিও না।

٧٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ .

৭৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন না বলে, হায় সর্বনাশা কাল। কেননা কাল তো স্বয়ং আল্লাহ (সৃষ্ট) (বু, মু, দা, না)।

٧٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا الدَّهْرُ اُرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَاِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا وَلاَ يَقُوْلَنَّ لِلْعِنَبِ الْكَرْمُ فَاِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ .

৭৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন না বলে, হায় সর্বনাশা কাল। মহা মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, কাল তো আমিই (সৃষ্টি করেছি)। আমিই রাত ও দিন পাঠাই। যখন আমি চাইবো তাকে কবজা করবো। আর কেউ যেন আঙ্গুরকে কারম না বলে। কেননা কারম হলো মুমিন ব্যক্তি (বু, মু, আ, দার, আন)।

٣٣٢-بَابُ لاَ يَحدُّ الرَّجُلُ الِىٰ اَخِيْهِ النَّظْرَ اذَا وَلّٰى

৩৩২-অনুচ্ছেদঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্থানকালে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকায়

٧٧٦- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ يَكْرَهُ اَنْ يُّحدَّ الرَّجُلُ الِىٰ اَخِيْهِ النُّظْرَ اَوْ يَتْبَعُهُ بَصَرَهُ اذَا وَلّٰى اَوْ يَسْأَلُهُ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ وَاَيْنَ تَذْهَبُ .

৭৭৬। মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো অথবা তার ফিরে যাবার সময় তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকানো অথবা তাকে জিজ্ঞেস করা, তুমি কোথা থেকে এসেছো এবং কোথায় যাবে, এরূপ আচরণ আপত্তিকর।

٣٣٣-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَيْلَكَ

৩৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির এরূপ বলা, তোমার সর্বনাশ হোক।

٧٧٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ انَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ انَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَانَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ .

৭৭৭। আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর একটি উষ্ট্র হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন ঃ উটের পিঠে আরোহণ করো। লোকটি বললো, এটি কোরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলেন, এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, এটি কোরবানীর উট। তিনি বলেন ঃ তুমি এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, এটি কোরবানীর উট। তিনি বলেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো (বু, মু, তি, না, ই, আ, দার, খু)।

٧٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ انِّىْ اَكَلْتُ خُبْزًا وَّلَحْمًا فَهَلْ اَتَوَضَّأُ فَقَالَ وَيْحَكَ اَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ .

৭৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আমি রুটি ও গোশত খেয়েছি। আমাকে কি উযু করতে হবে? তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি কি পাক জিনিস আহার করে উযু করবে?

٧٧٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرَّانَةِ وَالتِّبْرُ فِىْ حِجْرِ بِلاَلٍ وَهُوَ يَقْسِمُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اعْدِلْ فَانَّكَ لاَ تَعْدِلُ فَقَالَ وَيْلَكَ فَمَنْ يَّعْدِلُ اذَا لَمْ اَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ دَعْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبَ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ انَّ هٰذَا مَعَ

أَصْحَابٍ لَهُ أَوْ فِي أَصْحَابٍ لَهُ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

৭৭৯। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হুনাইন যুদ্ধের দিন জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি বিলালের কোলে (কাপড়ের মধ্যে রাখা) সোনা বিতরণ করছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, ইনসাফ করুন। আপনি ইনসাফ করছেন না। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি যদি ইনসাফ না করি তবে ইনসাফ আর কে করবে? উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মোনাফিকের ঘাড়ে আঘাত হানি (হত্যা করি)। তিনি বলেন ঃ সে তার সঙ্গী-সাথীসহ এখানে আছে। তারা কুরআন পড়ে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যাওয়ার গতিতে দীন থেকে বের হয়ে যাবে (বু, মু, আন)।

٧٨٠- عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ السَّدُوْسِيِّ (وَكَانَ اِسْمُهُ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ زَحْمٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ بَشِيْرٌ قَالَ) بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ ثَلاَثًا فَمَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ اَدْرَكَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثَلاَثًا فَحَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ نَظْرَةٌ فَرَاٰى رَجُلاً يَمْشِيْ فِي الْقُبُوْرِ وَعَلَيْهِ نَعْلاَنِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّيْنِ اَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَاٰى النَّبِيَّ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمٰى بِهِمَا .

৭৮০। বশীর ইবনে মাবাদ আস-সাদূসী (রা) থেকে বর্ণিত। তার পূর্বনাম ছিল জাহম ইবনে মাবাদ। তিনি নবী (স)-এর নিকট হিজরত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বলেন, জাহম (দুদর্শা)। তিনি বলেন ঃ তুমি হচ্ছো বশীর (সুসংবাদদাতা)। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হাঁটছিলাম। তিনি মুশরিকদের কবরস্থানের নিকট পৌঁছে বলেন ঃ এরা প্রভূত কল্যাণ হারিয়েছে। তিনি তিনবার এরূপ বলেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কবরস্থানে পৌঁছে বলেন ঃ এরা প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি তিনবার এরূপ বলেন। তখন নবী (স)-এর দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপর পতিত হলো। সে জুতা পরিহিত অবস্থায় কবরস্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন ঃ হে জুতাধারী! তোমার জুতা খুলে ফেলে দাও। লোকটি তাকালো। সে নবী (স)-কে দেখে তৎক্ষণাৎ তার জুতাজোড়া খুলে ফেলে দিলো (দা, না, ই, আ)।

٣٣٤-بَابُ الْبِنَاءِ

৩৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ দালান-কোঠা নির্মাণ।

٧٨١-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ اَنَّهُ رَاٰى حُجَرَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جَرِيْدٍ مُسْتَوْرَةً بِمَسُوْحِ الشَّعْرِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ كَانَ بَابُهُ مِنْ وَجْهَةِ الشَّامِ فَقُلْتُ مِصْرَاعًا كَانَ مِصْرَاعَيْنِ قَالَ كَانَ بَابًا وَاحِدًا قُلْتُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ كَانَ قَالَ مِنْ عَرْعَرٍ اَوْ سَاجٍ .

৭৮১। মুহাম্মাদ ইবনে হেলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন যে, নবী (স)-এর স্ত্রীগণের হুজরাসমূহে খেজুর পাতার ছাউনি এবং বেড়া শুষ্ক ঘাস বা খড়ের ছিল। আমি মুহাম্মাদ ইবনে হেলালকে আয়েশা (রা)-এর ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তার ঘরের দরজা ছিল সিরিয়া অভিমুখী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দরজার কপাট কি একটি ছিল না দুইটি? তিনি বলেন, একটি। আমি বললাম, তা কি কাঠের ছিল? তিনি বলেন, সাইপ্রাস অথবা সেগুন কাঠের।

٧٨٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَبْنِى النَّاسُ بُيُوْتًا يُوْشُوْنَهَا وَشْىُ الْمَرَاحِيْلِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى الثِّيَابَ الْمُخَطَّطَةَ .

৭৮২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ লোকজন নকশী কাঁথার মত কারুকার্য মণ্ডিত ঘর-বাড়ি তৈরি না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٣٣٥-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لاَ وَاَبِيْكَ

৩৩৫–অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির কথা, "না, তোমার পিতার শপথ"।

٧٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ اَجْرًا قَالَ اَمَا وَاَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلاَ تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ .

৭৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ধরনের দান সর্বাধিক পুণ্যের? তিনি বলেন ঃ তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় এবং দারিদ্র্যের আশংকা করছো, ধনী হওয়ার আশাও পোষণ করছো, এমতাবস্থায় যে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করো না, যখন তোমার প্রাণ হবে কণ্ঠাগত, আর তুমি বলবে, অমুককে এতা, অমুককে এতো দিলাম। তা তো তখন অপরের হয়েই গেছে (বু, মু, আ, ই, খু, হি)।

٣٣٦-بَابُ اِذَا طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ طَلَبًا يَّسِيْرًا وَلاَ يَمْدَحُهُ

৩৩৬–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কারো নিকট কিছু চাইলে সরাসরি চাইবে, তার চাটুকারিতা করবে না।

٧٨٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا طَلَبَ اَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَّسِيْرًا فَاِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ وَلاَ يَاْتِىْ اَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحُهُ فَيَقْطَعُ ظَهْرَهُ .

৭৮৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ প্রয়োজনে কারো কাছে কিছু চাইলে যেন সহজভাবে চায় (বারংবার না চায়)। কেননা তার তাকদীরে যা নির্ধারিত চাছে তা সে পাবেই।

তোমাদের কেউ যেন তার কোন সহযোগীর নিকট গিয়ে তার চাটুকারিতা না করে। তা করলে সে যেন তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলো।

٧٨٥- عَنْ اَبِىْ عَزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْهُذَالِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ قَبْضَ عَبْدٍ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا اَوْ فِيْهَا حَاجَةً .

৭৮৫। আবু আয্‌যা ইয়াসার ইবনে আবদুল্লাহ আল-হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাকে নির্দিষ্ট কোন স্থানে মৃত্যুদান করতে চান, তখন সেখানে (যাওয়ার জন্য) সেই বান্দার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (তি, আ, হা)।

٣٣٧-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لاَ بُلَّ شَانِئُكَ

৩৩৭–অনুচ্ছেদ ঃ কারো মন্তব্য, তোমার শত্রু নিপাত যাক।

٧٨٦- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَمْسٰى عِنْدَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَنَظَرَ اِلٰى نَجْمٍ عَلٰى حِيَالِه فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَوَدَّنَّ اَقْوَامٌ وَلُّوْا اِمَارَاتٍ فِى الدُّنْيَا وَاَعْمَالاً اَنَّهُمْ كَانُوْا مُتَعَلِّقِيْنَ عِنْدَ ذٰلِكَ النَّجْمِ وَلَمْ يَلُوْا تِلْكَ الْاِمَارَاتِ وَلاَ تِلْكَ الْاَعْمَالَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ لاَ بُلَّ شَانِئُكَ اَكُلُّ هٰذَا سَاغَ لِاَهْلِ الْمَشْرِقِ فِىْ مَشْرِقِهِمْ قُلْتُ نَعَمْ وَاللّٰهِ قَالَ لَقَدْ قَبَّحَ اللّٰهُ وَمَكَرَ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَسُوْقُنَّهُمْ حُمْرًا غِضَابًا كَاَنَّمَا وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ حَتّٰى يَلْحَقُوْا ذَا الزَّرْعِ بِزَرْعِهِ وَذَا الضَّرْعِ بِضَرْعِهِ .

৭৮৬। আবু আবদুল আযীয (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাতে আমাদের এখানে থাকলেন। তিনি একটি উজ্জল তারকার দিকে তাকিয়ে বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! কোন কোন সম্প্রদায়ের দখলে পার্থিব শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আসলে তারা চাইবে যে, তারা যদি ঐ তারকার সাথে মিলিত হতে পারতো এবং শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের না থাকতো। অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন, তোমার শত্রু নিপাত যাক। প্রাচ্যবাসীরা কি তাদের সেই প্রাচ্যের রাজত্ব-কর্তৃত্বে বিভোর হয়ে আছে? আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ তাদের অমঙ্গল করুন এবং বিহিত ব্যবস্থা করুন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! তাদেরকে গৌর বর্ণের প্রশস্ত চেহারাবিশিষ্ট ক্রুর স্বভাবের লোকেরা এমনভাবে হাঁকিয়ে বেড়াবে যে, কৃষকদের তাদের খামারে এবং পশু পালকদেরকে তাদের পশুপালে পৌঁছিয়ে দিবে (আ, হি)।

٣٣٨-بَابُ لاَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ اَللّٰهُ وَفُلاَنٌ

৩৩৮–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন এভাবে না বলে, আল্লাহ্‌ ও অমুক।

٧٨٧- عَنْ مُغِيْثِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوْلاَهُ فَقَالَ اَللّٰهُ وَفُلاَنٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ تَقُلْ كَذٰلِكَ لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا وَلٰكِنْ قُلْ فُلاَنٌ بَعْدَ اللّٰهِ .

৭৮৭। মুগীছ ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাকে তার মনিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহ এবং অমুক। ইবনে উমার (রা) বলেন, এভাবে বলো না। তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শামিল করো না। বরং তুমি বলো, আল্লাহ্‌র পর অমুক।

٣٣٩-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ

৩৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ কারো বক্তব্য, আল্লাহ্‌র মর্জি ও আপনার মর্জি।

٧٨٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ قَالَ جَعَلْتَ لِلّٰهِ نِدًّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ .

৭৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বললো, আল্লাহ্‌র মর্জি এবং আপনার মর্জি। তিনি বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করলে। বলো, একমাত্র আল্লাহ্‌র মর্জি (আ, ই, না, দার, তহা)।

٣٤٠-بَابُ الْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ

৩৪০-অনুচ্ছেদ ঃ গান-বাজনা ও তামাশা।

٧٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِلَى السُّوْقِ فَمَرَّ عَلٰى جَارِيَةٍ صَغِيْرَةٍ تَغَنّٰى فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَوْ تَرَكَ اَحَدًا لَتَرَكَ هٰذِهِ .

৭৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে বাজারে গেলাম। তিনি সঙ্গীতরত একটি বালিকাকে অতিক্রম করতে করতে বলেন, শয়তান যদি কাউকেও ত্যাগ করতো তবে একেও ত্যাগ করতো (বাজ, বা, দারাওয়ারদী)।

٧٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلاَ الدَّدُ مِنِّىْ بِشَىْءٍ يَعْنِىْ لَيْسَ الْبَاطِلُ مِنِّىْ بِشَىْءٍ .

৭৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি খেল-তামাশা পছন্দ করি না এবং খেল-তামাশারও আমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ আমার সাথে বাতিলের কোন সম্পর্ক নাই।

٧٩١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ . قَالَ الْغِنَاءُ وَاَشْبَاهُهُ .

৭৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "এমন কতক লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে" (সূরা লোকমান ঃ ৬)। তা হচ্ছে গান-বাজনা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ (তাবারী)।

٧٩٢-عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوْا وَالْاَشَرَةُ شَرٌّ.

৭৯২। বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা সালামের বহুল প্রচলন করো, শান্তিতে থাকতে পারবে। অনর্থক কথাবার্তা ক্ষতিকর (ইলা, হি, মুখতারাত)।

٧٩٣- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وكَانَ بِجَمْعٍ مِّنَ الْمَجَامِعِ فَبَلَغَهُ اَنَّ اَقْوَامًا يَلْعَبُوْنَ بِالْكُوبَةِ فَقَامَ غَضْبَانًا يَنْهٰى عَنْهَا اَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اِنَّ اللاَّعِبَ بِهَا لَيَاْكُلُ قَمَرَهَا كَاَكْلِ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمُتَوَضِّئٌ بِالدَّمِ يَعْنِيْ بِالْكُوبَةِ اَلنَّرْدُ .

৭৯৩। ফাদালা ইবনে উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক মজলিসে বসা ছিলেন। তখন তিনি জানতে পারলেন যে, কতক লোক দাবা খেলায় মত্ত আছে। তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, অতঃপর বললেন, সাবধান! যারা পাশা খেলে এবং তার ফল (উপার্জন) খায় তারা শূকরের গোশত ভক্ষণকারী এবং রক্ত দিয়ে উযুকারীর সমতুল্য।

٣٤١-بَابُ الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ الْحَسَنِ

৩৪১-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম চালচলন ও জীবনপ্রণালী।

٧٩٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ فِيْ زَمَانٍ كَثِيْرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيْلٌ خُطَبَاؤُهُ قَلِيْلٌ سُؤَّالُهُ كَثِيْرٌ مُعْطُوْهُ اَلْعَمَلُ فِيْهِ قَائِدٌ لِّلْهَوٰى وَسَيَاْتِيْ مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ قَلِيْلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيْرٌ خُطَبَاؤُهُ كَثِيْرٌ سُؤَّالُهُ قَلِيْلٌ مُعْطُوْهُ اَلْهَوٰى فِيْهِ قَائِدٌ لِّلْعَمَلِ اِعْلَمُوْا اَنَّ حَسَنَ الْهُدٰى فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَيْرٌ مِّنْ بَعْضِ الْعَمَلِ .

৭৯৪। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমরা এমন একটি যুগে আছো যে সময় ফকীহ্গণের সংখ্যা অধিক, বক্তাগণের সংখ্যা কম, যাঞ্চাকারীর সংখ্যা কম, দাতার সংখ্যা অধিক এবং আমল হচ্ছে প্রবৃত্তির পরিচালক। কিন্তু তোমাদের পর অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন ফকীহগণের সংখ্যা হবে কম, বক্তার সংখ্যা হবে প্রচুর, যাঞ্চাকারীর সংখ্যা হবে অধিক, দাতার সংখ্যা হবে অল্প এবং প্রবৃত্তিই হবে আমলের পরিচালক। জেনে রাখো! আখেরী যমানায় উত্তম স্বভাব হবে কোন কোন আমলের চেয়েও উত্তম (মা)।

٧٩٥- عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِاَبِى الطُّفَيْلِ رَاَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلاَ اَعْلَمُ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ رَجُلاً حَيًّا رَاَى النَّبِيَّ ﷺ غَيْرِيْ قَالَ وكَانَ اَبْيَضُ مَلِيْحُ الْوَجْهِ .

৭৯৫। আল-জুরাইরী (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবুত তুফাইল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স)-কে দেখেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমার জানামতে যারা তাঁকে দেখেছেন আমি ছাড়া তাদের কেউ ভূপৃষ্ঠে বেঁচে নাই। তিনি ছিলেন ফর্সা ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী (মু ৫৮৬২)।

٧٩٦- عَنِ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ الْكِنَانِىُّ نَطُوْفُ بِالْبَيْتِ قَالَ اَبُو الطُّفَيْلِ مَا بَقِىَ اَحَدٌ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ غَيْرِىْ قُلْتُ وَرَاَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَالَ كَانَ اَبْيَضُ مَلِيْحًا مُقَصَّدًا .

৭৯৬। আল-জুরাইরী (র) বলেন, আমি ও আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসেলা আল-কানানী (রা) আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করছিলাম। তখন আবুত তুফাইল (রা) বলেন, নবী (স)-কে দেখেছেন, আমি ছাড়া এমন কেউ আর বেঁচে নাই। আমি বললাম, আপনি কি তাঁকে দেখেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, তিনি কেমন ছিলেন? তিনি বলেন, তিনি ছিলেন ফর্সা, লাবণ্যময়, মধ্যম আকৃতির (মু, দা)।[১]

٧٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْهُدَى الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ خَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ .

৭৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ উত্তম চালচলন, উত্তম স্বভাব, উত্তম আচরণ এবং মিতাচার নবুয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ (মা, দা, আ)।

٧٩٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْهُدَى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ .

৭৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ উত্তম চালচলন, উত্তম আচরণ ও মিতাচার নবুয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ (দা)।

٣٤٢-بَابُ وَيَاْتِيكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوِّدْ

৩৪২–অনুচ্ছেদ ঃ যাকে তুমি দাওনি পাথেয়, সে তোমার নিকট আনবে বয়ে বার্তা।

٧٩٩- عَنْ عِكْرِمَةَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ شِعْرًا قَطُّ فَقَالَتْ اَحْيَانًا اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَقُوْلُ وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوِّدْ .

৭৯৯। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কখনো কবিতা দ্বারা উপমা দিতে শুনেছেন? তিনি বলেন, কখনো কখনো তিনি ঘরে প্রবেশকালে আবৃত্তি করতেনঃ "যাকে তুমি দাওনি তোশা, আনবে খবর সে নিশ্চয়" (তি, তহা, না)

٨٠٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّهَا كَلِمَةُ نَبِىٍّ وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوِّدْ .

৮০০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "যাকে তুমি দাওনি তোশা, আনবে খবর সে নিশ্চয়" একজন নবীর কথা (অর্থাৎ নবী (স)-ও একথা বলেছেন)।

---

১. আবুত তুফাইল (রা) ১০০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মহানবী (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সবশেষে মৃত্যুবরণ করেন (মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীস নং ৬০৭১ (৯৮)-(অনুবাদক)।

٣٤٣-بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّى

৩৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা।

٨٠١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَمَنّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنّٰى فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ مَا يُعْطٰى .

৮০১। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কিছু আকাঙ্ক্ষা করে তখন তার লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কি আকাঙ্ক্ষা করছে। কেননা সে তো জানে না যে, তাকে কি দেয়া হবে (আ, বা)?

٣٤٤-بَابُ لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمُ

৩৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা আঙ্গুরকে কারম নামকরণ করো না।

٨٠٢- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمُ الْكَرْمَ وَقُوْلُوا الْحَبْلَةَ يَعْنِى الْعِنَبَ .

৮০২। আলকামা ইবনে ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন আঙ্গুরকে 'কারম' না বলে, বরং তোমরা হাবালা (আঙ্গুর) বলো (মু, দার, আন, হি)।

٣٤٥-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْحَكَ

৩৪৫- অনুচ্ছেদ ঃ কারো এরূপ বলা, তোমার অকল্যাণ হোক।

٨٠٣-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الرَّابِعَةِ وَيْحَكَ ارْكَبْهَا .

৮০৩। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন ঃ তুমি তাতে আরোহণ করো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কোরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলেন ঃ তুমি তাতে আরোহণ করো। সে বললো, তা কোরবানীর উট। তিনি তৃতীয় বা চতুর্থবারে বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি তাতে আরোহণ করো (বু, মু, দা, তহা)।

٣٤٦-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ يَا هَنْتَاهْ

৩৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ কারো কথা, হে শ্যালিকা, হে পাগলী।

٨٠٤- عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا هِىَ يَا هَنْتَاهْ .

৮০৪। হামনা বিনতে জাহশ (রা) বলেন, নবী (স) বললেন ঃ হে শ্যালিকা (বা পাগলী)! এটা কি (দা, ই, তি)?

٨٠٥- عَنْ حَبِيْبِ بْنِ صَهْبَانَ الْاَسَدِىِّ رَاَيْتُ عَمَّاراً صَلَّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ اِلَى جَنْبِهِ يَا هَنَاهْ ثُمَّ قَامَ .

৮০৫। হাবীব ইবনে সাহ্বান আল-আসাদী (র) বলেন, আমি আম্মার (রা)-কে ফরয নামায পড়তে দেখলাম। অতঃপর তিনি তার পাশের লোকটিকে বলেন, হে পাগলা! অতঃপর (আবার নামাযে) দাঁড়ালেন (হা)।

٨٠٦-عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْدَفَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَاَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْهِ حَتّٰى اَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ .

৮০৬। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাহনে পেছন দিকে আমাকে তুলে নিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমার স্মৃতিতে (কবি) উমাইয়্যা ইবনে আবুস সাল্ত-এর কবিতার কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, হাঁ। আমি তাকে একটি পংক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম। তিনি বলেন ঃ আরও আবৃত্তি করো। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে এক শত পংক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম (মু)।

٣٤٧-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ اِنِّىْ كَسْلاَنٌ

৩৪৭- অনুচ্ছেদ ঃ কারো কথা, আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত।

٨٠٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَذَرُهُ وَكَانَ اِذَا مَرِضَ اَوْ كَسَلَ صَلّٰى قَاعِداً .

৮০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মূসা (র) বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, রাতে দাঁড়ানো (নফল নামায পড়া) কখনো ত্যাগ করো না। কেননা নবী (স) কখনো তা ত্যাগ করেননি। তিনি অসুস্থ থাকলে বা ক্লান্তি বোধ করলে বসে বসে নামায পড়তেন (দা)।

٣٤٨-بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنَ الْكَسْلِ

৩৪৮–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অলসতা থেকে পানাহ চায়।

٨٠٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ .

৮০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) অধিক পরিমাণে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে এবং ঋণভার ও লোকের (শত্রুর) আধিপত্য থেকে" (বু,দা,না,তি)।

٣٤٩-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ نَفْسِىْ لَكَ الْفِدَاءُ

৩৪৯- অনুচ্ছেদ ঃ কারো কথা, আমার জান আপনার জন্য উৎসর্গিত।

٨٠٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَجْثُوْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَنْثُرُ كِنَانَتَهُ وَيَقُوْلُ وَجْهِى لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ وَنَفْسِىْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ .

৮০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতেন এবং তার তীরগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বলতেন, হে প্রিয় নবী! আমার মুখমণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলের ঢালস্বরূপ। আমার জান আপনার জন্য উৎসর্গ হোক (ইবনুস সুন্নী)

٨١٠- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْوَ الْبَقِيْعِ وَانْطَلَقْتُ اَتْلُوْهُ فَالْتَفَتَ فَرَاٰنِىْ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ وَاَنَا فِدَاؤُكَ فَقَالَ اِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فِىْ حَقٍّ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَقَالَ هٰكَذَا ثَلاَثًا ثُمَّ عَرَضَ لَنَا اُحُدُ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ وَاَنَا فِدَاؤُكَ قَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ اُحُدًا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا فَيُمْسِىْ عِنْدَهُمْ دِيْنَارٌ اَوْ قَالَ مِثْقَالٌ ثُمَّ عَرَضَ لَنَا وَادٌ فَاسْتَنْتَلَ فَظَنَنْتُ اَنَّ لَهُ حَاجَةً فَجَلَسْتُ عَلٰى شَفِيْرٍ وَاَبْطَاَ عَلَىَّ قَالَ فَخَشِيْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ كَاَنَّهُ يُنَاجِىْ رَجُلاً ثُمَّ خَرَجَ اِلَىَّ وَحْدَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِىْ كُنْتَ تُنَاجِىْ فَقَالَ اَوَ سَمِعْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَانِىْ فَبَشَّرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ نَعَمْ .

৮১০। আবু যার (রা) বলেন, নবী (স) 'আল-বাকী' নামক কবরস্থানের দিকে গেলেন। আমিও তাঁর অনুগামী হলাম। তিনি পিছনে ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে বলেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় দরবারে হাযির। আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত। তিনি বলেন ঃ সম্পদশালীরাই হবে কিয়ামতের দিন দরিদ্র, তবে যারা এরূপ এরূপ (দান-খয়রাত) করবে তারা ব্যতীত। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি এরূপ তিনবার বলেন। অতঃপর উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়লো। তিনি বলেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় দরবারে হাযির। আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত। তিনি বলেন ঃ "এই উহুদ পাহাড় যদি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য সোনায় পরিণত হয়, তবে রাত আসা অবধি তাদের নিকট এক দীনার বা এক মিসকাল পরিমাণ সোনা অবশিষ্ট থাকলেও তাতে আমি খুশি হবো না"। অতঃপর আমরা একটি উন্মুক্ত মাঠে উপনীত হলাম। তিনি মাঠের এক প্রান্তে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে গেছেন। তাই আমি একপাশে বসে থাকলাম। আমার কাছে ফিরে আসতে তাঁর বিলম্ব

হলে তাঁর সম্পর্কে আমার (বিপদের) আশংকা হলো। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির সাথে ফিস ফিস করে তাঁর কথা বলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। অতঃপর তিনি একাকী আমার নিকট ফিরে এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কার সাথে গোপনে কথা বললেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তা শুনতে পেয়েছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ তিনি জিবরাঈল (আ)। তিনি আমার নিকট এসে আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক না করে মারা যাবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যেনা করে থাকে, যদি সে চুরি করে থাকে তবুও? তিনি বলেন ঃ হাঁ তবুও (বু, মু)।

٣٥٠-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ

৩৫০-অনুচ্ছেদঃ কারো বলা, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক।

٨١١- عَنْ عَلِيٍّ يَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّىْ رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ارْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ .

৮১১। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাদ (রা) ছাড়া আর কারো জন্য 'ফিদা' (উৎসর্গ) শব্দ ব্যবহার করতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোন (বু, মু, তি, আ)।

٨١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ وَاَبُوْ مُوْسٰى يَقْرَاُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا بُرَيْدَةُ جَعَلْتُ فِدَاكَ قَالَ قَدْ اُعْطِىَ هٰذَا مِزْمَاراً مِّنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ .

৮১২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) মসজিদের দিকে গেলেন। তখন আবু মূসা (রা) কুরআন মজীদ পড়ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এ কে? আমি বললাম, আমি বুরায়দা, আমি আপনার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলাম। তিনি বলেন ঃ একে দাঊদ (আ)-এর পরিবারের সুরসমূহের একটি সুর দান করা হয়েছে (মু)।

٣٥١-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ يَا بُنَيَّ لِمَنْ اَبُوْهُ لَمْ يُدْرِكِ الْاِسْلاَمَ

৩৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কারো অমুসলিমদের শিশু সন্তানকে "হে বৎস" বলে সম্বোধন করা।

٨١٣- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَا ابْنَ اَخِىْ ثُمَّ سَاَلَنِىْ فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَعَرَفَ اَنَّ اَبِىْ لَمْ يُدْرِكِ الْاِسْلاَمَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ .

৮১৩। সাব ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এলে তিনি বলতে লাগলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, হে ভ্রাতুষ্পুত্র!

অতঃপর তিনি আমার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে আমার বংশপরিচয় দিলাম। তাতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমার পিতা ইসলামী যুগ পাননি। তিনি আমাকে 'হে বৎস' 'হে বৎস' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন (শা, তারীখুল কবীর)।

٨١٤- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ كُنْتُ خَادِمًا لِّلنَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَكُنْتُ اَدْخُلُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ فَجِئْتُ يَوْمًا فَقَالَ كَمَا اَنْتَ يَا بُنَىَّ فَانَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ اَمْرٌ لاَ تَدْخُلَنَّ الاَّ بِاذْنٍ .

৮১৪। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর খাদেম ছিলাম। আমি অনুমতি না নিয়েই ঘরে প্রবেশ করতাম। এক দিন আমি এলে তিনি বলেন ঃ বৎস! থেমে যাও। তোমার অনুপস্থিতিতে একটি ব্যাপার ঘটেছে। এখন থেকে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করো না (তি, তহা)।

٨١٥- عَنِ ابْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ .

৮১৫। আবু সাসাআ (রা) বলেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাকে 'হে বৎস' বলে সম্বোধন করেছেন (বু, না, কু)।

٣٥٢-بَابُ لاَ يَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسِىْ

৩৫২-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা নাপাক হয়ে গেছে।

٨١٦- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِىْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِىْ .

৮১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা নাপাক হয়ে গেছে। বরং সে বলতে পারে, আমার আত্মা নাফরমানি করেছে (বু,মু)।

٨١٧- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِىْ وَلِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِىْ .

৮১৭। সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। (বলতেই যদি হয় তাহলে) যেন বলে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে (বু, মু, দা)।

٣٨٣-بَابُ كُنْيَةِ اَبِى الْحَكَمِ

৩৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ আবুল হাকাম উপনাম।

٨١٨- عَنْ هَانِىءِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ وَهُمْ يُكَنُّوْنَهُ بِاَبِى الْحَكَمِ فَدَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تَكَنَّيْتَ بِاَبِى الْحَكَمِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ قَوْمِىْ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ شَىْءٍ اَتَوْنِىْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ

فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ قَالَ مَا اَحْسَنَ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قُلْتُ لِىْ شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ وَمُسْلِمٌ بَنُوْ هَانِىْءٍ قَالَ فَمَنْ اَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَاَنْتَ اَبُوْ شُرَيْحٍ وَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَمُّوْنَ رَجُلاً مِّنْهُمْ عَبْدُ الْحَجَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اسْمُكَ قَالَ عَبْدُ الْحَجَرِ قَالَ لاَ اَنْتَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَاِنَّ هَانِيًا لَمَّا حَضَرَ رُجُوْعُهُ اِلَى بِلاَدِهِ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ بِاَىِّ شَىْءٍ يُوْجِبُ لِى الْجَنَّةَ قَالَ عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلاَمِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ .

৮১৮। হানী ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী (স)-এর নিকট গেলেন। নবী (স) তাদের কাছে শুনলেন যে, তারা তাকে "আবুল হিকাম" ডাকনাম দিয়েছে। নবী (স) তাকে ডেকে এনে বলেন ঃ আল্লাহ্ই হলেন হিকাম (হুকুমের মালিক) এবং তিনিই কেবল হুকুম দিতে পারেন। অতএব তুমি নিজের জন্য আবুল হিকাম উপনাম রাখলে কী করে? তিনি বলেন, ব্যাপারটি তা নয়, বরং আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হলে তারা আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই। উভয় পক্ষই আমার মীমাংসা মেনে নেয়। তিনি বলেন ঃ তা তো খুবই উত্তম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কি কোন সন্তান আছে? আমি বললাম, শুরায়হ্, আবদুল্লাহ ও মুসলিম নামে আমার তিন সন্তান আছে। তিনি বলেন ঃ তাদের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠ কে? আমি বললাম, শুরায়হ্। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি আবু শুরায়হ্। অতঃপর তিনি তার জন্য এবং তার সন্তানদের জন্য দোয়া করলেন। নবী (স) শুনতে পেলেন যে, প্রতিনিধি দল তাদের একজনকে "আবদুল হাজার" (পাথরের দাস) নামে ডাকে। নবী (স) জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার নাম কি? সে বললো, আবদুল হাজার। তিনি বলেনঃ না, তোমার নাম আবদুল্লাহ। শুরায়হ্ (রা) বলেন, স্বদেশে ফেরার সময় হলে হানী (রা) নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলুন, কোন জিনিস আমার জন্য জান্নাত অবধারিত করবে। তিনি বলেন ঃ তুমি সর্বদা উত্তম কথা বলবে এবং আহার্য দান করবে (দা, তি, হি, হা)।

٣٥٤-بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْاِسْمُ الْحَسَنِ

৩৫৪–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পছন্দনীয় নাম "হাসান"।

٨١٩- عَنْ اَبِىْ حَدْرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَسُوْقُ اِبِلَنَا هٰذِهِ اَوْ قَالَ مَنْ يَبْلُغُ اِبِلَنَا هٰذِهِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلاَنٌ قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ فُلاَنٌ فَقَالَ اجْلِسْ ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ نَاجِيَةُ قَالَ اَنْتَ لَهَا فَسُقْهَا .

৮১৯। আবু হাদরাদ (রা) বলেন, নবী (স) বললেন ঃ আমাদের এই উটগুলোকে কে চরাতে নিয়ে যাবে বা (চারণভূমিতে) পৌঁছিয়ে দিবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার নাম কি? সে বললো, অমুক। তিনি বলেন ঃ তুমি বসো। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে তিনি বলেন ঃ তোমার নাম কি? সে বললো, অমুক। তিনি বলেন ঃ তুমিও বসো। অতঃপর আরেক

ব্যক্তি দাঁড়ালে তিনি বলেন ঃ তোমার নাম কি? সে বললো, নাজিয়া (মুক্তিপ্রাপ্ত)। তিনি বলেন ঃ তুমিই তার যোগ্য। তুমি তা (চরাতে) নিয়ে যাও (হা)।

٣٥٥-بَابُ السُّرْعَةِ فِى الْمَشْيِ

৩৫৫–অনুচ্ছেদ ঃ তাড়াহুড়া করে হাঁটা।

٨٢٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مُسْرِعًا وَنَحْنُ قُعُوْدٌ حَتّٰى اَفْزَعْنَا سُرْعَتُهُ اِلَيْنَا فَلَمَّا انْتَهٰى اِلَيْنَا سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَدْ اَقْبَلْتُ اِلَيْكُمْ مُسْرِعًا لِاُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَنَسِيْتُهَا فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ .

৮২০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) দ্রুত গতিতে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তখন বসা অবস্থায় ছিলাম। আমাদের দিকে তাঁর দ্রুত আসায় আমরা শংকিত হলাম। তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে সালাম দিলেন, অতঃপর বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তোমাদের দিকে দ্রুতপদে এসেছি, কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে তা ভুলে গিয়েছি। অতএব তোমরা তা রমযানের শেষ দশকে খোঁজ করো (আ)।

٣٥٦-بَابُ اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৬–অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় নামসমূহ।

٨٢١- عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجُشَمِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَسَمُّوْا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ .

৮২১। আবু ওয়াহ্‌ব আল-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন সাহাবী। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা নবীগণের নামানুসারে নাম রাখো। নামসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তর হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। যথার্থ নাম হচ্ছে হারিস (চাষী) ও হাম্মাম (দাতা) এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে হারব ও মুররা (না, দা, আ)।

٨٢٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةَ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ .

৮২২। জাবের (রা) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। সে তার নাম রাখলো কাসেম। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) ডাকনাম দিয়ে গৌরবান্বিত করবো না। নবী (স)-কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমার ছেলের নাম রাখো আবদুর রহমান (বু, মু)।

٣٥٧-بَابُ تَحْوِيْلِ الْاِسْمِ اِلَى الْاِسْمِ

৩৫৭- অনুচ্ছেদ ঃ নাম পরিবর্তন করা।

٨٢٣- عَنْ سَهْلٍ قَالَ أُتِىَ بِالْمُنْذِرِ ابْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَى النَّبِىُّ ﷺ بِشَىْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَمَرَ اَبُوْ اُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الصَّبِىُّ فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ قَلَّبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلاَنٌ قَالَ لاَ لٰكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرُ .

৮২৩। সাহল (রা) বলেন, মুনযির ইবনে আবু উসাইদ জন্মগ্রহণ করলে তাকে নবী (স)-এর খেদমতে আনা হলো। তিনি তাকে তার উরুর উপর রাখলেন। আর আবু উসাইদ (রা) তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (স) তাঁর সামনের কোন একটি জিনিসে মনোযোগী হয়ে রইলেন। তখন আবু উসাইদ (রা) তার পুত্রকে নবী (স)-এর উরু থেকে তুলে নিতে বললে তাকে তুলে নেয়া হলো। উক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ শেষ হলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাচ্চাটি কোথায়? আবু উসাইদ (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার নাম কি? তিনি বলেন, অমুক। নবী (স) বলেন ঃ না, বরং তার নাম মুনযির। ঐ দিন থেকে তার নাম হলো মুনযির (বু, মু, ই)।

٣٥٨-بَابُ اَبْغَضِ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৮- অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহ্র নিকট অপছন্দনীয় নামসমূহ।

٨٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْنَى الْاَسْمَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تُسَمّٰى مَلِكُ الْاَمْلاَكِ .

৮২৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে লোকের নাম মালেকুল আমলাক (রাজাধিরাজ) রাখা হয়েছে, আল্লাহ্র কাছে সেটি সর্বনিকৃষ্ট নাম (বু, মু, দা, তি)।

٣٥٩-بَابُ مَنْ دَعَا اٰخَرَ بِتَصْغِيْرِ اِسْمِهِ

৩৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অপরকে তার ক্ষুদ্রত্ববাচক নামে ডাকে।

٨٦٥- عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ مُطَرِّفًا قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْكُوْفَةِ اِلَى الْبَصْرَةِ فَقَلَّ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ اِلاَّ وَهُوَ يَنْشُدُنِىْ شِعْرًا وَقَالَ اِنَّ فِى الْمَعَارِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكِذْبِ .

৮২৫। তলক ইবনে হাবীব (র) বলেন, আমি শাফাআতের বিষয়টিকে কঠোরভাবে অস্বীকার করতাম। আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে তুলায়ক! আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ একদল লোক দোযখে যাওয়ার পর (শাফাআতধন্য হয়ে) সেখান থেকে বের হয়ে আসবে। তুমি যা পড়ো আমরাও তাই পড়ি (বু, মু, আ)।

٣٦٠-بَابُ يُدْعَى الرَّجُلُ بِاَحَبِّ الْاَسْمَاءِ اِلَيْهِ

৩৬০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে তার প্রিয় নামে ডাকা।

٨٢٦- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ اَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ بِاَحَبِّ اَسْمَائِهِ اِلَيْهِ وَاَحَبِّ كُنَاهُ .

৮২৬। হানযালা ইবনে হিযয়াম (রা) বলেন, নবী (স) কোন ব্যক্তিকে তার নামসমূহের মধ্যে তাঁর নিকট অপেক্ষাকৃত প্রিয় নামে বা উপনামে ডাকতেই পছন্দ করতেন (তাহ্যীবুল কামাল)।

٣٦١- بَابُ تَحْوِيْلِ اسْمِ عَاصِيَةَ

৩৬১-অনুচ্ছেদ ঃ আছিয়া নাম পরিবর্তন করা।

٨٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ اَنْتِ جَمِيْلَةُ .

৮২৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) "আসিয়া" (পাপিষ্ঠা) নাম পরিবর্তন করেন এবং বলেন ঃ তুমি জামীলা (সুন্দরী) (মু, দা, তি, আন, হি)।

٨٢٨- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ فَسَاَلَتْهُ عَنْ اسْمِ اُخْتٍ لَهُ عِنْدَهُ قَالَ فَقُلْتُ اسْمُهَا بَرَّةُ قَالَتْ غَيِّرْ اسْمَهَا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَغَيَّرَ اسْمَهَا اِلٰى زَيْنَبَ وَدَخَلَ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ حِيْنَ تَزَوَّجَهَا وَاسْمِىْ بَرَّةُ فَسَمِعَهَا تَدْعُوْنِىْ بَرَّةَ فَقَالَ لاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُنَّ وَالْفَاجِرَةِ سَمِّيْهَا زَيْنَبَ فَقَالَتْ فَهِىَ زَيْنَبُ فَقُلْتُ لَهَا اسْمِىْ فَقَالَتْ غَيِّرْ اِلٰى مَا غَيَّرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمَّهَا زَيْنَبَ .

৮২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যয়নব বিনতে আবু সালামার নিকট প্রবেশ করলেন। যয়নব তাকে তার সংগী বোনটির নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, তার নাম বাররা (পুণ্যবতী)। তিনি বলেন, তার নাম পরিবর্তন করো। কেননা নবী (স) যয়নব বিনতে জাহ্শকে বিবাহ করেন এবং তার নাম ছিল বাররা। তিনি তা পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন যয়নব। বিবাহ করার পর তিনি তার ঘরে গেলেন। তখন আমার নাম ছিল বাররা। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে আমাকে এই নামে ডাকতে শুনলেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজেদেরকে পবিত্রতায় আখ্যায়িত করো না। কেননা কে পুণ্যবতী আর কে পাপিষ্ঠা তা আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

তুমি তার নাম রাখো যয়নব। তিনি বলেন, সে যয়নবই। আমি তাকে বললাম, আমার নাম? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যে নামে পরিবর্তন করেছেন সেই নাম রেখে দাও। অতএব তিনি তার নাম রাখলেন যয়নব (মু, দার, আন, আ, হি)।

٣٦٢-بَابُ الصَّرَمِ

৩৬২–অনুচ্ছেদ ঃ সারম নাম পরিবর্তন করা।

٨٢٩- عَنْ سَعِيْدٍ الْمَخْزُوْمِيِّ وَكَانَ اسْمُهُ الصَّرمُ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَعِيْدًا قَالَ حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ مُتَّكِئًا فِي الْمَسْجِدِ .

৮২৯। সাঈদ আল-মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। তার পূর্বনাম ছিল সারম (কর্তনকারী, ছিন্নকারী)। নবী (স) তার নাম রাখেন সাঈদ (ভাগ্যবান)। (অধস্তন রাবী আবদুর রহমান (র) বলেন) আমি উসমান (রা)-কে মসজিদে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখেছি (হা)।

٨٣٠- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَرُوْنِيْ ابْنِيْ مَا سَمَّيْتُمُوْهُ قُلْنَا حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَرُوْنِيْ ابْنِيْ مَا سَمَّيْتُمُوْهُ قُلْنَا حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَرُوْنِيْ ابْنِيْ مَا سَمَّيْتُمُوْهُ قُلْنَا حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ ثُمَّ قَالَ اِنِّيْ سَمَّيْتُهُمْ بِاَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُوْنَ شَبَّرُ وَشَبِيْرُ وَمُشَبِّرُ .

৮৩০। আলী (রা) বলেন, হাসান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নাম রাখলাম হারব (যুদ্ধ)। নবী (স) এসে বলেন ঃ আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমরা তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন ঃ বরং তার নাম হাসান। পরে হুসাইন ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নাম রাখলাম হারব। নবী (স) এসে বলেন ঃ আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমরা তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন ঃ বরং তার নাম হুসাইন। অতঃপর তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নামও রাখলাম হারব। অতঃপর নবী (স) এসে বলেন ঃ আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমারা তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন ঃ বরং তার নাম মুহসিন। অতঃপর তিনি বলেনঃ আমি হারূন (আ)-এর সন্তান শিব্‌র, শুবায়র ও মুশাব্বির-এর নাম অনুসারে এদের নাম রাখলাম (ইসতীআব, আ, হা)।

٣٦٣-بَابُ غُرَابٍ

৩৬৩–অনুচ্ছেদ ঃ গুরাব (কাক) নামের পরিবর্তন।

٨٣١- عَنْ رَائِطَةَ بِنْتِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ لِيْ مَا اسْمُكَ قُلْتُ غُرَابٌ قَالَ لاَ بَلْ اسْمُكَ مُسْلِمٌ .

৮৩১। রায়েতা বিনতে মুসলিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে হুনায়ন যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার নাম কি? আমি বললাম, গুরাব (কাক)। তিনি বলেন ঃ না, বরং তোমার নাম মুসলিম (দা, তারীখ কবীর)।

٣٦٤-بَابُ شِهَابٍ

৩৬৪–অনুচ্ছেদ ঃ শিহাব নামের পরিবর্তন।

٨٣٢- عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ شِهَابٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ اَنْتَ هِشَامٌ .

৮৩২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে শিহাব নামক এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ বরং তুমি হিশাম (দানশীল) (দা)।

٣٦٥-بَابُ الْعَاصِ

৩৬৫–অনুচ্ছেদ ঃ আস (অবাধ্য) নাম পরিবর্তন করা।

٨٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطِيْعًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ يُقْتَلُ قُرَشِىٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَمْ يُدْرِكِ الْاِسْلاَمَ اَحَدٌ مِّنْ عِصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيْعٍ كَانَ اِسْمُهُ الْعَاصُ فَسَمَّاهُ النَّبِىُّ ﷺ مُطِيْعًا .

৮৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুতী (র) বলেন, আমি মুতী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আজকের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কুরাইশ বংশীয় লোককে (চাঁদমারির) লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করা যাবে না। কুরাইশের 'আস' নামীয়দের মধ্যে মুতী ছাড়া আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তার নামও ছিল আস (অবাধ্য)। নবী (স) তার নাম রাখেন মুতী (বাধ্য) (মু, দার, তহা)।

٣٦٦-بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَيَخْتَصِرُ وَيَنْقُصُ مِنْ اِسْمِهِ شَيْئًا

৩৬৬–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নিজ সংগীকে তার নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকতে পারে।

٨٣٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرٰى مَا لاَ اَرٰى .

৮৩৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ হে আইশ! ইনি হচ্ছেন জিবরীল (আ)। তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন। তিনি বলেন, তার প্রতিও সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হোক। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি দেখতে পান যা আমি দেখি না (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

٨٣٥- عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ ثُمَامَةَ اَنَّهَا قَدِمَتْ حَاجَّةً فَاِنَّ اَخَاهَا الْمُخَارِقَ بْنَ ثُمَامَةَ قَالَ ادْخُلِيْ عَلٰى عَائِشَةَ وَسَلِيْهَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَاِنَّ النَّاسَ قَدْ اَكْثَرُوْا فِيْهِ عِنْدَنَا قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ بَعْضُ بَنِيْكِ يُقْرِيْكِ السَّلاَمَ وَيَسْاَلُكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ اَمَا اَنَا فَاَشْهَدُ عَلٰى اَنِّىْ رَاَيْتُ عُثْمَانَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فِىْ لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ وَنَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَجِبْرِيْلُ يُوْحِىْ اِلَيْهِ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَضْرِبُ كَفَّ اَوْ كَتِفَ ابْنِ عَفَّانٍ بِيَدِهِ اُكْتُبْ عُثْمُ فَمَا كَانَ اللّٰهُ يَنْزِلُ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ مِنْ نَبِىٍّ ﷺ اِلاَّ رَجُلاً عَلَيْهِ كَرِيْمًا فَمَنْ سَبَّ ابْنَ عَفَّانٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ .

৮৩৫। উম্মে কুলসুম বিনতে ছুমামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ উপলক্ষে (বসরা থেকে মদীনা) আসেন। তার ভাই মুখারিক ইবনে ছুমামা (র) বলেন, আপনি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে উসমান ইবনে আফফান (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। কেননা বহু লোক তার সম্পর্কে আমাদের কাছে নানা কথা বলে। উম্মে কুলসুম (র) বলেন, আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনার কোন এক সন্তান আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং উসমান ইবনে আফফান (রা) সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে। তিনি বলেন, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ (তার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হোক)। তিনি বলেন, শোনো! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি উসমান (রা) এবং আল্লাহ্‌র নবী (স)-কে এই ঘরের মধ্যেই এই গরমের রাতে একত্রে দেখেছি। জিবরাঈল (আ) তখন নবী (স)-এর উপর ওহী নাযিল করেন। পরে নবী (স) উসমান (রা)-এর হাতে অথবা কাঁধের উপর চপেটাঘাত করে বলেন ঃ লিখে নাও হে উসম! আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি সদয় না হলে তার নবীর পক্ষ থেকে এমন মর্যাদা তাকে দেন না। সুতরাং যে উসমান (রা)-কে গালি দেয় তার প্রতি আল্লাহ্‌র গযব (আ)।

٣٦٧-بَابُ زَحْمٍ

৩৬৭–অনুচ্ছেদ ঃ জাহম নাম রাখা।

٨٣٦-عَنْ بَشِيْرِ ابْنِ نَهِيْكٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ زَحْمٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ بَشِيْرٌ فَبَيْنَمَا اَنَا اُمَاشِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا اَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللّٰهِ اَصْبَحْتَ تُمَاشِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ مَا اَنْقِمُ عَلَى اللّٰهِ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ قَدْ اَصَبْتُ فَاَتٰى عَلٰى قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثُمَّ اَتٰى عَلٰى قُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ اَدْرَكَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا فَاِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سِبْتِيَّانِ يَمْشِىْ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ

৮৩৬। বশীর ইবনে নাহীক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট নীত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বলেন, জাহ্‌ম। তিনি বলেন ঃ বরং তোমার নাম বশীর। একদা আমি নবী (স)-এর সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন ঃ হে খাসাসিয়ার পুত্র! তোমার কি হলো যে, তুমি আল্লাহ্‌র কাজে দোষ খুঁজে বেড়াও? আর সেজন্যই তুমি কি আল্লাহ্‌র রাসূলের পিছনে লেগেছো? আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক। আমি আল্লাহ্‌র কাজে দোষ খুঁজি না। আমি সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভ করেছি। অতঃপর তিনি মুশরিকদের কবরস্থানে পৌঁছে বলেন ঃ এরা প্রভূত কল্যাণ হারিয়েছে। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কবরস্থানে পৌঁছে বলেন ঃ এরা প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। এই সময় চপ্পল পরিহিত এক ব্যক্তি কবরস্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ হে চপ্পল পরিহিত! তোমার চপ্পলজোড়া খুলে ফেলে দাও। অতএব সে তার চপ্পলজোড়া খুলে ফেলে দিলো (দা, না, ই, আ, ৭৮০ নং-ও দ্র.)।

٨٣٧- عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ وكَانَ اِسْمُهُ زَحْمُ فَسَمَّاهُ النَّبِىُّ ﷺ بَشِيْراً .

৮৩৭। বশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার নাম ছিল যাহ্‌ম। নবী (স) তার নাম রাখেন বশীর।

٣٦٨-بَابُ بَرَّةَ

৩৬৮–অনুচ্ছেদ ঃ "বাররা" নাম।

٨٣٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِسْمَ جُوَيْرِيَةَ كَانَ بَرَّةٌ فَسَمَّاهَا النَّبِىُّ ﷺ جُوَيْرِيَةَ .

৮৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া (রা)-এর নাম ছিল বাররা। নবী (স) তার নাম রাখেন জুয়াইরিয়া (মু, দা, আ, আন, হি)।

٨٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اِسْمُ مَيْمُوْنَةَ بَرَّةٌ فَسَمَّاهَا النَّبِىُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ .

৮৩৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মায়মূনা (রা)-এর নাম ছিল বাররা। নবী (স) তার নাম রাখেন মায়মূনা।

٣٦٩-بَابُ اَفْلَحَ

৩৬৯–অনুচ্ছেদ ঃ আফলাহ্‌ নাম।

٨٤٠- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْ عِشْتُ نَهَيْتُ اُمَّتِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يُسَمِّىَ اَحَدُهُمْ بَرَكَةً وَنَافِعًا وَاَفْلَحَ وَلاَ اَدْرِىْ قَالَ رَافِعُ اَمْ لاَ يُقَالُ هَاهُنَا بَرَكَةٌ فَيُقَالُ لَيْسَ هٰهُنَا فَقُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذٰلِكَ .

৮৪০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি যদি জীবিত থাকি তবে ইনশাআল্লাহ আমার উম্মাতকে নিষেধ করবো যে, তাদের কেউ যেন বরকত, নাফে, আফলাহ্‌ ইত্যাদি নাম না রাখে। রাবী বলেন, তিনি রাফে নামের কথাও বলেছেন কিনা তা আমার স্মরণ নাই। হয় তো বলা

হবে, এখানে বরকত আছে কি? জবাবে বলা হবে, না, এখানে নাই। নবী (স) ইন্তিকাল করেন, কিন্তু এসব নাম রাখতে নিষেধ করেননি (দা)।

٨٤١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّنْهٰى اَنْ يُّسَمّٰى بِيَعْلٰى وَبِبَرَكَةَ وَنَافِعٍ وَيَسَارٍ وَاَفْلَحَ وَنَحْوَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

৮৪১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) ইয়ালা, বরকত, নাফে, ইয়াসার, আফলাহ্ প্রভৃতি নাম রাখতে নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি এ ব্যাপারে নীরব থাকেন এবং আর কিছু বলেননি (মু, দা)।

٣٧٠-بَابُ رَبَاحٍ

৩৭০–অনুচ্ছেদ ঃ রাবাহ্ নাম।

٨٤٢- عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَاِذَا اَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ اِسْتَاْذِنْ لِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৮৪২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী (স) যখন তাঁর স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ছিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোলাম রাবাহ্-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি ডাক দিয়ে বললাম, হে রাবাহ! রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে আমার প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করো (বু, মু)।

٣٧١-بَابُ اَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ

৩৭১–অনুচ্ছেদ ঃ নবীগণের নাম।

٨٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَسَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنِّىْ اَنَا اَبُو الْقَاسِمِ .

৮৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা আমার নামানুসারে নাম রাখতে পারো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না। কেননা আমিই আবুল কাসিম (বু, মু)।

٨٤٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَسَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ .

৮৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি ডাক দিলো, হে আবুল কাসেম! নবী (স) তার দিকে তাকালে সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঐ ব্যক্তিকে ডেকেছি। তখন নবী (স) বলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পারো, কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না (বু, মু, তহা)।

٨٤٥- عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ سَمَّانِى النَّبِىُّ ﷺ يُوْسُفَ وَاَقْعَدَنِىْ عَلٰى حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلٰى رَاْسِىْ .

৮৪৫। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, নবী (স) আমার নাম রাখেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসান এবং আমার মথায় হাত বুলিয়ে দেন (আ, শামাইল)।

٨٤٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا مِنَ الْاَنْصَارِ غُلاَمٌ وَاَرَادَ اَنْ يُّسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِىْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ اِنَّ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلٰى عُنُقِىْ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَاَرَادُوْا اَنْ يُّسَمِّيْهِ مُحَمَّدًا قَالَ تَسَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنِّىْ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا اُقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حِصْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا اُقْسِمُ بَيْنَكُمْ .

৮৪৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাদের আনসারদের এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। সে তার নাম রাখতে চাইলো মুহাম্মাদ। আমি তাকে কাঁধে তুলে নিলাম এবং তাকে নিয়ে নবী (স)-এর নিকট এলাম। তিনি বলেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পারো, তবে আমার ডাকনামে নাম রেখো না। কেননা আমাকে কাসেম (বিতরণকারী) বানানো হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি (বু, মু)।

٨٤٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ وُلِدَ لِىْ غُلاَمٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرُ وَلَدِ اَبِىْ مُوْسٰى .

৮৪৭। আবু মূসা (রা) বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর নিকট এলাম। তিনি তার নাম রাখেন ইবরাহীম। তিনি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। অতঃপর তাকে আমার কোলে ফিরিয়ে দেন। সে ছিলো আবু মূসা (রা)-এর বড়ো ছেলে (বু, মু)।

٣٧٢-بَابُ حُزْنٍ

৩৭২–অনুচ্ছেদ ঃ হুযন (দুঃখ) নাম।

٨٤٨- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حُزْنٌ قَالَ اَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لاَ اُغَيِّرُ اِسْمًا سَمَّانِيْهِ اَبِىْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُوْنَةُ فِيْنَا بَعْدُ .

৮৪৮। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর নিকট এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বলেন, হুযন (দুঃখ)। তিনি

বলেনঃ তুমি সাহল (সহজ)। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পরির্বতন করবো না। ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, ফলে সে অনবরত আমাদের মধ্যে চিন্তাযুক্ত থাকতো।

٨٤٩- عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ الِى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَحَدَّثَنِى اَنَّ جَدَّهُ حُزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِى حُزْنٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا اَنَا بِمُغَيِّرٍ اِسْمًا سَمَّانِيْهِ اَبِىْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ .

৮৪৯। আবদুল হামীদ ইবনে জুবাইর ইবনে শায়বা (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-এর পাশে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করলেন যে, তার দাদা হুযন (রা) নবী (স)-এর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি? তিনি বলেন, আমার নাম হুযন। তিনি বলেন ঃ বরং তোমার নাম সাহল। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করবো না। ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, সেই অবধি আমাদের পরিবারে দুঃখ লেগেই আছে (বু, মু, দা)।

٣٧٣-بَابُ اسْمِ النَّبِىِّ ﷺ وكُنْيَتِه

৩৭৩–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর নাম ও উপনাম।

٨٥٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نُكْنِيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نَنْعَمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَتِ الْاَنْصَارُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ تُسَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ اَنَا قَاسِمٌ .

৮৫০। জাবের (রা) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সে তার নাম রাখে কাসেম। আনসারগণ বলেন, আমরা তোমাকে না আবুল কাসেম নামে ডাকবো আর না তোমার চোখ জুড়াবো। সে নবী (স)-এর নিকট এসে আনসারগণ যা বলেছে তা তাঁকে জানায়। নবী (স) বলেন ঃ আনসারগণ উত্তম কাজই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। অমিই হলাম কাসেম (বন্টনকারী) (বু, মু, দা,তি,ই)।

٨٥١- عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَقُوْلُ كَانَتْ رُخْصَةٌ لِعَلِىٍّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ وُلِدَ لِىْ بَعْدَكَ اُسَمِّيْهِ بِاسْمِكَ وَاُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ .

৮৫১। ইবনুল হানাফিয়া (র) বলেন, আলী (রা)-এর জন্য (একটি ব্যাপারে) অনুমোদন ছিল। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরে আমার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি কি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার ডাকনামে তার ডাকনাম রাখতে পারবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ (দা, তি, ই, তহা, হা, আ)।

٨٥٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ اِسْمِهٖ وَكُنْيَتِهٖ وَقَالَ اَنَا اَبُو الْقَاسِمِ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ وَاَنَا اُقْسِمُ .

৮৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে তাঁর নাম ও ডাকনাম একত্রে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি হলাম আবুল কাসেম। আল্লাহ্ আমাকে দান করেন এবং আমি বিতরণ করি (তি, হি, ইলা)।

٨٥٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلاَ تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِيْ .

৮৫৩। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি ডেকে বললো, হে আবুল কাসেম। নবী (স) তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে বললো, আমি এই ব্যক্তিকে ডেকেছি। তখন নবী (স) বলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না (বু,মু,তি,ই)।

٣٧٤-بَابُ هَلْ يُكَنَّى الْمُشْرِكُ

৩৭৪–অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক (পৌত্তলিক) কি উপনাম গ্রহণ করতে পারে।

٨٥٤- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَ مَجْلِسًا فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ فَقَالَ لاَ تُؤْذِيْنَا فِيْ مَجْلِسِنَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ اَيْ سَعْدُ اَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ .

৮৫৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক মজলিসে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে (মোনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও উপস্থিত ছিল। এটা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন সে বললো, তুমি আমাদের মজলিসে আমাদের কষ্ট দিও না। অতঃপর নবী (স) সাদ ইবনে উবাদা (রা)-এর নিকট গিয়ে বলেনঃ হে সাদ! তুমি কি শোনো নাই, আবু হুবাব কি বলে? এখানে আবু হুবাব (সাপের পিতা) দ্বারা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বুঝিয়েছেন (বু, মু, আ)।

٣٧٥-بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ

৩৭৫–অনুচ্ছেদ ঃ বালকের উপনাম।

٨٥٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِيَ اَخٌ صَغِيْرٌ يُكْنٰى اَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهٖ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَاٰهُ حَزِيْنًا فَقَالَ مَا شَاْنُهُ قِيْلَ لَهُ مَاتَ نُغَرُهُ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

৮৫৫। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের এখানে আসতেন। আবু উমাইর ডাকনামে আমার একটি ছোট ভাই ছিল। তার একটি বুলবুলি ছিল। সে তা নিয়ে খেলা করতো। সেটি মারা গেলো। নবী (স) আমাদের এখানে এসে তাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার কি হয়েছে? তাঁকে বলা হলো, তার বুলবুলিটি মারা গেছে। তিনি (কৌতুক করে) বলেন ঃ ওহে আবু উমাইর! কি করলো তোমার নুগায়ের (বু, মু, তি, ই)।

٣٧٦-بَابُ الْكُنْيَةِ قَبْلَ اَنْ يُّوْلَدَ لَهُ

৩৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর জন্মের পূর্বেই কারো উপনাম গ্রহণ।

٨٥٦- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَنّٰى عَلْقَمَةَ اَبَا شِبْلٍ وَلَمْ يُوْلَدْ لَهُ .

৮৫৬। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) আলকামা (র)-এর ডাকনাম রাখেন "আবু শিবল"। অথচ তখনও তার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।

٨٥٧- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَنَّانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ يُّوْلَدَ لِيْ .

৮৫৭। আলকামা (র) বলেন, আমার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হতেই আবদুল্লাহ (রা) আমার ডাকনাম রাখেন।

٣٧٧-بَابُ كُنْيَةِ النِّسَاءِ

৩৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের উপনাম।

٨٥٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَنَّيْتَ نِسَاءَكَ فَاكْنِنِيْ فَقَالَ تَكْنِيْ بِابْنِ اُخْتِكِ عَبْدِ اللّٰهِ .

৮৫৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার স্ত্রীগণের ডাকনাম রেখেছেন। অতএব আমারও একটি ডাকনাম রাখুন। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার বোনপুত আবদুল্লাহ্র নামে ডাকনাম গ্রহণ করো (দা)।

٨٥٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَ تُكَنِّيْنِيْ فَقَالَ اكْتَنِيْ بِابْنِكِ يَعْنِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ تُكَنّٰى اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ .

৮৫৯। আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি কি আমার ডাকনাম রাখবেন না? তিনি বলেনঃ তুমি তোমার পুত্রের অর্থাৎ যুবাইরের পুত্র আবদুল্লাহ্র নামে ডাকনাম গ্রহণ করো। অতএব তাকে আবদুল্লাহ্র মা নামে ডাকা হতো (দা)।

٣٧٨-بَابُ مَنْ كَنَّى رَجُلاً بِشَىْءٍ هُوَ فِيْهِ بِاَحَدِهِمْ

৩৭৮–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কারো এমন কিছু দ্বারা উপনাম রাখলো যা তার বা তাদের কারো মধ্যে আছে।

٨٦٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اِنْ كَانَتْ اَحَبَّ اَسْمَاءِ عَلِيٍّ لَاَبُوْ تُرَابٍ وَاِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ اَنْ يُدْعٰى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ اَبَا تُرَابٍ اِلاَّ النَّبِىُّ ﷺ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ اِلَى الْجِدَارِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَجَاءَهُ النَّبِىُّ ﷺ يَتْبَعُهُ فَقَالَ هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِى الْجِدَارِ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ امْتَلَاَ ظَهْرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُوْلُ اجْلِسْ اَبَا تُرَابٍ .

৮৬০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট তার নামগুলোর মধ্যে "আবু তুরাব" নামটি ছিল সর্বাধিক প্রিয় এবং তাকে এই নামে ডাকা হলে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত হতেন। আবু তুরাব ডাকনাম তাকে নবী (স)-ই দিয়েছেন। এক দিন তিনি ফাতেমা (রা)-এর উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে মসজিদে গিয়ে তার দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়লেন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে নবী (স) সেখানে আসলে এক লোক বলে যে, তিনি দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছেন। নবী (স) তার কাছে যান। আলী (রা)-এর পিঠে ধূলাবালি লেগে ছিল। নবী (স) তার পিঠের ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন ঃ হে আবু তুরাব! উঠে বসো (বু, মু)।

٣٧٩-بَابُ كَيْفَ الْمَشْىُ مَعَ الْكُبَرَاءِ وَاَهْلِ الْفَضْلِ

৩৭৯–অনুচ্ছেদ ঃ প্রবীণ ও মর্যাদাশালী লোকদের সাথে কিভাবে হাঁটবে?

٨٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ نَخْلٍ لَنَا نَخْلُ لِاَبِىْ طَلْحَةَ تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ وَبِلاَلٌ يَمْشِىْ اِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرٍ فَقَامَ حَتّٰى تَمَّ اِلَيْهِ بِلاَلٌ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا بِلاَلُ هَلْ تَسْمَعُ مَا اَسْمَعُ قَالَ مَا اَسْمَعُ شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبُ هٰذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ فَوَجَدَ يَهُوْدِيًّا .

৮৬১। আনাস (রা) বলেন, একদা নবী (স) আমাদের খেজুর বাগানে অর্থাৎ আবু তালহা (রা)-এর খেজুর বাগানে ছিলেন। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে গেলেন এবং বিলাল (রা)-ও তাঁর পাশে পাশে গেলেন। নবী (স) একটি কবরের নিকট পৌঁছলেন এবং বিলাল (রা) তাঁর নিকট না আসা পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তিনি বলেন ঃ হে বিলাল! তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি যা শুনেছি তুমি কি তা শুনেছো? তিনি বলেন, আমি কিছুই শুনতে পাইনি। তিনি বলেন ঃ এই কবরবাসীর শাস্তি হচ্ছে। কবরটি ছিল এক ইহূদীর (আহ্‌মাদ ১২৫৫৮)।

٣٨٠-بَابٌ

৩৮০-অনুচ্ছেদ ঃ (শিরোনাম বিহীন)।

٨٦٢- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ لِاَخٍ لَهُ صَغِيْرٍ اِرْدَفِ الْغُلاَمَ فَاَبٰى فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِئْسَ مَا اُدِّبْتَ قَالَ قَيْسٌ فَسَمِعْتُ اَبَا سُفْيَانَ يَقُوْلُ دَعْ عَنْكَ اَخَاكَ .

৮৬২। কায়েস (র) বলেন, আমি মুয়াবিয়া (রা)-কে তার ছোট ভাইকে বলতে শুনেছি, তুমি গোলামটিকে তোমার বাহনের পেছন দিকে তুলে নাও। কিন্তু সে তা অস্বীকার করলো। মুয়াবিয়া (রা) তাকে বলেন, তুমি চরম অশিষ্ট। কায়েস (র) বলেন, আমি আবু সুফিয়ান (রা)-কে বলতে শুনলাম, তোমার ভাইকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।

٨٦٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اِذَا كَثُرَ الْاَخِلاَّءُ كَثُرَ الْغُرَمَاءُ قُلْتُ لِمُوْسٰى وَمَا الْغُرَمَاءُ قَالَ الْحُقُوْقُ .

৮৬৩। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, বন্ধুর সংখ্যা যতো বাড়বে, দাবিদারের সংখ্যাও ততো বাড়বে। অধস্তন রাবী বলেন, আমি মূসা ইবনে আলী (র)-কে বললাম, 'গুরামা' অর্থ কি? তিনি বলেন, প্রাপক বা দাবিদার।

٣٨١-بَابُ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ

৩৮১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞা নিহিত আছে।

٨٦٤- عَنْ خَالِدِ ابْنِ كَيْسَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ اِيَاسُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ اَلاَ اُنْشِدُ مِنْ شِعْرِيْ يَا ابْنَ الْفَارُوْقِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لاَ تُنْشِدْنِيْ اِلاَّ حُسْنًا فَاَنْشَدَهُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ شَيْئًا كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ لَهُ اَمْسِكْ .

৮৬৪। খালিদ ইবনে কায়সান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন ইয়াস ইবনে খায়ছামা (র) তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে ফারূক তনয়! আমার কিছু কবিতা কি আপনাকে আবৃত্তি করে শুনাবো? তিনি বলেন, হাঁ, তবে কেবল উত্তম কবিতাই শুনাবে। তিনি তাকে তা আবৃত্তি করে শুনাতে থাকেন। পরে কবিতায় ইবনে উমার (রা)-এর অপছন্দনীয় কিছু এলে তিনি বলেন, এবার থামো।

٨٦٥- عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ مُطَرِّفًا قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْكُوْفَةِ اِلَى الْبَصْرَةِ فَقَلَّ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ اِلاَّ وَهُوَ يُنْشِدُنِيْ شِعْرًا وَقَالَ اِنَّ فِى الْمَعَارِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكِذْبِ .

৮৬৫। কাতাদা (র) বলেন, আমি মুতাররিফ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সাথে কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত সফর করেছি। খুব কম মনযিলই এমন ছিল যেখানে তিনি যাত্রাবিরতি করেছেন, অথচ আমাকে কবিতা পড়ে শুনাননি। তিনি বলেন, পরোক্ষ বচন মিথ্যাকে এড়ানোর নিরাপদ উপায়।

٨٦٦- عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً .

৮৬৬। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে।

٨٦٧- عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ مَدَحْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدٍ قَالَ اَمَا اِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ وَلَمْ يَزِدْهُ عَلٰى ذٰلِكَ .

৮৬৭। আল-আসওয়াদ ইবনে সারী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (স্বরচিত কবিতায়) নানাভাবে মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছি। তিনি বলেন ঃ শোনো! তোমার প্রভু তাঁর প্রশংসা অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি এর বেশী আর কিছু বলেননি।

٨٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَمْتَلِىْءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّمْتَلِىْءَ شِعْرًا .

৮৬৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিজের পেট কবিতা দ্বারা ভর্তি করার তুলনায় পুঁজ দ্বারা ভর্তি করা যে কোন ব্যক্তির জন্য উত্তম (বু, মু, তি, দা, ই)।

٨٦٩- عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قَالَ كُنْتُ شَاعِرًا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اَلاَ اُنْشِدُكَ مَحَامِدَ حَمِدْتُ بِهَا رَبِّىْ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدَ وَلَمْ يَزِدْنِىْ عَلَيْهِ .

৮৬৯। আল-আসওয়াদ ইবনে সারী (রা) বলেন, আমি ছিলাম কবি। অতএব আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আমি যে কবিতার মাধ্যমে আমার প্রভুর প্রশংসা করেছি তা দ্বারা কি আপনার প্রশংসা করতে পারি না? তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রশংসা পছন্দ করেন। তিনি আমাকে এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি।

٨٧٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَيْفَ بِنِسْبَتِىْ فَقَالَ لَاَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ .

৮৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে ছাবিত (রা) (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের নিন্দা প্রচার করার জন্য নবী (স)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি বলেন ঃ আমার বংশকে কি করবে? হাসসান (রা) বলেন, আটার খামীর থেকে চুলকে যেভাবে টেনে বের করা হয় সেভাবে আমি আপনাকে তাদের থেকে আলাদা করে নিবো (বু, মু)।

٨٧١- وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ اَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسُبُّهُ فَانَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৮৭১। হিশাম (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সামনে হাসসান (রা)-কে ভর্ৎসনা করতে উদ্যত হলাম। তিনি বলেন, তাকে ভর্ৎসনা করো না। কেননা সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে) দুশমনদেরকে প্রতিহত করেছে (বু, মু)।

٣٨٢-بَابُ الشِّعْرِ حَسَنٌ كَحُسْنِ الْكَلاَمِ وَمِنْهُ قَبِيْحٌ

৩৮২–অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম কথার ন্যায় উত্তম কবিতাও আছে, নিকৃষ্ট কবিতাও আছে।

٨٧٢- عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ .

৮৭২। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে (বু, দা, ই)।

٨٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ حُسْنُهُ كَحُسْنِ الْكَلاَمِ وَقَبِيْحُهُ كَقَبِيْحِ الْكَلاَمِ .

৮৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কবিতাও কথারই মত (কথার সমষ্টি)। রুচি সম্মত কবিতা উত্তম কথাতুল্য এবং কুরুচিপূর্ণ কবিতা কুরুচিপূর্ণ কথাতুল্য (দার)।

٨٧٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ اَلشِّعْرُ مِنْهُ حَسَنٌ وَمِنْهُ قَبِيْحٌ خُذْ بِالْحَسَنِ وَدَعِ الْقَبِيْحَ وَلَقَدْ رُوِيْتُ مِنْ شِعْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَشْعَارًا مِّنْهَا الْقَصِيْدَةَ فِيْهَا اَرْبَعُوْنَ بَيْتًا وَدُوْنَ ذٰلِكَ .

৮৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কবিতার মধ্যে কতক ভালো এবং কতক নিকৃষ্ট। তুমি তার ভালোটা গ্রহণ করো এবং নিকৃষ্টটা পরিহার করো। আমার কাছে কাব ইবনে মালেক (রা)-এর এমন কবিতাও বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যকার একটি কাসীদায় চল্লিশ বা তার কিছু কম সংখ্যক চরণ ছিলো।

٨٧٥- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَىْءٍ مِّنَ الشِّعْرِ فَقَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشَىْءٍ مِّنْ شِعْرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُوْلُ وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوِّدِ .

৮৭৫। মিকদাম ইবনে শুরায়হ্ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (স) কি উপমা দেয়ার জন্য কবিতা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার এ কবিতা আবৃত্তি করে উপমা দিতেন ঃ "যাকে তুমি দাওনি তোশা, খবর আনবে সে নিশ্চয়" (তি, না, আ, তহা)।

٨٧٦- عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ شَاعِرًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ امْتَدَحْتُ رَبِّيْ فَقَالَ اَمَا اِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ وَمَا اسْتَزَادَنِيْ عَلٰى ذٰلِكَ .

৮৭৬। আল-আসওয়াদ ইবনে সারী (রা) বলেন, আমি ছিলাম কবি। অতএব আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আমি যে কবিতার মাধ্যমে আমার প্রভুর প্রশংসা করেছি তা দ্বারা কি আপনার প্রশংসা করতে পারি না? তিনি বলেন ঃ "নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রশংসা পছন্দ করেন"। তিনি আমাকে এর অধিক কিছু বলেননি (তাহাবীর কিতাবুল কারাহিয়্যা)।

٣٨٣-بَابُ مَنْ اسْتَنْشَدَ الشِّعْرَ

৩৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তির আবদার করে।

٨٧٧- عَنِ الشَّرِيْدِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِى النَّبِيُّ ﷺ شِعْرَ أُمَيَّةَ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ وَاَنْشَدْتُهُ فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ هِيْهِ هِيْهِ حَتّٰى اَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ اِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ .

৮৭৭। আশ-শারীদ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে কবি উমাইয়্যা ইবনে আবুস সাল্‌তের কবিতা আবৃত্তি করে তাঁকে শুনাতে বলেন। আমি তাঁকে তা আবৃত্তি করে শুনালাম। নবী (স) বলতে থাকলেন ঃ চালাতে থাকো, চালাতে থাকো। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে এক শত চরণ আবৃত্তি করে শুনালাম। তিনি বলেন ঃ সে তো প্রায় মুসলামান হয়েই গিয়েছিলো (মু, ই, দার, খু, আ, তহা)।

٣٨٤-بَابُ مَنْ كَرِهَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشِّعْرُ

৩৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা নিন্দনীয় মনে করে।

٨٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا .

৮৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ নিজের পেট কবিতা দ্বারা ভর্তি করার তুলনায় পুঁজ দ্বারা ভর্তি করা যে কোন ব্যক্তির জন্য উত্তম (বু, মু, তি, দা, ই)।

٣٨٥-بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ

৩৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "কবিগণ, কেবল পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুগামী হয়" (২৬ঃ২২৪)।

٨٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُوْنَ اِلٰى قَوْلِهِ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ فَنَسَخَ مِنْ ذٰلِكَ وَاسْتَثْنٰى فَقَالَ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى قَوْلِهِ يَنْقَلِبُوْنَ .

৮৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখো না যে, তারা প্রতিটি ময়দানে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না" (সূরা শুআরা ঃ ২২৪-২২৫)? উপরোক্ত অংশ (মহামহিম আল্লাহ) মানসূখ (রহিত) করেছেন এবং নিম্নোক্ত অংশ ব্যতিক্রম করেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, আল্লাহ্কে পর্যাপ্ত স্মরণ করে এবং নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নির্যাতনকারী অচিরেই জানতে পারবে তাদের গন্তব্য কিরূপ" (সূরা শুআরা ঃ ২২৭) (দা)।

٣٨٦-بَابُ مَنْ قَالَ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

৩৮৬–অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে, কথায়ও যাদুকরী প্রভাব থাকে।

٨٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَوْ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَتَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً .

৮৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বা এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কথাবার্তা বললো। নবী (স) বলেন ঃ কথায়ও যাদুকরী প্রভাব থাকে এবং কবিতাও প্রজ্ঞাপূর্ণ হতে পারে (দা, তি, ই, আ, হি, তহা)।

٨٨١- حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ سَلاَمٍ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ دَفَعَ وَلَدَهُ اِلَى الشَّعْبِىِّ يُؤَدِّبُهُمْ فَقَالَ عَلِّمْهُمُ الشِّعْرَ يَمْجُدُوْا وَيَنْجِدُوْا وَاَطْعِمْهُمُ اللَّحْمَ تَشْتَدَّ قُلُوْبُهُمْ وَجُزَّ شُعُوْرَهُمْ تَشْتَدَّ رِقَابُهُمْ وَجَالِسْ بِهِمْ عِلْيَةَ الرِّجَالِ يُنَاقِضُوْهُمُ الْكَلاَمَ .

৮৮১। উমার ইবনে সালাম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার সন্তানদের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার জন্য শাবী (র)-এর নিকট সোপর্দ করেন। তিনি বলেন, এদের কবিতা শিক্ষা দিন, তাতে তারা উচ্চাভিলাসী ও নির্ভীক হবে, এদের গোশত খাওয়ান, তাতে তাদের হৃদয়ের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এদের মস্তক মুণ্ডন করান, তাতে তাদের ঘাড় শক্ত হবে এবং এদের নিয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমাবেশে বসুন। তাতে তাদের সাথে বাক্য বিনিময়ে তারা কথা বলার কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে (তারীখুল কবীর, আবু হাতেম, ইবনে হিব্বান)।

٣٨٧-بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشِّعْرِ

৩৮৭–অনুচ্ছেদ ঃ নিন্দনীয় কবিতা।

٨٨٢- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا اِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيْلَةَ مِنْ اَسْرِهَا وَرَجُلٌ تَنَفَّى مِنْ اَبِيْهِ .

৮৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মানুষের মধ্যে মারাত্মক অপরাধী হলো সেই কবি যে সমগ্র গোত্রের নিন্দা করে এবং যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে অস্বীকার করে (ই ৩৭৬১)।

٣٨٨-بَابُ كَثْرَةِ الْكَلاَمِ

৩৮৮–অনুচ্ছেদ ঃ বাচালতা।

٨٨٣-عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيْبَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَا فَتَكَلَّمَا ثُمَّ قَعَدَا وَقَامَ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسٍ خَطِيْبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِهِمَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا قَوْلَكُمْ فَاِنَّمَا تَشْقِيْقُ الْكَلاَمِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا .

৮৮৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে প্রাচ্য থেকে দুই বাগ্মী পুরুষ (মদীনায়) আসে। তারা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলো, অতঃপর বসলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তা সাবিত ইবনে কায়েস (রা) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। কিন্তু লোকজন পূর্বের দুই বক্তার বক্তৃতায়ই অভিভূত হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে জনগণ! নিজেদের কথা বলো। কেননা মারপ্যাচের কথা বলা শয়তানের অভ্যাস। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরী প্রভাব থাকে (বু, দা, তি, হি)।

٨٨٤- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ فَاَكْثَرَ الْكَلاَمَ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ فِى الْخُطَبِ مِنْ شَقَائِقِ الشَّيْطَانِ .

৮৮৪। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি উমার (রা)-র সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা করলো। উমার (রা) বলেন, বক্তৃতায় লম্বা-চওড়া কথা বলা শয়তানের কাজ।

٨٨٥- عَنْ اَبِىْ يَزِيْدَ اَوْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اجْتَمِعُوْا فِىْ مَسَاجِدِكُمْ وَكُلَّمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُوْنِىْ فَاَتَانَا اَوَّلُ مَنْ اَتٰى فَجَلَسَ فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ مِّنَّا ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُوْنَهُ مُقْصِدٌ وَلاَ وَرَاءَهُ مَنْفَذٌ فَغَضِبَ فَقَامَ فَتَلاَوَمْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا اَتَانَا اَوَّلُ مَنْ اَتٰى فَذَهَبَ اِلٰى مَسْجِدٍ اٰخَرَ فَجَلَسَ فِيْهِ فَاَتَيْنَاهُ فَكَلَّمْنَاهُ فَجَاءَ مَعَنَا فَقَعَدَ فِىْ مَجْلِسِهِ اَوْ قَرِيْبًا مِّنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ مَا شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ثُمَّ اَمَرَنَا وَعَلَّمَنَا .

৮৮৫। আবু ইয়াযীদ অথবা মান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলে পাঠান ঃ তোমরা তোমাদের মসজিসমূহে একত্র হও। লোকজন একত্র হলে তারা যেন আমাকে খবর দেয়। অতঃপর আগমনকারী প্রথমে আমাদের মসজিদে আসেন এবং বসেন। তখন আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলেন। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যাঁর প্রশংসা দ্বারা একমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া আর কিছুই কাম্য নয়। আর তিনি ছাড়া পালিয়ে যাবার অন্য কোন ঠাঁই নাই। এতে নবী (স) অসন্তুষ্ট হন এবং উঠে চলে যান। আমরা এজন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে বললাম, আগন্তুক তো

প্রথমেই আমাদের মসজিদে আসেন (আর আমরা তাঁকে অসন্তুষ্ট করলাম)। অতঃপর তিনি অন্য এক মসজিদে গিয়ে সেখানে বসেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট (ক্ষমা চাইলাম)। অতএব তিনি আমাদের সাথে ফিরে এলেন এবং তাঁর আগের জায়গায় বা তার সন্নিকটে বসেন, অতঃপর বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি যা ইচ্ছা তাঁর সম্মুখে করেন এবং যা ইচ্ছা তাঁর পশ্চাতে করেন। আর কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরী প্রভাব থাকে। অতঃপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করেন এবং জ্ঞান দান করেন (আ ১৫৯৫৫)।

٣٨٩-بَابُ التَّمَنِّى

৩৮৯–অনুচ্ছেদ ঃ আশা-আকাঙ্ক্ষা।

٨٨٦- قَالَتْ عَائِشَةُ اَرِقَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِّنْ اَصْحَابِىْ يَجِيْئُنِىْ فَيَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ سَعْدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ .

৮৮৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে নবী (স)-এর ঘুম আসছিলো না। তিনি বলেন, আহা! আমার সাহাবীদের মধ্যকার কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি এসে এই রাতটুকু যদি আমাকে পাহারা দিতো। তৎক্ষণাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কে এই লোক? বলা হলো, সা'দ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। অতঃপর নবী (স) ঘুমিয়ে গেলেন, এমনকি আমরা তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম (বু, মু, তি, দা)।

٣٩-بَابُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ وَالشَّىْءِ وَالْفَرَسِ هُوَ بَحْرٌ

৩৯০–অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘোড়াকে 'সমুদ্র' অভিহিত করা।

٨٨٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ شَىْءٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ٠

৮৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একদা মদীনায় (বিকট শব্দ হলে) ভীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নবী (স) আবু তালহা (রা)-র মানদূব নামের ঘোড়াটি ধার নিয়ে তাতে চড়ে সেদিকে গেলেন। অতঃপর ফিরে এসে বলেন ঃ তেমন কিছু তো দেখলাম না। আর ঘোড়াটি তো দেখছি সমুদ্রবৎ (দ্রুতগামী) (বু, মু, দা, তি, ই)।

٣٩١-بَابُ الضَّرْبِ عَلَى اللَّحْنِ

৩৯১–অনুচ্ছেদ ঃ ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা।

٨٨٨- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ بْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ .

৮৮৮। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) তার ছেলেকে উচ্চারণের ভুলের জন্য প্রহার করতেন (দা)।

٨٨٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلَيْنِ يَرْمِيَانِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ اَسَبْتَ فَقَالَ عُمَرُ سُوْءُ اللَّحْنِ اَشَدُّ مِنْ سُوْءِ الرَّمْيِ .

৮৮৯। আবদুর রহমান ইবনে আজলান (র) বলেন, উমার (রা) দুই ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন তীর নিক্ষেপ করছিল। তাদের একজন অপরজনকে বললো, اَسَبْتَ (শুদ্ধ اَصَبْتَ) অর্থাৎ তুমি নির্ভুল তীর ছুঁড়েছো। উমার (রা) বলেন, উচ্চারণের ভুল তীর নিক্ষেপে ভুল করার চেয়েও মারাত্মক (ইবনে আদী)।

٣٩٢-بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْلُ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

৩৯২-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ বলে, এটা কিছুই না অর্থাৎ এটা সঠিক বা যথার্থ কিছু নয়।

٨٩٠- قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ سَاَلَ نَاسٌ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسُوْا بِشَىْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّىْءِ يَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ يَخْطَفُهَا الشَّيْطَانُ فَيُقَرْقِرُهَا بِاُذُنَىْ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا بِاَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ .

৮৯০। নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, লোকজন নবী (স)-এর নিকট গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি তাদের বলেন ঃ তারা কিছুই না। লোকজন আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা এমন কিছুও বলে যা সঠিক হতে দেখা যায়। নবী (স) বলেন ঃ সেটা শয়তানের লুফে নেয়া কথা (আসমানবাসী থেকে)। সে তার বন্ধুদের দুই কানে মুরগীর ডাকের মত তা পৌঁছে দেয়। অতঃপর সেই গণক তার সাথে শত মিথ্যা যোগ করে (বু, মু)।

٣٩٣-بَابُ الْمَعَارِيْضِ

৩৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ বিপরীতার্থক উপমা।

٨٩١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَسِيْرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُرْفُقْ يَا اَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

৮৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর এক সফরে ছিলেন। চালক হুদী গান গেয়ে (জন্তুযান হাঁকিয়ে নিয়ে) যাচ্ছিল। নবী (স) বলেন ঃ হে আনজাশা! তোমার জন্য আফসোস, সদয় হও কাঁচপাত্রগুলোর ব্যাপারে (বু, মু)।

٨٩٢-عَنْ عُمَرَ فِيْمَا اَرٰى شَكَّ اَبِىْ اَنَّهُ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِّنَ الْكِذْبِ اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ قَالَ وَفِيْمَا اَرٰى قَالَ قَالَ عُمَرُ اَمَا فِى الْمَعَارِيْضِ مَا يَكْفِى الْمُسْلِمَ الْكِذْبَ.

৮৯২। উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতোটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই নির্বিচারে বলে বেড়ায়। উমার (রা) আরো বলেন, পরোক্ষ বচন মুসলমানের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট (হা)।

٨٩٣- عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اِلَى الْبَصْرَةِ فَمَا اَتٰى عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ اَنْشَدَنَا فِيْهِ الشِّعْرَ وَقَالَ اِنَّ فِىْ مَعَارِيْضِ الْكَلاَمِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكِذْبِ .

৮৯৩। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস শিখখীর (র) বলেন, বসরা যেতে আমি ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা)-র সফরসংগী হলাম। সফরে প্রতি দিনই তিনি আমাদের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, পরোক্ষ বচন মিথ্যাকে এড়ানোর নিরাপদ উপায়।

٣٩٤-بَابُ اِفْشَاءِ السِّرِّ

৩৯৪–অনুচ্ছেদ ঃ গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দেয়া।

٨٩٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدَرِ وَهُوَ مُوَاقِعُهُ وَيَرَى الْقَذَاةَ فِىْ عَيْنِ اَخِيْهِ وَيَدَعُ الْجِذْعَ فِىْ عَيْنِهِ وَيَخْرُجُ الضِّغْنَ مِنْ نَفْسِ اَخِيْهِ وَيَدَعُ الضِّغْنَ فِىْ نَفْسِهِ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّىْ عِنْدَ اَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلٰى اِفْشَائِهِ وَكَيْفَ اَلُوْمُهُ وَقَدْ ضُقْتُ بِهِ ذَرْعًا .

৮৯৪। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তাকদীর থেকে পলায়ন করে তার সম্পর্কে আমার অবাক লাগে। কারণ তাকদীরের সাথে তার সাক্ষাত ঘটবেই। সে তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের চোখে পতিত সামান্য ময়লাটুকুও দেখতে পায় কিন্তু নিজ চোখে পতিত গাছের গুঁড়িও দেখে না। সে তার ভাইয়ের অন্তর থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ বের করার প্রয়াস পায়, অথচ নিজের অন্তরের বিদ্বেষ ত্যাগ করে না। আমি কারো কাছে আমার গোপনীয় বিষয় বলবো, আর তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য তাকে তিরস্কার করবো, এটা হতে পারে না। যে গোপনীয়তা চেপে রাখতে আমি সমর্থ হয়নি, তার (ফাঁস হয়ে যাওয়ার) জন্য অপরকে কিভাবে তিরস্কার করতে পারি (হি)?

٣٩٥-بَابُ السُّخْرِيَةِ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

৩৯৫–অনুচ্ছেদ ঃ ঠাট্টা-বিদ্রূপ। মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "একদল অপর দলকে যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে" (৪৯ ঃ ১১)।

٨٩٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ مُصَابٌ عَلٰى نِسْوَةٍ فَتَضَاحَكْنَ بِهِ يَسْخَرْنَ فَاُصِيْبَ بَعْضُهُنَّ .

৮৯৫। আয়েশা (রা) বলেন, এক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কতক নারীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তাকে দেখে তারা বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসলো। ফলে তাদের কেউ কেউ বিপদগ্রস্ত হলো (তাবারী, তাবারানী, ইবনে আদী, বায়হাকীর শুআব)।

٣٩٦-بَابُ التُّؤَدَّةِ فِى الْأُمُوْرِ

৩৯৬–অনুচ্ছেদ ঃ কাজকর্মে ধীরস্থিরতা।

٨٩٦- عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَلِيٍّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِىْ فَنَاجٰى اَبِىْ دُوْنِىْ قَالَ فَقُلْتُ لِاَبِىْ مَا قَالَ لَكَ قَالَ اِذَا اَرَدْتَ اَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتُّؤَدَّةِ حَتّٰى يُرِيْكَ اللّٰهُ مِنْهُ الْمَخْرَجَ اَوْ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكَ مَخْرَجًا۔

৮৯৬। যুহ্‌রী (র) থেকে ঘটনার সাথে সংশিষ্ট এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এলাম। আমার পিতা আমাকে বাদ দিয়ে (মহানবীর সাথে) একান্তে আলাপ করলেন। রাবী বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, তিনি আপনাকে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন ঃ "তুমি কোন কাজ করার মনস্থ করলে ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হবে, যাবত না আল্লাহ তোমাকে তা থেকে নির্গমনের পথ দেখান অথবা আল্লাহ তোমার জন্য নির্গমনের ব্যবস্থা করেন।

٨٩٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَيْسَ بِحَكِيْمٍ مَنْ لاَّ يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوْفِ مَنْ لاَ يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدًّا حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُ فَرَجًا اَوْ مَخْرَجًا .

৮৯৭। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) বলেন, সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান নয় যে সদ্ভাবে বসবাস করতে পারে না, যে তার সমাজের কাছে পরিত্রাণের পথ পায় না, যাবত না আল্লাহ তার জন্য মুক্তির উপায় বা পথ করে দেন।

٣٩٧-بَابُ مَنْ هَدٰى زُقَاقًا اَوْ طَرِيْقًا

৩৯৭–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পথভোলা লোককে রাস্তা বলে দেয়।

٨٩٨- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً اَوْ هَدٰى زُقَاقًا اَوْ قَالَ طَرِيْقًا كَانَ لَهُ عِدْلُ عِتَاقِ نَسَمَةٍ .

৮৯৮। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুধ পান করার জন্য পশু ধার (মনীহা) দেয় অথবা পথহারা ব্যক্তিকে পথ বলে দেয়, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব রয়েছে (আ ১৮৭০৯, তি ১৯০৭)।

٨٩٩- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ يَرْفَعُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ رَفَعَهُ قَالَ اِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ دَلْوِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَتَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ وَهِدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِىْ اَرْضِ الضَّالَّةِ صَدَقَةٌ .

৮৯৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ভর্তি করে দেয়া একটি সদাকা (দান)। সৎকাজের জন্য তোমার আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তোমার নির্দেশ একটি সদাকা (দান)। তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাত করা একটি সদাকা। জনপথ থেকে তোমার পাথর, কাঁটা ও হাড় অপসারণ করা তোমার পক্ষ থেকে একটি সদাকা। পথহারা পথিককে তোমার রাস্তা বাতলে দেয়াও একটি সদাকা (তি, হি)।

٨٩٨-بَابُ مَنْ كَمَهَ اَعْمٰى

৩৯৮–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে।

٩٠٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ كَمَهَ اَعْمٰى عَنِ السَّبِيْلِ.

৯০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন (হা, হি)।

٣٩٩-بَابُ الْبَغْىِ

৩৯৯–অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহ।

٩٠١- حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ بِفَنَاءِ بَيْتِهٖ بِمَكَّةَ جَالِسٌ اِذْ مَرَّ بِهٖ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فَكَشَرَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَ تَجْلِسُ قَالَ بَلٰى فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَهٗ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهٗ اِذْ شَخَصَ النَّبِىُّ ﷺ بِبَصَرِهٖ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اٰنِفًا وَاَنْتَ جَالِسٌ قَالَ فَمَا قَالَ لَكَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ قَالَ عُثْمَانُ فَذٰلِكَ حِيْنَ اسْتَقَرَّ الْاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِىْ وَاَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا ﷺ.

৯০১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী (স) তাঁর মক্কার বাড়ির আঙ্গিনায় বসা ছিলেন। তখন উসমান ইবনে মাযউন (রা) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নবী (স)-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন। নবী (স) তাকে বলেন ঃ তুমি কি বসবে না? তিনি বলেন, হাঁ। নবী (স) তার দিকে মুখ করে বসলেন। তিনি তার সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় নবী (স) আসমানের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ এইমাত্র আল্লাহ্‌র দূত আমার নিকট আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তিনি আপনাকে কি বলেছেন? তিনি বলেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও নিকট আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার এবং বারণ করেন অশ্লীলতা, গর্হিত কর্ম ও বিদ্রোহ। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে" (সূরা নাহল ঃ ৯০)। উসমান (রা) বলেন, এটা তখনকার কথা যখন ঈমান আমার অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছে এবং মুহাম্মাদ (স)-কে আমি ভালোবাসতে শুরু করেছি (আ)।

٤٠٠-بَابُ عُقُوبَةِ الْبَغْىِ

৪০০–অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহের শাস্তি।

٩٠٢- عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تُدْرِكَا دَخَلْتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

৯০২। আবু বাক্‌র ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা সন্তানকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, আমি এবং সে এই দু'টির মতো পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করবো। হাদীস বর্ণনাকালে রাবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

٩٠٣- وَبَابَانِ يُعَجَّلاَنِ فِى الدُّنْيَا الْبَغْىُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ .

৯০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ দু'টি অপরাধের শাস্তি সত্বর দুনিয়াতেই দেয়া হয় (১) বিদ্রোহ এবং (২) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।

٤٠١-بَابُ الْحَسَبِ

৪০১–অনুচ্ছেদ ঃ বংশমর্যাদা।

٩٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ .

৯০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র অর্থাৎ ইউসুফ (আ) হলেন ইয়াকূব (আ)-এর পুত্র, তিনি ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং তিনি ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র (বু, মু)।

٩٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوْلِيَائِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُوْنَ وَاِنْ كَانَ نَسَبٌ اَقْرَبُ مِنْ نَسَبٍ فَلاَ يَاْتِيْنِى النَّاسُ بِالْاَعْمَالِ وَتَاْتُوْنَ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُوْنَهَا عَلٰى رِقَابِكُمْ فَتَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا لاَ وَاُعْرِضُ فِىْ كِلاَ عِطْفَيْهِ .

৯০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার বন্ধু হবে মোত্তাকী পরহেজগারগণ। বংশগত সম্পর্ক অপরের তুলনায় অধিক নিকটতর হলেও তা উপকারে আসবে না। লোকজন আমার নিকট আসবে তাদের আমল নিয়ে, আর তোমরা আসবে দুনিয়াকে তোমাদের কাঁধে তুলে নিয়ে। তোমরা ডেকে বলবে, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ! আর আমি এরূপ এরূপ বলবো ঃ আমি কোন কাজে আসবো না। আমি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবো।

٩٠٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ أَرٰى أَحَداً يَّعْمَلُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى حَتّٰى بَلَغَ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ . فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ اَنَا اَكْرَمُ مِنْكَ فَلَيْسَ اَحَدٌ اَكْرَمُ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ .

৯০৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার মতে কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী আচরণ করে না (অনুবাদ) ঃ "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছি..... নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট সবচাইতে সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহ্‌ভীরু" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)। আল্লাহ্‌র এই বাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে, আমি তোমার চেয়ে অধিক সম্ভ্রান্ত। অথচ তাকওয়া ব্যতীত কেউ কারো চেয়ে অধিক সম্ভ্রান্ত হতে পারে না।

٩٠٧- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا تَعُدُّوْنَ الْكَرَمَ قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ الْكَرَمَ فَاَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ مَا تَعُدُّوْنَ الْحَسَبَ اَفْضَلُكُمْ حَسَبًا اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا .

৯০৭। ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা কাদের সম্ভ্রান্ত গণ্য করো? আল্লাহ অবশ্যই সম্ভ্রান্ত কে তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহ্‌ভীরু" (৪৯ ঃ ১৩)। তোমরা কাকে মর্যাদাবান গণ্য করো? যার স্বভাব-চরিত্র সর্বোত্তম সে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান।

٤٠٢-بَابُ الْاَرْوَاحِ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ

৪০২–অনুচ্ছেদ ঃ মানবাত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদল।

٩٠٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ .

৯০৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ মানবাত্মাসমূহ যেন সমবেত সৈন্যদল। (সৃষ্টির সেই আদিতে) যারা পরস্পর পরিচিত হয়েছে, এখানেও তারা পরস্পর পরিচিত হবে। আর সেখানে যারা পরস্পর অপরিচিত ছিল, এখানে তাদের মধ্যে অনৈক্য থাকবে (বু, মু, দা, ইলা)।

٩٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ .

৯০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মানবাত্মাসমূহ যেন সমবেত সৈন্যদল। (আদিতে) যারা পরস্পর পরিচিত হয়েছে, এখানেও (দুনিয়ায়) তারা পরস্পর পরিচিত হবে। আর সেখানে যারা পরস্পর অপরিচিত ছিল, এখানে তাদের মধ্যে অনৈক্য হবে (মু, দা)।

٤٠٣-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ سُبْحَانَ اللّٰهِ

৪০৩–অনুচ্ছেদ ঃ বিস্মিত হয়ে কারো 'সুব্হানাল্লাহ' বলা।

٩١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِىْ غَنَمِه عَدَا الذِّئْبُ فَاَخَذَ مِنْهُ شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِىْ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِىْ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ اُؤْمِنُ بِذٰلِكَ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ .

৯১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালের উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং একটি ছাগী ধরে নিয়ে গেলো। তখন রাখাল তার পিছু ধাওয়া করলো। নেকড়েটি তাকে লক্ষ্য করে বললো, যেদিন হিংস্র শ্বাপদের রাজত্ব হবে সেদিন আমি ছাড়া আর কে তার রক্ষক হবে? উপস্থিত লোকজন বললো, সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি, আবু বাক্র ও উমার তা বিশ্বাস করি (বু, মু)।

٩١١- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ جِنَازَةٍ فَاَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِه فِى الْاَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ قَالَ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى .

৯১১। আলী (রা) বলেন, নবী (স) এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি একটি জিনিস হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটিতে রেখা টানতে লাগলেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা দোযখ অথবা বেহেশত লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে কাজকর্ম ত্যাগ করবো না? তিনি বলেন ঃ তোমরা কাজকর্ম করতে থাকো। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেটি সহজসাধ্য করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে তার জন্য সৌভাগ্যজনক কাজ সহজসাধ্য করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য হবে তার জন্য দুর্ভাগ্যজনক কাজ সহজসাধ্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ "অনন্তর যে দান করে, তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বাণীর সত্যতা ঘোষণা করে ..." (সূরা লাইল ঃ ৫–৭)।

٤٠٤-بَابُ مَسْحِ الْاَرْضِ بِالْيَدِ

৪০৪–অনুচ্ছেদ ঃ হাতে মাটি স্পর্শ করা।

٩١٢- عَنْ اُسَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنْ اُمِّه قَالَتْ قُلْتُ لاَبِىْ قَتَادَةَ مَا لَكَ لاَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسُ فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيُسَهِّلْ لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا مِّنَ النَّارِ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَيَمْسَحُ الْاَرْضَ بِيَدِهِ .

৯১২। উসাইদ ইবনে আবু উসাইদ (র) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কাতাদা (রা)-কে বললাম, আপনার কি হলো যে, লোকে যেরূপ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেন, আপনি তেমনটি করেন না? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার পার্শ্বদেশকে জাহান্নামের বিছানার জন্য সমতল করে নেয়। (একথা বলে) রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর হাত দ্বারা মাটি স্পর্শ করেন (শাফিঈ)।

٤٠٥-بَابُ الْخَذَفِ

৪০৫–অনুচ্ছেদ ঃ নুড়ি পাথর।

٩١٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَذَفِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَى الْعَدُوَّ وَاِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ .

৯১৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল-মুযানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নুড়িপাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তা না পারে শিকার হত্যা করতে, আর না পারে শত্রুকে কাবু করতে। বরং তা চক্ষু নষ্ট করে অথবা দাঁত ভেঙ্গে দেয় (বু,মু,না)।

٤٠٦-بَابُ لاَ تَسُبُّوا الرِّيْحَ

৪০৬–অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা বায়ুকে গালি দিও না।

٩١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخَذَتِ النَّاسَ الرِّيْحُ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ حَاجٌّ فَاشْتَدَّتْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَا الرِّيْحُ فَلَمْ يَرْجِعُوْا بِشَىْءٍ فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِىْ فَاَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ سَاَلْتَ عَنِ الرِّيْحِ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلرِّيْحُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ تَاْتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَتَاْتِىْ بِالْعَذَابِ فَلاَ تَسُبُّوْهَا وَسَلُوا اللّٰهَ خَيْرَهَا وَعُوْذُوْا مِنْ شَرِّهَا .

৯১৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কায় যাবার পথে লোকজন প্রবল বায়ু তাড়িত হলো। উমার (রা)-ও (তাদের সাথে) হজ্জের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। উমার (রা) তার চারপাশের লোকদের বলেন, এই বায়ু কী? তারা কিছুই উত্তর দিলো না। তখন আমি আমার বাহনটিকে তার দিকে ধাবিত করে তার নিকটে গিয়ে বললাম, আমি জানতে পারলাম যে, আপনি বায়ু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ "বাতাস হলো আল্লাহ্‌র রহমাতের অন্তর্ভুক্ত। তা রহমাতও বয়ে আনে, আবার আযাবও বয়ে আনে। অতএব তোমরা তাকে গালি দিও না, বরং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করো এবং তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো" (দা,না,ই,আ)।

٤٠٧-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وكَذَا

৪০৭-অনুচ্ছেদ ঃ কারো বক্তব্য, অমুক অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে।

٩١٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوكَبِ .

৯১৫। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। ঐ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। নামাযান্তে নবী (স) লোকদের দিকে ফিরে বলেন ঃ তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দারা আমার প্রতি মুমিন ও কাফেররূপে প্রভাতে উপনীত হয়। যে বলে, আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়ায় বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি মুমিন এবং নক্ষত্রসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী" (বু,মু,দা,না)।

٤٠٨-بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا رَاٰى غَيْمًا

৪০৮-অনুচ্ছেদ ঃ লোকজন মেঘ দেখলে যা বলবে।

٩١٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَاٰى مَخِيْلَةً دَخَلَ وَخَرَجَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَاِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا اَدْرِيْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ .

৯১৬। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখলে (চিন্তিত হয়ে) ঘরে ঢোকতেন, আবার বের হতেন, সামনে যেতেন আবার পেছনে ফিরে আসতেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। বৃষ্টি হলে পর তাঁর মুখে হাসি ফোটতো। আয়েশা (রা) তাঁর এরূপ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন ঃ কি জানি এমনও তো হতে পারে যেরূপ আল্লাহ বলেছেন, "অতঃপর তারা যখন মেঘমালাকে তাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখলো তখন বললো, এতো সেই মেঘমালা যা আমাদের বৃষ্টি দিবে....." (বু,মু,তি,না)।

٩١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

৯১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ 'কুলক্ষণে' বিশ্বাস শেরেকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মধ্যে অনুরূপ ধারণা আসে না। তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করার কারণে তিনি তা দূর করে দেন (তি,দা,ই)।

٤٠٩-بَابُ الطِّيَرَةِ

৪০৯-অনুচ্ছেদ ঃ অশুভ লক্ষণ।

٩١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الطِّيَرَةُ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوْا وَمَا الْفَالُ قَالَ كَلِمَةٌ صَالِحَةٌ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ .

৯১৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ অশুভ লক্ষণ (বলতে কিছু নেই)। তার মধ্যে ফালই উত্তম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, 'ফাল' কি? তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ (অদৃশ্য থেকে) যে উত্তম কথা শোনতে পায় তা (বু,মু,আ,হি,তহা)।

٤١٠-بَابُ فَضْلِ مَنْ لَّمْ يَتَطَيَّرْ

৪১০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ মানে না তার মর্যাদা।

٩١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ بِالْمَوْسِمِ اَيَّامَ الْحَجِّ فَاَعْجَبَنِىْ كَثْرَةُ اُمَّتِىْ قَدْ مَلَأُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ قَالُوْا يَا مُحَمَّدُ اَرَضِيْتَ قَالَ نَعَمْ اَىْ رَبِّ قَالَ فَاِنَّ مَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعِيْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ قَالَ عُكَاشَةُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ اٰخَرُ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ .

৯১৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ একদা হজ্জের মৌসুমে আমার উম্মাতকে আমার সামনে পেশ করা হলো। আমার উম্মাতের সংখ্যাধিক্যে আমি অভিভূত হলাম। সমভূমি ও পাহাড়-পর্বত তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি সন্তুষ্ট? আমি বললাম ঃ হাঁ, হে প্রভু। তিনি বলেন, "উপরন্তু এদের সাথে রয়েছে আরো সত্তর হাজার যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা হচ্ছে সেইসব লোক যারা ঝাড়ফুঁক করায় না, শরীরে দাগ দেয়ায় না এবং অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না। তারা তাদের প্রভুর উপরই ভরসা করে"। তখন উকাশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! উকাশাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো"। অপর এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ এ ব্যাপারে উকাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে (বু, আ, মু)।

٤١١-بَابُ الطِّيَرَةِ مِنَ الْجِنِّ

৪১১–অনুচ্ছেদ ঃ জিনের আছর থেকে বাঁচার নিষ্ফল তদবীর।

٩٢- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ اِذَا وُلِدُوا فَتَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ فَأُتِيَتْ بِصَبِيٍّ فَذَهَبَتْ تَضَعُ وِسَادَتَهُ فَاذَا تَحْتَ رَأْسِهِ مُوْسَى فَسَأَلَتْهُمْ عَنِ الْمُوْسَى فَقَالُوا نَجْعَلُهَا مِنَ الْجِنِّ فَأَخَذَتِ الْمُوْسَى فَرَمَتْ بِهَا وَنَهَتْهُمْ عَنْهَا وَقَالَتْ اِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ وَيُبْغِضُهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى عَنْهَا .

৯২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নবজাতকদের আয়েশা (রা)-র নিকট আনা হতো। তিনি তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন। আমি (আলকামার মা) একটি নবজাতককে নিয়ে আয়েশা (রা)-র নিকট এলাম। তিনি নবজাতকের বালিশ সরাতেই দেখা গেলো, একটি ক্ষুর তার শিয়রের নিচে। তিনি ক্ষুর সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, আমরা জিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তা রেখেছি। তিনি ক্ষুরটি ধরে তা দূরে নিক্ষেপ করেন এবং তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস অপছন্দ করতেন এবং তাতে অসন্তুষ্ট হতেন। অতএব আয়েশা (রা)-ও এরূপ করতে বারণ করেন।

٤١٢-بَابُ الْفَالِ

৪১২–অনুচ্ছেদ ঃ শুভ লক্ষণ।

٩٢١- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ .

৯২১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ রোগ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই বা অশুভ লক্ষণেরও কোন বাস্তবতা নেই। আর শুভ ফাল অর্থাৎ (অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উৎকৃষ্ট কথা আমার পছন্দনীয় (বু,মু,দা,তি,না)।

٩٢٢- حَدَّثَنِى حَبَّةُ التَّمِيْمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ شَيْءَ فِى الْهَوَامِّ وَأَصْدَقُ الطِّيَرَةِ الْفَالُ وَالْعَيْنُ حَقٌّ .

৯২২। হাব্বা (তিরমিযীতে হায়্যা) ইবনে হাবিস আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ পেঁচার ডাকে অশুভ কিছু নেই। ফাল-ই হলো অধিক নির্ভরযোগ্য শুভ লক্ষণ এবং বদনজর সত্য বা বাস্তব (তি)।

٤١٣-بَابُ التَّبَرُّكِ بِالْاِسْمِ الْحَسَنِ

৪১৩–অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম নামকে বরকতময় মনে করা।

٩٢٣-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حِيْنَ ذَكَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اَنَّ سُهَيْلاً قَدْ اَرْسَلَهُ اِلَيْهِ قَوْمُهُ صَالَحُوْهُ عَلٰى اَنْ يَّرْجِعَ عَنْهُمْ هٰذَا الْعَامِ وَيُخَلُّوْهَا لَهُمْ قَابِلَ ثَلاَثَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ اَتٰى فَقِيْلَ اَتٰى سُهَيْلُ سَهَّلَ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّائِبِ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ .

৯২৩। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যখন উসমান ইবনে আফফান (রা) বললেন, সুহাইলকে তার সম্প্রদায় সন্ধির এই প্রস্তাবসহ পাঠিয়েছে যে, মুসলমানগণ এই বছর ফিরে যাবে এবং আগামী বছর কুরাইশগণ তিন দিনের জন্য (মক্কা নগরী মুসলমানদের জন্য) খালি করে দিবে। সুহাইল এসে পৌঁছলে নবী (স) বলেন ঃ সুহাইল এসেছে। আল্লাহ তোমাদের বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) নবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেন।

٤١٤-بَابُ الشُّؤْمِ فِى الْفَرَسِ

৪১৪–অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ায় কুলক্ষণ।

٩٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِى الدَّارِ وَالْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ .

৯২৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কুলক্ষণ (বলতে কিছু থাকলে তা) ঘরবাড়ি, স্ত্রীলোক ও ঘোড়ায় (বু,মু,দা,না,তহা)।

٩٢٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

৯২৫। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যদি কিছুতে কুলক্ষণ থাকতো তবে তা স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও বাসস্থানে থাকতো (বু,মু,ই,তহা)।

٩٢٦-عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِى دَارٍ كَثُرَ فِيْهَا عَدَدُنَا وَكَثُرَتْ فِيْهَا اَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا اِلَى دَارٍ اُخْرٰى فَقَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيْهَا اَمْوَالُنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّهَا اَوْ دَعُوْهَا وَهِىَ ذَمِيْمَةٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ اِسْنَادِهِ نَظَرٌ

৯২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক বাড়িতে বসবাস করতাম। সেখানে আমাদের জনসংখ্যা ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর

আমরা অপর একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেখানে আমাদের জনসংখ্যা ও ধন-সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা আগের বাড়িতে ফিরে যাও অথবা তিনি বলেন ঃ তোমরা এই বাড়ি ত্যাগ করো। কেননা এটি নিন্দনীয় বাড়ি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে।

٤١٥-بَابُ الْعُطَاسِ

৪১৫—অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি দেয়া।

٩٢٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يُشَمِّتَهُ وَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِذَا قَالَ هَاهْ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৯২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন কিন্তু হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলে এবং যে কোন মুসলমান তা শোনতে পেলে হাঁচির জবাব দেয়া তার কর্তব্য। আর হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব কেউ তা যেন যথাসাধ্য প্রতিহত করে। কোন ব্যক্তি হাই তুলে 'হা' (মুখ গহব্বর ফাঁক) করলে তাতে শয়তান (আনন্দে) অট্টহাসি দেয় (বু,মু,তি,দা,না,আ,হা,হি,খু)।

٤١٦-بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا عَطَسَ

৪১৬—অনুচ্ছেদ ঃ কেউ হাঁচি দিয়ে যা বলবে।

٩٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ الْمَلَكُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاِذَا قَالَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ الْمَلَكُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ .

৯২৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে শুধু 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে একজন ফেরেশতা বলেন, 'রব্বিল আলামীন'। আর সে 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' বললে ফেরেশতা বলেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন) (তাবারানী)।

٩٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَطَسَ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاِذَا قَالَ فَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكَ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكَ .

৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কেউ হাঁচি দিয়ে যেন 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে। সে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার অপর (মুসলমান) ভাই বা সংগী যেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। সে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললে (শুকরিয়াস্বরূপ) সে যেন বলে, 'ইয়াহ্‌দিকাল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকা' (আল্লাহ তোমায় সৎপথে চালিত করুন এবং তোমার অবস্থার সংশোধন করুন) (বু,দা)। ইমাম বুখারী (র) এই বিষয়বস্তু সংক্রান্ত হাদীসমূহের মধ্যে উক্ত হাদীসকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

٤١٧-بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ

৪১৭-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতার জবাব দেয়া।

٩٣٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ الْاَفْرِيْقِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ اَنَّهُمْ كَانُوْا غُزَاةً فِي الْبَحْرِ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ فَانْضَمَّ مَرْكَبُنَا اِلٰى مَرْكَبِ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ فَلَمَّا حَضَرَ غَدَاؤُنَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ فَاَتَانَا فَقَالَ دَعَوْتُمُوْنِىْ وَاَنَا صَائِمٌ فَلَمْ يَكُنْ لِىْ بُدٌّ مِّنْ اَنْ اُجِيْبَكُمْ لِاَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلٰى اَخِيْهِ سِتَّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ اِنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَّاجِبًا لِاَخِيْهِ عَلَيْهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَحْضُرُهُ اِذَا مَاتَ وَيَنْصَحُهُ اِذَا اسْتَنْصَحَهُ قَالَ وَكَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ يَقُوْلُ لِرَجُلٍ اَصَابَ طَعَامَنَا جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَّبِرًّا فَغَضِبَ عَلَيْهِ حِيْنَ اَكْثَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِاَبِىْ اَيُّوْبَ مَا تَرٰى فِىْ رَجُلٍ اِذَا قُلْتُ لَهُ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَّبِرًّا غَضِبَ وَشَتَمَنِىْ فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اِنَّا كُنَّا نَقُوْلُ اِنَّ مَنْ لَّمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ اَصْلَحَهُ الشَّرُّ فَاَقْلِبْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ حِيْنَ اَتَاهُ جَزَاكَ اللّٰهُ شَرًّا وَّعَرًّا فَضَحِكَ وَرَضِىَ وَقَالَ مَا تَدَعُ مَزَاحَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ جَزَى اللّٰهُ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ خَيْرًا .

৯৩০। আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম আল-ইফরীকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তারা মুআবিয়া (রা)-এর আমলে নৌ-যুদ্ধে যোগদান করেন। পথিমধ্যে আমাদের জাহাজ আবু আইউব আনসারী (রা)-র জাহাজের নিকটবর্তী হলে এবং আমাদের সকালের খাবার উপস্থিত হলে আমরা তার নিকট লোক পাঠালাম। তিনি এসে বলেন, তোমরা আমাকে দাওয়াত দিয়েছো। কিন্তু আমি রোযাদার। তবুও আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ এক মুসলমানের উপর তার অপর মুসলমান ভাইয়ের ছয়টি অনিবার্য দাবি রয়েছে। যদি কেউ তার একটিও লংঘন করে তবে সে তার ভাইয়ের প্রতি একটি অপরিহার্য কর্তব্য পালন করলো না। (১) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম দিবে। (২) সে তাকে দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে। (৩) সে হাঁচি দিলে (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) তার জবাব দিবে। (৪) সে রোগগ্রস্ত হলে তাকে দেখতে যাবে। (৫) সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে এবং (৬) সে পরামর্শ চাইলে তাকে উত্তম পরামর্শ দিবে। রাবী বলেন, আমাদের সাথে (ঐ অভিযানে) একজন রসিক লোকও ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে আহাররত এক ব্যক্তিকে বলেন, আল্লাহ তোমাকে অতিশয় উত্তম প্রতিদান দিন। তাকে বারবার এরূপ বললে সে ক্ষেপে যেতো। রসিক ব্যক্তি আবু আইউব (রা)-কে বলেন, এই লোকটি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, আমি তাকে 'জাযাকাল্লাহু খায়রান ওয়া বাররান' বললে সে ক্ষেপে যায় এবং আমাকে গালি দেয়। আবু আইউব (রা) বলেন, আমরা বলতাম, কল্যাণ যার জন্য বাঞ্ছনীয় নয় অমঙ্গলই তার জন্য বাঞ্ছনীয়। অতএব তাকে এর উল্টা

বলো। ঐ লোকটি তার নিকট এলে রসিক ব্যক্তি তাকে বলেন, জাযাকাল্লাহু শাররান ওয়া আররান (আল্লাহ তোমাকে অমঙ্গল ও কঠোর প্রতিদান দিন)। লোকটি হেসে দিলো এবং প্রসন্ন হলো আর বললো, তুমি বুঝি তোমার রসিকতা ত্যাগ করতে পারো না। তিনি বলেন, আল্লাহ আবু আইউব আনসারী (রা)-কে উত্তম প্রতিদান দিন (তাহ্যীবুল কামাল)।

٩٣١- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ لِّلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ .

৯৩১। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের চারটি কর্তব্য রয়েছে। (১) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে। (২) সে মারা গেলে তার জানাযায় শামিল হবে। (৩) সে তাকে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে। (৪) সে হাঁচি দিলে তার হাঁচির জবাব দিবে (ই, আ, হা, হি)।

٩٣٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِيَّةِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ .

৯৩২। বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন ঃ (১) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে, (২) জানাযায় শরীক হতে, (৩) হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে, (৪) প্রতিজ্ঞা পালন করতে, (৫) উৎপীড়িতের সাহায্য করতে, (৬) সালামের বহুল প্রচলন করতে এবং (৭) দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ঃ (১) সোনার আংটি পরতে, (২) রূপার বাসনপত্র ব্যবহার করতে এবং (৩) নরম তুলতুলে রেশমী বস্ত্র, (৪) (তৎকালে মিসরে উৎপাদিত) এক প্রকার রেশমী বস্ত্র, (৫) মোটা রেশমী বস্ত্র, (৬) রেশম ও সূতা মিশ্রিত রেশমী বস্ত্র ও (৭) মিহি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে (বু, মু, তি, না, ই)।

٩٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ .

৯৩৩। অবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে। জিজ্ঞেসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই কর্তব্যগুলো কি কি? তিনি বলেনঃ (১) তার সাথে তোমার সাক্ষাত হলে সালাম দিবে। (২) সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করবে। (৩) সে তোমার কাছে পরামর্শ চাইলে তুমি তাকে পরামর্শ দিবে। (৪) সে হাঁচি দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করলে তুমি তার জবাব দিবে। (৫) সে অসুস্থ হলে তুমি তাকে দেখতে যাবে। (৬) সে মারা গেলে তুমি তার জানাযায় ও দাফনে শরীক হবে (বু,মু,না আন,হি)।

٤١٨-بَابُ مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰه

৪১৮–অনুচ্ছেদ ঃ যে হাঁচি দিতে শোনবে সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ।

٩٣٤- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ قَالَ عِنْدَ عَطْسَةٍ سَمِعَهَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ لَمْ يَجِدْ وَجَعَ الضِّرْسِ وَلاَ الْاُذُنِ اَبَداً .

৯৩৪। আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে হাঁচি দিতে শোনে বলে, "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আলা কুল্লি হালিন মাকানা" (সর্বাবস্থায় বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা), কখনো তার দাঁতের ও কানের অসুখ হবে না (আ, তা, শা)।

٤١٩-بَابُ كَيْفَ تَشْمِيْتُ مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ

৪১৯–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ হাঁচি দিতে শোনলে কিভাবে জবাব দিবে?

٩٣٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰه فَاِذَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

৯৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে যেন বলে, আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)। সে আলহামদু লিল্লাহ বললে তার অপর ভাই বা সাথী যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন)। আবার হাঁচিদাতা যেন বলে, ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম (আল্লাহ তোমাকে সৎপথে চালিত করুন এবং তোমাকে স্বাচ্ছন্দ প্রদান করুন) (বু, দা)।

٩٣٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ وَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يَّقُوْلَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَائَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৯৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলে (আলহামদু লিল্লাহ বললে) এবং অপর মুসলমান ব্যক্তি তা শোনতে পেলে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন) বলা তার কর্তব্য হয়ে যায়। আর হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তা যথাসাধ্য চেপে রাখে। কারণ তোমাদের কোন ব্যক্তি হাই তুললে তাতে শয়তান আনন্দের হাসি দেয় (বু,দা,তি,না)।

٩٣٧- عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِذَا شَمَّتَ عَافَانَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِّنَ النَّارِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ .

৯৩৭। আবু জামরা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে হাঁচির জবাবে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের দোযখ থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হোন" (বু,মু,দা,তি,না,ই)।

٩٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ اٰخَرُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَدَدْتَّ عَلَى الْاٰخَرِ وَلَمْ تَقُلْ لِّىْ شَيْئًا قَالَ اِنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَكَتَّ .

৯৩৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলে রাসূলুল্লাহ (স) তার জবাবে বলেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ। অতঃপর আরেক ব্যক্তি হাঁচি দিলো কিন্তু তার জবাবে তিনি কিছুই বলেননি। সে ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঐ লোকটির হাঁচির জবাব দিলেন, অথচ আমার জন্য কিছুই বলেননি। তিনি বলেন ঃ সে তো আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছে কিন্তু তুমি তো কিছুই বলোনি।

٤٢٠-بَابُ اِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ لاَ يُشَمَّتُ

৪২০–অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা আল্লাহ্‌র প্রশংসা না করলে হাঁচির জবাব দিবে না।

٩٣٩- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقَالَ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِىْ قَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَلَمْ تَحْمَدْهُ .

৯৩৯। আনাস (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিলো। নবী (স) তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপরজনের হাঁচির জবাব দেননি। সে বললো, আপনি ঐ ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, অথচ আমার হাঁচির জবাব দেননি। তিনি বলেন ঃ সে তো আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছে কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করোনি (বু, মু)।

٩٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَحَدُهُمَا اَشْرَفُ مِنَ الْاٰخَرِ فَعَطَسَ الشَّرِيْفُ مِنْهُمَا فَلَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُشَمِّتْهُ وَعَطَسَ الْاٰخَرُ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمَّتَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ الشَّرِيْفُ عَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتْنِىْ وَعَطَسَ هٰذَا الْاٰخَرُ فَشَمَّتَّهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا ذَكَرَ اللّٰهَ فَذَكَرْتُهُ وَاَنْتَ نَسِيْتَ اللّٰهَ فَنَسِيْتُكَ .

৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট বসলো। তাদের একজন ছিল অপরজনের চেয়ে অধিক সম্মানী। তাদের মধ্যকার সম্মানী ব্যক্তিটি হাঁচি দিলো কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রশংসা

করলো না। নবী (স)-ও তার হাঁচির জবাব দেননি। অতঃপর অপর ব্যক্তি হাঁচি দিলো এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করলো। নবী (স) তার হাঁচির জবাব দিলেন। তখন শরীফ ব্যক্তি বললো, আমি আপনার সামনে হাঁচি দিয়েছি, কিন্তু আপনি আমার কোন জবাব দেননি। অথচ এই ব্যক্তি হাঁচি দিলে আপনি তার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্কে স্মরণ করেছে, তাই আমিও তাঁকে স্মরণ করেছি। অপরদিকে তুমি আল্লাহ্কে ভুলে রয়েছো, তাই আমিও তোমাকে ভুলে রয়েছি (মু,দা,তি,ই,আ,হা,হি)।

٤٢١-بَابُ كَيْفَ يَبْدَأُ الْعَاطِسُ

৪২১–অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা প্রথমে কি বলবে?

٩٤١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا عَطَسَ فَقِيْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَقَالَ يَرْحَمُنَا وَاِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ .

৯৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাঁচি দিলে তার জবাবে যখন বলা হতো, ইয়ারহামুকাল্লাহ, তখন তিনি প্রত্যুত্তরে বলতেন, "আল্লাহ আমাকে ও তোমাদেরকে দয়া করুন এবং আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন" (হা, বায)।

٩٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلْيَقُلْ مَنْ يَرُدُّ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ .

৯৪২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি হাঁচি দিলে যেন বলে, "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন"। আর জবাবদাতা বলবে, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। প্রত্যুত্তরে প্রথম ব্যক্তি যেন বলে, "ইয়াগফিরুল্লাহু লী ওয়ালাকুম" (আল্লাহ আমাকে ও তোমাদের ক্ষমা করুন) (না, হা, তা)।

٩٤٣- حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ اُخْرٰى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا مَزْكُوْمٌ .

৯৪৩। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিলে তিনি বলেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমায় দয়া করুন)। সে পুনরায় হাঁচি দিলে তিনি বলেন ঃ সে সর্দিতে আক্রান্ত (মু, দা, তি, ই)।

٤٢٢-بَابُ مَنْ قَالَ يَرْحَمُكَ اِنْ كُنْتَ حَمِدْتَّ اللّٰهَ

৪২২–অনুচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, তুমি আল্লাহ্র প্রশংসা করে থাকলে তিনি তোমাকে দয়া করুন।

٩٤٤- حَدَّثَنَا مَكْحُوْلٌ الْاَزْدِيُّ قَالَ كُنْتُ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتَ حَمِدْتَّ اللّٰهَ .

৯৪৪। মাকহূল আল-আযদী (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর পাশে উপস্থিত ছিলাম। মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে থাকলে আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন।

٤٢٣-بَابُ لاَ يَقُلْ اٰبْ

৪২৩–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন হাঁচি দিয়ে 'আ-ব' না বলে।

٩٤٥- عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ عَطَسَ ابْنٌ لِّعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِمَّا اَبُوْ بَكْرٍ وَاِمَّا عُمَرُ فَقَالَ اٰبْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَا اٰبْ اِنَّ اٰبْ اِسْمُ شَيْطَانٍ مِّنَ الشَّيَاطِيْنِ جَعَلَهَا بَيْنَ الْعَطْسَةِ وَالْحَمْدِ .

৯৪৫। মুজাহিদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর এক পুত্র আবু বাক্‌র অথবা উমার হাঁচি দিয়ে 'আ-ব' শব্দ করলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, আ-ব আবার কি? আ-ব তো শয়তানদের মধ্যকার এক শয়তানের নাম। সে এটিকে হাঁচি ও আলহামদু লিল্লাহ্‌র মাঝখানে রেখে দিয়েছে (শা)।

٤٢٤-بَابُ اِذَا عَطَسَ مِرَارًا

৪২৪–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ বারবার হাঁচি দিলে।

٩٤٦- حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ اُخْرٰى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا مَزْكُوْمٌ .

৯৪৬। ইয়াস ইবনে সালামা (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে নবী (স) বলেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ। সে পুনরায় হাঁচি দিলে নবী (স) বলেন ঃ এতো সর্দিতে আক্রান্ত (মু,দা,তি,না,ই,আ,দার)।

٩٤٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَمِّتْهُ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ وَثَلاَثًا فَمَا كَانَ بَعْدَ هٰذَا فَهُوَ زُكَامٌ .

৯৪৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হাঁচিদাতার জবাব দাও, একবার, দুইবার, তিনবার, এরপর যা তা সর্দি (দা)।

٤٢٥-بَابُ اِذَا عَطَسَ الْيَهُوْدِىُّ

৪২৫–অনুচ্ছেদ ঃ কোন ইহূদী হাঁচি দিলে।

٩٤٨- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجَاءَ اَنْ يَّقُوْلَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَكَانَ يَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

৯৪৮। আবু মূসা (রা) বলেন, ইহূদীরা নবী (স)-এর সামনে হাঁদি দিতো এই আশায় যে, তিনি তাদের জবাবে "ইয়ারহামুকুমুল্লাহ" বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন ঃ ইয়াহ্দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম" (আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করুন) (দা,তি,আ,হা,তহা)।

٤٢٦-بَابُ تَشْمِيْتِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ

৪২৬-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ লোকের নারীর হাঁচির জবাব দেয়া।

٩٤٩- عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَهُوَ فِىْ بَيْتِ أُمِّ الْفَضْلِ ابْنِ الْعَبَّاسِ فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِىْ وَعَطَستْ فَشَمَّتَهَا فَاَخْبَرْتُ أُمِّىْ فَلَمَّا اَنْ اَتَاهَا وَقَعَتْ بِهِ وَقَالَتْ عَطَسَ ابْنِىْ فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَستْ فَشَمَّتَّهَا فَقَالَ لَهَا اِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوْهُ وَاِنْ لَّمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ وَاِنَّ ابْنِىْ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَمْ اُشَمِّتْهُ وَعَطَستْ فَحَمِدَتِ اللّٰهَ فَشَمَّتُّهَا فَقَالَتْ اَحْسَنْتَ .

৯৪৯। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আবু মূসা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর মাতা উম্মুল ফাদল (রা)-এর ঘরে ছিলেন। আমি হাঁচি দিলাম কিন্তু তিনি তার জবাব দেননি। অথচ উম্মুল ফাদল (রা) হাঁচি দিলে তিনি তার জবাব দিলেন। আমি (ফিরে এসে) আমার মাতাকে এই কথা জানালাম। অতঃপর আবু মূসা (রা) আমার মায়ের কাছে এলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে হাঁচি দিয়েছিল, কিন্তু আপনি তার জবাব দেননি। অথচ উম্মুল ফাদল (রা) হাঁচি দিলে আপনি তার জবাব দিয়েছেন। আবু মূসা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ "তোমাদের কোন ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করলে তোমরা তার জবাব দিও। আর যদি সে আল্লাহ্র প্রশংসা না করে তবে তোমরা তার জবাব দিও না"। আমার ছেলেটি (অর্থাৎ আপনার ছেলেটি) হাঁচি দিয়েছে, কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ বলেনি, তাই আমিও তার জবাব দেইনি। উম্মুল ফাদল (রা) হাঁচি দিয়েছেন এবং আলহামদু লিল্লাহ বলেছেন। তাই আমিও তার জবাব দিয়েছি। আমার মা বলেন, আপনি ঠিক করেছেন (মু, দা, তি)।

٤٢٧-بَابُ التَّثَاؤُبِ

৪২৭-অনুচ্ছেদ ঃ হাই তোলা।

٩٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ .

৯৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন যথাসাধ্য তা চেপে রাখে (বু, মু)।

٤٢٨-بَابُ مَنْ يَّقُوْلُ لَبَّيْكَ عِنْدَ الْجَوَابِ

৪২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে ডাকলে জবাবে লাব্বায়েক বলা।

٩٥١- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَنَا رَدِيْفُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاَثًا هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَهُمْ .

৯৫১। মুআয (রা) বলেন, আমি জন্তুযানে নবী (স)-এর পিছনে আরোহিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম, লাব্বায়েক ওয়া সাদায়েক (আমি হাযির আছি)। তিনি পরপর তিনবার এভাবে ডাকলেন, তুমি কি জানো, বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র কি দাবি আছে? "তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কিছু শরীক করবে না"। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ পথ চলার পর আবার ডাকলেন ঃ হে মুআয! আমি জবাব দিলাম, লাব্বায়েক ওয়া সাদায়েক। তিনি বলেন ঃ তুমি কি জানো, তারা যদি তাই করে তবে মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কি দাবি আছে? তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না (বু,মু,দা,তি)।

٤٢٩-بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لاَخِيْهِ

৪২৯-অনুচ্ছেদ ঃ ভাইয়ের সম্মানার্থে কোন ব্যক্তির দাঁড়ানো।

٩٥٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدُ كَعْبٍ مِّنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلّٰى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَتَلَقَّانِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّوْنِىْ بِالتَّوْبَةِ يَقُوْلُوْنَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ اِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِىْ وَهَنَانِىْ وَاللّٰهِ مَا قَامَ اِلَىَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ لاَ اَنْسَاُهَا لِطَلْحَةَ .

৯৫২। আবদুল্লাহ ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। কাব (রা) অন্ধ হয়ে গেলে তার পুত্রদের মধ্যে তিনি তার পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি বলেন, কাব ইবনে মালেক (রা) তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, অতঃপর আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামায পড়ার পর আল্লাহ কর্তৃক আমাদের তওবা কবুল করার কথা ঘোষণা করলেন। তাতে দলে দলে লোক এসে আমার তওবা কবুল হওয়ার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। তারা বলেন, আপনার তওবা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়ায় আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এমতাবস্থায় আমি গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ

(স) লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় সমাসীন। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) উঠে দৌড়ে এসে আমার সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানান। আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেউ আমার দিকে উঠে আসেননি। আমি তালহার এ ব্যবহার কখনও ভুলতে পারবো না (বু,মু,দা,তি,না)।

٩٥٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيْبًا مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ائْتُوْا خَيْرَكُمْ اَوْ سَيِّدَكُمْ فَقَالَ يَا سَعْدُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ فَقَالَ سَعْدٌ اُحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذُرِّيَّتُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ .

৯৫৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা (ইহূদীরা) সাদ ইবনে মুআয (রা)-এর ফয়সালা মেনে নেয়ার ব্যাপারে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করলে তার জন্য লোক পাঠানো হলো। তিনি একটি গাধায় চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদের নিকটে এসে পৌঁছলে নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে বা তোমাদের নেতাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করো। তিনি বলেন ঃ হে সাদ! তারা তোমার ফয়সালা মেনে নেয়ার সম্মতি প্রকাশ করেছে। সাদ (রা) বলেন, তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা এই যে, তাদের মধ্যকার যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে এবং তাদের শিশুদের বন্দী করা হবে। নবী (স) বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র বা মহান মালিকের ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করেছো (বু,মু,দা,না)।

٩٥٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا كَانَ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِّنَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا اِلَيْهِ لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ ذٰلِكَ .

৯৫৪। আনাস (রা) বলেন, সাহাবীগণের নিকট নবী (স)-এর দর্শন যতো প্রিয় ছিল, আর কারো দর্শন তাদের নিকট এতো প্রিয় ছিলো না। অথচ তারা তাঁকে (আসতে) দেখে তাঁর (সম্মানার্থে) কখনো উঠে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, তা তাঁর অপছন্দীয় (তি, আ)।

٩٥٥- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ كَانَ اَشْبَهَ بِالنَّبِىِّ ﷺ كَلاَمًا وَّلاَ حَدِيْثًا وَلاَ جِلْسَةً مِّنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَاٰهَا قَدْ اَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتّٰى يُجْلِسَهَا فِىْ مَكَانِهِ وَكَانَتْ اِذَا اَتَاهَا النَّبِىُّ ﷺ رَحَّبَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَتْ اِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَاَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ فَرَحَّبَ وَقَبَّلَهَا وَاَسَرَّ اِلَيْهَا فَبَكَتْ ثُمَّ اَسَرَّ اِلَيْهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لِلنِّسَاءِ اِنْ كُنْتُ لَاَرٰى اَنَّ لِهٰذِهِ الْمَرْاَةِ فَضْلاً عَلَى النِّسَاءِ فَاِذَا هِىَ مِنَ النِّسَاءِ بَيْنَمَا هِىَ تَبْكِىْ اِذَا هِىَ تَضْحَكُ فَسَاَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ قَالَتْ اِنِّىْ

اذاً لَبَذرَةً فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ اَسَرَّ اِلَيَّ فَقَالَ اِنِّيْ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ثُمَّ اَسَرَّ اِلَيَّ فَقَالَ اِنَّكِ اَوَّلُ اَهْلِيْ بِيْ لُحُوْقًا فَسَرَرْتُ بِذٰلِكَ وَاَعْجَبَنِيْ .

৯৫৫। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, কথাবার্তায়, উঠাবসায় ফাতেমার চাইতে নবী (স)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি আরও বলেন, নবী (স) তাকে দেখলেই অভ্যর্থনা জানাতেন, তার জন্য উঠে দাঁড়াতেন এবং তাকে চুমা দিতেন, অতঃপর তার হাত ধরে তাকে এনে নিজের বসার স্থানে বসাতেন। অপরদিকে নবী (স)-ও তার নিকট গেলে তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং উঠে গিয়ে তাঁকে চুমা দিতেন। নবী (স)-এর অন্তিম রোগের সময় তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাকে চুমা দিলেন এবং তার সাথে গোপনে কথা বললেন। ফাতেমা (রা) তাতে কেঁদে দিলেন। তিনি পুনরায় তাকে গোপনে কিছু বললে এবার তিনি (ফাতেমা) হাসেন। অমি উপস্থিত মহিলাগণকে বললাম, আমি মনে করি নারী জাতির মধ্যে এই মহিলা মর্যাদায় অনন্য। তবুও ইনি একজন নারীই, কখনো কাঁদেন আবার কখনও হাসেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আপনাকে কী বলেছেন? তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি এখন গোপন রহস্যের সংরক্ষক। নবী (স) ইন্তিকাল করার পর তিন বলেন, প্রথমার তিনি গোপনে বলেন ঃ "আমার মৃত্যু আসন্ন"। তাই আমি কেঁদেছি। অতঃপর তিনি গোপনে আমাকে বলেন ঃ "আমার পরিজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই (মৃত্যুবরণ করে) আমার সাথে মিলিত হবে"। এতে আমি খুশি হই এবং তা আমাকে আনন্দিত করে (বু ৩৩৫৪, তি ৩৮০৯, মু, দা, হা, হি)।

٤٣٠-بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْقَاعِدِ

৪৩০–অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য কারো দাঁড়ানো।

٩٥٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَرَاٰنَا قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِه قُعُوْداً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِنْ كِدْتُّمْ لَتَفْعَلُوْا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوْا اِئْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلّٰى قَاعِداً فَصَلُّوْا قُعُوْداً .

৯৫৬। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে নামায পড়লাম। তিনি বসা অবস্থায় ইমামতি করেন। আর আবু বাক্র (রা) তাঁর মুকাব্বির হন। তিনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেন। তিনি আমাদেরকে বসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তাই আমরা বসে পড়লাম এবং বসা অবস্থায় তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর বলেন ঃ তোমরা তো প্রায় পারস্যবাসী ও রোমবাসীদের মত আচরণ করলে। তারা তাদের রাজা-বাদশাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ রাজা-বাদশাগণ থাকে বসা অবস্থায়। তোমরা এরূপ করো না। তোমরা তোমাদের ইমামগণের অনুসরণ করো। ইমাম যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়েন তবে তোমরাও দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ো। আর যদি তারা বসা অবস্থায় নামায পড়েন তবে তোমরাও বসা অবস্থায় নামায পড়ো (মু)।

٤٣١-بَابُ اِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ

৪৩১-অনুচ্ছেদ ঃ কারো হাই উঠলে যেন নিজ মুখে হাত দেয়।

٩٥٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ بِفِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْهِ .

৯৫৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তার হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। কেননা শয়তান মুখে প্রবেশ করে (মু, দা, আ, আন)।

٩٥٨-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

৯৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কারো হাই আসলে সে যেন তার হাত তার মুখের উপর রাখে। কেননা তা শয়তানের পক্ষ থেকে।

٩٥٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ .

৯৫৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তার মুখ চেপে ধরে। অন্যথায় শয়তান তাতে প্রবেশ করে (মু, দা)।

٩٦٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَمَهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ .

৯৬০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তার হাত দ্বারা তার মুখ চেপে ধরে। অন্যথায় শয়তান তাতে ঢুকে পড়ে (মু, দা, আ, আন)।

٤٣٢-بَابُ هَلْ يَفْلِىْ اَحَدٌ رَاْسَ غَيْرِهِ

৪৩২-অনুচ্ছেদ ঃ একজন অপরজনের মথার উকুন বেছে দিবে কি?

٩٦١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعَمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِىْ رَاْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ .

৯৬১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) মিলহন-কন্যা উম্মু হারাম (রা)-এর বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং তিনি তাঁকে আহার করাতেন। তিনি ছিলেন উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদা উম্মু হারাম (রা) তাঁকে আহার করানোর পর তাঁর মাথার উকন বাছতে লাগলেন। নবী (স) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং ক্ষণিক পর হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন (বু,মু,দা,তি,না,ই,আ,মা)।

٩٦٢- عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ السَّعْدِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هٰذَا سَيِّدُ اَهْلِ الْوَبَرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمَالُ الَّذِىْ لَيْسَ عَلَىَّ فِيْهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلاَ مِنْ ضَيْفٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْمَالُ اَرْبَعُوْنَ وَالْكَثْرَةُ سِتُّوْنَ وَوَيْلٌ لِاَصْحَابِ الْمِئِيْنَ اِلاَّ مَنْ اَعْطَى الْكَرِيْمَةَ وَمَنَحَ الْغَزِيْرَةَ وَنَحَرَ السَّمِيْنَةَ فَاَكَلَ وَاَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَكْرَمُ هٰذِهِ الْاَخْلاَقِ لاَ يُحَلُّ بِوَادٍ اَنَا فِيْهِ مِنْ كَثْرَةِ نَعَمِىْ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ قُلْتُ اُعْطِى الْبِكْرَ وَاُعْطِى النَّابَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِى الْمَنِيْحَةِ قَالَ اِنِّىْ لَاَمْنَحُ الْمِائَةَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِى الطُّرُوْقَةِ قَالَ يَغْدُو النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ وَلاَ يُوْزَعُ رَجُلٌ مِّنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ فَيُمْسِكُ مَا بَدَا لَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ يَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَالُكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَمْ مَالُ مَوَالِيْكَ قَالَ مَالِىْ قَالَ فَاِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ اَعْطَيْتَ فَاَمْضَيْتَ وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيْكَ فَقُلْتُ لاَ جَرَمَ لَئِنْ رَجَعْتُ لَاُقِلَّنَّ عَدَدَهَا فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيْهِ فَقَالَ يَا بُنَىَّ خُذُوْا عَنِّىْ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَاْخُذُوْا عَنْ اَحَدٍ هُوَ اَنْصَحُ لَكُمْ مِّنِّىْ لاَ تَنُوْحُوْا عَلَىَّ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنِ النِّيَاحَةِ وَكَفِّنُوْنِىْ فِىْ ثِيَابِىْ الَّتِىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ فِيْهَا وَسَوِّدُوْا اَكَابِرَكُمْ فَاِنَّكُمْ اِذَا سَوَّدْتُّمْ اَكَابِرَكُمْ لَمْ يَزَلْ لِاَبِيْكُمْ فِيْكُمْ خَلِيْفَةٌ وَاِذَا سَوَّدْتُّمْ اَصَاغِرَكُمْ هَانَ اَكَابِرُكُمْ النَّاسِ وَزَهِّدُوْا فِيْكُمْ وَاَصْلِحُوْا عَيْشَكُمْ فَاِنَّ فِيْهِ غِنًى عَنْ طَلَبِ النَّاسِ وَاِيَّاكُمْ وَالْمَسْاَلَةَ فَاِنَّهَا اٰخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ وَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ فَسَوُّوْا عَلَىَّ قَبْرِىْ فَاِنَّهُ كَانَ يَكُوْنُ شَىْءٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ خُمَاشَاتٍ فَلاَ اٰمَنُ سَفِيْهًا اَنْ يَّاْتِىَ اَمْرًا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ عَيْبًا فِىْ دِيْنِكُمْ .

৯৬২। কায়েস ইবনে আসেম আস-সাদী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন ঃ সে হলো তাঁবুবাসীদের নেতা। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কি পরিমাণ মাল থাকলে আমার উপর যাঞ্চাকারী বা মেহমানের কোন দায়দায়িত্ব থাকে না? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ চল্লিশটি (পশু সংখ্যা) উত্তম, আর উর্ধ্বতন সংখ্যা ষাট। আর দুই শতের মালিকদের তো বিপদ। তবে যে ব্যক্তি উঠতি বয়সের উট দান করে, দুধ পানের জন্য কাউকে উষ্ট্রী ধার দেয় এবং মোটাতাজা উট যবেহ করে নিজেও আহার করে এবং অভাবী ভদ্রলোক ও যাঞ্চাকারীদেরও আহার করায় (তার ভয়ের কোন কারণ নাই)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা তো অতি উত্তম স্বভাব। কিন্তু আমি যে উপত্যকায় বাস করি সেখানে আমার পশুর প্রাচুর্যের বিচারে এটা তো মামুলি ব্যাপার। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কিরূপ দান-খয়রাত করো? আমি বললাম, উঠতি বয়সের উষ্ট্রীও দান

করে থাকি। তিনি বলেন ঃ তুমি কিভাবে দুধ পানের জন্য উষ্ট্রী ধার দিয়ে থাকো? আমি বললাম, আমি শত সংখ্যক দান করি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ প্রজননের ব্যাপারে তুমি কি করো? আমি বললাম, লোকজন তাদের গর্ভগ্রহণকারিনী উষ্ট্রী নিয়ে আসে এবং আমার উট পালের মধ্যকার যে উটটিকে প্ররোচিত করতে পারে, তা সাথে নিয়ে যায় এবং তার প্রয়োজন মাফিক তা তার কাছে রেখে দেয়। প্রয়োজন শেষে সে তা ফেরত দিয়ে যায়। নবী (স) বলেন ঃ তোমার নিজের মাল তোমার অধিক প্রিয় নাকি তোমার ওয়ারিসদের মাল? রাবী বলেন, আমার মাল। তিনি বলেন ঃ তোমার মাল তাই যা তুমি নিজে পানাহার করে শেষ করেছো অথবা কাউকে (আল্লাহ্‌র পথে) দান করেছো। তাছাড়া অবশিষ্টটুকু তোমার ওয়ারিসদের মাল।

আমি বললাম, এবার ফিরে গিয়ে অবশ্যই উটের সংখ্যা কমিয়ে ফেলবো। অতঃপর তার মৃত্যুর সময় আসন্ন হলে তিনি তার পুত্রদের ডেকে একত্র করেন এবং বলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা আমার উপদেশ শোনো। কেননা তোমাদের জন্য আমার উপদেশের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী উপদেশদাতা আর কাউকে পাবে না। আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য বিলাপ করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর জন্য বিলাপ করা হয়নি। আমি নবী (স)-কে "বিলাপ করতে নিষেধ করতে শুনেছি"। আর আমার নামায পড়ার বস্ত্র দ্বারা আমার কাফন দিবে। তোমরা তোমাদের মধ্যকার প্রবীণদের নেতা নির্বাচিত করবে। কেননা যাবৎ তোমরা তোমাদের প্রবীণদের নেতা বানাবে তোমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিত্ব তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। আর যখন তোমরা তোমাদের মধ্যকার যুবকদের তোমাদের নেতা নির্বাচিত করবে, তখন লোক সমক্ষে তোমাদের পিতৃপুরুষের অবমাননা হবে। তোমাদের মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধনার প্রেরণা যোগাবে। তোমাদের জীবনযাত্রাকে সমুন্নত করো। কেননা তাতে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না। তোমরা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কেননা তা হচ্ছে সর্বশেষ নিকৃষ্টতর পেশা। যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে তখন আমার কবর মাটির সাথে সমান করে দিবে। কেননা আমার এবং ঐ পার্শ্ববর্তী জনপদে বসবাসরত বাক্‌র ইবনে ওয়াইল গোত্রের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হতো। পাছে তাদের মধ্যকার কোন নির্বোধ ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে বসে যার প্রতিশোধ গ্রহণ তোমাদের বেলায় তোমাদের দীন-ধর্মের জন্য অনিষ্টকর হবে (হা, হি, আ, তা, ইস্তীআব)।

٤٣٣-بَابُ تَحْرِيْكِ الرَّأْسِ وَغَضِّ الشَّفَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

৪৩৩–অনুচ্ছেদ ঃ অবাক-বিস্ময়ে মাথা দোলানো এবং দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরা।

٩٦٣- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَحَرَّكَ رَاْسَهُ وَغَضَّ عَلٰى شَفَتَيْهِ قُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اٰذَيْتُكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّكَ تُدْرِكُ اُمَرَاءَ اَوْ اَئِمَّةً يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّهْ وَلاَ تَقُوْلَنَّ صَلَّيْتُ فَلاَ اُصَلِّىْ .

৯৬৩। আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর উযুর পানি নিয়ে আসলাম। তিনি তাঁর মাথা মললেন এবং দাঁত দ্বারা দুই ঠোঁট চেপে ধরলেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি? তিনি বলেন ঃ না। তুমি এমন অনেক আমীর ও ইমামের সাক্ষাত পাবে যারা ওয়াক্তমত নামায পরবে না, নামাযে বিলম্ব করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বলেন ঃ তুমি ওয়াক্তমত নামায পড়বে, তারপর তাদের সাথে মিলিত হলে তাদের সাথেও নামায পড়বে। কিন্তু তুমি বলবে না, আমি নামায পড়েছি, পুনরায় আর পড়বো না (বু, দা, তি)।

٤٣٤-بَابُ ضَرْبِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ اَوِ الشَّىْءِ

৪৩৪–অনুচ্ছেদ ঃ হতবাক হয়ে বা অন্য কারণে কারো নিজ উরুতে চপেটাঘাত করা।

٩٦٤- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تُصَلُّوْنَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَنْفُسُنَا عِنْدَ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ يَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً .

৯৬৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স) তার এবং ফাতেমার নিকট এসে বলেনঃ তোমরা কি (রাতে নফল) নামায পড়ো না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ্‌র হাতে, যখন তাঁর মর্জি হয় আমরা উঠি। নবী (স) আমার কথার কোন প্রতিউত্তর না করে চলে গেলেন। আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে তাঁর উরুতে চপেটাঘাত করে বলছেন ঃ "মানুষ অতিশয় বিতর্কপ্রিয়" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৫৪)।

٩٦٥- عَنْ اَبِيْ رَزِيْنٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاَيْتُهُ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ اَتَزْعُمُوْنَ اَنِّيْ اَكْذِبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيَكُوْنُ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْمَاْثَمُ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِيْ فِيْ نَعْلِهِ الْاُخْرٰى حَتّٰى يُصْلِحَهُ .

৯৬৫। আবু রযীন (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি তার কপালে চপেটাঘাত করে বলছেন, হে ইরাকবাসীরা! তোমরা কি মনে করো যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করি? তোমরা সওয়াবের ভাগী হবে আর আমি হবো গুনাহর ভাগী? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কারো এক জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে সে যেন অপর জুতাটি পায়ে দিয়ে না হাঁটে, যাবৎ না তা মেরামত করে নেয় (মু,ই,না,আ,আন)।

٩٦٦- عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ بِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّامِتِ فَاَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ ابْنَ زِيَادٍ قَدْ اَخَّرَ الصَّلاَةَ فَمَا تَاْمُرُ فَضَرَبَ فَخِذِيْ ضَرْبَةً اَحْسِبُهُ قَالَ حَتّٰى اَثَّرَ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا ذَرٍّ كَمَا سَاَلْتَنِيْ فَضَرَبَ فَخِذِيْ كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَقُلْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ اُصَلِّيْ .

৯৬৬। আবুল আলিয়া আল-বারাআ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত (র) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তার জন্য একটি চেয়ার রেখে দিলাম। তিনি তাতে বসলে আমি তাকে বললাম, ইবনে যিয়াদ দেরীতে নামায পড়ে। আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি আমার উরুতে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং ফলে তাতে দাগ পড়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞেস করলে হুবহু এই প্রশ্নটি আমি আবু যার (রা)-কে করেছিলাম। তিনি আমার উরুতে চপেটাঘাত করেন, যেমন আমি তোমার উরুতে চপেটাঘাত করলাম। তিনি বলেন, তুমি ওয়াক্তমত নামায পড়ে নাও। যদি পরে তাদের সাথে নামায পাও তবে পুনরায় তাদের সাথে নামায পড়ে নিও এবং বলো না, আমি তো নামায পড়েছি, এখন আর পড়বো না (বু, মু)।

٩٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِىْ اُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ ظَهْرَهٗ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ فَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَفَضَهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرٰى فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَاْتِيْنِىْ صَادِقٌ وَّكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَاْ فَلَمْ تَعْدُ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَاْذَنُ لِىْ فِيْهِ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ يَّكُ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَاِنْ لَّمْ يَكُ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِىْ قَتْلِهٖ قَالَ سَالِمٌ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ يَوْمًا اِلَى النَّخْلِ الَّتِىْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ طَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَسْمَعُ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ-وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهٗ فِيْهَا زَمْزَمَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهٗ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهٰى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلَّا وَقَدْ اَنْذَرَ بِهٖ قَوْمَهٗ لَقَدْ اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهٗ وَلٰكِنْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ اَعْوَرُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ .

৯৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) নবী (স)-এর সাথে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইবনে সাইয়াদ-এর নিকট গেলেন। তারা তাকে (ইবনে সাইয়াদকে) বনু মাগালা দুর্গের পাশে অন্যান্য বালকের সাথে খেলাধুলারত পেলেন। তখন ইবনে সাইয়াদ বালেগ প্রায়। সে নবী (স)-এর আগমন অনুভব করার আগেই নবী (স) তার হাত ধরে ফেলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? ইবনে সাইয়াদ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। এরপর সে নবী (স)-কে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? তখন নবী (স) তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেনঃ আমি আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। তারপর তিনি ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কী দেখে থাকো? ইবনে সাইয়াদ বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে। নবী (স) বলেন ঃ ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। এরপর নবী (স) বলেন ঃ আমি একটি বিষয়ে তোমার থেকে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। বলতো, সেটি কি? ইবনে সাইয়াদ বললো, তা হচ্ছে 'আদ্-দুখ্খ'। তিনি বলেন ঃ তুমি লাঞ্ছিত হও। তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। উমার (রা) বলেন, আমাকে অনুমতি দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বলেনঃ যদি সে সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তাকে কাবু করার সামর্থ্য তোমাকে দেয়া হয়নি। আর যদি সে সেই দাজ্জাল না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই।

রাবী সালেম (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, এরপর রাসূলুল্লাহ (স) এবং উবাই ইবনে কাব (রা) ঐ খেজুর বাগানের দিকে গেলেন যেখানে ইবনে সাইয়াদ ছিল। ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখে ফেলার আগেই ইবনে সাইয়াদের কিছু কথা তিনি শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নবী (স) তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন, যার ভেতর থেকে তার গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ইবনে সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেলো যে, তিনি খেজুর গাছের কাণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে অগ্রসর হচ্ছেন। সে তখন ইবনে সাইয়াদকে ডেকে বললো, ও সাফ! (এটি ইবনে সাইয়াদের ডাকনাম) এই যে মুহাম্মাদ! তখন ইবনে সাইয়াদ লাফিয়ে উঠলো। নবী (স) বলেন ঃ সে (ইবন সাইয়াদের মা) তাকে স্ব-অবস্থায় থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেতো।

সালেম (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) জনসমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, অতঃপর দাজ্জালের প্রসংগ উত্থাপন করলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সতর্ক করছি এবং এমন কোন নবী আসেননি যিনি তাঁর উম্মাতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেননি। নূহ (আ)-ও তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলবো যা পূর্ববর্তী নবীগণ বলেননি। জেনে রাখো! সে হবে কানা। আর আল্লাহ কখনও অন্ধ নন (বু, মু)।

٩٦٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا كَانَ جُنُبًا يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِّنْ مَاءٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ انَّ شَعْرِىْ اَكْثَرُ مِنْ ذَاكَ قَالَ وَضَرَبَ جَابِرٌ بِيَدِهِ عَلٰى فَخِذِ الْحَسَنِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ كَانَ شَعْرُ النَّبِىِّ ﷺ اَكْثَرُ مِنْ شَعْرِكَ وَاَطْيَبُ .

৯৬৮। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) নাপাক হলে (অর্থাৎ তাঁর উপর গোসল ফরজ হলে) তিন অঞ্জলী পানি তাঁর মাথায় ঢালতেন। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমার মাথার চুল যে অনেক বেশী ঘন। রাবী বলেন, জাবের (রা) হাসানের উরুতে চপেটাঘাত করে বলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! নবী (স)-এর মাথার চুল তোমার মাথার চুলের চাইতে বেশী ঘন ও সরস ছিল (বু, মু, না)।

٤٣٦-بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَّقْعُدَ وَيَقُوْمُ لَهُ النَّاسُ

৪৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে উপবিষ্ট ব্যক্তি তার সম্মানে অপরের দণ্ডায়মান হওয়াকে অপছন্দ করে।

٩٦٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَكُنَّا نَعُوْدُهُ فِيْ مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ فَاَتَيْنَاهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قِيَامًا ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ قِيَامًا فَاَوْمَا اِلَيْنَا اَنْ اُقْعُدُوْا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ اِذَا صَلَّى الْاِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا وَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَلاَ تَقُوْمُوْا وَالْاِمَامُ قَاعِدٌ كَمَا تَفْعَلُ فَارِسُ بِعُظَمَائِهِمْ .

৯৬৯। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) মদীনায় ঘোড়ার পিঠ থেকে একটি খেজুর গাছের গোড়ার উপর পড়ে যান এবং তাঁর পায়ে আঘাত পান। আমরা আয়েশা (রা)-এর ঘরে তাঁকে দেখতে যেতাম। একবার আমরা তাঁর নিকট এসে দেখি যে, তিনি বসে নামায পড়ছেন। আমরা তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আরেকবার আমরা তাঁর নিকট এসে দেখি যে, তিনি বসা অবস্থায় ফরজ নামায পড়ছেন। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়লাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে বসতে বলেন। নামায শেষ করে তিনি বলেন ঃ ইমাম বসা অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও বসে নামায পড়বে। আর ইমাম দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম বসা অবস্থায় থাকলে তোমরা (তার সম্মানে) দাঁড়িও না, যেমন পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের বেলায় দাঁড়ায় (আ ১৪২৫৪)।

٩٧٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وُلِدَ لِغُلاَمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نُكَنِّيْكَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَعَدْنَا فِى الطَّرِيْقِ نَسْاَلُهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ جِئْتُمُوْنِيْ تَسْاَلُوْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ يَاْتِيْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ قُلْنَا وُلِدَ لِغُلاَمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نُكَنِّيْكَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ .

৯৭০। জাবের (রা) বলেন, আনসারদের মধ্যকার এক যুবকের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম রাখে মুহাম্মাদ। আনসারগণ বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূলের নামে তোমাকে ডাকবো না। শেষে আমরা তাঁর নিকট কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাস্তার উপর বসলাম। তিনি

বলেন ঃ তোমরা কি আমার কাছে কিয়াতম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমার নিকট এসেছো? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ শত বছর বাঁচবে এমন লোক খুব কমই আছে। আমরা বললাম, আনসারদের মধ্যকার এক যুবকের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সে তার নাম রেখেছে মুহাম্মাদ। আনসারগণ তাকে বলেছেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের নামে তোমাকে ডাকবো না। তিনি বলেন ঃ আনসারগণ উত্তম কাজ করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার ডাকনামে কাউকে অভিহিত করো না (বু, মু, দা, আন, হি)।

٤٣٧-بَابٌ

৪৩৭– অনুচ্ছেদ ঃ (দুনিয়া কতই না তুচ্ছ)।

٩٧١- عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِي السُّوْقِ دَاخِلاً مِّنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ اَتُحِبُّوْنَ اَنَّهُ لَكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ ذٰلِكَ لَهُمْ ثَلاَثًا فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ عَيْبًا فِيْهِ اَنَّهُ اَسَكُّ وَالْاَسَكُّ الَّذِيْ لَيْسَ لَهُ اُذُنَانِ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ .

৯৭১। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর উভয় পাশে লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় কোন এক উচ্চভূমি দিয়ে একটি বাজার অতিক্রম করছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সামনে ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগলছানা পড়লো। তিনি সেটির কান ধরে বলেন ঃ তোমাদের কেউ এক দিরহামের বিনিময়ে এটি পেতে আগ্রহী হবে কি? তারা বলেন, কোন কিছুর বিনিময়ে এটি পেতে আমরা আগ্রহী নই। আমরা এটি দিয়ে কি করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা কি (বিনামূল্যে) এটি নিতে আগ্রহী হবে? তারা বলেন, না। তিনি তাদেরকে তিনবার একথা জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! না। জীবিত হলেও তো তা ত্রুটিপূর্ণ হতো। কারণ তা কানবিহীন। (রাবী বলেন) "দুই কানবিহীন পশুকে 'আসাক্ক' বলে" (ইমাম নববী অর্থ করেছেন "ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট")। অতএব মৃত হওয়াতে তা তো আরো মূল্যহীন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এটি তোমাদের নিকট যতোখানি তুচ্ছ, দুনিয়াটা আল্লাহ্‌র কাছে তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ (মু, দা, আ)।

٩٧٢- عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ عِنْدَ اَبِيْ رَجُلاً تَعَزّٰى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَعَضَّهُ اَبِيْ وَلَمْ يُكْنِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ اَصْحَابُهُ قَالَ كَاَنَّكُمْ اَنْكَرْتُمُوْهُ فَقَالَ اِنِّيْ لاَ اَهَابُ فِيْ هٰذَا اَحَدًا اَبَدًا اِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَعَزّٰى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَعَضُّوْهُ وَلاَ تَكْنُوْهُ .

৯৭২। উতাই ইবনে দামরা (র) বলেন, আমি দেখলাম যে, আমার পিতার নিকট এক ব্যক্তি জাহিলী যুগের মত বিলাপ করছে। আমার পিতা পরোক্ষভাবে না বলে সরাসরি তাকে কঠোর ভাষায়

ভর্ৎসনা করলেন। এজন্য তার সাথীরা তার দিকে তাকালে তিনি বলেন, তাকে এভাবে বলা হয়তো তোমরা অপছন্দ করছো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কখনও কাউকে সমীহ করবো না। নিশ্চয় আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের মতো বিলাপ করবে, তোমরা তাকে পরোক্ষে না বলে তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে"।

٤٣٨-بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اذَا خُدِرَتْ رِجْلُهُ

৪৩৮–অনুচ্ছেদ ঃ কারো পায়ে ঝিঝি ধরলে যা বলবে।

٩٧٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَدِرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اُذْكُرْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ .

৯৭৩। আবদুর রহমান ইবনে সাদ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-এর পা ঝিঝি ধরে অবশ হলে এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনার প্রিয়মত ব্যক্তিকে স্মরণ করুন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স) (ইবনুস সুন্নী)।

٤٣٩-بَابٌ

৪৩৯–অনুচ্ছেদ ঃ (প্রথম তিন খলীফাকে জান্নাতের সুসংবাদ)।

٩٧٤- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَائِطٍ مِّنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ وَفِىْ يَدِ النَّبِىِّ ﷺ عُوْدٌ يَّضْرِبُ بِهٖ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبْتُ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا عُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ اٰخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ اَوْ تَكُوْنُ فَذَهَبْتُ فَاِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحْتُ لَهُ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ قَالَ قَالَ اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ .

৯৭৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর সাথে মদীনার বাগানসমূহের মধ্যকার এক বাগানে ছিলেন। নবী (স)-এর হাতে ছিল একটি লাঠি। তিনি তা দ্বারা পানি ও কাদা মাটিতে আঘাত করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে (বাগানের প্রবেশদ্বার) খোলার আবেদন করলেন। নবী (স) বলেন ঃ তার জন্য (প্রবেশদ্বার) খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি আবু বাক্‌র (রা)। আমি তার জন্য দ্বার খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি প্রবেশদ্বার খোলার আবেদন করলেন। তিনি বলেন ঃ দ্বার খুলে দিয়ে তাকেও বেহেশতের সুসংবাদ দাও। তিনি ছিলেন উমার (রা)। আমি দ্বার খুলে দিয়ে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি দ্বার খোলার আবেদ করলেন। নবী (স) তখন হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন ঃ তাকেও ফটক খুলে দাও এবং তাকেও

বিপদাপদের শিকার হওয়াসহ বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি তিনি উসমান (রা)। আমি তাকে দ্বার খুলে দিলাম এবং নবী (স) যা বলেছেন তা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ্ই আমার সাহায্যকারী (বু, মু, তি)।

٤٤٠-بَابُ مُصَافَحَةِ الصِّبْيَانِ

৪৪০–অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের সাথে মোসাফাহা করা।

٩٧٥- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ رَأَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَافِحُ النَّاسَ فَسَالَنِىْ مَنْ اَنْتَ فَقُلْتُ مَوْلًى لِّبَنِىْ لَيْثٍ فَمَسَحَ عَلٰى رَاْسِىْ ثَلاَثًا وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ .

৯৭৫। সালামা ইবনে ওয়ারদান (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে লোকজনের সাথে মোসাফাহা করতে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি লাইস গোত্রের মুক্তদাস। তিনি তিনবার আমার মাথায় হাত বুলান এবং বলেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।

٤٤١-بَابُ الْمُصَافَحَةِ

৪৪১–অনুচ্ছেদ ঃ মোসাফাহা (করমর্দন)।

٩٧٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ اَقْبَلَ اَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ اَرَقُّ قُلُوْبًا مِّنْكُمْ فَهُمْ اَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ .

৯৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, যখন ইয়ামনবাসীগণ এসে উপস্থিত হন তখন নবী (স) বলেন ঃ "ইয়ামনবাসীগণ এসেছে। তাদের অন্তর তোমাদের তুলনায় অধিক কোমল" (রাবী বলেন,) তারাই সর্বপ্রথম মোসাফাহা করেন (দা)।

٩٧٧- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ اَنْ تُصَافِحَ اَخَاكَ .

৯৭৭। বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার মোসাফাহা (করমর্দন) সালামকে পূর্ণতা দান করে (দা, তি, ই)।

٤٤٢-بَابُ مَسْحِ الْمَرْاَةِ رَاْسَ الصَّبِىِّ

৪৪২–অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর মাথায় কোন মহিলার হাত বুলানো।

٩٧٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ وَكَانَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَاَخَذَهُ الْحَجَّاجُ مِنْهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعَثَنِىْ اِلٰى اُمِّهِ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فَاُخْبِرُهَا بِمَا يُعَامِلُهُمْ حَجَّاجُ وَتَدْعُوْ لِىْ وَتَمْسَحُ رَاْسِىْ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ وَصِيْفٌ

৯৭৮। ইবরাহীম ইবনে মারযূক আছ-ছাকাফী (র) বলেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-র সমর্থক ছিলেন এবং পরে হাজ্জাজ তাকে তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) আমাকে তার মা আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা)-এর কাছে পাঠাতেন এবং আমি তাকে তাদের প্রতি হাজ্জাজের দুর্ব্যবহারের কথা অবগত করতাম। তিনি আমার জন্য দোয়া করতেন এবং আমার মাথায় হাত বুলাতেন। আমি ছিলাম তখন বালক বয়সী।

٤٤٣-بَابُ الْمُعَانَقَةِ

৪৪৩–অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ানাকা (আলিঙ্গন)।

٩٧٩- عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ حَدِيْثٌ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَابْتَعْتُ بَعِيْرًا فَشَدَدْتُ اِلَيْهِ رَحْلِيْ شَهْرًا حَتّٰى قَدِمْتُ الشَّامَ فَاِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ فَبَعَثْتُ اِلَيْهِ اَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ فَرَجَعَ الرَّسُوْلُ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَخَرَجَ فَاعْتَنَقَنِيْ قُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ لَمْ اَسْمَعْهُ خَشِيْتُ اَنْ اَمُوْتَ اَوْ تَمُوْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَحْشُرُ اللّٰهُ الْعِبَادَ اَوِ النَّاسَ عُرَاةً غُرْلاً بُهْمًا قُلْنَا مَا بُهْمًا قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ اَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ اَنَا الْمَلِكُ لاَ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ وَلاَ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَاَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمَةٍ قُلْتُ وَكَيْفَ وَاِنَّمَا نَاْتِى اللّٰهَ عُرَاةً بُهْمًا قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ .

৯৭৯। ইবনে আকীল (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক সাহাবীর বরাতে একটি হাদীস সম্পর্কে অবহিত হন। আমি (জাবের) একটি উট ক্রয় করে তাতে আরোহণ করে এক মাসের পথ অতিক্রম করে সিরিয়ায় গিয়ে তার নিকট উপস্থিত হই। সেই সাহাবী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা)। আমি তাকে খবর পাঠালাম যে, জাবের তোমার দ্বারে অপেক্ষমাণ। দূত ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাম কি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি বাইরে বের হয়ে এসে আমাকে আলিঙ্গন করেন। আমি বললাম, এমন একটি হাদীস আমার নিকট পৌঁছেছে যা আমি ইতিপূর্বে শুনিনি। আমার আশংকা হলো হয়তো আমি মারা যাবো অথবা আপনি মারা যাবেন। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাগণকে বা মানবজাতিকে হাশরের মাঠে উঠাবেন বস্ত্রহীন ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়। আমরা বললাম, সহায়-সম্বলহীন কি? তিনি বলেন ঃ তাদের কোন সহায়-সম্বল থাকবে না। তিনি তাদেরকে সশব্দে ডাকবেন, দূরবর্তীগণও তা শুনতে পাবে, যেমন শুনতে পাবে নিকটবর্তীরা, "আমিই রাজাধিরাজ"। কোন বেহেশতবাসী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ তার উপর কোন দোযখবাসীর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকবে। আর কোন

দোযখবাসীও দোযখে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ তার উপর কোন বেহেশতবাসীর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকবে। আমি বললাম, সে দাবি কিভাবে মিটমাট করবে, যেখানে আমরা সকলে উত্থিত হবো আল্লাহ্র সমীপে সহায়-সম্বলহীনভাবে? তিনি বলেন ঃ নেকী এবং গোনাহ দ্বারা (বু,আ,ইলা,তা,হা)।

٤٤٤-بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ

৪৪৪–অনুচ্ছেদ ঃ নিজ কন্যাকে চুমা দেয়া।

٩٨٠- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشْبَهُ حَدِيْثًا وَكَلاَمًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا وَاَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ اِلَيْهِ فَاَخَذَتْ بِيَدِهِ فَرَحَّبَتْ وَقَبَّلَتْهُ وَاَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا .

৯৮০। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, কথাবার্তায় ফাতেমার চাইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। ফাতেমা (রা) তার নিকট এলে তিনি উঠে তার নিকট যেতেন, তাকে স্বাগত জানাতেন, তাকে চুমা দিতেন এবং তাকে নিজের জায়গায় বসাতেন। আর রাসূলুল্লাহ (স)-ও তার নিকট গেলে ফাতেমা (রা)-ও তাঁর নিকট উঠে যেতেন, তাঁর হাত ধরে তাঁকে স্বাগত জানাতেন এবং তাঁকে নিজের জায়গায় বসাতেন। নবী (স) অন্তিমরোগে আক্রান্ত অবস্থায় ফাতেমা (রা) আসলে তিনি তাকে স্বাগত জানান এবং চুমা দেন (বু, মু, দা, তি)।

٤٤٥-بَابُ تَقْبِيْلِ الْيَدِ

৪৪৫–অনুচ্ছেদ ঃ হাতে চুমা দেয়া।

٩٨١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِيْ غَزْوَةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً قُلْنَا كَيْفَ نَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ فَرَرْنَا فَنَزَلَتْ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ فَقُلْنَا لاَ نَقْدَمُ الْمَدِيْنَةَ فَلاَ يَرَانَا اَحَدٌ فَقُلْنَا لَوْ قَدِمْنَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ قَالَ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ قَالَ اَنَا فِئَتُكُمْ .

৯৮১। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা একটি যুদ্ধে যোগদান করলাম। (যুদ্ধের ভয়াবহতায়) লোকজন পলায়ন করলো। আমরা বলাবলি করলাম, আমরা কেমন করে নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত করবো, অথচ আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি। তখন নাযিল হলো, "অবশ্য যুদ্ধকৌশল অবলম্বনের জন্য পশ্চাৎপদ হলে স্বতন্ত্র কথা" (সূরা আনফাল ঃ ১৬)। আমরা বলাবলি করলাম, আমরা মদীনায় ফিরে যাবো না। তাহলে লোকজন আমাদেরকে দেখবে না। আমরা আরও বললাম, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই! নবী (স) ফজরের নামায পড়ে কেবল বের হয়েছেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো পলাতকের দল। তিনি বলেন ঃ তোমরা তো পাল্টা আক্রমণকারী দল। তাঁর একথায় আমরা তাঁর হাতে চুমা দিলাম। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের দলভুক্ত (দা, তি, ই, আ)।

৯৮২- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ رَزِيْنٍ قَالَ مَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ فَقِيْلَ لَنَا هٰهُنَا سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ فَاَتَيْتُهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجَ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَاَنَّهَا كَفُّ بَعِيْرٍ فَقُمْنَا اِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا .

৯৮২। আবদুর রহমান ইবনে রাজীন (র) বলেন, আমরা একদা রাবাযা নামক স্থান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের বলা হলো, সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) এখানে আছেন। আমরা তার নিকট এসে তাকে সালাম দিলাম। তিনি তার দুই হাত বের করে বলেন, এই দুই হাতে আমি আল্লাহ্‌র নবীর হাতে বায়আত হয়েছি। তিনি তার হৃষ্টপুষ্ট এক হাতের তালু বের করলেন, যা ছিল উটের পাঞ্জার মত। আমরা উঠে তার নিকট গিয়ে তাতে চুমা দিলাম।

৯৮৩-عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ قَالَ ثَابِتُ لِاَنَسٍ اَمَسِسْتَ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَبَّلَهَا .

৯৮৩। ইবনে জুদআন (র) থেকে বর্ণিত। সাবিত (র) আনাস (রা)-কে বলেন, আপনি কি নবী (স)-কে নিজ হাতে স্পর্শ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তখন তিনি তার হাতে চুমা দিলেন।

٤٤٦-بَابُ تَقْبِيْلِ الرِّجْلِ

৪৪৬–অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে চুমা দেয়া (কদমবুচি)।

৯৮৪- عَنِ الْوَازِعِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْنَا فَقِيْلَ ذَاكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا .

৯৮৪। ওয়াজে ইবনে আমের (রা) বলেন, আমরা (আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল মদীনায়) পৌছলে বলা হলো, ইনিই আল্লাহ্‌র রাসূল (স)। আমরা তাঁর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধরে তাতে চুমা দিলাম (দা)।

৯৮৫- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ .

৯৮৫। সুহাইব (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে আব্বাস (রা)-এর হাত ও উভয় পায়ে চুমা দিতে দেখেছি।

٤٤٧-بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ تَعْظِيْمًا

৪৪৭– অনুচ্ছেদ ঃ একজনের সম্মানার্থে অপরজনের দাঁড়ানো।

৯৮৬- عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ يَقُوْلُ اِنَّ مُعَاوِيَةَ خَرَجَ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قُعُوْدٌ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَقَعَدَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ اَرْزَنَهُمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللّٰهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّاْ بَيْتًا مِّنَ النَّارِ .

৯৮৬। আবু মিজলায (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) বের হলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমের ও আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বসা ছিলেন। ইবনে আমের উঠে দাঁড়ালেন এবং ইবনুয যুবাইর (রা) বসে থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) ছিলেন তাদের উভয়ের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। মুয়াবিয়া (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্মানে আল্লাহ্র বান্দাগণ দাঁড়ালে আনন্দিত হয় সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নেয় (দা, তি, আ, তা, হা)।

٤٤٨-بَابُ بَدْءِ السَّلاَمِ

৪৪৮–অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সূচনা।

٩٨٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ ﷺ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُوْلٰئِكَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوْسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيْبُوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ الْخَلْقُ حَتّٰى الْاٰنَ .

৯৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন, যাও, উপবিষ্ট ঐ ফেরেশতার দলকে সালাম দাও এবং তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা মনোযোগ সহকারে শোনো। কেননা এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম (সম্ভাষণ)। আদম (আ) গিয়ে বলেন, আসসালামু আলাইকুম (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহ্র রহমাত বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ "ওয়া রহমাতুল্লাহি" বাড়িয়ে বলেন। যে ব্যক্তি বেহেশতে যাবে সেই হবে আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট। তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের দেহাবয়ব (উচ্চতা) ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে (বু, মু)।

٤٤٩-بَابُ اِفْشَاءِ السَّلاَمِ

৪৪৯–অনুচ্ছেদ ঃ সালামের প্রসার।

٩٨٨- عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوْا .

৯৮৮। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা সালামের বহুল প্রসার করো, তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে (আ, হি)।

٩٨٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا تَحَابُّوْنَ بِهِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

৯৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন জিনিস জ্ঞাত করবো না, যাতে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়? সাহাবাগণ বলেন, নিশ্চয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সালামের বহুল প্রসার ঘটাও (মু)।

٩٩٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلاَمَ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ .

৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা দয়াময় রহমানের ইবাদত করো, মানুষকে আহার করাও এবং সালামের বহুল প্রচলন করো, তাহলে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করতে পারবে (তি, ই, দার, আ, হি)।

٤٥٠-بَابُ مَنْ بَدَاَ بِالسَّلاَمِ

৪৫০–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয়।

٩٩١- عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مَا كَانَ اَحَدٌ يَبْدَاُ اَوْ يَبْدَرُ ابْنَ عُمَرَ بِالسَّلاَمِ .

৯৯১। বশীর ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে তার আগে কেউ সালাম দিতে পারতো না (আন, হি)।

٩٩٢-عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَاشِيَانِ اَيُّهَا يَبْدَاُ بِالسَّلاَمِ فَهُوَ اَفْضَلُ .

৯৯২। জাবের (রা) বলেন, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারীকে সালাম দিবে এবং পদব্রজে গমনকারী বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। আর দুই পথচারীর মধ্যে যে প্রথম সালাম দিবে সে অধিক উত্তম।

٩٩٣- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْاَغَرَّ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ وكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مَّعَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَهُ اَوْسُقٌ مِّنْ تَمْرٍ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اِخْتَلَفَ اِلَيْهِ مِرَارًا قَالَ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَرْسَلَ مَعِيْ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ لَقِيْنَا سَلَّمُوْا عَلَيْنَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَلاَ تَرَى النَّاسَ يَبْدَأُوْنَكَ بِالسَّلاَمِ فَيَكُوْنُ لَهُمُ الْاَجْرُ اِبْدَاْهُمْ بِالسَّلاَمِ يَكُنْ لَكَ الْاَجْرُ يُحَدِّثُ هٰذَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ .

৯৯৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাকে অবহিত করেন যে, মুযায়না গোত্রের আল-আগারর (রা) নবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন। আমর ইবনে আওফ গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট তার কয়েক ওয়াসাক খেজুর পাওনা ছিল। তিনি এজন্য বেশ কয়েক বার তাকে তাগাদাও দেন।

তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গেলে তিনি আমার সাথে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-কে পাঠান। তিনি বলেন, (পথিমধ্যে যার সাথেই) আমাদের সাক্ষাত হয়েছে তারাই আগে আমাদের সালাম দিয়েছে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, তুমি কি লক্ষ্য করছো না যে, লোকজন তোমাকে আগে সালাম দিচ্ছে এবং তাদের সওয়াব হচ্ছে? তুমি আগে তাদেরকে সালাম দাও, তোমার সওয়াব হবে। ইবনে উমার (রা) এটাকে নিজের ঘটনা বলেছেন (তা)।

٩٩٤- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُّسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ .

৯৯৪। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তাদের দু'জনের সাক্ষাত হলে একজন এদিকে এবং অপরজন ঐদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে আগে সালাম দেয় (বু, মু, দা, তি)।

٤٥١-بَابُ فَضْلِ السَّلاَمِ

৪৫১–অনুচ্ছেদ ঃ সালাম বিনিময়ের ফযীলাত।

٩٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ مَجْلِسٍ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَشَرَ حَسَنَاتٍ فَمَرَّ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَقَالَ عِشْرُوْنَ حَسَنَةً فَمَرَّ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَوْشَكَ مَا نَسِىَ صَاحِبُكُمْ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ بَدَاَ لَهُ اَنْ يَّجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ وَاِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ مَا الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ .

৯৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন এক মজলিসে ছিলেন। সে বললো, আসসালামু আলাইকুম। নবী (স) বলেন ঃ দশটি নেকী। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ পথে যেতে বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। নবী (স) বলেন ঃ বিশ নেকী। আরেক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যেতে বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। নবী (স) বলেন ঃ তিরিশ নেকী। অতঃপর এক ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে চলে গেলো, কিন্তু সালাম দিলো না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হয়তো তোমাদের সাথী (সালামের মর্যাদা) বিস্মৃত হয়েছে। তোমাদের কেউ মজলিসে এসে পৌঁছলে যেন সালাম দেয়। তারপর মজলিসে বসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে সে বসবে। আবার সে যখন চলে যাবে তখনও যেন সালাম দেয়। কেননা পরের সালাম পূর্বের সালামের চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ নয় (তি,না,হি,আ,দা)।

٩٩٦- عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفُ اَبِىْ بَكْرٍ فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَيَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَضَّلَنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بِزِيَادَةٍ كَثِيْرَةٍ ۔

৯৯৬। উমার (রা) বলেন, আমি বাহনের পেছন দিকে আবু বাক্‌র (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম। তিনি যে কোন জনসমষ্টিকে অতিক্রম করেন তাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বলেন। তারা বললো, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আর তিনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ বললে তারা বলে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, লোকজন আজ আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সওয়াবের অধিকারী হলো।

٩٩٧- عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ مَا حَسَدُوْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّامِيْنِ ۔

৯৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ ইহূদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এতো বেশী ঈর্ষান্বিত নয় যতোটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত (ই ৮৫৬)।

٤٥٢-بَابُ السَّلاَمِ اِسْمٌ مِّنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪৫২-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম হলো মহামহিম আল্লাহ্‌র নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি নাম।

٩٩٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ السَّلاَمَ اِسْمٌ مِّنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَهُ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ فَاَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ۔

৯৯৮। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সালাম হলো আল্লাহ তাআলার নামসমূহের একটি। তিনি দুনিয়াবাসীদের জন্য তা দান করেছেন। অতএব তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের বহুল প্রচলন করো (তা, বায)।

٩٩٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْقَائِلُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ وَقَدْ كَانُوْا يَتَعَلَّمُوْنَهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ اَحَدُكُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۔

৯৯৯। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, লোকজন নবী (স)-এর পেছনে নামায পড়ছিলো। এক ব্যক্তি বললো, আসসালামু আলাল্লাহ (আল্লাহ্‌র প্রতি সালাম)। নবী (স) নামাযশেষে জিজ্ঞেস করেন ঃ

আসসালামু আলাল্লাহ কে বলেছে? নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সালাম (শান্তিদাতা)। বরং তোমরা বলো, 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি....... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। "সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা এবং পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমাত এবং প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল"। রাবী বলেন, সাহাবীগণ তা এতো গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা করতেন, যেমন তোমাদের কেউ কুরআনের সূরা শিক্ষা করে (বু, মু,দা, তি, না, ই)।

٤٥٣-بَابُ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اَنْ يُّسَلِّمَ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ

৪৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ দুই মুসলমানের সাক্ষাতকালে সালাম প্রদানকারী মুসলমানের অধিকার।

١٠٠٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ قِيْلَ وَمَا هِيَ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاصْحَبْهُ .

১০০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি কর্তব্য রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি কি? তিনি বলেন ঃ (১) তুমি তার সাথে সাক্ষাত করলে তাকে সালাম দিবে। (২) সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তুমি তার দাওয়াত কবুল করবে। (৩) সে তোমার কাছে পরামর্শ বা উপদেশ চাইলে তুমি তাকে সৎ পরামর্শ বা সদুপদেশ দিবে। (৪) সে হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বললে তুমি তার হাঁচির জবাব দিবে। (৫) সে মারা গেলে তুমি তার সংগী হবে (জানাযা পড়বে ও দাফন করবে) (বু,মু)।

٤٥٤-بَابُ يُسَلِّمُ الْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ

৪৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে।

١٠٠١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَلْيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَلْيُسَلِّمِ الْاَقَلُّ عَلَى الْاَكْثَرِ فَمَنْ اَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ .

১০০১। আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আরোহী যেন পদচারীকে সালাম দেয়। পদচারী যেন উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দেয়, অল্প সংখ্যক যেন বেশি সংখ্যককে সালাম দেয়। যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিলো তার সওয়াব তাদের জন্য আর যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিলো না তার জন্য কিছুই নাই (আ)।

١٠٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

১০০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আরোহী পদচারীকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (বু, মু)।

١٠٠٣- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ اَلْمَاشِيَانِ اِذَا اجْتَمَعَا فَاَيُّهُمَا بَدَاَ بِالسَّلاَمِ فَهُوَ اَفْضَلُ .

১০০৩। জাবের (রা) বলেন, দুইজন পদচারী একত্র হলে তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দেয় সে অধিক উত্তম।

٤٥٥-بَابُ تَسْلِيْمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْقَاعِدِ

৪৫৫–অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে।

١٠٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

১০০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আরোহী পদচারীকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (বু, মু)।

١٠٠٥- عَنْ فَضَالَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

১০০৫। ফাদালা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ অশ্বারোহী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (তি, না, দার, হি)।

٤٥٦-بَابُ هَلْ يُسَلِّمُ الْمَاشِىْ عَلَى الرَّاكِبِ

৪৫৬–অনুচ্ছেদ ঃ পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে?

١٠٠٦-عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ اَنَّهُ لَقِىَ فَارِسًا فَبَدَاَ بِالسَّلاَمِ فَقُلْتُ تَبْدَاُهُ بِالسَّلاَمِ قَالَ رَاَيْتُ شُرَيْحًا مَاشِيًا يَبْدَاُ بِالسَّلاَمِ .

১০০৬। হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। এক অশ্বারোহীর সাথে শাবী (র)-এর সাক্ষাত হলে তিনি তাকে প্রথমে সালাম দেন। আমি বললাম, আপনি তাকে প্রথমে সালাম দিলেন? তিনি বলেন, আমি শুরায়হ (রা)-কে পদব্রজে যেতে প্রথমে সালাম দিতে দেখেছি।

٤٥٧-بَابُ يُسَلِّمُ الْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

৪৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষুদ্র দল বড়ো দলকে সালাম দিবে।

١٠٠٧- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

১০০৭। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (তি, না, আ, দার, হি)।

١٠٠٨- عَنْ فَضَالَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

১০০৮। ফাদালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ অশ্বরোহী পদচারীকে, পদচারী দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (হি)।

٤٥٨-بَابُ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ

৪৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ ছোটরা বড়োদের সালাম দিবে।

١٠٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

১০০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (বু, মু, দা, তি, আ, আন)।

١٠١٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

১০১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ছোট বড়োকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (তি)।

٤٥٩-بَابُ مُنْتَهَى السَّلاَمِ

৪৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সমাপ্তি।

١٠١١- عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ قَالَ كَانَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَلَى كِتَابِ زَيْدٍ اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَطِيْبُ صَلَوَاتُهُ .

১০১১। আবু যিনাদ (র) বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর পুত্র খারিজা (র) যায়েদ (রা)-এর পত্রে সালাম লিখতেন ঃ "আপনার প্রতি সালাম, হে আমীরুল মুমিনীন এবং আল্লাহ্র রহমাত, বরকত, তাঁর ক্ষমা ও সর্বোৎকৃষ্ট করুণারাশি বর্ষিত হোক"।

٤٦٠-بَابُ مَنْ سَلَّمَ اشَارَةً

৪৬০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইশারায় সালাম দিলো।

١٠١٢-حَدَّثَنَا هَيَّاجُ بْنُ بِسَامٍ اَبُوْ قُرَّةَ الْخُرَاسَانِيُّ رَاَيْتُهُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ رَاَيْتُ اَنَسًا يَمُرُّ عَلَيْنَا فَيُومِيءُ بِيَدِهِ اِلَيْنَا فَيُسَلِّمُ وكَانَ بِهِ وَضَحٌ وَرَاَيْتُ الْحَسَنَ يَخْضُبُ بِالصُّفْرَةِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَقَالَتْ اَسْمَاءُ اَلْوَى النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ اِلَى النِّسَاءِ بِالسَّلاَمِ .

১০১২। হাইয়্যায ইবনে বিসাম আবু কুররা আল-খুরাসানী (র) বলেন, আমি দেখেছি যে, আনাস (রা) আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে আমাদের সালাম দিতেন। তাতে শ্বেতরোগের দাগ ছিল। আমি হাসান (র)-কে দেখেছি যে, তিনি হলুদ রঙ্গের খেজাব ব্যবহার করতেন এবং তার মাথায় থাকতো কালো পাগড়ী। আসমা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর হাতের ইশারায় নারীদের সালাম দেন (দার,আ,আন)।

١٠١٣- عَنْ سَعْدٍ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَمَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتّٰى اِذَا نَزَلاَ سَرِفًا مَرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِالسَّلاَمِ فَرَدَّاً عَلَيْهِ .

১০১৩। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র)-এর সাথে সফরে রওয়ানা হন। তারা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) সেই পথে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে সালাম দেন এবং তারা দু'জনে তার জবাবও দেন।

١٠١٤- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ التَّسْلِيْمَ بِالْيَدِ اَوْ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْلِيْمَ بِالْيَدِ .

১০১৪। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, সাহাবীগণ হাতের ইশারায় সালামের আদান-প্রদান অপছন্দ করতেন।

٤٦١-بَابُ يُسْمِعُ اِذَا سَلَّمَ

৪৬১-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিপক্ষকে শুনিয়ে সালাম দিবে।

١٠١٥- عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ اِذَا سَلَّمْتَ فَاَسْمِعْ فَاِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ .

১০১৫। সাবিত ইবনে উবাইদ (র) বলেন, আমি এক মজলিসে আসলাম। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও ছিলেন। তিনি বলেন, তুমি সালাম দিলে তা (প্রতিপক্ষের) কর্ণগোচর করো। কেননা তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র বাক্য।

٤٦٢-بَابُ مَنْ خَرَجَ يُسَلِّمُ وَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ

৪৬২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালাম আদান-প্রদানের উদ্দেশে বের হয়।

١٠١٦-عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَاتِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُوْ مَعَهُ اِلَى السُّوْقِ قَالَ فَاِذَا غَدَوْنَا اِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلٰى سُقَاطٍ وَّلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلاَ مِسْكِيْنٍ وَّلاَ اَحَدٍ اِلاَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِيْ اِلَى السُّوْقِ فَقُلْتُ مَا تَصْنَعُ بِالسُّوْقِ وَاَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلاَ تَسْاَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلاَ تَسُوْمُ بِهَا وَلاَ تَجْلِسُ فِيْ مَجَالِسِ السُّوْقِ فَاجْلِسْ بِنَا هٰهُنَا نَتَحَدَّثُ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ يَا اَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ اِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ اَجْلِ السَّلاَمِ عَلٰى مَنْ لَقِيْنَا .

১০১৬। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তার সাথে বাজারে যেতেন। রাবী বলেন, আমরা বাজারে যাওয়ার পথে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে সর্বসাধারণ, দোকানদার, ফকীর-মিসকীন বা অন্য যে কোন লোকের সাক্ষাত হতো তিনি তাকে সালাম দিতেন। তুফাইল (র) বলেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনি বাজারে গিয়ে কি করবেন? না আপনি কেনাকাটা করেন, না কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, না দরদাম করেন, আর না বাজারের কোন মজলিসে বসেন। বরং আমাদের নিয়ে এখানেই বসুন, কিছু আলাপ-আলোচনা করি। আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেন, হে ভুরিওয়ালা (তার পেট মোটা ছিল)! আমরা তো বাজারে যাই যাকে সামনে পাই তাকে সালাম দেয়ার জন্য (মা,বা,সা)।

٤٦٣-بَابُ التَّسْلِيْمِ اِذَا جَاءَ الْمَجْلِسَ

৪৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে পৌঁছে কারো সালাম দেয়া।

١٠١٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنَّ الْاُخْرٰى لَيْسَتْ بِاَحَقَّ مِنَ الْاُوْلٰى .

১০১৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি মজলিসে গিয়ে পৌছলে সে যেন সালাম দেয়। সে ফিরে যেতেও সালাম দিবে। কেননা, পরের সালাম আগের সালাম থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় (তি, না, তা, তহা, আ,হা,হি)।

٤٦٤-بَابُ التَّسْلِيْمِ اِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

৪৬৪–অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম দেয়া।

١٠١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَانْ جَلَسَ ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يَّقُوْمَ قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنَّ الْاُوْلٰى لَيْسَتْ بِاَحَقَّ مِنَ الْاُخْرٰى .

১০১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি মজলিসে এসে পৌঁছে যেন সালাম দেয়। সে মজলিসে বসার পর মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বে উঠে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে যেন পুনরায় সালাম দেয়। কেননা আগের সালাম কোন অংশেই শেষের সালামের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয় (দা,না,তহা)।

٤٦٥-بَابُ حَقِّ مَنْ سَلَّمَ اِذَا قَامَ

৪৬৫–অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম প্রদানকারীর অধিকার।

١٠١٩- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ قَالَ لِىْ اَبِىْ يَا بُنَىَّ اِنْ كُنْتَ فِىْ مَجْلِسٍ تَرْجُوْ خَيْرَهُ فَعَجِلَتْ بِكَ حَاجَةٌ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ فَاِنَّكَ تُشْرِكُهُمْ فِيْمَا اَصَابُوْا فِىْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُوْنَ مَجْلِسًا فَيَتَفَرَّقُوْنَ عَنْهُ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ اِلاَّ كَاَنَّمَا تَفَرَّقُوْا عَنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ .

১০১৯। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস! তুমি যদি কোন মজলিসে তার কল্যাণ লাভের আশায় অংশগ্রহণ করো, অতঃপর কোন প্রয়োজনে তোমাকে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে হয় তবে তুমি বলবে, সালামুন আলাইকুম! তাহলে সেই মজলিসে অংশগ্রহণকারীগণ তাতে যে কল্যাণ লাভ করবে, তুমিও তাতে শরীক থাকবে। আর যারা কোন মজলিসে অংশগ্রহণের পর আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে মজলিস ভঙ্গ করে উঠে যায়, তারা যেন একটি মৃত গাধা (খেতে একত্র হওয়ার পর) উঠে গেলো (তা)।

١٠٢٠-عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ مَنْ لَقِىَ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ حَائِطٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ .

১০২০। আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করলে সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের মধ্যে কোন গাছ বা প্রাচীর অন্তরায় হয়, অতঃপর পুনরায় তাদের সাক্ষাত হয়, তখনও যেন তাকে সালাম দেয় (দা)।

١٠٢١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَكُوْنُوْنَ مُجْتَمِعِيْنَ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عَنْ يَّمِيْنِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا فَاذَا الْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ .

১০২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সাহাবাগণ একত্র থাকা অবস্থায় তাদের সামনে কোন গাছ প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাদের কতক তার ডান পাশ দিয়ে এবং কতক বাম পাশ দিয়ে যেতে তাদের পুনরায় সাক্ষাত হতেই পরস্পর সালাম করতেন (তা)।

٤٦٦-بَابُ مَنْ دَهَّنَ يَدَهُ لِلْمُصَافَحَةِ

৪৬৬–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুসাফাহা করার উদ্দেশে হাতে তৈল মালিশ করে।

١٠٢٢- عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَنَسًا كَانَ اذَا أَصْبَحَ دَهَنَ يَدَهُ بِدُهْنٍ طِيْبٍ لِمُصَافَحَةِ اخْوَانِهِ .

১০২২। সাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, আনাস (রা) সকালবেলা বন্ধু-বান্ধবের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করার জন্য তার হাতে সুগন্ধি তৈল মাখতেন।

٤٦٧-بَابُ التَّسْلِيْمِ بِالْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهَا

৪৬৭–অনুচ্ছেদ ঃ পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।

١٠٢٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْاسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِيْءُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ .

১০২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ইসলাম সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ তুমি আহার করাবে এবং সালাম দিবে পরিচিত-অপরিচিত সকলকে (বু, মু, দা, ই, আন, হি)।

٤٦٨-بَابُ

৪৬৮–অনুচ্ছেদ ঃ (রাস্তার অধিকার)।

١٠٢٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاَفْنِيَةِ وَالصُّعُدَاتِ أَنْ يُّجْلَسَ فِيْهَا فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ لاَ نَسْتَطِيْعُهُ لاَ نُطِيْقُهُ قَالَ أَمَّا لاَ فَاعْطُوْا حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقُّهَا قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَارْشَادُ ابْنِ السَّبِيْلِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ اذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَرَدُّ التَّحِيَّةِ .

১০২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বাড়ির আঙ্গিনায় এবং উঁচু স্থানসমূহের ঢালে বসতে নিষেধ করলেন। মুসলমানগণ বলেন, তা তো আমাদের সাধ্যাতীত। তিনি বলেন ঃ যদি তাই হয় তবে তোমরা তার দাবি পূরণ করো। তারা বলেন, রাস্তার দাবি কি? তিনি বলেন ঃ দৃষ্টিশক্তি সংযত রাখা, পথিককে পথ বলে দেয়া, হাঁচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া এবং সালামের উত্তর দেয়া (দা)।

١٠٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبْخَلُ النَّاسِ مِنْ بُخْلٍ بِالسَّلاَمِ وَالْمَغْبُوْنُ مَنْ لَمْ يَرُدُّهُ وَاِنْ حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اَخِيْكَ شَجَرَةٌ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْدَاُهُ بِالسَّلاَمِ لاَ يَبْدَاُكَ فَافْعَلْ.

১০২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে সে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কৃপণ এবং যে ব্যক্তি সালামের উত্তর দেয় না সে প্রতারক। যদি তোমার ও তোমার অপর ভাইয়ের মাঝখানে কোন গাছ প্রতিবন্ধক হয় তবে যথাসাধ্য তুমিই তাকে আগে সালাম দিতে তৎপর হবে। সে যেন তোমার আগে তোমাকে সালাম দিতে না পারে।

١٠٢٦- عَنْ سَالِمٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ زَادَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مَرَّةً اُخْرٰى فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مَرَّةً اُخْرٰى فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ .

১০২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মুক্তদাস সালেম (র) বলেন, কেউ ইবনে উমার (রা)-কে সালাম দিলে তিনি বর্ধিত শব্দযোগে তার উত্তর দিতেন। আমি তার নিকট আসলাম এবং তিনি তখন বসা ছিলেন। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকুম। তিনি উত্তর দেন, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি পুনরায় তার নিকট এসে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি উত্তর দেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি পুনরায় তার নিকট এসে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি এবার জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া তাইয়্যিবু সালাওয়াতিহি।

٤٦٩-بَابُ لاَ يُسَلِّمُ عَلٰى فَاسِقٍ

৪৬৯–অনুচ্ছেদ ঃ পাপাচারীকে সালাম দিবে না।

١٠٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى شُرَّابِ الْخَمْرِ .

১০২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, তোমরা মদ্যপায়ীকে সালাম দিও না (বু)।

١٠٢٨- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ .

১০২৮। হাসান (র) বলেন, তোমার ও পাপাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে সম্মানের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

١٠٢٩- حَدَّثَنِى اَبُوْ زُرَيْقٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَكْرَهُ الْاَشْتَرَنْجَ وَيَقُوْلُ لاَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى مَنْ لَعِبَ بِهَا وَهِىَ مِنَ الْمَيْسِرِ .

১০২৯। আবু জুরাইক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী ইবনে আবদুল্লাহ (র) সম্পর্কে শুনেছেন যে, তিনি দাবা খেলা অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, যারা এই খেলায় অভ্যস্ত তোমরা তাদেরকে সালাম দিও না। কেননা তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

٤٧٠-بَابُ مَنْ تَرَكَ السَّلاَمَ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ وَاَصْحَابِ الْمَعَاصِىْ

৪৭০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি খালূক (যাফরান মিশ্রিত খোশবু) ব্যবহারকারী ও পাপাচারীকে সালাম দেয় না।

١٠٣٠- عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوْقٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَاَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعْرَضْتَ عَنِّىْ قَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ جَمْرَةٌ .

১০৩০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, নবী (স) এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে খালূক প্রসাধনী মাখা এক ব্যক্তিও ছিল। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের সালাম দিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করলেন। সে বললো, আপনি যে আমাকে উপেক্ষা করলেন? তিনি বলেন ঃ তার দুই চোখের মাঝখানে জ্বলন্ত কয়লা রয়েছে।

١٠٣١- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَفِىْ يَدِهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَاَعْرَضَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْهُ فَلَمَّا رَاَى الرَّجُلُ كَرَاهِيَتَهُ ذَهَبَ فَاَلْقَى الْخَاتَمَ وَاَخَذَ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَلَبِسَهُ وَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ هٰذَا شَرٌّ هٰذَا حُلْيَةُ اَهْلِ النَّارِ فَرَجَعَ فَطَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ .

১০৩১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সোনার আংটি পরে নবী (স)-এর নিকট আসলো। নবী (স) তাকে অবজ্ঞা করলেন। সে তাঁর অবজ্ঞা অনুভব করতে পেরে চলে গিয়ে ঐ আংটি ফেলে দিলো এবং একটি লোহার আংটি পরিধান করলো, অতঃপর নবী (স)-এর নিকট এলো। তিনি বলেন ঃ এটা মন্দ, এটা দোযখবাসীদের অলংকার। সে ফিরে গেলো এবং তাও ফেলে দিয়ে একটি রূপার আংটি পরিধান করলো। নবী (স) এবার তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি (তহা)।

١٠٣٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ وَفِىْ يَدِهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ حَرِيْرٍ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ مَحْزُوْنًا فَشَكَا اِلَى

امْرَاَته فَقَالَتْ لَعَلَّ بِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ جُبَّتُكَ وَخَاتَمُكَ فَاَلْقِهُمَا ثُمَّ عَدَا فَفَعَلَ فَرَدَّ السَّلاَمَ فَقَالَ جِئْتُكَ اٰنِفًا فَاَعْرَضْتَ عَنِّى قَالَ كَانَ فِىْ يَدِكَ جَمْرٌ مِّنْ نَارٍ فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُ اِذًا بِجَمْرٍ كَثِيْرٍ قَالَ اِنَّ مَا جِئْتَ بِه لَيْسَ بِاَحَدٍ اَغْنٰى مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلٰكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فِيْمَا ذَا اَتَخَتَّمُ قَالَ بِحَلْقَةٍ مِّنْ وَّرِقٍ اَوْ صُفْرٍ اَوْ حَدِيْدٍ .

১০৩২। আবু সাঈদ (রা) বলেন, বাহরাইন থেকে এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এলো। সে তাকে সালাম দিলো কিন্তু জবাব তিনি দেননি। তার হাতে ছিল সোনার আংটি এবং তার পরনে ছিল একটি রেশমী জুব্বা। লোকটি বিষন্ন মনে ফিরে গিয়ে ঘটনাটি তার স্ত্রীকে জানালো। তার স্ত্রী বললো, হয়তো তোমার এই জুব্বা ও সোনার আংটির কারণে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ করে থাকবেন। সে এই দু'টি ফেলে দিয়ে পুনরায় ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিলো। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। সে বললো, কিছুক্ষণ আগে আমি আপনার নিকট এসেছিলাম। তখন আপনি আমাকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি বললে ঃ তখন তোমার হাতে দোযখের জ্বলন্ত অঙ্গার ছিল। সে বললো, তাহলে তো আমি অনেক অঙ্গারই সঞ্চয় করেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি তো তাই নিয়ে এসেছিলে। কারো কাছে হাররা প্রান্তরের পাথরের চেয়ে অধিক পরিমাণ সম্পদ থাকলেও তা তো পার্থিব জীবনের সম্পদই। সে বললো, তাহলে আমি কিসের আংটি বানাবো? তিনি বলেন ঃ রূপা, পিতল বা লোহা দ্বারা (না, আ)।

٤٧١-بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى الْاَمِيْرِ

৪৭১-অনুচ্ছেদ ঃ আমীরকে সালাম দেয়া।

١٠٣٣- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ سَاَلَ اَبَا بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ لِمَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ خَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللّٰه ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيْفَةِ اَبِىْ بَكْرٍ مَنْ اَوَّلُ مَنْ كَتَبَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ حَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِى الشِّفَاءُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاَوَّلِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوْقَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلٰى عَامِلِ الْعِرَاقِيْنَ اَنِ ابْعَثْ اِلَىَّ بِرَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ نَبِيْلَيْنِ اَسْاَلُهُمَا عَنِ الْعِرَاقِ وَاَهْلِه فَبَعَثَ اِلَيْهِ صَاحِبَ الْعِرَاقِيِّنَ بِلَبِيْدِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ فَقَدِمَا الْمَدِيْنَةَ فَاَنَاخَا رَاحِلَتَيْهِمَا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلاَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالاَ لَهُ يَا عَمْرُو اسْتَاْذِنْ لَنَا عَلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ فَوَثَبَ عَمْرٌو فَدَخَلَ عَلٰى عُمَرَ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا بَدَا لَكَ فِىْ هٰذَا الْاِسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ لَتُخْرِجَنَّ مِمَّا قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَدِمَ لَبِيْدُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ فَقَالاَ لِىْ اسْتَاْذِنْ لَنَا عَلٰى اَمِيْرِ

الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْتُ اَنْتُمَا وَاللهِ اَصَبْتُمَا اسْمَهُ وَانَّهُ الاَمِيْرُ وَنَحْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَجَرِىَ الْكِتَابَ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

১০৩৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আবু বাক্‌র ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাসমাকে জিজ্ঞেস করেন, কেনো আবু বাক্‌র (রা) পত্রের শিরোনামে লিখতেনঃ আবু বাক্‌র, রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফার পক্ষ থেকে। অতঃপর উমার (রা) লিখতেন, উমার ইবনুল খাত্তাব, আবু বাক্‌রের খলীফার (প্রতিনিধির) পক্ষ থেকে। সর্বপ্রথম কে "আমীরুল মুমিনীন' শব্দটি লেখার প্রচলন করেন? তিনি বলেন, আমার পিতামহী শিফা (রা) আমাকে বলেছেন, তিনি প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাদের একজন এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বাজারে গেলে তার সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করতেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইরাকের শাসনকর্তাকে লিখে পাঠান, আমার নিকট দুইজন বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাও যাদেরকে আমি ইরাক ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবো। ইরাকের শাসনকর্তা লবীদ ইবনে রবীয়া এবং আদী ইবনে হাতেম (রা)-কে তার নিকট পাঠান। তারা মদীনায় পৌঁছে তাদের বাহনদ্বয় মসজিদের চত্বরে বাঁধেন। অতঃপর তারা মসজিদে প্রবেশ করে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সাক্ষাত পান। তারা তাকে বলেন, হে আমর! "আমীরুল মুমিনীন" উমার (রা)-এর সাথে আমাদের সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে দিন। আমর (রা) উমার (রা)-এর কাছে দ্রুত ছুটে গেলেন এবং বলেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মুমিনীন। উমার (রা) তাকে বলেন, হে আসের পুত্র! এই পদবী তুমি কোথায় পেলে? তুমি যা বলেছো তা প্রত্যাহার করো। তিনি বলেন, হাঁ, লবীদ ইবনে রবীয়া এবং আদী ইবনে হাতেম (রা) এসেছেন। তারা আমাকে বলেছেন, আমীরুল মুমিনীনের নিকট থেকে আমাদের জন্য সাক্ষাতের অনুমতি এনে দিন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা দু'জনে তার যথার্থ নামকরণ করেছো। নিশ্চয় তিনি আমীর এবং আমরা মুমিন। সেদিন থেকে তা লেখার প্রচলন হয় (ইসতীআব)।

١٠٣٤- اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا حَجَّتَهُ الْأُوْلٰى وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ ابْنُ حُنَيْفِ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَاَنْكَرَهَا اَهْلُ الشَّامِ وَقَالُوْا مَنْ هٰذَا الْمُنَافِقُ الَّذِىْ يُقَصِّرُ بِتَحِيَّةِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَبَرَكَ عُثْمَانُ عَلٰى رُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ انَّ هٰؤُلاَءِ اَنْكَرُوْا عَلَىَّ اَمْرًا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ فَوَاللهِ لَقَدْ حَيَّيْتُ بِهَا اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَمَا اَنْكَرَهُ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِمَنْ تَكَلَّمَ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ عَلٰى رِسْلِكُمْ فَانَّهُ قَدْ كَانَ بَعْضُ مَا يَقُوْلُ وَلٰكِنْ اَهْلُ الشَّامِ لَمَّا حُدِّثَتْ هٰذِهِ الْفِتَنُ قَالُوْا لاَ تُقَصِّرْ عِنْدَنَا تَحِيَّةَ خَلِيْفَتِنَا فَانِّىْ اِخَالُكُمْ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ تَقُوْلُوْنَ لِعَامِلِ الصَّدَقَةِ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ .

১০৩৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) যখন খলীফারূপে প্রথমবার হজ্জ করতে আসেন তখন উসমান ইবনে হুনাইফ আনসারী (রা) তার নিকট আসেন এবং বলেন, আসসালামু আলাইকুম আয়্যুহাল আমীর ওয়া রহমাতুল্লাহ (হে আমীর! আপনাকে সালাম ও আল্লাহ্‌র

রহমাত বর্ষিত হোক)। সিরিয়াবাসীদের তা অপছন্দ হলো। তারা বললো, কে এই মোনাফিক যে আমীরুল মুমিনীনের প্রতি অভিবাদনটাকে খাটো করেছে? তখন উসমান (রা) তার হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এরা এমন একটি ব্যাপারকে অপছন্দ করছে যা তাদের চাইতে আপনি অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা)-কে এভাবে অভিবাদন করেছি। তাদের কেউই তা অপছন্দ করেননি। মুআবিয়া (রা) সিরিয়াবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা বলেছে তাকে বলেন, ওহে! চুপ করো। তিনি যা বলেছেন ব্যাপার অনেকটা তাই। কিন্তু সিরিয়াবাসীরা গোলযোগ ঘটে যাবার পর বলে, আমাদের খলীফার প্রতি অভিবাদনকে সংক্ষিপ্ত করবো না। হে মদীনাবাসীগণ! আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তোমরা যাকাত আদায়কারীদেরকেও "আমীর" বলে সম্বোধন করে থাকো (মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক)।

١٠٣٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَمَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ .

১০৩৫। জাবের (রা) বলেন, আমি হাজ্জাজের নিকট গিয়েছি কিন্তু তাকে সালাম দেইনি (হা)।

١٠٣٦- عَنْ تَمِيْمِ ابْنِ حَذْلَمٍ قَالَ انِّىْ لَاَذْكُرُ اَوَّلَ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ بِالْاَمْرَةِ بِالْكُوْفَةِ خَرَجَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ بَابِ الرَّحْبَةِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ زَعَمُوْا اَنَّهُ اَبُوْ قُرَّةَ الْكِنْدِىُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَرِهَهُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الْاَمِيْرِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَلْ اَنَا الاَّ مِنْهُمْ اَمْ لَا قَالَ سِمَاكٌ ثُمَّ اَقَرَّ بِهَا بَعْدُ .

১০৩৬। তামীম ইবনে হাযলাম (র) বলেন, কুফাতে সর্বপ্রথম কাকে আমীর সম্বোধন করে সালাম দেয়া হয়েছিল তা আমার অবশ্যই স্মরণ আছে। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) কুফার রাহ্‌বা ফটক দিয়ে বের হলে কিনদার এক ব্যক্তি তার নিকট আসেন। লোকের ধারণা যে, তিনি ছিলেন আবু কুররা আল-কিন্দী। তিনি তাকে সালাম দিয়ে বলেন, আসসালামু আলাইকা আয়্যুহাল আমীর ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম। মুগীরা (রা) তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, আসসালামু আলাইকুম আয়্যুহাল আমীরু ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম, এটা কি? আমি তাদেরই একজন কিনা? সিমাক (র) বলেন, অতঃপর মুগীরা (রা) এই আমীর উপাধি গ্রহণ করেন।

١٠٣٧- حَدَّثَنِىْ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ الرُّعَيْنِىُّ بَطْنٌ مِّنْ حِمْيَرَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى رُوَيْفِعٍ وَكَانَ اَمِيْرًا عَلٰى اَنْطَابُلُسَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَى الْاَمِيْرِ وَعَنْ عَبْدَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ فَقَالَ لَهُ رُوَيْفِعٌ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْنَا لَرَدَدْنَا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَلٰكِنْ اِنَّمَا سَلَّمْتَ عَلٰى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَكَانَ مَسْلَمَةُ عَلٰى مِصْرٍ اِذْهَبْ اِلَيْهِ فَلْيَرُدُّ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ زِيَادٌ وَكُنَّا اِذَا جِئْنَا فَسَلَّمْنَا وَهُوَ فِى الْمَجْلِسِ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১০৩৭। হিম্‌য়ারের এক শাখার সদস্য যিয়াদ ইবনে উবায়েদ আর-রুয়াইনী (র) বলেন, আমরা রুয়াইফে (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন আনতাবুলসের আমীর (শাসক)। এক ব্যক্তি এসে তাকে সালাম দিয়ে বললো, আসসালামু আলাল আমীর। আবদা (র)-এর বর্ণানায় আছে, সে বললো, আসসালামু আলাইকা আয়্যুহাল আমীর। রুয়াইফে (রা) তাকে বলেন, তুমি যদি আমাকেই সালাম দিতে তবে অবশ্যই আমি তোমার সালামের জবাব দিতাম। তুমি তো মিসরের শাসক মাসলামা ইবনে মুখাল্লিদকে সালাম দিয়েছো। তুমি তার নিকট যাও, তিনিই তোমার সালামের জবাব দিবেন। রাবী যিয়াদ (র) বলেন, আমরা তার ওখানে গেলে এবং তিনি মজলিসে উপস্থিত থাকলে আসসালামু আলাইকুম বলতাম।

٤٧٢-بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى النَّائِمِ

৪৭২-অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

١٠٣٨- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِيْءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لاَ يُوْقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ .

১০৩৮। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন, নবী (স) রাতের বেলা এসে এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত লোক জাগ্রত হতো না, অথচ জাগ্রত লোক তা শুনতে পেতো (মু, তি, আ)।

٤٧٣-بَابُ حَيَّاكَ اللّٰهُ

৪৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবি করুন।

١٠٣٩- عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حَيَّاكَ اللّٰهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ .

১০৩৯। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা)-কে বলেন, সুনাম সহকারে আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবি করুন।

٤٧٤-بَابُ مَرْحَبًا

৪৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ মারহাবা (স্বাগতম)।

١٠٤٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ كَاَنَّ مَشْيَتُهَا مَشْيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ .

১০৪০। আয়েশা (রা) বলেন, ফাতেমা (রা) পদব্রজে আসলেন। আর তার হাঁটার ভংগি ছিল নবী (স)-এর হাঁটার অনুরূপ। নবী (স) বলেন ঃ মারহাবা (স্বাগতম), কন্যা আমার, অতঃপর তাকে নিজের ডান অথবা বামপাশে বসান (বু, মু)।

١٠٤١- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اسْتَاْذَنَ عَمَّارُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرِفَ صَوْتَهُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ .

১০৪১। আলী (র) বলেন, আম্মার (রা) নবী (স)-এর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলেন ঃ এই পাক-পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম (তি, ই, বুখারীর তারীখ)।

٤٧٥-بَابُ كَيْفَ رَدُّ السَّلاَمِ

৪৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে সালামের উত্তর দিবে?

١٠٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ مِّنْ اَجْلَفِ النَّاسِ وَاَشَدِّهِمْ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَعَلَيْكُمْ .

১০৪২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদা আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে একটি গাছের ছায়ায় নবী (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক কর্কশ ও কঠোর প্রকৃতির বেদুইন এসে বললো, আসসালামু আলাইকুম। লোকজন বললো, ওয়া আলাইকুম।

١٠٤٣-عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ اِذَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ يَقُولُ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০৪৩। আবু হামযা (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে সালাম দেয়া হলে তার জবাবে আমি তাকে "ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলতে শুনেছি।

١٠٤٤- وَقَالَتْ قَيْلَةُ قَالَ رَجُلٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০৪৪। কাইলা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেনঃ ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ (ইবনে মানদা)।

١٠٤٥- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ .

১০৪৫। আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি সবেমাত্র নামায পড়ে অবসর হয়েছেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাকে ইসলামী রীতিতে সালাম দিয়েছে। তিনি বলেন ঃ ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ। তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, গিফার গোত্রের (মু)।

١٠٤٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرِيْلُ وَهُوَ يَقْرَاُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَا لاَ اَرٰى تُرِيْدُ بِذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ .

১০৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশ! ইনি জিবরাঈল (আ), তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি

ওয়া বারাকাতুহু। আমি যা দেখতে পাই না আপনি তা দেখতে পান। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে একথা বলেন (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

١٠٤٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ قَالَ لِيْ اَبِيْ يَا بُنَيَّ اِذَا مَرَّ بِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَلاَ تَقُلْ وَعَلَيْكَ كَاَنَّكَ تَخُصُّهُ بِذٰلِكَ وَحْدَهُ فَاِنَّهُ لَيْسَ وَحْدَهُ وَلٰكِنْ قُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ .

১০৪৭। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস! কোন ব্যক্তি তোমাকে অতিক্রমকালে তোমাকে আসসালামু আলাইকুম বললে তুমি শুধু 'ওয়া আলাইকা' (এবং তোমার উপরও) বলো না। কেননা তাতে কেবল তাকেই সালাম দিচ্ছো, অথচ সে একা নয়। বরং তুমি বলবে, আসসালামু আলাইকুম।

٤٧٦-بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلاَمَ

৪৭৬–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয়নি।

١٠٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ لاَبِيْ ذَرٍّ مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اُمِّ الْحَكَمِ فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ مَا يَكُوْنُ عَلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ مَلَكٌ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

১০৪৮। আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত (র) বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে বললাম, আমি উম্মুল হাকামের পুত্র আবদুর রহমানের নিকট দিয়ে যেতে তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে কোন উত্তরই দেননি। তিনি বলেন, হে ভাইপো! তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। তার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ ডান পাশের ফেরেশতা তোমার সালামের উত্তর দিয়েছেন।

١٠٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ السَّلاَمَ اِسْمٌ مِّنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ وَضَعَهُ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ فَاَفْشُوْهُ بَيْنَكُمْ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوْا عَلَيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ لِاَنَّهُ ذَكَّرَهُمُ السَّلاَمَ وَاِنْ لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَاَطْيَبُ .

১০৪৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সালাম হলো আল্লাহ্‌র নামসমূহের মধ্যকার একটি নাম। তিনি তা পৃথিবীতে রেখেছেন। অতএব তোমরা পরস্পরের মধ্যে তার ব্যাপক প্রসার করো। কোন ব্যক্তি কোন লোকসমষ্টিকে সালাম দিলে এবং তারা তার জবাব দিলে তাদের চেয়ে তার একটি মর্যাদা বেশী হয়। কেননা সে তাদের আস-সালামকে (শান্তিদাতাকে) স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যদি তারা তার সালামের উত্তর নাও দেয় তবে এমন একজন তার উত্তর দেন যিনি তার বা তাদের চেয়ে অধিক উত্তম ও পবিত্র (বা, বায, তা, শা)।

١٠٤٩- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَلتَّسْلِيْمُ تَطَوُّعٌ وَالرَّدُّ فَرِيْضَةٌ .

১০৫০। হাসান (র) বলেন, সালাম দেয়া হলো নফল (ঐচ্ছিক)। কিন্তু তার উত্তর দেয়া ফরয (বাধ্যতামূলক)।

٤٧٧-بَابُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ

৪৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে।

١٠٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اَلْكَذُوْبُ مَنْ كَذَبَ عَلٰى يَمِيْنِه وَالْبَخِيْلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ وَالسَّرُوْقُ مَنْ سَرَقَ الصَّلاَةَ .

১০৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি শপথ করে মিথ্যা বলে সে সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে সে মারাত্মক কৃপণ। যে ব্যক্তি নামায চুরি করে সে বড়ো চোর।

١٠٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِىْ يَبْخَلُ بِالسَّلاَمِ وَاِنَّ اَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ بِالدُّعَاءِ .

১০৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে, সে সবচাইতে বড়ো কৃপণ। যে ব্যক্তি দোয়া করার ব্যাপারে অক্ষম, সে সবচেয়ে বড়ো অক্ষম।

٤٧٨-بَابُ السَّلاَمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

৪৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের সালাম দেয়া।

١٠٥٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْعَلُهُ بِهِمْ .

১০৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বালকদের নিকট দিয়ে যেতে তাদেরকে সালাম দেন এবং বলেন, নবী (স) তাদের সাথে তাই করতেন (বু, মু, দা, ই, তি)।

١٠٥٤- عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ فِى الْكُتَّابِ .

১০৫৪। আনবাসা (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে মক্তবের বালকদের সালাম দিতে দেখেছি।

٤٧٩-بَابُ تَسْلِيْمِ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

৪৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদের পুরুষ লোককে সালাম দেয়া।

١٠٥٥- عَنْ اُمِّ هَانِىْءٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِه قُلْتُ اُمُّ هَانِىْءٍ قَالَ مَرْحَبًا .

১০৫৫। উম্মু হানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কে এই মহিলা ? আমি বললাম, উম্মু হানী। তিনি বলেন ঃ মারহাবা-স্বাগতম (বু, মু)।

١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُبَارَكُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ كُنَّ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ .

১০৫৬। মুবারক (র) বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ নারীরা পুরুষদেরকে সালাম দিতেন।

٤٨٠-بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى النِّسَاءِ

৪৮০–অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সালাম দেয়া।

١٠٥٧- عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ قَالَ بِيَدِهِ الَيْهِنَّ بِالسَّلاَمِ فَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنَعَّمِيْنَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنَعَّمِيْنَ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ نَعُوْذُ بِاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللهِ قَالَ بَلٰى اِنَّ اِحْدَاكُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَتُهَا ثُمَّ تَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَقُوْلُ وَاللهِ مَا رَاَيْتُ مِنْهُ سَاعَةً خَيْرًا قَطُّ فَذٰلِكَ كُفْرَانُ نِعَمِ اللهِ وَذٰلِكَ كُفْرَانُ الْمُنَعَّمِيْنَ .

১০৫৭। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা তথায় বসা ছিলেন। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন ঃ তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও, তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর দেয়া নিয়ামতরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমাদের কোন নারীর স্বামীর বিরহ-যন্ত্রনা দীর্ঘায়িত হলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও তার থেকে কোন ভালো ব্যবহার পাইনি। এটাই হলো আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং এটাই হলো নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা (দা,তি,আ ২৮১৪১)।

١٠٥٨-عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّةِ مَرَّ بِى النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا فِىْ جَوَارٍ اَتْرَابٍ لِىْ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِيْنَ وَكُنْتُ مِنْ اَجْرَاهُنَّ عَلٰى اَسْاَلَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِيْنَ قَالَ لَعَلَّ اِحْدَاكُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَتُهَا مِنْ اَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكَفَّرَ فَتَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

১০৫৮। আসমা বিনতে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাকে অতিক্রম করলেন। আমি তখন আমাদের মহিলাদের সাথে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন ঃ নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। নারীদের মধ্যে আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতে খুবই নির্ভীক ছিলাম। অতএব আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিআমতপ্রাপ্তদের অকৃজ্ঞতা কি? তিনি বলেন ঃ হয়তো তোমাদের কারো পিতা-মাতার ঘরে অবিবাহিত অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বামী দান করেন এবং তার ঔরসে তাকে সন্তানাদি দান

করেন। তারপরও সে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে, আমি তোমার নিকট কখনো ভালো ব্যবহার পেলাম না (আ ২৮১১৩)।

٤٨١-بَابُ مَنْ كَرِهَ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ

৪৮১–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি (অনেকের মধ্যে) কাউকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়া অপছন্দ করে।

١٠٥٩- عَنْ طَارِقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ جُلُوْساً فَجَاءَ اٰذِنُهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَرَاَى النَّاسَ رُكُوْعًا فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشَيْنَا وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فَمَرَّ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ فَلَمَا صَلَّيْنَا رَجَعَ فَوَلَجَ عَلٰى اَهْلِه وَجَلَسْنَا فِيْ مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ حَتّٰى يَخْرُجَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَيُّكُمْ يَسْاَلُهُ قَالَ طَارِقٌ اَنَا اَسْاَلُهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الْاَرْحَامِ وَفُشُوُّ العِلْمِ وَظُهُوْرُ الشَّهَادَةِ بِالزُّوْرِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ .

১০৫৯। তারিক ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তার সংবাদ বাহক এসে বললো যে, নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেছে। অতএব তিনিও উঠলেন এবং আমরাও তার সাথে উঠে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তিনি লোকদেরকে মসজিদে সম্মুখভাগে রুকূ অবস্থায় দেখলেন। তিনি তাকবীর(তাহরীমা) বলে রুকূ করলেন। আমরাও সামনে অগ্রসর হয়ে তার অনুরূপ করলাম। এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে যেতে যেতে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা! আস্সালামু আলাইকুম। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল (স) পূর্ণরূপে পৌছে দিয়েছেন। আমরা নামায শেষ করলে তিনি ফিরে গিয়ে তার অন্দরমহলে চলে গেলেন এবং আমরা তার (ফিরে আসার) অপেক্ষায় স্বস্থানে বসে থাকলাম। শেষে তিনি বের হয়ে এলেন। আমাদের কতক কতককে বললো, তোমাদের কে তাকে জিজ্ঞেস করবে? তারিক (র) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো। অতএব তিনি জিজ্ঞেস করলে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী কালে লোকবিশেষকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়ার প্রচলন হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, ফলে স্বামীর ব্যবসায়ে স্ত্রীও সহযোগিতা করবে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা হবে। জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রসার ঘটবে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রচলন হবে এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে (আহ্মদ ৩৮৭০)।

١٠٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ .

১০৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন ঃ তোমার পরিচিত ও অপরিচিতজনকে তোমার আহার করানো এবং সালাম দেয়া (বু, মু, না)।

٤٨٢-بَابُ كَيْفَ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ

৪৮২-অনুচ্ছেদ ঃ পর্দা সংক্রান্ত আয়াত কিভাবে নাযিল হয়েছে?

١٠٦١- اَخْبَرَنِى اَنَسٌ اَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشَرَ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكُنَّ اُمَّهَاتِى يُوْطِّنَنِى عَلٰى خِدْمَتِهِ فَخَدَمْتُهُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتُوُفِّىَ وَاَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ فَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَاْنِ الْحِجَابِ فَكَانَ اَوَّلُ مَا نَزَلَ مَا ابْتَنٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَصْبَحَ بِهَا عُرُوْسًا فَدَعَى الْقَوْمَ فَاَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِىَ رَهْطٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَطَالُوا الْمَكْثَ فَقَامَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ لِكَىْ يَخْرُجُوْا فَمَشٰى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتّٰى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ السِّتْرَ وَاُنْزِلَ الْحِجَابُ .

১০৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসেন তখন আনাস (রা) দশ বছরের বালক। আমার মা-খালা তাঁর খেদমত করার জন্য আমাকে তাগিদ দিতেন। অতএব আমি দশ বছর যাবত তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকি। তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন আমার বয়স বিশ বছর। তাই আমি পর্দার বিধান সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অতএব রাসূলুল্লাহ (স) যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-কে বিবাহ করলে পর সর্বপ্রথম পর্দার বিধান সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়। নববধূর সাথে রাত যাপনের পর তিনি ভোরে উপনীত হয়ে লোকজনকে আহারের দাওয়াত করেন। (ঐ দিন রাতে) তারা আহার সেড়ে চলে গেলো এবং কতক লোক মহানবী (স)-এর নিকট থেকে গেলো। তারা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলো। তাই তিনি একবার বাইরে যান আবার ভেতরে আসেন। আমিও তাঁর সাথে বাইরে গেলাম যাতে তারা চলে যায়। তিনি পায়চারি করতে থাকলেন, আমিও তাঁর সাথে পায়চারি করতে থাকলাম। এভাবে তিনি আয়েশা (রা)-র ঘরের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি ধারণা করলেন যে, হয়তো তারা চলে গেছে। তাই তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও ফিরে এলাম। তিনি যয়নব (রা)-র ঘরে পৌঁছে দেখলেন যে, তারা বসেই আছে। অতএব তিনি আবার ফিরে এলেন এবং আমিও ফিরে এলাম। তিনি আয়েশা (রা)-র ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছলেন। তিনি মনে করলেন যে, এবার তারা হয়তো চলে গেছে। তাই তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও ফিরে এলাম। দেখা গেলো যে, তারা চলে গেছে। মহানবী (স) তাঁর ও আমার মাঝখানে পর্দা টানিয়ে দিলেন এবং পর্দা সংক্রান্ত বিধান নাযিল করা হলো (বু, মু, তি)।

٤٨٣-بَابُ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ

৪৮৩–অনুচ্ছেদ ঃ পর্দার তিন সময়।

١٠٦٢- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ الْقُرَظِىِّ اَنَّهُ رَكِبَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُوَيْدٍ اَخِىْ بَنِىْ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ يَسْاَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ مَا تُرِيْدُ فَقُلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَعْمَلَ بِهِنَّ فَقَالَ اِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِىْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِىْ بَلَغَ الْحِلْمَ اِلاَّ بِاِذْنِىْ اِلاَّ اَنْ اَدْعُوْهُ فَذٰلِكَ اِذْنُهُ وَلاَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَعُرِفَ النَّاسُ حَتّٰى تُصَلَّى الصَّلاَةُ وَلاَ اِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِىْ حَتّٰى اَنَامَ .

১০৬২। সালাবা ইবনে আবু মালেক আল-কুরাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি “পর্দার তিন সময়” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য জন্তুযানে আরোহণ করে বনূ হারিসা ইবনুল হারিস-এর সদস্য আবদুল্লাহ ইবনে সুয়াইদ (রা)-র নিকট গেলেন। কারণ তিনি এই তিন সময়ের নিয়ম মেনে চলতেন। তিনি বলেন, তুমি কী জানতে চাও? আমি বললাম, আমি ঐ তিন সময়ের বিধান মেনে চলতে চাই। তিনি বলেন, দুপুরের সময় যখন আমি আমার পোশাকাদি খুলে রাখি তখন আমার পরিবারের কোন বালেগ সদস্য আমার অনুমতি ব্যতীত আমার নিকট প্রবেশ করতে পারে না। অবশ্য আমি যদি তাকে ডাকি, তবে এটাও তার জন্য অনুমতি। আর যখন ফজরের ওয়াক্ত হয় এবং লোকজনকে চেনা যায়, তখন থেকে ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত সময়ও (কেউ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারে না)। আর যখন আমি এশার নামায পড়ার পর পোশাক খুলে রেখে ঘুমানো পর্যন্ত (অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করে না) (ইসতীআব ও উসদুল গাবা)।

٤٨٤-بَابُ اَكْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَاَتِه

৪৮৪–অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর সাথে স্বামীর আহার গ্রহণ।

١٠٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اٰكُلُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَيْسًا فَمَرَّ عُمَرُ فَدَعَاهُ فَاَكَلَ فَاَصَابَتْ يَدَهُ اِصْبَعِىْ فَقَالَ حِسِّ لَوْ اُطَاعُ فِيْكُنَّ مَا رَاَتْكُنَّ عَيْنٌ فَنَزَلَ الْحِجَابُ .

১০৬৩। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে হায়স (এক প্রকার মিষ্টি খাদ্য) খাচ্ছিলাম। তখন উমার (রা) এলে তিনি তাকে ডাকলেন এবং তিনিও আহার করলেন। তার হাত আমার আঙ্গুল স্পর্শ করলে তিনি বলেন, তোমাদের ব্যাপারে বোধশক্তি কাজ করলে কোন চোখ তোমাদের দেখতে পেতো না। তখন পর্দার বিধান নাযিল হয় (না)।

١٠٦٤- عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْجٍ مَوْلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَهِىَ خَوْلَةُ وَهِىَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُوْلُ اخْتَلَفَتْ يَدِىْ وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

১০৬৪। সালেম ইবনে সারজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু হাবীবা বিনতে কায়েস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একই পাত্রে (আহারের সময়) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাত আমার হাতে লেগে যায় (দা, ই, আ, শা, তা)।

٤٨٥-بَابُ اِذَا دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنٍ

৪৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ বসতিহীন ঘরে প্রবেশ করলে।

١٠٦٥- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرُ الْمَسْكُوْنِ فَلْيَقُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ .

১০৬৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, কেউ বসতিহীন ঘরে প্রবেশ করলে যেনো বলে, "আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবদিল্লাহিস সালিহীন" (আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) (শা)।

١٠٦٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا وَاسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ [لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ] .

১০৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো এবং ঘরবাসীদের সালাম দাও" (সূরা নূর ঃ ২৭)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "বসতিহীন যে ঘরে তোমাদের জিনিসপত্র রয়েছে তাতে তোমাদের প্রবেশ করায় কোন আপত্তি নাই। তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো তা আল্লাহ জানেন" (সূরা নূর ঃ ২৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই শেষোক্ত আয়াতের নির্দেশ পূর্বোক্ত আয়াতের নির্দেশের ব্যতিক্রম (তাবারী)।

٤٨٦-لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

৪৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ "তোমাদের ক্রীতদাসেরা যেন তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে" (২৪ ঃ ৫৮)।

١٠٦٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ [لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ] قَالَ هِيَ لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ .

১০৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তারা যেন তোমাদের অনুমতি প্রার্থনা করে" (সূরা নূর ঃ ৫৮)। তিনি বলেন, এই নির্দেশ পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়।

٤٨٧-بَابُ قَوْلِ اللهِ [وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ]

৪৮৭—অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্‌র বাণী, "যখন তোমাদের শিশুরা বালেগ হয়" (২৪ ঃ ৫৯)।

١٠٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحِلْمَ عَزَلَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ اِلاَّ بِاِذْنٍ .

১০৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার কোন সন্তান বালেগ হলেই তিনি তাকে পৃথক (বিছানা) করে দিতেন। সে অনুমতি ব্যতীত তার নিকট প্রবেশ করতে পারতো না।

٤٨٨-بَابُ يَسْتَاْذِنُ عَلٰى اُمِّهٖ

৪৮৮—অনুচ্ছেদ ঃ মায়ের (ঘরে প্রবেশ করতেও) অনুমতি প্রার্থনা করবে।

١٠٦٩- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عَبْدِ اللهِ قَالَ اَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى اُمِّىْ فَقَالَ مَا عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهَا تُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا .

১০৬৯। আলকামা (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের নিকট (প্রবেশ করতেও) অনুমতি চাইবো? তিনি বলেন, প্রতিটি মুহূর্তে তুমি তাকে দেখতে পছন্দ করবে না।

١٠٧٠- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيْرٍ يَقُوْلُ سَاَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ فَقَالَ اَسْتَاْذِنُ عَلٰى اُمِّىْ فَقَالَ اِنْ لَّمْ تَسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا رَاَيْتَ مَا تَكْرَهُ .

১০৭০। মুসলিম ইবনে নাযীর (র) বলেন, এক ব্যক্তি হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললো, আমি কি আমার মায়ের নিকটও অনুমতি প্রার্থনা করবো? তিনি বলেন, তুমি তার অনুমতি না চাইলে তাকে এমন অবস্থায় দেখে ফেলবে যা তুমি পছন্দ করো না।

٤٨٩-بَابُ يَسْتَاْذِنُ عَلٰى اَبِيْهِ

৪৮৯—অনুচ্ছেদ ঃ পিতার নিকটও (প্রবেশের) অনুমতি চাইবে।

١٠٧١- عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ عَلٰى اُمِّىْ فَدَخَلَ فَاتَّبَعْتُهُ فَالْتَفَتَ فَدَفَعَ فِىْ صَدْرِىْ حَتّٰى اَقْعَدَنِىْ عَلٰى اِسْتِىْ ثُمَّ قَالَ اَتَدْخُلُ بِغَيْرِ اِذْنٍ .

১০৭১। মূসা ইবনে তালহা (র) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলে আমিও তার অনুসরণ করলাম। তিনি পেছনে ফিরে আমার বুকে সজোরে আঘাত করে আমাকে আমার নিতম্বের উপর বসিয়ে দিলেন, অতঃপর বলেন, অনুমতি না নিয়েই তুমি প্রবেশ করলে?

٤٩٠-بَابُ يَسْتَاْذِنُ عَلٰى اَبِيْهِ وَوَلَدِه

৪৯০–অনুচ্ছেদ ঃ পিতা ও সন্তানের নিকটও (প্রবেশের) অনুমতি চাইবে।

١٠٧٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَسْتَاْذِنُ الرَّجُلُ عَلٰى وَلَدِهِ وَاُمِّهِ وَاِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا وَاَخِيْهِ وَاُخْتِهِ وَاَبِيْهِ .

১০৭২। জাবের (রা) বলেন, যে কোন ব্যক্তি তার সন্তানের নিকট এবং মায়ের নিকট অনুমতি চাইবে, তিনি বৃদ্ধা হলেও, ভাই, বোন ও পিতার নিকটও প্রবেশানুমতি চাইবে।

٤٩١-بَابُ يَسْتَاْذِنُ عَلٰى اُخْتِه

৪৯১–অনুচ্ছেদ ঃ নিজের বোনের নিকটও প্রবেশানুমতি চাইবে।

١٠٧٣- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَسْتَاْذِنُ عَلٰى اُخْتِىْ فَقَالَ نَعَمْ فَاَعَدْتُ فَقُلْتُ اُخْتَانِ فِىْ حُجْرِىْ وَاَنَا اَمُوْنُهُمَا وَاُنْفِقُ عَلَيْهِمَا اَسْتَاْذِنُ عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ ثُمَّ قَرَاَ [يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ] قَالَ فَلَمْ يُؤْمَرْ هٰؤُلاَءِ بِالْاِذْنِ اِلاَّ فِىْ هٰذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ قَالَ [وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْاِذْنُ وَاجِبٌ زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ .

১০৭৩। আতা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমি কি আমার বোনের নিকটও প্রবেশানুতি প্রার্থনা করবো? তিনি বলেন, হাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করে বললাম, আমার প্রতিপালনাধীনে আমার দু'টি বোন আছে, আমিই তাদের পৃষ্ঠপোষক (নিরাপত্তা দানকারী) এবং আমিই তাদের ভরণপোষণ করি, আমি কি তাদের নিকটও প্রবেশানুমতি চাইবো? তিনি বলেন, হাঁ। তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে? অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকনাধীন দাস-দাসী এবং তোমাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা তিনটি সময়ে যেন তোমাদের নিকট প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করে ঃ ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরের সময় যখন তোমরা পোশাক খুলে রেখে দাও এবং এশার নামাযের পর। তোমাদের তিনটি পর্দা করার সময়" (সূরা নূর ঃ ৫৮)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পর্দার এই তিন সময়ই তাদেরকে অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের শিশুরা প্রাপ্তবয়সে পৌঁছলে অবশ্যই (সব সময়) অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে, যেমন তাদের প্রবীণরা অনুমতি নিয়ে আসে" (সূরা নূর ঃ ৫৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতএব অনুমতি প্রার্থনা করা বাধ্যতামূলক। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় আরো আছে, সকল লোকের জন্য (তাফসীর ইবনে কাছীর)।

٤٩٢-بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلٰى اَخِيْهِ

৪৯২-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের ভাইয়ের কাছেও অনুমতি প্রার্থনা করবে।

١٠٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ يَسْتَاْذِنُ الرَّجُلُ عَلٰى اَبِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَخِيْهِ وَاُخْتِه .

১০৭৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মানুষ তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের নিকট প্রবেশানুমতি চাইবে (তাবারী)।

٤٩٣-بَابُ الْاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثًا

৪৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে।

١٠٧٥-عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ اِسْتَاْذَنَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَاَنَّهُ كَانَ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ اَبُوْ مُوْسٰى فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ اَلَمْ اَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ اِيْذَنُوْا لَهُ قِيْلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذٰلِكَ فَقَالَ تَاْتِيْنِيْ عَلٰى ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ اِلَى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَسَاَلَهُمْ فَقَالُوْا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلٰى هٰذَا اِلاَّ اَصْغَرُنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِاَبِىْ سَعِيْدٍ فَقَالَ عُمَرُ اَخَفِىَ عَلَىَّ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْهَانِى الصَّفَقُ بِالْاَسْوَاقِ يَعْنِى الْخُرُوْجَ اِلَى التِّجَارَةِ .

১০৭৫। উবাইদ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশআরী (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। উমার (রা) হয়তো কোন কাজে মশগুল ছিলেন। তাই আবু মূসা (রা) ফিরে এলেন। উমার (রা) অবসর হয়ে বলেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা)-র আওয়াজ শুনিনি? তোমরা তাকে আমার অনুমতি দাও। বলা হলো, তিনি ফিরে গেছেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। আবু মূসা (রা) বললেন, আমাদেরকে এরূপই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উমার (রা) বলেন, আপনি আমার সামনে এর অনুকূলে প্রমাণ পেশ করুন। অতএব তিনি আনসারদের মজলিসে এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, আমাদের মধ্যকার কনিষ্ঠতর আবু সাঈদ আল-খুদরীই এর অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে। অতএব তিনি আবু সাঈদ (রা)-কে নিয়ে গেলেন। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি নির্দেশ আমার অজ্ঞাত থেকে গেলো? বাজারে ব্যবসাই আমাকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে অর্থাৎ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাইরের যাতায়াত (বু, মু, দু, তি, ই)।

٤٩٤-بَابُ الْاِسْتِئْذَانُ غَيْرَ السَّلاَمِ

৪৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম না দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলে।

١٠٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِيْمَنْ يَسْتَاْذِنُ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لاَ يُؤْذَنُ لَهُ حَتّٰى يَبْدَاَ بِالسَّلاَمِ .

১০৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি সালাম না দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে তিনি তার সম্পর্কে বলেন, সে সালাম না দেয়া পর্যন্ত তাকে প্রবেশানুমতি দেয়া যাবে না।

١٠٧٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَقُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ لاَ حَتّٰى يَاْتِىَ بِالْمِفْتَاحِ السَّلاَمِ .

১০৭৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কেউ সালাম না দিয়ে প্রবেশ করলে তুমি বলো, সে চাবি নিয়ে না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ সালাম না দেয়া পর্যন্ত (খোলা যাবে না)।

٤٩٥-بَابُ اِذَا نَظَرَ بِغَيْرِ اِذْنٍ تُفْقَأُ عَيْنُهُ

৪৯৫–অনুচ্ছেদ ঃ বিনা অনুমতিতে কেউ ভেতর বাড়িতে তাকালে তার চোখ ফুটো করে দেয়া হবে।

١٠٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ اِطَّلَعَ رَجُلٌ فِىْ بَيْتِكَ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَاَتْ عَيْنُهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ .

১০৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যদি কোন লোক তোমার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে এবং তুমি তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করো, তা তার চোখে বিদ্ধ হলে তাতে তোমার কোন দোষ হবে না (বু, মু, দা, না, কু, আ)।

١٠٧٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ قَائِمًا يُّصَلِّىْ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِىْ بَيْتِهِ فَاَخَذَ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِهِ فَسَدَّدَ نَحْوَ عَيْنَيْهِ .

১০৭৯। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে তাকায়। তিনি তাঁর তুণীর থেকে তীর তুলে নিয়ে তার দুই চোখ বরাবর তাক করেন (বু, মু, তি, না, দা)।

٤٩٦-بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ مِنْ اَجْلِ النَّظْرِ

৪৯৬–অনুচ্ছেদ ঃ চোখের কারণেই অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়।

١٠٨٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِىْ بَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَاْسَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُنِىْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِىْ عَيْنِكَ .

১০৮০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। নবী (স) তখন লোহার একটি চিরুনী দিয়ে তাঁর মাথা আচড়াচ্ছিলেন। নবী (স) তাকে দেখে বলেন ঃ আমি যদি জানতে পারতাম যে, তুমি (উঁকি মেরে) আমাকে দেখছো, তাহলে আমি এই চিরুনী দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম (বু, মু, তি, না)।

١٠٨١ – وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ .

১০৮১। মহানবী (স) বলেন ঃ চোখের কারণেই অনুমতি প্রার্থনার বিধান দেয়া হয়েছে (দা)।

١٠٨٢ – عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِطَّلَعَ رَجُلٌ مِّنْ خُلَلٍ فِىْ حُجْرَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَدَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ فَاَخْرَجَ الرَّجُلُ رَاْسَهُ .

১০৮২। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারে। রাসূলুল্লাহ (স) তীরের ফলা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। লোকটি তার মাথা টেনে বের করে নেয়।

٤٩٧–بَابُ اِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِه

৪৯৭–অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার ঘরে সালাম করলে।

١٠٨٣ – عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ اسْتَاْذَنْتُ عَلٰى عُمَرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ ثَلاَثًا فَاَدْبَرْتُ فَاَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ اَنْ تَحْتَبِسَ عَلٰى بَابِىْ اِعْلَمْ اَنَّ النَّاسَ كَذٰلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّحْتَسِبُوْا عَلٰى بَابِكَ فَقُلْتُ بَلْ اسْتَاْذَنْتُ عَلَيْكَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ وَكُنَّا نُؤْمَرُ بِذٰلِكَ فَقَالَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ لَئِنْ لَّمْ تَاْتِنِىْ عَلٰى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ لَاَجْعَلَنَّكَ نَكَالاً فَخَرَجْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ نَفَرًا مِّنَ الْاَنْصَارِ جُلُوْسًا فِى الْمَسْجِدِ فَسَاَلْتُهُمْ فَقَالُوْا اَوَيُشَكُّ فِىْ هٰذَا اَحَدٌ فَاَخْبَرْتُهُمْ مَا قَالَ عُمَرُ فَقَالُوْا لاَ يَقُوْمُ مَعَكَ اِلاَّ اَصْغَرُنَا فَقَامَ مَعِىْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ اَوْ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ اِلٰى عُمَرَ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُرِيْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتّٰى اَتَاهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعَ فَاَدْرَكَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَلَّمْتَ مِنْ مَرَّةٍ اِلاَّ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاَرُدُّ عَلَيْكَ وَلٰكِنْ اَحْبَبْتُ اَنْ تُكْثِرَ مِنَ السَّلاَمِ عَلَىَّ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِىْ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَاَمِيْنًا عَلٰى حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَجَلْ وَلٰكِنْ اَحْبَبْتُ اَنْ اَسْتَثْبِتَ .

১০৮৩। আবু মূসা (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-র নিকট তিনবার প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে এলাম। তিনি আমার নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার কতো কষ্ট হলো যে, তুমি আমার ঘরের দরজায় অবরুদ্ধ হলে। বুঝে নাও! তোমার ঘরের দরজায়ও লোকজন এভাবে অবরুদ্ধ হয়ে কষ্ট ভোগ করে। আমি বললাম,

আমি আপনার নিকট তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে এসেছি। আর আমাদেরকে অনুরূপ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। উমার (রা) বলেন, আপনি তা কার নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তা নবী (স)-এর নিকট শুনেছি। উমার (রা) বলেন, সত্যিই কি আপনি নবী (স)-এর কাছে শুনেছেন, যা আমি শুনিনি? আপনি যদি একথার প্রমাণ নিয়ে আসতে ব্যর্থ হন তবে আমি আপনাকে উচিৎ শাস্তি দিবো। অতএব আমি রওয়ানা হয়ে মসজিদে (নববীতে) উপবিষ্ট একদল আনসারীর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম এবং তাদের নিকট প্রমাণ প্রার্থনা করলাম। তারা বলেন, এই বিষয়ে কি কেউ সন্দেহ করতে পারে? অতএব উমার (রা) যা বলেছেন আমি তাদেরকে তা অবহিত করলাম। তারা বলেন, আমাদের মধ্যকার কনিষ্ঠতর ব্যক্তিই তোমার সাথে দাঁড়াবে। অতএব আবু সাঈদ খুদরী (রা) অথবা আবু মাসউদ (রা) আমার সাথে উমার (রা)-র নিকট যেতে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে যাওয়ার মনস্থ করলেন। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে সালাম দিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো না। এভাবে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সালাম দিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো না। তিনি বলেন ঃ আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করেছি। অতঃপর তিনি ফিরে চললেন। ইতিমধ্যে সাদ (রা) (বের হয়ে এসে) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আপনি যতবারই সালাম দিয়েছেন তা আমি শুনতে পেয়েছি এবং আপনার সালামের উত্তর দিয়েছি। কিন্তু আমার প্রতি ও আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনার অধিক সালাম আশা করছিলাম (তাই সাড়া দেইনি)। আবু মূসা (রা) এবার উমার (রা)-কে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই আমি বিশ্বস্ত আমানতদার। তিনি বলেন, অবশ্যই, কিন্তু আমি এর অনুকূলে আরো প্রমাণ আশা করছিলাম (বু, মু)।

٤٩٨-بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ اِذْنُهُ

৪৯৮–অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির ডাকাও অনুমতি হিসাবে গণ্য।

١٠٨٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا دُعِىَ الرَّجُلُ فَقَدْ اُذِنَ لَهُ .

১০৮৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কোন ব্যক্তিকে ডাকা হলে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো (শা)।

١٠٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَهُوَ اِذْنُهُ .

১০৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কাউকে ডাকা হলে এবং সে বার্তাবাহকের সাথে আগমন করলে সেটাই তার জন্য অনুমতি (বু, দা, বা, হি)।

١٠٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ الرَّجُلِ اِلَى الرَّجُلِ اِذْنُهُ .

১০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তির বার্তাবাহক পাঠানোই তার অনুমতি গণ্য হবে (দা)।

١٠٨٧- عَنْ اَبِى الْعَلَانِيَةِ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ ثُمَّ سَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ ثُمَّ سَلَّمْتُ الثَّالِثَةَ فَرَفَعْتُ صَوْتِىْ وَقُلْتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ

الدَّارِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَتَنَحَّيْتُ نَاحِيَةً فَقَعَدْتُ فَخَرَجَ اِلَىَّ غُلاَمٌ فَقَالَ اُدْخُلْ فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَا اِنَّكَ لَوْ زِدْتَّ لَمْ يُؤْذَنْ لَكَ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْاَوْعِيَةِ فَلَمْ اَسْئَلْهُ عَنْ شَىْءٍ اِلاَّ قَالَ حَرَامٌ حَتّٰى سَاَلْتُهُ عَنِ الْجَفِّ فَقَالَ حَرَامٌ فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَتَّخِذُ عَلٰى رَأْسِهِ اَدَمَ فَيُوكَأُ .

১০৮৭। আবুল আলানিয়া (র) বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র বাড়িতে এসে সালাম দিলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি পুনরায় সালাম দিলাম, কিন্তু অনুমতি প্রাপ্ত হলাম না। আমি তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাদ দার। এবারও আমি অনুমতি প্রাপ্ত হলাম না। অতএব আমি একপাশে সরে গিয়ে বসে থাকলাম। আমার নিকট একটি গোলাম বের হয়ে এসে বললো, প্রবেশ করুন। আমি প্রবেশ করলে আবু সাঈদ (রা) আমাকে বলেন, তুমি আরো অধিকবার অনুমতি প্রার্থনা করলে তোমাকে অনুমতি দেয়া হতো না। আমি তার নিকট বিভিন্ন পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আর আমি যে জিনিস সম্পর্কেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বলেন, হারাম। শেষে আমি তাকে চামড়ার পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হারাম। মুহাম্মাদ (র) বলেন, 'জাফ্' অর্থ মাথায় চামড়া জড়িয়ে দেহে জ্বর উঠানো (নাসাঈর ওলীমা)।

٤٩٩-بَابُ كَيْفَ يَقُوْمُ عِنْدَ الْبَابِ

৪৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ দরজার সামনে কিভাবে দাঁড়াবে।

١٠٨٨- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اَتٰى بَابًا يُرِيْدُ اَنْ يَّسْتَاْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ جَاءَ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَاِنْ اُذِنَ لَهُ وَاِلاَّ انْصَرَفَ .

১০৮৮। মহানবী (স)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে বুসর (রা) বলেন, কেউ প্রবেশানুমতি প্রার্থনার অভিপ্রায়ে আগমন করলে সে যেন দরজার মুখামুখি না দাঁড়ায়, বরং একটু ডানে বা বাঁয়ে সরে দাঁড়াবে। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তো ভালো, অন্যথায় সে ফিরে যাবে (দা, আ)।

٥٠٠-بَابُ اِذَا اسْتَاْذَنَ فَقَالَ حَتّٰى اَخْرُجَ اَيْنَ يَقْعُدُ

৫০০–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ অনুমতি চাইলে (ভেতর থেকে) বললো, আমি যতক্ষণ না বের হয়ে আসি। সাক্ষাতপ্রার্থী কোথায় বসবে?

١٠٨٩- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَاْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالُوْا لِىْ مَكَانَكَ حَتّٰى يَخْرُجَ اِلَيْكَ فَقَعَدْتُ قَرِيْبًا مِّنْ بَابِهِ قَالَ فَخَرَجَ اِلَىَّ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمِنَ الْبَوْلِ هٰذَا قَالَ مِنَ الْبَوْلِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ .

১০৮৯। আবদুর রহমান ইবনে মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এসে তার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। লোকজন আমাকে বললো, তিনি বের হয়ে না আসা পর্যন্ত স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। আমি তার ঘরের দরজার কাছাকাছি বসে থাকলাম। রাবী বলেন, তিনি আমার নিকট বের হয়ে এসে পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি উযু করলেন, অতঃপর তার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! পেশাবের পর এই উযু? তিনি বলেন, পেশাব ইত্যাদির পর এই উযু (করা ভালো)।

٥٠١-بَابُ قَرْعِ الْبَابِ

৫০১–অনুচ্ছেদ ঃ দরজা খটখট করা।

١٠٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبْوَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقْرَعُ بِالْاَظَافِيْرِ .

১০৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর দরজাসমূহ (অনুমতি চেয়ে) নখ দ্বারা খটখট করা হতো (আবু নাঈমের তারীখ ইসবাহান)।

٥٠٢-بَابُ اِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَسْتَاْذِنْ

৫০২–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ অনুমতি না নিয়েই প্রবেশ করলে।

١٠٩١- عَنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ بَعَثَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفَتْحِ بِلَبَنٍ وَجَدَايَةَ وَضَغَابِيْسٍ قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ يَعْنِي الْبَقْلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِاَعْلَى الْوَادِيْ وَلَمْ اُسَلِّمْ وَلَمْ اَسْتَاْذِنْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ صَفْوَانُ .

১০৯১। কালদা ইবনে হাম্বল (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের পর নবী (স) মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থান করছিলেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রা) আমাকে দুধ, ছাগলের বাচ্চা ও তরকারীসহ তাঁর নিকট পাঠান। আমি (তথায় পৌঁছে) সালামও দেইনি, অনুমতিও প্রার্থনা করিনি। নবী (স) বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং বলো, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? এটা সাফওয়ান (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা (দা, তি)।

١٠٩٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَدْخَلَ الْبَصَرَ فَلاَ اِذْنَ لَهُ .

১০৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কারো দৃষ্টি (ভেতরে) চলে গেলে তার জন্য অনুমতি নাই (দা, তি, আ)।

٥٠٣-بَابُ اِذَا قَالَ اَدْخُلُ وَلَمْ يُسَلِّمْ

৫০৩–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ সালাম না দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলে।

١٠٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِذَا قَالَ اَاَدْخُلُ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقُلْ لاَ حَتّٰى تَاْتِىْ بِالْمِفْتَاحِ قُلْتُ السَّلاَمُ قَالَ نَعَمْ .

১০৯৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কেউ সালাম না দিয়ে যদি বলে, "প্রবেশ করতে পারি কি", তবে তুমি বলো, "না, যতক্ষণ না তুমি চাবি নিয়ে আসো"। আমি বললাম, সালাম? তিনি বলেন, হাঁ।

١٠٩٤- عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَاَلِجُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْجَارِيَةِ اُخْرُجِىْ فَقُوْلِىْ لَهُ قُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ فَاِنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ الْاِسْتِئْذَانَ قَالَ فَسَمِعْتُهَا قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ اِلَىَّ الْجَارِيَةُ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ فَقَالَ وَعَلَيْكَ اُدْخُلْ قَالَ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ بِاَىِّ شَيْءٍ جِئْتَ فَقَالَ لَمْ اٰتِكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ اَتَيْتُكُمْ لِتَعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَتَدَعُوْا عِبَادَةَ اللاَّتِ وَالْعُزّٰى وَتُصَلُّوْا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَتَصُوْمُوْا فِى السَّنَةِ شَهْرًا وَتَحُجُّوْا هٰذَا الْبَيْتَ وَتَاْخُذُوْا مِنْ مَالِ اَغْنِيَائِكُمْ فَتَرُدُّوْهَا عَلٰى فُقَرَائِكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ مِنَ الْعِلْمِ شَىْءٌ لاَ تَعْلَمُهُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ خَيْرًا وَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ اللّٰهُ اَلْخَمْسُ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ .

১০৯৪। রিবঈ ইবনে হিরাশ (র) বলেন, আমের গোত্রের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, যিনি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? নবী (স) বাঁদীকে বলেন ঃ তুমি বাইরে গিয়ে তাকে বলো, "তুমি বলো, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি"? কারণ সে সুন্দরভাবে প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করতে পারেনি। রাবী বলেন, বাঁদী বের হয়ে আসার পূর্বেই আমি ঐকথা শুনে ফেললাম এবং বললাম, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তোমাকেও (সালাম), প্রবেশ করো। রাবী বলেন, আমি প্রবেশ করে বললাম, আপনি কি জিনিস নিয়ে এসেছেন? তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের নিকট কল্যাণকর জিনিস নিয়েই এসেছি। আমি তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছি তা হলো, তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে যাঁর কোন শরীক নাই এবং লাত ও উয্‌যার ইবাদত ত্যাগ করবে, প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, বছরে এক মাস রোযা রাখবে এবং এই ঘরের হজ্জ করবে। তোমরা তোমাদের ধনীদের মাল থেকে (যাকাত) গ্রহণ করে তা তোমাদের মধ্যকার দরিদ্রজনদের মধ্যে বিতরণ করবে। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, এমন কিছু জ্ঞানও আছে কি যা আপনি জ্ঞাত নন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ সব কিছু জানেন। তবে এমন পাঁচটি জ্ঞান আছে যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই আছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে

যা আছে তা তিনিই জানেন। কেউই জানে না যে, সে আগামী কাল কি উপার্জন করবে। কেউ জানে না যে, সে কোন স্থানে মারা যাবে" (সূরা লোকমান ঃ ৩৪) (দা,আ, শা, সুন্নী)।

٥٠٤-بَابُ كَيْفَ الْاِسْتِئْذَانُ

৫০৪–অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি।

١٠٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَيَدْخُلُ عُمَرُ .

১০৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) নবী (স)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন, আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম, উমার কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে?

٥٠٥-بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ اَنَا

৫০৫–অনুচ্ছেদ ঃ একজন বললো, কে? অপরজন বললো, আমি।

١٠٩٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِىْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ اَنَا قَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهُ كَرِهَهُ .

১০৯৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার পিতার রেখে যাওয়া কিছু ঋণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমি নবী (স)-এর নিকট এলাম। আমি দরজায় করাঘাত করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বলেন ঃ আমি, আমি। তিনি যেন জবাবটি অপছন্দ করলেন (বু, মু)।

١٠٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ وَاَبُوْ مُوْسٰى يَقْرَأُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا بُرَيْدَةُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ قَدْ اُعْطِىَ هٰذَا مِزْمَارًا مِّنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ .

১০৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মসজিদের উদ্দেশে বের হলেন। তখন আবু মূসা (রা) কুরআন পড়ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? আমি বললাম, আমি বুরায়দা, আপনার জন্য উৎসর্গপ্রাণ। তিনি বলেন ঃ তাকে দাঊদ (আ) পরিবারের সুমধুর কণ্ঠস্বর থেকে একটি কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে (মু, হা)।

٥٠٦-بَابُ اِذَا اسْتَاْذَنَ فَقَالَ اُدْخُلْ بِسَلاَمٍ

৫০৬-অনুচ্ছেদঃ কেউ অনুমতি চাইলো এবং অপরজন বললো, নিরাপদে প্রবেশ করুন।

١٠٩٨- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَاسْتَاْذَنَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ فَقِيْلَ اُدْخُلْ بِسَلاَمٍ فَاَبٰى اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهِمْ .

১০৯৮। আবদুর রহমান ইবনে জুদআন (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি এক পরিবারের নিকট প্রবেশানুমতি চাইলেন। বলা হলো, নিরাপদে প্রবেশ করুন। কিন্তু তিনি তাদের ঘরে প্রবেশে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

٥٠٧-بَابُ النَّظْرِ فِى الدُّوْرِ

৫০৭–অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা।

١٠٩٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلاَ اذْنٌ .

১০৯৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কারো দৃষ্টি ভেতরে চলে গেলে তার জন্য অনুমতি নাই (দা, তি, আ)।

١١٠٠- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيْرٍ قَالَ اسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى حُذَيْفَةَ فَاطَّلَعَ وَقَالَ اَدْخُلُ قَالَ حُذَيْفَةُ اَمَا عَيْنُكَ فَقَدْ دَخَلَتْ وَاَمَّا اسْتُكَ فَلَمْ تَدْخُلْ وَقَالَ رَجُلٌ اَسْتَاْذِنُ عَلٰى اُمِّىْ قَالَ انْ لَمْ تَسْتَاْذِنْ رَاَيْتَ مَا يَسُوْؤُكَ .

১১০০। মুসলিম ইবনে নাযীর (র) বলেন, এক ব্যক্তি হুযায়ফা (রা)-র নিকট প্রবেশানুমতি চেয়ে ভেতর বাড়িতে উঁকি মারলো এবং বললো, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? হুযায়ফা (রা) বলেন, তোমার চোখ তো প্রবেশ করেছে, বাকি আছে তোমার (দেহের) নিম্নাংশ। অতএব তুমি প্রবেশ করো না। এক ব্যক্তি বললো, আমাকে কি আমার মায়ের অনুমতি নিতে হবে? হুযায়ফা (রা) বলেন, তুমি যদি অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করো তবে হয়তো অবাঞ্ছিত কিছু দেখবে।

١١٠١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتٰى بَيْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَ الْبَابِ فَاَخَذَ سَهْمًا اَوْ عُوْدًا مُحَدَّدًا فَتَوَخَّى الْاَعْرَابِىَّ لِيَفْقَاَ عَيْنَ الْاَعْرَابِىِّ فَذَهَبَ فَقَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَاْتُ عَيْنَكَ .

১১০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাড়িতে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলো। তিনি একটি তীর বা সুচালো কাঠ তুলে নিলেন এবং বেদুইনের চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য তা তার দিকে তাক করলেন। অতএব সে চলে গেলো। তিনি বলেন ঃ তুমি যদি স্থির থাকতে তবে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম (না, তাহা)।

١١٠٢- عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ التُّجِيْبِىِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ مَلَاَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ اَنْ يُّؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ .

১১০২। আম্মার ইবনে সাদ আত-তুজীবী (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তার চক্ষুদ্বয় ঘরের কামরায় প্রবেশ করালে সে পাপাচারে লিপ্ত হলো।

١١٠٣- عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمٍ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى جَوْفِ بَيْتٍ حَتّٰى يَسْتَاْذِنَ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ حَتّٰى يَنْصَرِفَ وَلاَ يُصَلِّىْ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ .

১১০৩। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরের অভ্যন্তরে তাকানো হালাল নয়। তাই করলে সে যেন ঘরে প্রবেশ করলো । যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে, তার জন্য তাদেরকে বাদ দিয়ে বিশেষভাবে শুধু নিজের জন্য দোয়া করে শেষ করা সমীচীন নয়। কোন ব্যক্তির জন্য প্রাকৃতিক প্রয়োজন চেপে রেখে এবং তা থেকে মুক্ত না হয়ে নামায পড়া হালাল নয় (দা, তি, আ)।

٥٠٨-بَابُ فَضْلِ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ

৫০৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তার ফযীলাত।

١١٠٤- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ اِنْ عَاشَ كُفِىَ وَاِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ .

১১০৪। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রত্যেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র যিম্মায় থাকে। সে বেঁচে থাকলে আল্লাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ট এবং মারা গেলে বেহেশতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি নিজের ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তার জন্য মহামহিম আল্লাহ যামিন হন। যে ব্যক্তি মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলো তার জন্যও আল্লাহ যামিন হন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) রওয়ানা হলো তার জন্যও আল্লাহ যামিন হন (দা, হা, হি)।

١١٠٥- اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً قَالَ مَا رَاَيْتُهُ اِلاَّ تَوْجِيْهَ قَوْلِهِ [وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا] .

১১০৫। আবু যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তুমি তোমার ঘরে প্রবেশকালে তোমার পরিজনদের সালাম দিও। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণ কামনার দোয়া, যা খুবই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। রাবী বলেন, আমার মতে এটা আল্লাহ্‌র বাণীর ব্যাখ্যা ঃ "আর যখন তোমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয় তখন তোমরা তদপেক্ষা উত্তম বাক্যে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করো অথবা অন্তত তদনুরূপ উত্তর দাও" (সূরা নিসা ঃ ৮৬)।

٥٠٩-بَابُ اِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ الْبَيْتَ يَبِيْتُ فِيْهِ الشَّيْطَانُ

৫০৯–অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে প্রবেশকালে কেউ আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করলে সেই ঘরে শয়তান রাত যাপন করে।

١١٠٦- عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَاِنْ لَّمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ .

১১০৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ কোন লোক তার ঘরে প্রবেশকালে এবং তার আহার গ্রহণকালে মহামহিম আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে, শয়তান (তার সাঙ্গপাঙ্গকে) বলে, তোমরা রাত যাপনের স্থান ও রাতের আহার থেকে বঞ্চিত হলে। সে তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত কাটানোর জায়গা পেয়ে গেলে। সে তার আহার গ্রহণকালে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাত কাটানোর জায়গা এবং রাতের আহার উভয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলো (মু, হা, হি, আন)।

٥١٠-بَابُ مَا لاَ يُسْتَاْذَنُ فِيْهِ

৫১০–অনুচ্ছেদ ঃ যেখানে প্রবেশানুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নাই।

١١٠٧- حَدَّثَنَا اَعْيَنُ الْخَوَارِزْمِىُّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ قَاعِدٌ فِىْ دَهْلِيْزِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبِىْ وَقَالَ اَدْخُلُ فَقَالَ اَنَسٌ اُدْخُلْ هٰذَا مَكَانٌ لاَ يَسْتَاْذِنُ فِيْهِ اُحَدٌ فَقَرَّبَ اِلَيْنَا طَعَامًا فَاَكَلْنَا فَجَاءَ بِعُسٍّ نَبِيْذٍ حَلْوٍ فَشَرِبَ وَسَقَانَا .

১১০৭। আইয়ান আল-খাওয়ারিযমী (র) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি নিঃসঙ্গভাবে তার দহলিজে বসা ছিলেন। আমার সঙ্গী তাকে সালাম দিয়ে বলেন, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? আনাস (রা) বলেন, প্রবেশ করো। এটা এমন জায়গা যেখানে কারো প্রবেশানুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করা হলে আমরা তা আহার করলাম। পরিবেশক মিষ্টি নবীযের (খেজুরের শরবত) বিরাট পাত্র নিয়ে এলো। তিনি তা পান করলেন এবং আমাদেরও পান করালেন।

٥١١-بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ فِىْ حَوَانِيْتِ السُّوْقِ

৫১১–অনুচ্ছেদ ঃ বাজারের বিপণী বিতানে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা।

١١٠٨- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْتَاْذِنُ عَلٰى بُيُوْتِ السُّوْقِ .

১১০৮। মুজাহিদ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বিপণী বিতানে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইতেন না।

١١٠٩- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِيْ ظُلَّةِ الْبَزَّازِ .

১১০৯। আতা (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বস্ত্র ব্যবসায়ীদের শামিয়ানায় প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইতেন।

٥١٢-بَابُ كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى الْفُرْسِ

৫১২–অনুচ্ছেদ ঃ পারস্যবাসীদের নিকট কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করবে?

١١١٠- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلٰى اُمِّ مِسْكِيْنِ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اَرْسَلَتْنِىْ مَوْلاَتِىْ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَجَاءَ مَعِىْ فَلَمَّا قَامَ بِالْبَابِ قَالَ اَنْدَرَايِيْمْ قَالَتْ اَنْدَرُوْنَ فَقَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنَّهُ يَاْتِيْنِى الزَّوْرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاَتَحَدَّثُ قَالَ تَحَدَّثِىْ مَا لَمْ تُوْتِرِىْ فَاِذَا اُوْتِرْتِ فَلاَ حَدِيْثَ بَعْدَ الْوِتْرِ .

১১১০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র পুত্র আসেম (র)-এর নাতনি উম্মু মিসকীন বিনতে উমার (র)-এর মুক্তদাস আবু আবদুল মালেক (র) বলেন, আমার মনিব আমাকে আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট পাঠান। তিনি আমার সাথেই চলে আসেন। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, ভেতরে প্রবেশ করতে পারি কি? উম্মু মিসকীন (র) বলেন, প্রবেশ করুন। তিনি বলেন, হে আবু হুরায়রা! সে রাতের আহারশেষে আমার নিকট কাঁচাপাকা কথা নিয়ে আসে, আমি কি তার সাথে (তখন) কথাবার্তা বলতে পারি? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বেতেরের নামায না পড়া পর্যন্ত কথাবার্তা বলতে পারো। কিন্তু তুমি বেতের পড়ার পর আর কথাবার্তা বলো না।

٥١٣-بَابُ اِذَا كَتَبَ الذِّمِّىُّ فَسَلَّمَ يُرَدُّ عَلَيْهِ

৫১৩–অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী পত্র মারফত সালাম দিলে তার উত্তর দিতে হবে।

١١١١- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ كَتَبَ اَبُوْ مُوْسٰى اِلٰى رَهْبَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِىْ كِتَابِهِ فَقِيْلَ لَهُ اَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافِرٌ قَالَ اِنَّهُ كَتَبَ اِلَىَّ فَسَلَّمَ عَلَىَّ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ .

১১১১। আবু উসমান আন-নাহ্‌দী (র) বলেন, আবু মূসা (রা) রাহ্‌বানকে চিঠি লিখলেন এবং তাকে সালাম জানালেন। তাকে বলা হলো, সে তো কাফের, তাকে আপনি সালাম দিলেন? তিনি বলেন, সে আমাকে চিঠি লিখেছে এবং আমাকে সালাম দিয়েছে। আমি এর জবাব দিয়েছি।

٥١٤-بَابُ لاَ يُبْدَاُ اَهْلُ الذِّمَّةِ بِالسَّلاَمِ

৫১৪–অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীকে প্রথমে সালাম দিবে না।

١١١٢- عَنْ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ رَاكِبٌ غَدًا اِلٰى يَهُوْدَ فَلاَ تَبْدَاُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ فَاِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ .

১১১২। আবু বাসরা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি আগামী কাল সকালে ইহূদীদের এলাকায় যাচ্ছি। অতএব তোমরা তাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না। তারা তোমাদের সালাম দিলে তোমরা বলবে, তোমাদের প্রতিও (না, ই, আ, তাহা)।

١١١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَهْلُ الْكِتَابِ لاَ تَبْدَاُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ وَاضْطَرُّوْهُمْ اِلَى اَضْيَقِ الطَّرِيْقِ .

১১১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়কে তোমরা আগে সালাম দিবে না। তোমরা তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ দিকে পথ চলতে বাধ্য করো (মু, তি, দা, আন, তহা, হি)।

٥١٥-بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّىِّ اِشَارَةً

৫১৫–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইংগিতে যিম্মীকে সালাম দেয়।

١١١٤- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اِنَّمَا سَلَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَى الدَّهَاقِيْنَ اِشَارَةً .

১১১৪। আলকামা (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) গ্রামবাসী কৃষকদেরকে ইশারায় সালাম দেন।

١١١٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ يَهُوْدِىٌّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ اَصْحَابُهُ السَّلاَمَ فَقَالَ قَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَاُخِذَ الْيَهُوْدِىُّ فَاعْتَرَفَ قَالَ رُدُّوْا عَلَيْهِ مَا قَالَ .

১১১৫। আনাস (রা) বলেন, এক ইহূদী নবী (স)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলে, আসসামু আলাইকুম (তোদের মরণ হোক)। তাঁর সাহাবীগণ সালামের উত্তর দিলে তিনি বলেন ঃ সে তো বলেছে, তোদের মরণ হোক। ইহূদীকে গ্রেপ্তার করা হলে সে স্বীকারোক্তি করে। তিনি বলেন ঃ সে যেভাবে বলেছে তোমরা তদনুরূপ উত্তর দাও (মু, দা, না, আন)।

٥١٦-بَابُ كَيْفَ الرَّدُّ عَلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ

৫১৬–অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের সালামের উত্তর কিভাবে দিবে?

١١١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحَدُهُمْ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكَ .

১১১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ইহূদী সম্প্রদায়ের কেউ তোমাদের কখনো সালাম দিলে অবশ্যই সে বলে, তোর মরণ হোক। অতএব তোমরাও বলো, তোরই মরণ হোক (বু, মু, দা, না)।

١١١٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُدُّوا السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا اَوْ مَجُوْسِيًّا ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا .

১১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা ইহূদী, খৃষ্টান বা অগ্নিউপাসকদের সালামের উত্তর দিও। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের যখন অভিবাদন বাক্যে স্বাগত জানানো হয় তখন তোমরাও তদপেক্ষা উত্তম বাক্যে স্বাগত জানাও অথবা (অন্তত) তাই প্রত্যর্পণ করো" (সূরা নিসা ঃ ৮৬)।

٥١٧-بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلٰى مَجْلِسٍ فِيْهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ

৫১৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান ও মুশরিকদের সম্মিলিত সভায় সালাম দেয়া।

١١١٨- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى اِكَافٍ عَلٰى قَطِيْفَةٍ فَدَكِيَةٍ وَاَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ ابْنِ سَلُوْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ عَدُوُّ اللّٰهِ فَاِذَا فِى الْمَجْلِسِ اَخْلاَطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةُ الْاَوْثَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

১১১৮। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) জিনপোষের উপর ফাদাকের তৈরী চাদর বিছানো গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে তার পেছনে বসিয়ে অসুস্থ সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে গেলেন। তিনি এক জনসমাবেশের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও উপস্থিত ছিল। এটা আল্লাহ্‌র এই দুশমনের ইসলাম গ্রহণের আগেকার ঘটনা। উক্ত জনসভায় মুসলমান, মুশরিক ও মূর্তিপূজক সকলেই উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের সালাম দেন (বু, মু, তি)।

٥١٨-بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ اِلٰى اَهْلِ الْكِتَابِ

৫১৮-অনুচ্ছেদ ঃ আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়কে কিভাবে চিঠিপত্র লিখবে?

١١١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَرْسَلَ اِلَيْهِ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّوْمِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى فَدَفَعَهُ اِلٰى هِرَقْلَ فَقَرَاَهُ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلاَمِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمُ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِلٰى قَوْلِهِ اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

১১১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রোমের বাদশা হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নিকট লোক পাঠান। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চিঠি নিয়ে ডাকেন

যা নিয়ে তিনি দিহ্য়া আল-কালবী (রা)-কে বুসরার শাসকের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি চিঠিখানি হিরাকলের নিকট অর্পণ করেন। তিনি তা পাঠ করেন। তাতে ছিল ঃ "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের শাসক হিরাকলকে। যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর, আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদ থাকুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। যদি আপনি পশ্চাতে ফিরে যান তাহলে প্রজাদের সমস্ত পাপের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে"। "হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আসো যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সামান। ....তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান" (সূরা আল ইমরান ঃ ৬৪) (বু, মু, দা)।

٥١٩-بَابُ اِذَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ

৫১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আহ্লে কিতাব সম্প্রদায় "তোমাদের মরণ হোক" বললে।

١١٢٠- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ سَلَّمَ نَاسٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ (وَغَضِبَتْ) اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ بَلٰى قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُجَابُوْنَ فِيْنَا .

১১২০। জাবের (রা) বলেন, ইহূদীদের একদল লোক নবী (স)-কে সালাম দিতে গিয়ে বলে, তোমার মরণ হোক। তিনি বলেন ঃ তোমাদেরও। আয়েশা (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, আপনি কি শুনতে পাননি, তারা কি বলেছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, অবশ্যই। আমি তাদের বাক্য তাদের ফেরত দিয়েছি। তাদের বিরুদ্ধে আমার দোয়া কবুল করা হবে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তাদের দোয়া কবুল হবে না (মু)।

٥٢٠-بَابُ يُضْطَرُّ اَهْلُ الْكِتَابِ فِى الطَّرِيْقِ اِلٰى اَضْيَقِهَا

৫২০-অনুচ্ছেদ ঃ আহ্লে কিতাবদের রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা।

١١٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ فِى الطَّرِيْقِ فَلاَ تَبْدَاُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ وَاضْطَرُّوْهُمْ اِلٰى اَضْيَقِهَا .

১১২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ চলার পথে মুশরিকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হলে তোমরা আগে তাদেরকে সালাম দিবে না এবং তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য করো (মু, তি, দা, তহা, আন, হি)।

٥٢١-بَابُ كَيْفَ يَدْعُوْ لِلذِّمِّىِّ

৫২১-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীর জন্য কিভাবে দোয়া করবে?

١١٢٢- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ مُسْلِمٍ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ اِنَّهُ نَصْرَانِىٌّ فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ

حَتّٰى اَدْرَكَهُ فَقَالَ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لٰكِنْ اَطَالَ اللّٰهُ حَيَاتَكَ وَاَكْثَرَ مَالَكَ وَوَلَدَكَ .

১১২২। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুসলমানদের বেশভূষাধারী এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে সে তাকে সালাম দিলো এবং তিনিও উত্তরে বলেন, তোমার প্রতিও এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও প্রাচুর্যও। সাথের যুবক তাকে বললো, সে তো খৃস্টান। উকবা (রা) দাঁড়ালেন, অতঃপর লোকটির পিছে পিছে অগ্রসর হয়ে তাকে পেয়ে গেলেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমাত ও তাঁর প্রাচুর্য মুমিনদের উপর বর্ষিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন এবং তোমার ধন-সম্পত্তি ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিন।

١١٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ قَالَ لِىْ فِرْعَوْنُ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ قُلْتُ وَفِيْكَ وَفِرْعَوْنُ قَدْ مَاتَ .

১১২৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ফিরাউনও যদি আমাকে বলতো, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তবে আমিও বলতাম, তোমাকেও, যদিও ফেরাউন ধ্বংস হয়েছে।

١١٢٤- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجَاءً اَنْ يَّقُوْلَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَكَانَ يَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

১১২৪। আবু মূসা (রা) বলেন, ইহূদীরা নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিয়ে আশা করতো যে, তিনি তাদের (হাঁচির জবাবে) বলবেন, 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হোন'। কিন্তু তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন (দা, তি, আ, হা, তহা)।

٥٢٢-بَابُ اِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّصْرَانِىِّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ

৫২২-অনুচ্ছেদ ঃ অজান্তে কোন খৃস্টানকে সালাম দিলে।

١١٢٥- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَصْرَانِىٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَاُخْبِرَ اَنَّهُ نَصْرَانِىٌّ فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ فَقَالَ رُدَّ عَلَىَّ سَلَامِىْ .

১১২৫। আবদুর রহমান (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) এক খৃস্টান ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে তাকে সালাম দেন। সেও তার সালামের জবাব দেয়। পরে তাকে অবহিত করা হলো যে, সে খৃস্টান। তিনি তা জানতে পেরে ফিরে গিয়ে বলেন, আমার সালাম ফেরত দাও।

٥٢٣-بَابُ اِذَا قَالَ فُلَانٌ يَقْرَئُكَ السَّلَامَ

৫২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে।

١١٢٦- عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১১২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে বলেন, জিবরীল (আ) তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাকেও সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমাত (বু, মু)।

٥٢٤-بَابُ جَوَابِ الْكِتَابِ

৫২৪–অনুচ্ছেদ ঃ চিঠিপত্রের উত্তর দেয়া।

١١٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنِّيْ لَاَرٰى لِجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدِّ السَّلَامِ .

১১২৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার মতে চিঠিপত্রের উত্তর দেয়া সালামের উত্তর দেয়ার মতই বাধ্যকর (শা, বা, সা)।

٥٢٥-بَابُ الْكِتَابَةِ اِلَى النِّسَاءِ وَجَوَابِهِنَّ

৫২৫–অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের নিকট চিঠিপত্র লেখা এবং তাদের জবাবী পত্র।

١١٢٨- حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَاَنَا فِيْ حِجْرِهَا وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهَا مِنْ كُلِّ مِصْرٍ فَكَانَ الشُّيُوْخُ يَنْتَابُوْنِيْ لِمَكَانِيْ مِنْهَا وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَاَخَّوْنِيْ فَيَهْدُوْنَ اِلَيَّ وَيَكْتُبُوْنَ اِلَيَّ مِنَ الْاَمْصَارِ فَاَقُوْلُ لِعَائِشَةَ يَا خَالَةُ هٰذَا كِتَابُ فُلَانٍ وَهَدِيَّتُهُ فَتَقُوْلُ لِيْ عَائِشَةُ اَيْ بُنَيَّةَ فَاَجِيْبِيْهِ وَاَثِيْبِيْهِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ اَعْطَيْتُكِ فَقَالَتْ فَتُعْطِيْنِيْ .

১১২৮। আয়েশা বিনতে তালহা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র তত্ত্বাবধানাধীন থাকাকালে বিভিন্ন শহর থেকে লোকজন তার কাছে আসতো। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কারণে প্রবীণগণ আমাকে কন্যা বলে সম্বোধন করতো এবং যুবকরা আমাকে বোন বলতো। তারা আমাকে উপহারাদিও দিতো এবং বিভিন্ন শহর থেকে আমাকে চিঠিপত্রও লিখতো। আমি আয়েশা (রা)-কে বলতাম, হে খালা! এটা অমুকের চিঠি এবং তার উপহার। আয়েশা (রা) আমাকে বলতেন, হে বেটি! তার চিঠির উত্তর দাও এবং তাকেও উপহারাদি পাঠাও। তোমার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকলে আমি তোমাকে দিবো। আয়েশা (র) বলেন, অতএব আয়েশা (রা) আমাকে সেই ব্যবস্থা করে দিতেন।

٥٢٦-بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ صَدْرُ الْكِتَابِ

৫২৬–অনুচ্ছেদ ঃ চিঠিপত্রের শিরোনাম কিভাবে লিখতে হবে।

١١٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ اِلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ فَكَتَبَ اِلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ .

১১২৯। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নিকট বায়আত হওয়ার জন্য তাকে পত্র লিখেন। তিনি তাকে লিখেন, "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেককে। আপনাকে সালাম। আমি আপনার নিকট আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি যথাসাধ্য আপনার (নির্দেশ) শোনা ও মানার স্বীকারোক্তি করছি—আল্লাহ্‌র বিধান ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক (বু, মা)।

٥٢٧-بَابُ اَمَّا بَعْدُ

৫২৭-অনুচ্ছেদ ঃ অতঃপর।

١١٣٠-عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ قَالَ اَرْسَلَنِيْ اَبِيْ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَاَيْتُهُ يَكْتُبُ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَمَّا. بَعْدُ .

১১৩০। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, "আমার পিতা আমাকে (আমার দাদা) ইবনে উমার (রা)-র নিকট পাঠান। আমি তাকে লিখতে দেখলাম, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। অতঃপর.... (বু, মা)।

١١٣١- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ ﷺ كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ اَمَّا بَعْدُ .

১৯৩১। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) বলেন, আমি নবী (স)-এর কতগুলো চিঠি দেখলাম। যেখানেই কোন বক্তব্য শেষ হয়েছে সেখানে তিনি বলেছেন ঃ অতঃপর।

٥٢٨-بَابُ صَدْرِ الرَّسَائِلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৫২৮-অনুচ্ছেদ ঃ চিঠিপত্রের শিরোনামে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

١١٣٢- عَنْ كُبَرَاءِ اٰلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ بِهٰذِهِ الرِّسَالَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ اللّٰهِ مُعَاوِيَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَاِنِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَمَّا بَعْدُ .

১১৩২। যায়েদ (রা)-র পরিবারের প্রবীণদের সূত্রে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) নিম্নোক্ত চিঠি লিখেন ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। যায়েদ ইবনে সাবিতের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন আল্লাহ্‌র বান্দা মুআবিয়াকে। আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমাত। আমি আপনার সমীপে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। অতঃপর..... (বা)।

١١٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ عَنْ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ تِلْكَ صُدُوْرُ الرَّسَائِلِ .

১১৩৩। আবু মাসঊদ আল-জুরায়রী (র) বলেন, এক ব্যক্তি হাসান বসরী (র)-এর নিকট বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তা চিঠিপত্রের শিরোনাম।

٥٢٩-بَابُ بِمَنْ يَبْدَأُ فِى الْكِتَابِ

৫২৯-অনুচ্ছেদ ঃ চিঠির সূচনায় যা লিখবে।

١١٣٤- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَتْ لاِبْنِ عُمَرَ حَاجَةٌ الِى مُعَاوِيَةَ فَارَادَ اَنْ يَّكْتُبَ الَيْهِ فَقَالُواْ ابْدَاْ بِهِ فَلَمْ يَزَالُواْ بِهِ حَتّٰى كَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الِىٰ مُعَاوِيَةَ .

১১৩৪। নাফে (র) বলেন, মুআবিয়া (রা)-র নিকট ইবনে উমার (রা)-র একটি প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি তাকে চিঠি লিখতে মনস্থ করলেন। লোকজন বললো, শুরুতে তার নাম লিখুন এবং তারা একথাই বলতে থাকলো। তিনি লিখেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, মুআবিয়াকে।

١١٣٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَتَبْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اُكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَمَّا بَعْدُ الِىٰ فُلاَنٍ .

১১৩৫। আনাস ইবনে সীরীন (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র চিঠি লিখে দিতাম। তিনি বলেন, তুমি লিখো ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, অতঃপর অমুককে।

١١٣٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَىِ ابْنِ عُمَرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِفُلاَنٍ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ هُوَ لَهُ .

১১৩৬। আনাস ইবনে সীরীন (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-র সামনে চিঠি লিখলো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, অমুককে। ইবনে উমার (রা) তাকে এভাবে লিখতে নিষেধ করেন এবং বলেন, বলো, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, এটি তাকে লিখিত।

١١٣٧- عَنْ كُبَرَاءِ اٰلِ زَيْدٍ اَنَّ زَيْدًا كَتَبَ بِهٰذِهِ الرِّسَالَةِ لِعَبْدِ اللّٰهِ مُعَاوِيَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَانِّىْ اَحْمَدُ الَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ الٰهَ الاَّ هُوَ اَمَّا بَعْدُ .

১১৩৭। যায়েদ (রা)-র পরিবারের প্রবীণদের থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এই চিঠি লিখেন ঃ যায়েদ ইবনে সাবিতের তরফ থেকে আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়াকে। আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমাত কামনা করি। আমি আপনার সমীপে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, অতঃপর (বা)।

١١٣٨-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعَهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَكَتَبَ الَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ فُلاَنٍ الِىٰ فُلاَنٍ .

১১৩৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ নবী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি..... অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার প্রতিপক্ষ তাকে লিখলো, অমুকের তরফ থেকে অমুককে (বুখারীতে কিতাবুল কাফালার প্রথম অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীন হাদীসটি সবিস্তারে উক্ত হয়েছে)।

٥٣٠-بَابُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ

৫৩০–অনুচ্ছেদ ঃ আপনার রাত কেমন কাটলো?

١١٣٩- عَنْ مُحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ لَمَّا أُصِيْبَ أَكْحِلَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَثْقِلَ حَوَّلُوْهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَفِيْدَةُ وَكَانَتْ تَدَاوِىَ الْجَرْحٰى فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا مَرَّ بِهِ يَقُوْلُ كَيْفَ اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَصْبَحَ كَيْفَ اَصْبَحْتَ فَيُخْبِرُهُ .

১১৩৯। মাহমূদ ইবনে লাবীদ (র) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন সাদ (রা)-র চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে রাফীদা নাম্নী এক মহিলার নিকট পৌঁছে দেয়া হলো। তিনি আহতের চিকিৎসা করতেন। নবী (স) সকাল-সন্ধ্যায় সাদ (রা)-র নিকট দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করতেন ঃ তোমার দিন কেমন কাটলো, তোমার রাত কেমন কাটলো? তিনি তাঁকে (নিজ অবস্থা) অবহিত করতেন (বুখারীর তারীখ)।

١١٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ وَجَعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا قَالَ فَاَخَذَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِيَدِهِ فَقَالَ اَرَاَيْتَكَ فَاَنْتَ وَاللّٰهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَوْفَ يَتَوَفّٰى فِىْ مَرَضِهِ هٰذَا اِنِّىْ اَعْرِفُ وُجُوْهَ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَاذْهَبْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْنَسْاَ لْهُ فِيْمَنْ هٰذَا الْاَمْرُ فَاِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ فِىْ غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَاَوْصٰى بِنَا فَقَالَ عَلِىٌّ اِنَّا وَاللّٰهِ اِنْ سَاَلْنَاهُ فَمَنَعَنَاهَا لاَ يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ اَبَدًا وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ اَسْاَلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا .

১১৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় আলী (রা) তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে আসলে লোকজন জিজ্ঞেস করে, হে আবুল হাসান! রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাত কেমন কাটলো? তিনি বলেন, আলহামদু লিল্লাহ! তিনি সুস্থ অবস্থায় রাত কাটিয়েছেন। রাবী বলেন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করেন, আমি তো দেখছি তুমি তিন দিন পর লাঠির দাস হবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো দেখছি তিনি তাঁর এই রোগেই মৃত্যুবরণ করবেন। মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকের চেহারা কেমন হয়ে যায় তা আমি জানি। অতএব চলো, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাই এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি তাঁর পরে কে তাঁর

স্থলাভিষিক্ত হবে? যদি তা আমাদের মধ্যে থাকে তবে তো আমরা তা জেনে গেলাম। আর যদি তা আমাদের বহির্ভূত লোকদের মধ্যে চলে যায় তবে আমরা তাঁর সাথে কথা বলবো, (যাতে) তিনি আমাদের সম্পর্কে ওসিয়াত করে যান। আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি এবং তিনি আমাদেরকে (ঐ পদে সমাসীন হতে) নিষেধ করেন, তবে তাঁর পরে লোকেরা আর কখনো আমাদেরকে ঐ পদ দিবে না। অতএব আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এই বিষয়ে কখনো রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করবো না (বুখারী ৪০৯৪; আহ্‌মাদ)।

٥٣١-بَابُ مَنْ كَتَبَ اٰخِرَ الْكِتَابِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وكَتَبَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ لِعَشْرٍ بَقِيْنَ مِنَ الشَّهْرِ

৫৩১–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পত্রের সমাপ্তিতে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ লিখে এবং তার সাথে প্রেরকের নাম-ঠিকানা ও পত্র প্রেরণের তারিখও লিখে।

١١٤١- عَنِ ابْنِ اَبِيْ الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُ اَخَذَ هٰذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ ابْنِ زَيْدٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ اٰلِ زَيْدٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ اللّٰهِ مُعَاوِيَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَانِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَانَّكَ تَسْاَلُنِيْ عَنْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ وَالْاِخْوَةِ فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ وَنَسْاَلُ اللّٰهَ الْهُدٰى وَالْحِفْظَ وَالتَّثَبُّتَ فِيْ اَمْرِنَا كُلِّهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ نَضِلَّ اَوْ نَجْهَلَ اَوْ نُكَلِّفَ مَا لَيْسَ لَنَا بِعِلْمٍ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وكَتَبَ وُهَيْبُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ لِثِنْتَيْ عَشَرَةَ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَاَرْبَعِيْنَ .

১১৪১। ইবনে আবুয যিনাদ (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিম্নোক্ত পত্রটি খারিজা ইবনে যায়েদ (র) ও যায়েদ পরিবারের প্রবীণদের নিকট থেকে পেয়েছেন ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। যায়েদ ইবনে সাবিতের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও মুমিনদের নেতা মুআবিয়াকে। আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমাত। আমি আপনার সমীপে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। অতঃপর আপনি আমাকে দাদা বা নানা ও বোনদের ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন (অতঃপর চিঠির বিষয়বস্তু উক্ত হয়েছে)। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট সৎপথ প্রাপ্তি, সুস্থ স্মরণশক্তি ও আমাদের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে বুঝবার তৌফীক কামনা করি। অপরদিকে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, মূর্খতা প্রসূত আচরণ করা থেকে এবং আমাদের জ্ঞান বহির্ভূত দায়িত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হোক এবং তিনি আপনাকে ক্ষমা করুন। উহাইব (র) এই পত্রখানা বিয়াল্লিশ হিজরীর রমযান মাসের বারো দিন অবশিষ্ট থাকতে বৃহস্পতিবার লিপিবদ্ধ করেন (বা)।

٥٣٢-بَابُ كَيْفَ اَنْتَ

৫৩২-অনুচ্ছেদ ঃ আপনি কেমন আছেন?

١١٤٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ السَّلاَمَ ثُمَّ سَاَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ كَيْفَ اَنْتَ فَقَالَ اَحْمَدُ اللّٰهَ اِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا الَّذِىْ اَرَدْتُّ مِنْكَ .

১১৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এক ব্যক্তি সালাম দিলো। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেমন আছো? সে বললো, আমি আপনার সমীপে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। উমার (রা) বলেন, আমি তোমার নিকট এটাই আশা করছিলাম (মা)।

٥٣٣-بَابُ كَيْفَ يُجِيْبُ اِذَا قِيْلَ لَهُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ

৫৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন গেলো? সে কিভাবে এর জবাব দিবে?

١١٤٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ كَيْفَ اَصْبَحْتَ قَالَ بِخَيْرٍ مِّنْ قَوْمٍ لَمْ يَشْهَدُوْا جِنَازَةً وَلَمْ يَعُوْدُوْا مَرِيْضًا .

১১৪৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন কাটলো? তিনি বলেন ঃ ভালোভাবেই কেটেছে, এমন জনগোষ্ঠীর তুলনায় যারা কোন জানাযায় উপস্থিত হয়নি এবং রুগ্ন ব্যক্তিকেও দেখতে যায়নি (ই ৩৭১০)।

١١٤٤- عَنْ مُهَاجِرٍ هُوَ الصَّائِغُ قَالَ كُنْتُ اَجْلِسُ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ضَخَمٌ مِّنَ الْحَضْرَمِيِّيْنَ فَكَانَ اِذَا قِيْلَ لَهُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ قَالَ لاَ نُشْرِكُ بِاللّٰهِ .

১১৪৪। মুহাজির (র) বলেন, আমি নবী (স)-এর হাদারামাওতবাসী এক স্থূলকায় সাহাবীর মজলিসে বসতাম। তাকে যখন বলা হতো, আপনার রাত কেমন কেটেছে, তখন তিনি বলতেন, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করি না।

١١٤٥- حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِىْ اَبُو الطُّفَيْلِ كَمْ اَتٰى عَلَيْكَ قُلْتُ اَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَّثَلاَثِيْنَ قَالَ اَفَلاَ اُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ اِنَّ رَجُلاً مِّنْ مُحَارِبِ خَصْفَةَ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَ بِسِنِّىْ يَوْمَئِذٍ وَاَنَا بِسِنِّكَ الْيَوْمَ اَتَيْنَا حُذَيْفَةَ فِىْ مَسْجِدٍ فَقَعَدْتُّ فِىْ اٰخِرِ الْقَوْمِ فَانْطَلَقَ عَمْرُو حَتّٰى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ كَيْفَ اَصْبَحْتَ اَوْ كَيْفَ اَمْسَيْتَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ اَحْمَدُ اللّٰهَ قَالَ مَا

هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تَاْتِيْنَا عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّىْ يَا عَمْرُو قَالَ اَحَادِيْثُ لَمْ اَسْمَعْهَا قَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَوْ اُحَدِّثُكُمْ بِمَا اَسْمَعُ مَا انْتَظَرْتُمْ بِىْ جَنَحَ هٰذَا اللَّيْلِ وَلٰكِنْ يَا عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ اِذَا رَاَيْتَ قَيْسًا تَوَالَتْ بِالشَّامِ فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ فَوَاللّٰهِ لاَ تَدَعُ قَيْسُ عَبْدًا لِلّٰهِ مُؤْمِنًا اِلاَّ اَخَافَتْهُ اَوْ قَتَلَتْهُ وَاللّٰهِ لَيَاْتِيَنَّ عَلَيْهِمْ زَمَانٌ لاَ يَمْنَعُوْنَ فِيْهِ ذَنَبَ تَلْعَةٍ قَالَ مَا نَصْرُكَ عَلٰى قَوْمِكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ قَالَ ذٰلِكَ اِلَىَّ ثُمَّ قَعَدَ .

১১৪৫। সাইফ ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, আবু তুফাইল (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার বয়স কতো ? আমি বললাম, তেত্রিশ বছর। তিনি বলেন, আমি কি তোমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করবো না, যা আমি হুযায়ফা (রা)-এর নিকট শুনেছি ? আমর ইবনে সুলাই (রা) নামক মুহারিব খাসফার এক ব্যক্তি, যিনি সাহাবী ছিলেন এবং যিনি ছিলেন তখন আমার বয়সী এবং আমি ছিলাম তোমার বয়সী। আমরা এক মসজিদে হুযায়ফা (রা)- নিকট আসলাম। আমি সমাবেশের একেবারে শেষ প্রান্তে বসলাম। আমর (রা) উঠে গিয়ে হুযায়ফা (রা)-র সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আপনার রাত কেমন কেটেছে বা আপনার দিন কেমন কেটেছে? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এসব কি কথা যা আপনার বরাতে আমাদের নিকট পৌঁছে ? হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আমর! আমার বরাতে তোমার নিকট কি পৌঁছেছে ? তিনি বলেন, এমন কতক হাদীস যা আমি কখনো শুনিনি। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি তোমার নিকট সেইসব হাদীস বর্ণনা করি যা আমি শুনি, তাহলে তোমরা এই রাতের কিয়দংশ-ও তুমি আমার সাথে অপেক্ষা করবে না। কিন্তু হে আমর ইবনে সুলাই! যখন তুমি দেখবে যে, কায়েস গোত্র সিরিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করেছে তখন সাবধান, আত্মরক্ষা করো। আল্লাহ্‌র শপথ! কায়েস গোত্র আল্লাহ্‌র কোনও মুমিন বান্দাকে ভীত-সন্ত্রস্ত অথবা হত্যা না করে ক্ষান্ত হবে না। আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের সামনে এমন এক যুগ আসবে যখন তারা যে কোন গুনাহের কাজ না করে ছাড়বে না। আমর (রা) বলেন, আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন, আপনি আপনার জনগোষ্ঠীকে কিভাবে বশীভূত করবেন ? তিনি বলেন, এটা তো আমারও দুশ্চিন্তার বিষয়। আতঃপর তিনি বসে পড়লেন (হা)।

٥٣٤-بَابُ خَيْرِ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا

৫৩৪–অনুচ্ছেদ ঃ প্রশস্ত স্থানে বৈঠক অনুষ্ঠান উত্তম।

١١٤٦- اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اُوْذِنَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ بِجَنَازَةٍ قَالَ فَكَاَنَّهُ تَخَلَّفَ حَتّٰى اَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَلَمَّا رَاٰهُ الْقَوْمُ تَسَرَّعُوْا عَنْهُ وَقَامَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ لِيَجْلِسَ فِىْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ لاَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا ثُمَّ تَنَحّٰى فَجَلَسَ فِىْ مَجْلِسٍ وَّاسِعٍ .

১১৪৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা আল-আনসারী (র) বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে একটি জানাযার খবর দেয়া হলো। তিনি বিলম্ব করলেন। লোকজন এসে নিজ নিজ

জায়গায় বসে গেলো। অতঃপর তিনি এলেন। তারা তাকে আসতে দেখেই তাড়াহুড়া করলো এবং কতক লোক দাঁড়িয়ে গেলো, যাতে তিনি তাদের স্থানে বসেন। তিনি বলেন, না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রশস্ত স্থানের বৈঠক উত্তম। অতঃপর তিনি একটু অগ্রসর হয়ে এক প্রশস্ত স্থানে বসলেন (দা, তি)।

٥٣٥-بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

৫৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হয়ে বসা।

١١٤٧- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مُنْقِذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ جُلُوْسِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَرَاَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ سَجْدَةً بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا اِلاَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ حُبْوَتَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَقَالَ اَلَمْ تَرَ سَجْدَةَ اَصْحَابِكَ اِنَّهُمْ سَجَدُوْا فِيْ غَيْرِ حِيْنِ صَلاَةٍ .

১১৪৭। সুফিয়ান ইবনে মুনকিয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) প্রায়ই কিবলামুখী হয়ে বসতেন। সূর্যোদয়ের পর ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসাইত (র) সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ব্যতীত তিনি এবং উপস্থিত সকলে সিজদা করলেন। তিনি বলেন, তুমি কি তোমার সংগীদের সিজদা লক্ষ্য করোনি? তারা নামায পড়া যায় না এমন সময় সিজদা করেছে।

٥٣٦-بَابُ اِذَا قَامَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مَجْلِسِهِ

৫৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ মজলিস থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে।

١١٤٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ .

১১৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ মজলিস থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় তথায় ফিরে এলে সে তার পূর্বোক্ত স্থানে বসার অধিক হকদার (মু, দা, ই)।

٥٣٧-بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى الطَّرِيْقِ

৫৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তায় বসা।

١١٤٩- عَنْ اَنَسٍ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَاَرْسَلَنِيْ فِيْ حَاجَةٍ وَجَلَسَ فِي الطَّرِيْقِ يَنْتَظِرُنِيْ حَتّٰى رَجَعْتُ اِلَيْهِ قَالَ فَاَبْطَاْتُ عَلٰى اُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ فَقُلْتُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِيَ قُلْتُ اِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ فَاحْفَظْ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট এলেন। আমরা ছিলাম একদল বালক। তিনি আমাদের সালাম দিলেন। তিনি আমাকে তাঁর এক প্রয়োজনে পাঠালেন এবং আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত রাস্তায় বসে আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। এতে উম্মু সুলাইম (রা)-র নিকট আমার (বাড়িতে) ফিরে আসতে বিলম্ব হলো। তিনি বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, নবী (স) তাঁর এক প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, সেটা গোপনীয় বিষয়। তিনি বলেন, তাহলে তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোপনীয় বিষয়ের হেফাজত করো (মু, বু, দা, তি, ই, আ, দার, খু)।

٥٣٨-بَابُ التَّوَسُّعِ فِى الْمَجْلِسِ

৫৩৮–অনুচ্ছেদ ঃ সভা-সমিতিতে বসার জায়গা প্রশস্ত করা।

١١٥٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتُوَسَّعُوْا .

১১৫০। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে। বরং তোমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জায়গা প্রশস্ত করে বসো (বু, মু, দার, আন, হি)।

٥٣٩-بَابُ يَجْلِسُ الرَّجُلُ حَيْثُ انْتَهٰى

৫৩৯–অনুচ্ছেদ ঃ পরে আসা ব্যক্তি মজলিসের শেষ প্রান্তে বসবে।

١١٥١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ انْتَهٰى .

১১৫১। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর মজলিসে এসে যেখানে জায়গা (খালি) পাওয়া যেতো, আমাদের যে কেউ সেখানে বসে যেতো (দা, তি, না)।

٥٤٠-بَابُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ

৫৪০–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন দুইজনের মাঝখানে ফাঁক করে না বসে।

١١٥٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ اِلاَّ بِاِذْنِهِمَا .

১১৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য দুইজনের মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া ফাঁক করে বসা হালাল নয় (দা, তি, আ)।

٥٤١-بَابُ يَتَخَطَّى اِلٰى صَاحِبِ الْمَجْلِسِ

৫৪১–অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে লোকজনের ঘাড় টপকিয়ে সভাপতির নিকট গমন।

١١٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ كُنْتُ فِيْمَنْ حَمَلَهُ حَتَّى اَدْخَلْنَاهُ الدَّارَ فَقَالَ لِيْ يَا ابْنَ اَخِيْ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ اَصَابَنِيْ وَمَنْ اَصَابَ مَعِيْ فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ لِاُخْبِرَهُ فَاِذَا الْبَيْتُ مَلْآنُ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَخَطَّى رِقَابَهُمْ وَكُنْتُ حَدِيْثُ السِّنِّ فَجَلَسْتُ وَكَانَ يَاْمُرُ اِذَا اَرْسَلَ اَحَدًا بِالْحَاجَةِ اَنْ يُّخْبِرَهُ بِهَا وَاِذَا هُوَ مُسَجًّى وَجَاءَ كَعْبٌ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَئِنْ دَعَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَيُبْقِيَنَّهُ اللّٰهُ وَلَيَرْفَعَنَّهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ حَتّٰى يَفْعَلَ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا حَتّٰى ذَكَرَ الْمُنَافِقِيْنَ فَسَمّٰى وَكَنّٰى قُلْتُ اُبَلِّغُهُ مَا تَقُوْلُ قَالَ مَا قُلْتُ اِلَّا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ تُبَلِّغَهُ فَتَشَجَّعْتُ فَقُمْتُ فَتَخَطَّاْتُ رِقَابَهُمْ حَتّٰى جَلَسْتُ عِنْدَ رَاْسِهِ قُلْتُ اِنَّكَ اَرْسَلْتَنِيْ بِكَذَا وَاَصَابَ مَعَكَ كَذَا ثَلَاثَةُ عَشَرَ وَاَصَابَ كُلَيْبًا الْجَزَّارُ وَهُوَ يَتَوَضَّاُ عِنْدَ الْمِهْرَاسِ وَاِنَّ كَعْبًا يَحْلِفُ بِاللّٰهِ بِكَذَا فَقَالَ اُدْعُوْا كَعْبًا فَدَعٰى فَقَالَ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا وَاللّٰهِ لَا اَدْعُوْ وَلٰكِنْ شَقِيَ عُمَرُ اِنْ لَّمْ يَغْفِرِ اللّٰهُ لَهُ.

১১৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) সন্ত্রাসী কর্তৃক আহত হলে যারা তাকে ধরে তার ঘরে নিয়ে আসেন, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! বাইরে গিয়ে দেখো, কে আমাকে হামলা করেছে এবং আমার সাথে আর কে আহত হয়েছে? আমি বাইরে গিয়ে তাকে খবর দেয়ার জন্য ফিরে এলাম। দেখি যে, ঘর লোকে লোকারণ্য। তাই আমি তাদের ঘার ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে পছন্দ করলাম না। আমি ছিলাম উঠতি বয়সের যুবক। অতএব আমি বসে পড়লাম। আর তিনি কাউকে কোন কাজে পাঠালে নির্দেশ দিতেন, সে যেন ফিরে এসে তাকে তা অবহিত করে। তখন তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ইত্যবসরে কাব (রা) এসে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমীরুল মুমিনীনের দোয়া করা উচিৎ যাতে আল্লাহ তাকে এই উম্মাতের জন্য জীবিত রাখেন। অন্যথায় তিনি তাকে তুলে নিলে এই এই (অনিষ্ট) ঘটতে পারে। এমনকি কাব (রা) মোনাফিকদের নাম-উপনাম ও তাদের সংখ্যা পর্যন্ত উল্লেখ করেন। আমি বললাম, আপনি যা বললেন তা আমি তার নিকট পৌছাবো। কাব (রা) বলেন, তুমি তার কাছে পৌছাবে এই উদ্দেশ্যেই তো আমি বলেছি। এবার আমি (ইবনে আব্বাস) সাহস সঞ্চার করে উঠে দাঁড়ালাম এবং লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে তার শিয়রে গিয়ে বসলাম। আমি বললাম, আপনি আমাকে এজন্য পাঠিয়েছিলেন। আপনার সাথে আরো তেরোজন আহত হয়েছেন। কুলাইব আল-জায্যারও আহত হয়েছেন, তখন তিনি উখলির (পানির চৌবাচ্চা) নিকট উযু করছিলেন। আর কাব (রা) আল্লাহ্র শপথ করে এই এই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কাবকে ডাকো। তিনি কাব (রা)-কে ডাকলেন। উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি বলেছেন? তিনি বলেন, আমি এই এই কথা বলেছি। উমার (রা) বলেন, না, আল্লাহ্র শপথ! আমি দোয়া করবো না। আল্লাহ যদি উমারকে ক্ষমা না করেন তবে সে তো হতভাগ্য।

١١٥٤- عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ جُلُوْسٌ يَتَخَطَّى اِلَيْهِ فَمَنَعُوْهُ فَقَالَ اُتْرُكُوا الرَّجُلَ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ .

১১৫৪। শাবী (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা)-র নিকট এলো। তার নিকট একদল লোক বসা ছিল। সে তাদের ডিঙ্গিয়ে তার নিকট যেতে থাকলে তারা তাকে বাধা দেয়। তিনি বলেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না। সে এসে তার নিকট বসার পর বলে, আপনি আমাকে এমন কিছু অবহিত করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ "যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে সে-ই হলো প্রকৃত মুসলমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করে সে-ই হলো প্রকৃত মুহাজির" (বু, মু, দা, না, দার, হি, আ)।

٥٤٢-بَابُ اَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ جَلِيْسُهُ

৫৪২-অনুচ্ছেদ ঃ সহযোগী অধিক সম্মানের পাত্র।

١١٥٥-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيْسِىْ

১১৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জাফর (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ লোকজনের মধ্যে আমার সহযোগীরাই আমার নিকট অধিক সম্মানের পাত্র (নব, হি)।

١١٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيْسِىْ اَنْ يَّتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ حَتّٰى يَجْلِسَ اِلَيَّ .

১১৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার সঙ্গীরাই অন্যদের চেয়ে আমার নিকট অধিক সম্মানের পাত্র, যদিও তারা লোকজনের ঘাড় টপকিয়ে এসে আমার নিকট বসে (পূর্বোক্ত বরাত)।

٥٤٣-بَابُ هَلْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رِجْلَهُ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسِهِ

৫৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কি বৈঠকে উপস্থিত লোকদের দিকে তার পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতে পারে?

١١٥٧- حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَجَدْتُّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيَّ جَالِسًا فِىْ حَلْقَةٍ مَدَّ رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِىْ تَدْرِىْ لِاَىِّ شَىْءٍ مَدَدْتُّ رِجْلِىْ لِيَجِىْءَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَيَجْلِسُ .

১১৫৭। কাছীর ইবনে মুররা (র) বলেন, আমি জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করে আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা)-কে একটি সভায় জনগণের দিকে তার দুই পা প্রসারিত করে দিয়ে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি আমাকে দেখামাত্র তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিয়ে আমাকে বলেন, তুমি কি জানো, কি কারণে আমি আমার পদদ্বয় প্রসারিত করে রেখেছিলাম? যাতে কোন সৎকর্মশীল লোক এসে (আমার নিকটে) বসতে পারে।

٥٤٤-بَابُ الرَّجُلِ يَكُوْنُ فِى الْقَوْمِ فَيَبْزُقُ

৫৪৪–অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি জনসমাবেসের মধ্যে কিভাবে থুথু ফেলবে?

١١٥٨-عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِىِّ حَدَّثَهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ بِمِنًى اَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ اَطَافَ بِهِ النَّاسُ وَيَجِىْءُ الْاَعْرَابُ فَاِذَا رَاَوْا وَجْهَهُ قَالُوْا هٰذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْ لِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا فَدُرْتُ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا فَذَهَبَ بِيَدِهِ بُزَاقَهُ وَمَسَحَ بِهِ نَعْلَهُ كَرِهَ اَنْ يُصِيْبَ اَحَدًا مَّنْ حَوْلَهُ .

১১৫৮। হারিস ইবনে আমর আস-সাহ্মী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি মিনা অথবা আরাফাতে ছিলেন। লোকজন তাঁর চারপাশে ঘোরাফেরা করছিল। বেদুইনরা এসে যখন তাঁর চেহারা দেখতো তখন বলতো, এতো বরকতময় চেহারা। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলে ঃ হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। আমি পুনরায় ঘুরে এসে বললাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তাঁর মুখে থুথু এলে তিনি তা নিজ হাতে নিয়ে তাঁর জুতায় মুছে ফেলেন এই আশংকায় যে, তা লোকজনের গায়ে না পড়ে (দা, না, হা)।

٥٤٥-بَابُ مَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ

৫৪৫–অনুচ্ছেদ ঃ বহিরাঙ্গিনার বৈঠক।

١١٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمَجَالِسِ بِالصُّعُدَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيَشُقُّ عَلَيْنَا الْجُلُوْسَ فِىْ بُيُوْتِنَا قَالَ فَاِنْ جَلَسْتُمْ فَاَعْطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقُّهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِدْلَالُ السَّائِلِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَغَضُّ الْاَبْصَارِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

১১৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বহিরাঙ্গিনায় (বা রাস্তায়) সভা অনুষ্ঠান বা বৈঠকাদি করতে নিষেধ করেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরে বসে থাকা তো আমাদের জন্য কষ্টকর। তিনি বলেন ঃ যদি তোমরা বহিরাঙ্গনে (বা রাস্তায়) বসো তবে বৈঠকের দাবি পূরণ করো (বা কর্তব্য পালন করো)। তারা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বৈঠকের দাবি কি? তিনি বলেন ঃ পথভোলা লোককে তার গন্তব্য পথ বলে দেয়া, (পথচারীদের) সালামের জবাব দেয়া, চোখের দৃষ্টি সংযত রাখা, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়া (দা, হি)।

١١٦٠- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِى الطُّرُقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِّنْ مَجَالِسِهَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اِذْ اَبَيْتُمْ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

১১৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ রাস্তায় বসার ব্যাপারে তোমরা সাবধান হও। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাস্তায় না বসে তো আমাদের উপায় নাই, তথায় আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা যখন অসম্মত হচ্ছো, তাহলে রাস্তার দাবি পূরণ করো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার দাবি কি? তিনি বলেন ঃ চোখের দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ (বু, মু, দা)।

٥٤٦-بَابُ مَنْ اَدْلٰى رِجْلَيْهِ اِلَى الْبِئْرِ اِذَا جَلَسَ وَكَشَفَ عَنِ السَّاقَيْهِ

৫৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের পায়ের নলা উদলা করে কূপের পাশে বসে পদদ্বয় কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়।

١١٦١- عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا اِلٰى حَائِطٍ مِّنْ حَوَائِطِ الْمَدِيْنَةِ لِحَاجَتِهِ وَخَرَجْتُ فِىْ اِثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلٰى بَابِهِ وَقُلْتُ لَاَكُوْنَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَاْمُرْنِىْ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَضٰى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلٰى قُفِّ الْبِئْرِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ لِيَسْتَاْذِنَ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ وَجِئْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ عَلَيْكَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَّمِيْنِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عُمَرُ عَنْ يَّسَارِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ فَامْتَلَاَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُّصِيْبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتّٰى جَاءَ مَقَابِلَهُمْ عَلٰى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ اَتَمَنّٰى اَنْ يَّاْتِىَ اَخٌ لِّىْ

وَاَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يَّاْتِىَ بِهٖ فَلَمْ يَاْتِ حَتّٰى قَامُوْا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَاَوَّلْتُ ذٰلِكَ قُبُوْرُهُمْ اجْتَمَعَتْ هٰهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ .

১১৬১। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, একদিন নবী (স) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়ার জন্য মদীনার এক বাগানে প্রবেশ করেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে গেলাম। তিনি বাগানের ভেতর প্রবেশ করলে আমি এর ফটকে বসে থাকলাম এবং মনে মনে বললাম, আমি আজ অবশ্যই নবী (স)-এর দ্বাররক্ষী হবো, যদিও তিনি আমাকে আদেশ করেননি। নবী (স) গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়ার পর একটি কূপের কিনারায় বসেন এবং তাঁর পায়ের নলা উদলা করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আবু বাকর (রা) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করেন। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না আপনার জন্য অনুমতি চাই। তিনি অপেক্ষা করলেন। আমি গিয়ে নবী (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বাক্র (রা) আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তিনি বলেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদও দাও। তিনি প্রবেশ করে নবী (স)-এর ডান দিক দিয়ে এসে নিজ পায়ের নলা উদলা করে কূপের মধ্যে তা ঝুলিয়ে দিয়ে বসলেন। অতঃপর উমার (রা) এলে আমি বললাম, আমি আপনার জন্য অনুমতি না আনা পর্যন্ত স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। নবী (স) বলেন ঃ তাকেও অনুমতি দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও। উমার (রা) নবী (স)-এর বাম পাশ দিয়ে এসে নিজ পদদ্বয়ের নলা উদলা করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়ে বসলেন। ফলে কূপের বেষ্টনী দেয়াল ভরে গেলো এবং তাতে আর বসার জায়গা থাকলো না। অতঃপর উসমান (রা) এলে আমি বললাম, আমি আপনার জন্য অনুমতি না আনা পর্যন্ত স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। নবী (স) বলেন ঃ তাকেও আসার অনুমতি দাও এবং তার উপর বিপদ আপতিত হওয়াসহ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি প্রবেশ করে তথায় তাদের সাথে বসার খালি জায়গা পেলেন না। তাই তিনি ঘুরে গিয়ে তাদের সম্মুখভাগে কূপের কিনারে এলেন। তিনিও নিজ পদদ্বয়ের নলা উন্মুক্ত করে দিয়ে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন আকাঙক্ষা করতে থাকলাম, আমার ভাইটি যদি এসে পৌঁছতো এবং আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকলাম যে, তিনি যেন তাকে নিয়ে আসেন। তাঁরা উঠে যাওয়া পর্যন্ত সে এসে পৌঁছেনি। ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, আমি উক্ত হাদীসের এই ব্যাখ্যা করেছি যে, সেটা তাদের তিনজনের কবর যা এখানে এক স্থানে অবস্থিত, আর উসমান (রা)-র কবর পৃথক স্থানে অবস্থিত (বু, মু, তি)।

١١٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَائِفَةٍ مِّنَ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِىْ وَلاَ اُكَلِّمُهُ حَتّٰى اَتٰى سُوْقَ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ اَثَمَّ لُكَعُ اَثَمَّ لُكَعُ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا اَوْ تَغْسِلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتّٰى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْهُ وَاَحْبِبْ مَنْ يُّحِبُّهُ .

১১৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দিনের কোন এক অংশে বের হলেন। (পথিমধ্যে) তিনিও আমার সাথে কোন কথা বলেননি এবং আমিও তাঁর সাথে কোন কথা বলিনি। এমতাবস্থায় তিনি কায়নূকা গোত্রের বাজারে এলেন। (ফেরার পথে) তিনি ফাতেমা (রা)-র বাড়ির আঙ্গিনায় বসে ডেকে বলেন ঃ খোকা (হাসান) কি এখানে আছে, খোকা কি এখানে আছে? ফাতেমা (রা) শিশুকে আসতে দিতে খানিক বিলম্ব করলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো তিনি তাকে পোশাক

পরাচ্ছেন অথবা গোসল করাচ্ছেন। সে দ্রুতবেগে বের হয়ে আসলে নবী (স) তাকে বুকে চেপে ধরে চুমা দিলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে মহব্বত করো এবং যারা তাকে ভালোবাসে তাদেরকেও মহব্বত করো (বু,মু,আ,আন,হি)।

٥٤٧-بَابُ اذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ

৫৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কারো সম্মানে স্বস্থান থেকে উঠে দাঁড়ালে সে যেন সেখানে না বসে।

١١٦٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُقِيمَ الرَّجُلَ مِنَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وكَانَ ابْنُ عُمَرَ اذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ .

১১৬৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তিকে স্বস্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে অপর ব্যক্তিকে সেখানে বসতে নবী (স) নিষেধ করেছেন (বু,মু,দা,তি,আ)। ইবনে উমার (রা)-র সম্মানে কেউ স্বস্থান থেকে উঠে দাঁড়ালে তিনি তার সেই জায়গায় বসতেন না (মু)।

٥٤٨-بَابُ الْاَمَانَةِ

৫৪৮--অনুচ্ছেদ ঃ আমানত (বিশ্বস্ততা)।

١١٦٤-عَنْ اَنَسٍ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا حَتّٰى اذَا رَاَيْتُ اَنِّىْ قَدْ فَرَغْتُ مِنْ خِدْمَتِهِ قُلْتُ يُقِيلُ النَّبِىُّ ﷺ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَاذَا غِلْمَةٌ يَلْعَبُوْنَ فَقُمْتُ اَنْظُرُ الَيْهِمْ الٰى لَعِبِهِمْ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَانْتَهٰى الَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَعَانِىْ فَبَعَثَنِىْ الٰى حَاجَةٍ فَكَانَ فِىْ فِىْءٍ حَتّٰى اَتَيْتُهُ وَاَبْطَاْتُ عَلٰى اُمِّىْ فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ الٰى حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِىَ قُلْتُ اِنَّهُ سِرٌّ لِّلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ احْفَظْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِرَّهُ فَمَا حَدَّثْتُ بِتِلْكَ الْحَاجَةِ اَحَدًا مِّنَ الْخَلْقِ فَلَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا حَدَّثْتُكَ بِهَا .

১১৬৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক দিন আমি নবী (স)-এর খেদমত করলাম। শেষে আমি যখন দেখলাম যে, আমি তাঁর খেদমত থেকে অবসর হয়েছি, আমি ভবালাম, নবী (স) হয়তো দুপুরের বিশ্রাম নিবেন। তাই আমি তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে চলে গেলাম। পথিমধ্যে শিশুরা খেলছিল। আমি তাদের খেলা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। নবী (স) এসে তাদের নিকট পৌঁছে তাদের সালাম দিলেন। অতঃপর আমাকে ডেকে একটি প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি তার প্রয়োজন সেড়ে তাঁর নিকট ফিরে এলাম এবং মায়ের নিকট ফিরে যেতে আমার বিলম্ব হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিলম্বের কারণ কি? আমি বললাম, নবী (স) একটি প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, তা নবী (স)-এর গোপনীয় বিষয়।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোপনীয় বিষয়ের হেফাজত করো। সৃষ্টিকুলের কারো সাথে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করিনি। আমি যদি তা কারো কাছে বলতাম, তবে তা আপনার কাছে বলতাম (বু, মু, আ, আন)।

٥٤٩-بَابُ اذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا

৫৪৯–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কারো দিকে ফিরলে পূর্ণদেহে ফিরতেন।

١١٦٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَصِفُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ رَبْعَةً وَهُوَ الَى الطُّوْلِ اَقْرَبُ شَدِيْدُ الْبَيَاضِ اَسْوَدُ شَعَرِ اللِّحْيَةِ حُسْنُ الثَّغْرِ اَهْدَبُ اَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ مَفَاضُ الْخَدَّيْنِ يَطَأُ بِقَدَمِهِ جَمِيْعًا لَيْسَ لَهَا اَخْمَصُ يُقْبِلُ جَمِيْعًا وَيُدْبِرُ جَمِيْعًا لَمْ اَرَ مِثْلَهُ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ .

১১৬৫। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৈহিক গঠন বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁর দেহের গড়ন ছিল মধ্যম আকৃতির, প্রায় দীর্ঘকায়, অত্যন্ত গৌরবর্ণের, দাড়ির চুল কালো, সুন্দর মুখাবয়ব, লম্বা ভ্রুযুগল, বাহুদ্বয় চওড়া, প্রশস্ত গণ্ডদেশ, পদদ্বয় সম্পূর্ণ সমতল, তার তালুতে গর্ত ছিলো না। কারো প্রতি তাকালে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে তাকাতেন এবং সমস্ত শরীরে পশ্চাদমুখী হতেন। আমি তাঁর আগে কিংবা পরে আর কাউকে তাঁর অনুরূপ দেখিনি।

٥٥٠-بَابُ اذَا اَرْسَلَ رَجُلاً الَى رَجُلٍ فِىْ حَاجَةٍ فَلاَ يُخْبِرْهُ

৫৫০–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোন প্রয়োজনে একজনকে অপরজনের নিকট পাঠালে সে যেন (কাউকে) তা অবহিত না করে।

١١٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِىْ عُمَرُ اذَا اَرْسَلْتُكَ الَى رَجُلٍ فَلاَ تُخْبِرْهُ بِمَا اَرْسَلْتُكَ الَيْهِ فَانَّ الشَّيْطَانَ يَعُدُّ لَهُ كَذِبَةً عِنْدَ ذٰلِكَ.

১১৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে কারো নিকট পাঠালে তুমি (অপরকে) অবহিত করো না যে, কেন আমি তোমাকে তার নিকট পাঠিয়েছি। অন্যথায় শয়তান ঐ সময় তার জন্য মিথ্যা রচনা করবে।

٥٥١-بَابُ هَلْ يَقُوْلُ مِنْ اَيْنَ اَقْبَلْتَ

৫৫১–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কি জিজ্ঞেস করতে পারে, তুমি কোথা থেকে এসেছো?

١١٦٧- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُحِدَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ الَى اَخِيْهِ اَوْ يَتْبَعَهُ بَصَرَهُ اذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ اَوْ يَسْأَلُهُ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ وَاَيْنَ تَذْهَبُ .

১১৬৭। মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তির দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকানো অথবা সে উঠে চলে গেলে তার দিকে নজরদারি করা অথবা তাকে জিজ্ঞেস করা, তুমি কোথা থেকে এসেছো এবং কোথায় যাবে ইত্যাকার আচরণ দূষণীয়।

١١٦٨- عَنْ مَالِكِ بْنِ زُبَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا عَلٰى اَبِىْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ اَقْبَلْتُمْ قُلْنَا مِنْ مَكَّةَ اَوْ مِنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ قَالَ هٰذَا عَمَلُكُمْ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَمَا مَعَهُ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ قُلْنَا لاَ قَالَ اسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ .

১১৬৮। মালেক ইবনে যুবাইদ (র) বলেন, আমরা রাবাযা নামক স্থানে আবু যার (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথা থেকে আগমন করেছো? আমরা বললাম, মক্কা থেকে অথবা বাইতুল আতীক (কাবা) থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এটাই কি তোমাদের কাজ ছিল? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এর সাথে কি ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলো না? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন, তোমাদের কাজ অব্যাহত রাখো।

٥٥٢-بَابُ مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

৫৫২–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শোনে, অথচ তারা তা অপছন্দ করে।

١١٦٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِّفَ اَنْ يَّنْفَخَ فِيْهِ وَعُذِّبَ وَلَنْ يَّنْفَخَ فِيْهِ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ اَنْ يُّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَعُذِّبَ وَلَنْ يُّعْقِدَ بَيْنَهُمَا وَمَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِىْ اُذُنَيْهِ الْاٰنُكُ .

১১৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি (বিচরণশীল প্রাণীর) প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তাকে তাতে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য বাধ্য করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে, যদিও সে কখনো তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। যে ব্যক্তি মনগড়া স্বপ্ন বলবে তাকে দু'টি গমের দানার মধ্যে গিঠ দিতে বাধ্য করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে, যদিও সে কখনো তাতে গিঠ দিতে পারবে না। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শোনে, অথচ তারা তার শ্রবণ অপছন্দ করে, তার দুই কানের মধ্যে উত্তপ্ত তরল সীসা ঢেলে দেয়া হবে (বু, মু, না, দার, আ, হি)।

٥٥٣-بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى السَّرِيْرِ

৫৫৩–অনুচ্ছেদ ঃ সোফা জাতীয় গদিতে বসা।

١١٧٠- عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَ وَفَدَ اَبِىْ اِلٰى مُعَاوِيَةَ وَاَنَا غُلاَمٌ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا وَرَجُلٌ قَاعِدٌ مَعَهُ عَلَى السَّرِيْرِ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ تُرَحِّبُ بِهِ قَالَ هٰذَا سَيِّدُ اَهْلِ الْمَشْرِقِ هٰذَا الْهَيْثَمُ بْنُ الْاَسْوَدِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا

قَالُواْ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ لَهُ يَا اَبَا فُلاَنٍ مِنْ اَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَهْلَ بَلَدٍ اَسْاَلَ عَنْ بَعِيْدٍ وَلاَ اَتْرَكَ لِلْقَرِيْبِ مِنْ اَهْلِ بَلَدٍ اَنْتَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضِ الْعِرَاقِ ذَاتَ شَجَرٍ وَنَخْلٍ .

১১৭০। উর্‌য়ান ইবনুল হায়ছাম (র) বলেন, আমার পিতা প্রতিনিধি হিসাবে মুআবিয়া (রা)-র নিকট গেলেন। আমি তখন তরুণ। তিনি তার নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন, মারহাবা মারহাবা। তার নিকটেই এক ব্যক্তি সোফায় বসা ছিল। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এই ব্যক্তি কে যাকে আপনি মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন? তিনি বলেন, ইনি প্রাচ্যবাসীর নেতা। ইনি হায়ছাম ইবনুল আসওয়াদ (রা)। আমি বললাম, ইনি কে? লোকজন বললো, ইনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)। আমি তাকে বললাম, হে অমুকের পিতা! দাজ্জাল কোথা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে? তিনি বলেন, তুমি যে এলাকার বাসিন্দা সেই এলাকার লোকদের চেয়ে দূরবর্তী বিষয় সম্পর্কে অধিক জিজ্ঞাসাকারী এবং নিকটবর্তী বিষয় অধিক ত্যাগকারী আমি আর কোন এলাকার লোককে পাইনি। অতঃপর তিনি বলেন, গাছপালা ও খেজুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ ইরাক থেকে সে আত্মপ্রকাশ করবে (তা)।

١١٧١- عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى سَرِيْرٍ .

১১৭১। আবুল আলিয়া (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে গদিতে বসেছি।

١١٧٢- عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَانَ يُقْعِدُنِىْ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَقَالَ لِىْ اَقِمْ عِنْدِىْ حَتّٰى اَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَالِىْ فَاَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ .

১১৭২। আবু জামরা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে উঠা-বসা করতাম। তিনি আমাকে তার গদিতে বসাতেন। তিনি আমাকে বলেন, তুমি আমার নিকট অবস্থান করো যাবত না আমি তোমাকে আমার মালের একটি অংশ দান করি। অতএব আমি তার নিকট দুই মাস অবস্থান করলাম (বু, মু)।

١١٧٣- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ الْحَكَمِ اَمِيْرٌ بِالْبَصْرَةِ عَلَى السَّرِيْرِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ .

১১৭৩। খালিদ ইবনে দীনার আবু খালদা (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বসরার শাসক আল-হাকামের সাথে গদিতে বসা অবস্থায় বলতে শুনেছি, নবী (স) গরমের মৌসুমে বিলম্বে এবং শীতের মৌসুমে ত্বরায় (ওয়াক্তের প্রারম্ভে) নামায পড়তেন (বু, না)।

١١٧٤- حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرٍ مَرْمُوْلٍ بِشَرِيْطٍ تَحْتَ رَاْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ مَا بَيْنَ جِلْدِهِ وَبَيْنَ السَّرِيْرِ ثَوْبٌ

فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَبَكٰى فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَا يُبْكِيْكَ يَا عُمَرُ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ مَا اَبْكِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ اَكُوْنَ اَعْلَمُ اَنَّكَ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ فَهُمَا يَعِيْشَانِ فِيْمَا يَعِيْشَانِ فِيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِالْمَكَانِ الَّذِىْ اَرٰى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَا تَرْضٰى يَا عُمَرُ اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ كَذٰلِكَ .

১১৭৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি খেজুর পাতার দড়ির তৈরী একটি চারপায়ার উপর শায়িত ছিলেন। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুর গাছের বাকল ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। চারপায়া ও তাঁর দেহের মাঝখানে কোন কাপড় বিছানো ছিলো না। উমার (রা) তাঁর নিকট প্রবেশ করে কেঁদে দিলেন। নবী (স) তাকে বলেন ঃ হে উমার! তোমাকে কিসে কাঁদালো? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এজন্যই কাঁদছি যে, আমি জানি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার মর্যাদা (পারস্য রাজ) কিসরা ও (রোমসম্রাট) কাইজারের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। তারা এই পার্থিব জগতের কতো অফুরন্ত ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে আছে। আর হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার অবস্থা তো আমি স্বচক্ষে দেখছি! নবী (স) বলেন ঃ হে উমার! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, তাদের জন্য দুনিয়ার ভোগসামগ্রী আর আমাদের জন্য আখেরাতের ভোগসামগ্রী? আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ বিষয়টি এরূপই (আ, হি)।

١١٧٥- عَنْ اَبِىْ رِفَاعَةَ الْعَدَوِىِّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْاَلُ عَنْ دِيْنِه لاَ يَدْرِىْ مَا دِيْنُهُ فَاَقْبَلَ اِلَىَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ فَاُتِىَ بِكُرْسِىٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيْدًا قَالَ حُمَيْدٌ اُرَاهُ خَشَبًا اَسْوَدَ حَسِبَهُ حَدِيْدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِىْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَمَّ خُطْبَتَهُ اٰخِرَهَا .

১১৭৫। আবু রিফাআ আল-আদাবী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন মুসাফির এসেছে, সে তার দীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। সে জানে না তার দীন কি? তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ভাষণ স্থগিত রেখে আমার সামনে এলেন। একটি কুরছি (চেয়ার) আনা হলো, আমার ধারণামতে এর পায়াগুলো ছিল লোহার। অধস্তন রাবী হুমাইদ (র) বলেন, মনে হয় পায়াগুলো ছিল কালো কাঠের এবং তিনি তাকে লোহা ধারণা করেছেন। নবী (স) তাতে বসলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা তাকে শিখালেন। অতঃপর তিনি তাঁর অসমাপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করলেন (মু, না, দূলাবী)।

١١٧٦- عَنْ مُوْسَى ابْنِ دِهْقَانَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلٰى سَرِيْرِ عَرُوْسٍ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حُمْرٌ .

১১৭৬। মূসা ইবনে দিহ্‌কান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে লাল রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় বাসর রাতের খাটের উপর বসা দেখেছি (তহা)।

١١٧٧- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ اَنَسًا جَالِسًا عَلٰى سَرِيْرٍ وَاضِعًا اِحْدَىْ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى .

১১৭৭। ইমরান ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে তার এক পা অপর পায়ের উপর রেখে গদিতে বসা অবস্থায় দেখেছি (তহা)।

٥٥٤- بَابُ اِذَا رَاٰى قَوْمًا يَتَنَاجَوْنَ فَلاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ

৫৫৪–অনুচ্ছেদ ঃ কতক লোককে গোপনে আলাপরত দেখলে সেখানে তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে না।

١١٧٨- عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ يَقُوْلُ مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ فَقُمْتُ اِلَيْهِمَا فَلَطَمَ فِيْ صَدْرِيْ فَقَالَ اِذَا وَجَدْتَّ اثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلاَ تَقُمْ مَعَهُمَا وَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُمَا حَتّٰى تَسْتَأْذِنَهُمَا فَقُلْتُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّمَا رَجَوْتُ اَنْ اَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا .

১১৭৮। সাঈদ আল-মাকবুরী (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তার সাথে এক ব্যক্তি কথা বলছিল। আমি তাদের পাশে দাঁড়ালে ইবনে উমার (রা) আমার বুকে চপেটাঘাত করে বলেন, তুমি দুই ব্যক্তিকে একত্রে কথাবার্তা বলতে দেখলে তাদের অনুমতি না নিয়ে তাদের সাথে দাঁড়াবেও না এবং বসবেও না। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা! আল্লাহ আপনার সংশোধন করুন, আমি আপনাদের দুইজনের নিকট কল্যাণকর কিছু শোনার আশাই করেছিলাম (আ)।

١١٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَسَمَّعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِيْ اُذُنِهِ الْاٰنُكُ وَمَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ كُلِّفَ اَنْ يُعْقِدَ شَعِيْرَةً .

১১৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শোনে, অথচ তারা এটা পছন্দ করে না, তার কানের মধ্যে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি মনগড়া স্বপ্ন বলবে তাকে গমের দানায় গিঠ দিতে বাধ্য করা হবে (বু, মু, না, দার, আ, হি)।

٥٥٥-بَابُ لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ

৫৫৫–অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে যেন গোপন পরামর্শ না করে।

١١٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجٰى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ .

১১৮০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (স) বলেন ঃ তিনজন একসাথে থাকলে তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে যেন গোপন পরামর্শ না করে (বু, মু, দা, ই, আন)।

٥٥٦-بَابُ اِذَا كَانُوْا اَرْبَعَةٌ

৫৫৬–অনুচ্ছেদ ঃ চারজন একত্র হলে।

١١٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ فَاِنَّهُ يُحْزِنُهُ ذٰلِكَ .

১১৮১। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমরা তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে আলাদা হয়ে গোপন আলাপ করো না। কারণ তা তাকে মনোক্ষুণ্ন করবে (বু,মু,দা,ই)।

١١٨٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ قُلْنَا فَاِنْ كَانُوْا اَرْبَعَةٌ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ .

১১৮২। ইবনে উমার (রা)-মহানবী (স) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আমরা বললাম, যদি তাদের সংখ্যা চার হয়। তিনি বলেন ঃ তাহলে কোন ক্ষতি নাই (দা, হি)।

١١٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى يَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ .

১১৮৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ রেখে দু'জনে আলাদা হয়ে গোপন আলাপ করবে না, যাবত না তারা লোকদের সাথে মিলিত হয়। কারণ তা তাকে মনোক্ষুণ্ন করবে (বু, মু)।

١١٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا كَانُوْا اَرْبَعَةٌ فَلاَ بَأْسَ .

১১৮৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, তারা চারজন একত্র হলে (দু'জনের স্বতন্ত্র গোপন আলাপে) কোন ক্ষতি নাই।

٥٥٧-بَابٌ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ يَسْتَاْذِنُهُ فِى الْقِيَامِ

৫৫৭–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কারো পাশে বসলে সে উঠে যেতে তার অনুমতি চাইবে।

١١٨٥- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ فَقَالَ اِنَّكَ جَلَسْتَ اِلَيْنَا وَقَدْ حَانَ مِنَّا قِيَامٌ فَقُلْتُ فَاِذَا شِئْتَ فَقَامَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتّٰى بَلَغَ الْبَابَ .

১১৮৫। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র নিকট বসলাম। তিনি বলেন, তুমি আমার পাশে এসে বসেছো অথচ আমার উঠে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমি বললাম, তা আপনার ইচ্ছা। অতএব তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি দরজায় পৌঁছা পর্যন্ত তার সাথে সাথে গেলাম।

٥٥٨-بَابُ لاَ يَجْلِسُ عَلٰى حَرْفِ الشَّمْسِ

৫৫৮–অনুচ্ছেদ ঃ রোদের দিকে মুখ করে বসবে না।

١١٨٦- حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِى الشَّمْسِ فَاَمَرَهُ فَتَحَوَّلَ اِلَى الظِّلِّ .

১১৮৬। কায়েস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি যখন এসে উপস্থিত হন তখন রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। নবী (স) তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ছায়ায় চলে আসেন (আ,হা,খু, হি,তায়ালিসী)।

٥٥٩-بَابُ الْاِحْتِبَاءِ فِى الثَّوْبِ

৫৫৯–অনুচ্ছেদ ঃ পোশাক পরিধানের নিষিদ্ধ নিয়ম (ইহ্‌তিবা)।

١١٨٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ اَلْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَّمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ وَالْمُنَابَذَةُ يَنْبِذُ الْاٰخَرُ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَاللُّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ اَنْ يَّجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْ اَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ وَاللُّبْسَةُ الْاُخْرٰى اِحْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ .

১১৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক পরিধানের নিয়ম এবং দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ে মুলামাসা ও মুনাবাযা নিষিদ্ধ করেছেন। মুলামাসা হলো, কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির কাপড় স্পর্শ করা। আর মুনাবাযা হলো, কোন ব্যক্তির কাপড় অপর ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে মারা। (পণ্য নিরীক্ষণ করে না দেখলেও) এতে উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যেতো। আর দুই ধরনের পোশাক পরার নিয়মের ক্ষেত্রে তিনি ইশতিমালুস সাম্মা নিষিদ্ধ করেছেন। সাম্মা এই যে, নিজের পরিধেয় বস্ত্র নিজের এক কাঁধে এমনভাবে তুলে দেয়া, যাতে অন্য কাঁধ অনাবৃত থেকে যায়। পোশাক পরিধানের নিষিদ্ধ অপর নিয়ম এই যে, এক পরত কাপড় নিজের গোটা দেহে পেঁচিয়ে কারো এমনভাবে বসা, যাতে তার লজ্জাস্থানে কোন কাপড়ই থাকে না (বু, মু, না)।

٥٦٠-بَابُ مَنْ اُلْقِىَ لَهُ وِسَادَةٌ

৫৬০–অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে হেলান দেয়ার বালিশ পেশ করা।

١١٨٨- عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْكَ زَيْدٍ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً

مِّنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِى وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِى اَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ احْدٰى عَشَرَةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَافْطَارُ يَوْمٍ .

১১৮৮। আবু কিলাবা (র) বলেন, আবুল মালীহ (র) আমাকে অবহিত করে বলেন, আমি তোমার পিতা যায়েদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী (স)-এর নিকট আমার রোযা সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি আমার নিকট এলেন। আমি তাঁর জন্য খেজুর গাছের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ পেশ করলাম। কিন্তু তিনি মাটিতে বসে গেলেন এবং বালিশটি আমার ও তাঁর মাঝখানে পড়ে থাকলো। তিনি আমাকে বলেনঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলে কি তোমার জন্য যথেষ্ট হয় না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আরো অধিক)। তিনি বলেন ঃ পাঁচ দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরো অধিক)। তিনি বলেন ঃ সাত দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ নয় দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ এগারো দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ দাউদ (আ)-এর রোযার চেয়ে উত্তম রোযা হয় না, অর্ধ বছর। একদিন রোযা এবং এক দিন বিরতি (বু,মু)।

١١٨٩-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى اَبِيْهِ فَاَلْقٰى لَهُ قَطِيْفَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا .

১১৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তার পিতার নিকট এলে তিনি তাঁর জন্য নরম গদি পেতে দেন। তিনি তার উপর বসেন।

٥٦١-بَابُ الْقُرْفُصَاءِ

৫৬১-অনুচ্ছেদঃ দুই হাঁটু খাড়া করে তা দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে নিতম্বের উপর বসা।

١١٩٠- عَنْ قَيْلَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَاعِدًا الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ فِى الْجِلْسَةِ اُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ .

১১৯০। কাইলা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে তাঁর দুই হাঁটু খাড়া করে তা দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে নিতম্বের উপর বসা অবস্থায় দেখেছি। নবী (স)-কে এরূপ বিনীতভাবে বসা অবস্থায় দেখে আমি ভীত-কম্পিত হলাম (দা ৪৮৪৭)।

٥٦٢-بَابُ التَّرَبُّعِ

৫৬২-অনুচ্ছেদ ঃ চার জানু হয়ে বসা।

١١٩١- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَرَاَيْتُهُ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا .

১১৯১। হানযালা ইবনে হিয্‌য়াম (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে চার জানু হয়ে বসা অবস্থায় দেখলাম (তাহ্‌যীবুল কামাল, ইসতীআব)।

١١٩٢- حَدَّثَنِى اَبُوْ رُزَيْقٍ اَنَّهُ رَاٰى عَلِىَّ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى اَلْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى .

১১৯২। আবু যুরাইক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র পুত্র আলীকে তার এক পা অপর পায়ের উপর অর্থাৎ ডান পা বাম পায়ের উপর রেখে চার জানু হয়ে বসা অবস্থায় দেখেছেন।

١١٩٣- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَاَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَجْلِسُ هٰكَذَا مُتَرَبِّعًا وَيَضَعُ اِحْدٰى قَدَمَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

১১৯৩। ইমরান ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে তার এক পা অপর পায়ের উপর রেখে চার জানু হয়ে বসে থাকতে দেখেছি (তাহাবী)।

٥٦٣-بَابُ الْاِحْتِبَاءِ

৫৬৩–অনুচ্ছেদ ঃ পোশাক পরিধানের নিষিদ্ধ নিয়ম (ইহ্তিবা)।

١١٩٤- عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِىِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ فِىْ بُرْدَةٍ وَاِنَّ هُدَّابَهَا لَعَلٰى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللّٰهِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تُفْرِغَ لِلْمُسْتَسْقِىْ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَائِهِ اَوْ تَكَلَّمَ اَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالُ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللّٰهُ وَاِنِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَىْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِشَىْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ دَعْهُ يَكُوْنُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَاَجْرُهُ لَكَ وَلاَ تَسُبَّنَّ شَيْئًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدُ دَابَّةً وَلاَ اِنْسَانًا .

১১৯৪। সুলাইম ইবনে জাবের আল-হুজায়মী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি একটি চাদর মুড়ি দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। চাদরের ঝালর তাঁর পায়ের পাতার উপর ছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ "তুমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৎকাজকেও তুচ্ছজ্ঞান করো না, তা যদি তোমার বালতি থেকে পানি প্রার্থীর পাত্রে পানি ঢেলে দেয়ার মত নগণ্য কাজও হয় অথবা হাস্যোজ্জ্বল মুখে তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার আলাপ-আলোচনাও হয়। পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে দেয়া থেকে সাবধান হও। কারণ তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন না। কোন ব্যক্তি যদি তার জ্ঞাত তোমার কোন ত্রুটির কারণে তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমি তোমার জ্ঞাত তার কোন ত্রুটির কারণে তাকে গালি দিও না। তার কর্মের পরিণতি ভোগের জন্য তাকে ছেড়ে দাও এবং তার সওয়াব পাবে তুমি। তুমি কোন কিছুকে গালি দিও না"। রাবী বলেন, পরে আমি কখনো পশু বা মানুষ কাউকে গালি দেইনি (দা,আ,হা)।

١١٩٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَاَيْتُ حَسَنًا قَطُّ الاَّ فَاضَتْ عَيْنَاىَ دُمُوْعًا وَذٰلِكَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَوَجَدَنِىْ فِى الْمَسْجِدِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَمَا كَلَّمَنِىْ حَتّٰى جِئْنَا سُوْقَ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَطَافَ فِيْهِ وَنَظَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَاَنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فَاحْتَبٰى ثُمَّ قَالَ اَيْنَ لُكَاعُ اُدْعُ لِىْ لُكَاعَ فَجَاءَ حَسَنٌ يَشْتَدُّ فَوَقَعَ فِىْ حِجْرِهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِىْ لِحْيَتِهِ ثُمَّ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْتَحُ فَاهُ فَيُدْخِلُ فَاهُ فِىْ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبْهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُ .

১১৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যখনই হাসানকে দেখেছি আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে। তা এজন্য যে, একদিন নবী (স) বের হয়ে এসে আমাকে মসজিদে পেলেন। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা কায়নুকা গোত্রের বাজারে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি। তিনি বাজারে ঘুরলেন এবং দেখলেন, অতঃপর আমাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। শেষে আমরা মসজিদে এসে পৌঁছলাম। তিনি চার জানু হয়ে বসলেন, অতঃপর বলেন ঃ খোকা কোথায়? খোকাকে আমার নিকট ডেকে আনো। হাসান দ্রুতবেগে বের হয়ে এসে তাঁর কোলে ঝাপিয়ে পড়লো, অতঃপর তার হাত তাঁর দাড়ির ভেতর ঢুকালো। অতঃপর নবী (স) নিজের মুখ ফাঁক করে তার মুখ নিজের মুখে প্রবেশ করান (মুখে চুমা দেন)। তারপর বলেন ঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তাকে ভালোবাসি। অতএব তুমিও তাকে ভালোবাসো এবং যারা তাকে মহব্বত করে, তুমি তাদেরকেও মহব্বত করো" (বু, মু, হা)।

٥٦٤-بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ

৫৬৪–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হাঁটু গেড়ে বসে।

١١٩٦- عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ فِيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّسْاَلَ عَنْ شَىْءٍ فَلْيَسْاَلْ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لاَ تَسْاَلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ الاَّ اَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا قَالَ اَنَسٌ فَاَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقُوْلَ سَلُوْا فَبَرَكَ عُمَرُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ ذٰلِكَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلٰى اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فِىْ عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ .

১১৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাদের সাথে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন, কিয়ামতের উল্লেখ করলেন এবং আরো উল্লেখ করেন যে, এর সাথে রয়েছে অনেক সাংঘাতিক বিষয়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ কেউ আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে তা জিজ্ঞেস করুক। আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার এই জায়গায় থাকা পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করবে, আমি তোমাদের তা অবহিত করবো। আনাস (রা) বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে এটা শোনার পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আর রাসূলুল্লাহ (স)-ও বারবার বলতে থাকেন ঃ তোমরা জিজ্ঞেস করো। উমার (রা) হাঁটু গেড়ে বসে বলেন, আমরা আল্লাহ্কে প্রভুরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মাদকে রাসূলরূপে পেয়ে সন্তুষ্ট। উমার (রা) একথা বলাতে রাসূলুল্লাহ (স) নিশ্চুপ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ বিপদ সন্নিকটে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এইমাত্র এই দেয়ালের পাশে আমার নামাযরত অবস্থায় আমার সামনে বেহেশত ও দোযখ উপস্থিত করা হয়েছে। অতএব আজকের মত কল্যাণ ও অনিষ্টকে (একত্রে) আর দেখিনি (বু, মু, শি)।

٥٦٥-بَابُ الْاِسْتِلْقَاءِ

৫৬৫–অনুচ্ছেদ ঃ শরীর এলিয়ে দেয়া।

١١٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ رَاَيْتُهُ قُلْتُ لاِبْنِ عُيَيْنَةَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَعَمْ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا اِحْدَىْ رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

১১৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল-মাযিনী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে তাঁর এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি (বু, মু, দা, না, তি, তহা)।

١١٩٨- عَنْ اُمِّ بَكْرٍ بِنْتِ الْمِسْوَرِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ مُسْتَلْقِيًا رَافِعًا اِحْدَىْ رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

১১৯৮। মিসওয়ার (রা)-র কন্যা উম্মু বাক্‌র (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে তার এক পায়ের উপর অপর পা তুলে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

٥٦٦-بَابُ الضِّجْعَةِ عَلٰى وَجْهِهِ

৫৬৬–অনুচ্ছেদ ঃ উপুড় হয়ে শোয়া।

١١٩٩-عَنِ ابْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اَتَانِيْ اٰتٍ وَاَنَا نَائِمٌ عَلٰى بَطْنِيْ فَحَرَّكَنِيْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ قُمْ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ فَرَفَعْتُ رَاْسِيْ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ عَلٰى رَاْسِيْ .

১১৯৯। ইবনে তিখফা আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে অবহিত করেন যে, তিনি ছিলেন আসহাবে সুফ্‌ফার সদস্য। তিনি বলেন, একদা শেষ রাতে আমি মসজিদে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। আমি উপুড় হয়ে ঘুমে বিভোর অবস্থায় একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন। তিনি

আমাকে তাঁর পায়ের সাহায্যে নাড়া দিয়ে বলেন ঃ ওঠো, এই উপুড় হয়ে শোয়ায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আমি মাথা তুলে দেখি যে, নবী (স) আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে (দা,না,ই,আ)।

١٢٠٠- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا لِوَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ قُمْ نُوْمَةٌ جَهَنَّمِيَةٌ .

১২০০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে তাকে নিজ পায়ের দ্বারা আঘাত করে বলেন ঃ ওঠো, এটা তো জাহান্নামের অধিবাসীর শয়ন (ই)।

٥٦٧-بَابُ لاَ يَاْخُذُ وَلاَ يُعْطِىْ الاَّ بِالْيُمْنٰى

৫৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ কেবল ডান হাতেই আদান-প্রদান করবে।

١٢٠١- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَاْكُلُ اَحَدٌ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِشِمَالِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ قَالَ كَانَ نَافِعٌ يَزِيْدُ فِيْهَا وَلاَ يَاْخُذُ بِهَا وَلاَ يُعْطِىْ بِهَا .

১২০১। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কেউ যেন তার বাম হাতে পানাহার না করে? কেননা শয়তান তার বাম হাতে পানাহার করে। রাবী বলেন, নাফে (র) তাতে আরো যোগ করেন যে, বাম হাতে কিছু গ্রহণও করবে না এবং বাম হাত দ্বারা কিছু দিবেও না (মু,দা,তি)।

٥٦٨-بَابُ اَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ اِذَا جَلَسَ

৫৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ বসার সময় জুতাজোড়া কোথায় রাখবে?

١٢٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا اِلٰى جَنْبِهِ .

১২০২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন বসবে তখন তার জুতাজোড়া তার পাশেই (খুলে) রাখবে। এটাই সুন্নাত নিয়ম (দা)।

٥٦٩-بَابُ الشَّيْطَانِ يَجِىْءُ بِالْعُوْدِ وَالشَّىْءِ يَطْرَحُهُ عَلَى الْفِرَاشِ .

৫৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ শয়তান খড়কুটা ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এসে তা বিছানার উপর ছড়িয়ে দেয়।

١٢٠٣- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْتِىْ اِلٰى فِرَاشِ اَحَدِكُمْ بَعْدَ مَا يَفْرِشُهُ اَهْلُهُ وَيُهَيِّئُوْنَهُ فَيُلْقِىْ عَلَيْهِ الْعُوْدَ وَالْحَجَرَ اَوِ الشَّىْءَ لِيَغْضَبَهُ عَلٰى اَهْلِهِ فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ فَلاَ يَغْضَبْ عَلٰى اَهْلِهِ قَالَ لاِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

১২০৩। আবু উমামা (রা) বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী তার জন্য বিছানা পাতার পর শয়তান এসে তাতে খড়কুটা, নুড়িপাথর বা অন্য কিছু ছড়িয়ে দেয় যাতে সে তার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়। সে (তার বিছানায়) এগুলো দেখতে পেলে যেন তার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট না হয়। কারণ এটা শয়তানের কারসাজি।

٥٧٠-بَابُ مَنْ بَاتَ عَلٰى سَطْحٍ لَيْسَ لَهُ سِتْرَةٌ

৫৭০–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ বেষ্টনীবিহীন ছাদে ঘুমালে।

١٢٠٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاتَ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ (حِجَارٌ) فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةَ .

১২০৪। আবদুর রহমান ইবনে আলী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কেউ বেষ্টনীবিহীন ছাদে রাতে ঘুমালে (এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটলে) তার সম্পর্কে (আল্লাহ্‌র) কোন যিম্মাদারি নাই (দা ৫০৪১)।

١٢٠٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ جَاءَ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيُّ فَصَعِدْتُ بِهِ عَلٰى سَطْحٍ اَفْلَحَ فَنَزَلَ وَقَالَ كِدْتُّ اَنْ اَبِيْتَ اللَّيْلَةَ وَلاَ ذِمَّةَ لِيْ .

১২০৫। আলী ইবনে উমারা (র) বলেন, আবু আইউব আনসারী (রা) এলে আমি তাকে নিয়ে উন্মুক্ত ছাদে উঠলাম। তিনি নেমে এসে বলেন, আমি এখানে রাত কাটালে আমার ব্যাপারে (আল্লাহ্‌র) কোন যিম্মাদারি নাই।

١٢٠٦- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاتَ عَلٰى اِنْجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِيْنَ يَرْتَجُّ يَعْنِيْ يَغْتَلِمُ فَهَلَكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ .

১২০৬। মহানবী (স)-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কেউ উন্মুক্ত ছাদে ঘুমালে এবং তা থেকে পতিত হয়ে নিহত হলে তার ব্যাপারে কোন দায়দায়িত্ব নাই। কেউ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সমুদ্রভ্রমণে গিয়ে নিহত হলে তার ব্যাপারেও কোন দায়দায়িত্ব নাই (আ)।

٥٧١-بَابُ هَلْ يُدْلِيْ رِجْلَيْهِ اِذَا جَلَسَ

৫৭১–অনুচ্ছেদ ঃ পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসা যাবে কি?

١٢٠٧- عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ حَائِطٍ عَلٰى قُفِّ الْبِئْرِ مُدْلِيًا رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ .

১২০৭। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) চার দেয়ালের অভ্যন্তরে এক কূপের মধ্যে তাঁর পদদ্বয় ঝুলিয়ে দিয়ে এর বেষ্টনীর উপর বসেছিলেন (বু, মু, আন)।

٥٧٢-بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِه

৫৭২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কি বলবে?

١٢٠٨- حَدَّثَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْنِيْ وَسَلِّمْ مِنِّيْ .

১২০৮। মুসলিম ইবনে আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার ঘর থেকে বাইরে রওয়ানা হওয়ার সময় বলতেন, "হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদ রাখো এবং আমার থেকে (অন্যদেরও) নিরাপদ রাখো"।

١٢٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ التُّكْلَانُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

১২০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর ঘর থেকে বাইরে রওয়ানা হয়ে বলতেনঃ "বিসমিল্লাহি আত-তুকলানু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করার বা কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নাই) (ই ৩৮৮৫, আ, হা, সুন্নী)।

٥٧٣- بَابُ هَلْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رِجْلَهُ بَيْنَ يَدَيْ اَصْحَابِهِ وَهَلْ يَتَّكِيءُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

৫৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কি তার সংগীদের দিকে নিজের পদদ্বয় প্রসারিত করে দিতে পারে বা তাদের সামনে হেলান দিয়ে বসতে পারে?

١٢١٠- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَصَرِيُّ اَنَّ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ سَمِعَهُ يَذْكُرُ قَالَ لَمَّا بَدَا لَنَا فِيْ وِفَادَتِنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ سِرْنَا حَتّٰى اِذَا شَارَفْنَا الْقُدُوْمَ تَلَقَّانَا رَجُلٌ يُوْضِعُ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ قُلْنَا وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مَرْحَبًا بِكُمْ وَاَهْلاً اِيَّاكُمْ طَلَبْتُ جِئْتُ لِاُبَشِّرَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْاَمْسِ لَنَا اِنَّهُ نَظَرَ اِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ لَيَاْتِيَنَّ غَدًا مِّنْ هٰذَا الْوَجْهِ يَعْنِى الْمَشْرِقَ خَيْرُ وَفْدِ الْعَرَبِ فَبِتُّ اُرَوِّغُ حَتّٰى اَصْبَحْتُ فَشَدَدْتُ عَلٰى رَاحِلَتِيْ فَاَمْعَنْتُ فِى الْمَسِيْرِ حَتّٰى ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَهَمَمْتُ الرُّجُوْعَ ثُمَّ رُفِعَتْ رُءُوْسُ رَوَاحِلِكُمْ ثُمَّ ثَنَى رَاحِلَتَهُ بِزِمَامِهَا رَاجِعًا يُوْضِعُ عَوْدَهُ عَلٰى بَدَئِهِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَوْلَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَقَالَ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ جِئْتُ اُبَشِّرُكَ بِوَفْدِ عَبْدِ

الْقَيْسِ فَقَالَ اَنّٰى لَكَ بِهِمْ يَا عُمَرُ قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلٰى اَثَرِىْ قَدْ اَظَلُّوْا فَذَكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَ بَشَّرَكَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ وَتَهَيَّأَ الْقَوْمُ فِىْ مَقَاعِدِهِمْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ قَاعِدًا فَاَلْقٰى ذَيْلَ رِدَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ فَاتَّكَاَ عَلَيْهِ وَبَسَطَ رِجْلَيْهِ فَقَدِمَ الْوَفْدُ فَفَرِحَ بِهِمُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ فَلَمَّا رَاَوُا النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ اَمْرَحُوْا رِكَابَهُمْ فَرَحًا بِهِمْ وَاَقْبَلُوْا سِرَاعًا فَاَوْسَعَ الْقَوْمُ وَالنَّبِىُّ ﷺ مُتَّكِىءٌ عَلٰى حَالِهِ فَتَخَلَّفَ الْاَشَجُّ وَهُوَ مُنْذِرُ بْنُ عَائِذِ بْنِ مُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ زِيَادِ ابْنِ عَصَرَ فَجَمَعَ رِكَابَهُمْ ثُمَّ اَنَاخَهَا وَحَطَّ اَحْمَالَهَا وَجَمَعَ مَتَاعَهَا ثُمَّ اَخْرَجَ عَيْبَةً لَهُ وَاَلْقٰى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ حُلَّةً ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِىْ مُتَرَسِّلاً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيْمُكُمْ وَصَاحِبُ اَمْرِكُمْ فَاَشَارُوْا بِاَجْمَعِهِمْ اِلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ سَادَتِكُمْ هٰذَا قَالُوْا كَانَ اٰبَاؤُهُ سَادَتَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ قَائِدُنَا اِلَى الْاِسْلاَمِ فَلَمَّا انْتَهَى الْاَشَجُّ اَرَادَ اَنْ يَّقْعُدَ مِنْ نَاحِيَةٍ اسْتَوَى النَّبِىُّ ﷺ قَاعِدًا قَالَ هٰهُنَا يَا اَشَجُّ وَكَانَ اَوَّلُ يَوْمٍ سُمِّىَ الْاَشَجُّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اَصَابَتْهُ حِمَارَةٌ بِحَافِرِهَا وَهُوَ فَطِيْمٌ فَكَانَ فِىْ وَجْهِهِ مِثْلَ الْقَمَرِ فَاَقْعَدَهُ اِلٰى جَنْبِهِ وَاَلْطَفَهُ وَعَرَّفَ فَضْلَهُ عَلَيْهِمْ فَاَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْاَلُوْنَهُ وَيُخْبِرُهُمْ حَتّٰى كَانَ بِعَقَبِ الْحَدِيْثِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِّنْ اَزْوَادِكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَقَامُوْا سِرَاعًا كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ اِلٰى ثِقْلِهِ فَجَاءُوْا بِصُبْرِ التَّمْرِ فِىْ اَكُفِّهِمْ فَوُضِعَتْ عَلٰى نِطْعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَرِيْدَةٌ دُوْنَ الذِّرَاعَيْنِ وَفَوْقَ الذِّرَاعِ فَكَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا فَلَمَّا يُفَارِقُهَا فَاَوْمَاَ بِهَا اِلٰى صُبْرَةٍ مِّنْ ذٰلِكَ التَّمْرِ فَقَالَ تُسَمُّوْنَ هٰذَا التَّعْضُوْضَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَتُسَمُّوْنَ هٰذَا الصَّرَفَانَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَتُسَمُّوْنَ هٰذَا الْبَرْنِىَّ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ هُوَ خَيْرُ تَمْرِكُمْ وَاَيْنَعُهُ لَكُمْ وَقَالَ بَعْضُ شُيُوْخِ الْحَىِّ وَاَعْظَمُهُ بَرَكَةً وَاِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنَا خَصْبَةٌ نَعْلِفُهَا اِبِلَنَا وَحَمِيْرَنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ وَفَادَتِنَا تِلْكَ عَظُمَتْ رَغْبَتُنَا فِيْهَا وَفَسَلْنَاهَا حَتّٰى تَحَوَّلَتْ ثِمَارُنَا مِنْهَا وَرَاَيْنَا الْبَرَكَةَ فِيْهَا .

১২১০। শিহাব ইবনে আব্বাদ আল-আসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের কোন সদস্যকে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট প্রতিনিধিদল পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা আমাদের নিকট প্রতীয়মান হলে আমরা রওয়ানা হলাম। আমরা সফরের শেষপ্রান্তে উপনীত হলে রাস্তার মাথায় বসা এক ব্যক্তি আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন।

তিনি সালাম দিলে আমরা তার উত্তর দিলাম। তিনি দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? আমরা বললাম, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল। তিনি বলেন, স্বাগতম, তোমাদের সাদর সম্ভাষণ। আমি তোমাদের তালাশেই এসেছি তোমাদের সুসংবাদ পৌছে দেয়ার জন্য। গতকাল নবী (স) আমাদের বলেছিলেন। তিনি পুবের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন ঃ "অবশ্যই আগামী কাল এদিক অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে আরবের উত্তম প্রতিনিধিদল আসবে"। এপাশ ওপাশ করতে করতে আমার রাতটি অতিবাহিত হলো। ভোর হতেই আমি কাফেলা ও রাস্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকলাম। এভাবে বেশ বেলা হয়ে গেলো এবং আমি ফিরে আসার মনস্থ করলাম। ইত্যবসরে তোমাদের জন্তুযানের মাথা আমার দৃষ্টিগোচর হলো। একথা বলে লোকটি তার জন্তুযানের লাগাম ধরে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে ফিরে যেতে লাগলেন। তিনি নবী (স)-এর নিকট পৌছে তাঁকে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ পরিবেষ্টিত পেলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমি আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে আপনাকে সুসংবাদ দিতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে উমার! তাদের সাথে কোথায় তোমার সাক্ষাত হয়েছে? তিনি বলেন, তারা আমার পেছনে আসছে এবং এখনই এসে পৌছবে। তিনি এটা উল্লেখ করলে নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দান করুন। লোকজন তাদের বসাবার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলো। আর নবী (স) বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাঁর চাদরের প্রান্তভাগ তাঁর হাতের নিচে রেখে তাতে ভর দিয়ে বসলেন এবং পদদ্বয় সামনে প্রসারিত করে দিলেন।

প্রতিনিধি দল এসে পৌছলে তাদের দেখে মুহাজির ও আনাসরগণ আনন্দিত হলেন। তারা নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণকে দেখে আনন্দিত হয়ে রেকাবদানি বাজাতে থাকে এবং দ্রুতবেগে নবী (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। লোকজন সরে গিয়ে তাদের বসার জায়গা করে দিলো এবং নবী (স) পূর্ববৎ হাতে ভর দিয়ে বসে থাকলেন। (দলনেতা) আল-আশাজ্জের পৌছতে বিলম্ব হলো। তারা জন্তুযান একত্র করলো, সেগুলোকে বসালো এবং মালপত্র নামিয়ে একত্র করলো, অতঃপর একটি হাতবাক্স বের করে সফরের পোশাক পরিবর্তন করে চাদর পরিধান করে তার প্রান্তভাগ ঝুলিয়ে দিয়ে হেঁটে এসে উপস্থিত হলো। নবী (স) জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের নেতা কে, তোমাদের যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল কে? সকলে একসাথে আল-আশাজ্জের দিকে ইংগিত করলো। তিনি বলেন ঃ সে কি তোমাদের নেতার পুত্র? তারা বললো, তার পূর্বপুরুষ জাহিলী যুগেও আমাদের নেতা ছিলো এবং ইনি ইসলামে আমাদের নেতা।

আশাজ্জ এসে পৌছে এক প্রান্তে বসার ইচ্ছা করলে নবী (স) সোজা হয়ে বসে বলেন ঃ হে আশাজ্জ! এখানে। শিশুকালে যেদিন একটি গর্দভীর ক্ষুরের আঘাতে তিনি আহত হন সেদিন থেকে তার নাম হয়েছে আশাজ্জ (আহত), যার চিহ্ন তার চোহারায় চাঁদের মত ভাস্বর ছিল। নবী (স) তাঁকে নিজের পাশে বসান, তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাদের উপর তার মর্যাদার স্বীকৃতি দেন। প্রতিনিধি দল নবী (স)-কে প্রশ্ন করতে থাকে এবং তিনি তাদের অবহিত করতে থাকেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের রসদপত্রের কিছু তোমাদের সাথে অবশিষ্ট আছে কি? তারা বললো, হাঁ। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সামানপত্রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলো এবং বস্তাভর্তি খেজুর নিয়ে এলো। সেগুলো তাঁর সামনে একটি চামড়ার পাত্রের উপর রেখে দেয়া হলো। তাঁর সামনে ছিল দুই হাতের চেয়ে ক্ষুদ্র এবং এক হাতের চেয়ে বড় একটি খেজুরের ছড়ি। এটা তিনি নিজের কাছেই রাখতেন, তা খুব কমই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো। তিনি সেটি দ্বারা খেজুরের স্তূপের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ তোমরা এর 'তাদূদ' নামকরণ করেছো"? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমরা এর 'সারাফান' নামকরণ করেছো? তারা বললো, হাঁ। তিনি

বলেন ঃ তোমরা এর 'বারনী' নামকরণ করেছো? তারা বললো, হাঁ। এটা তোমাদের সর্বোত্তম ও অধিক ফলনশীল খেজুর।

গোত্রের কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, এটি ছিল সর্বাধিক বরকতপূর্ণ। কম ফলনশীল ও নিম্ন মানের খেজুরও আমাদের সাথে ছিল যা আমরা আমাদের উট ও গাধাকে খাওয়াই। আমরা আমাদের প্রতিনিধি দলের সাথে ফিরে আসার পর ঐ খেজুরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেড়ে গেলো এবং আমরা তার চাষাবাদ করলাম। শেষে এটাই আমাদের উৎপাদিত শস্যে পরিণত হলো এবং তাতে আমরা পর্যাপ্ত বরকত লক্ষ্য করলাম (আহমাদ ১৫৬৪৪ ও ১৭৯৮৫)।

٥٧٤-بَابُ مَا يَقُوْلُ اذَا اَصْبَحَ

৫৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ ভোরে উপনীত হয়ে যে দোয়া পড়বে।

١٢١١- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا اَصْبَحَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَالَيْكَ النُّشُوْرُ وَاذَا اَمْسٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَالَيْكَ الْمَصِيْرُ .

১২১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) ভোরে উপনীত হয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমে ভোরে উপনীত হই এবং সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার হুকুমে আমরা জীবিত আছি এবং মৃত্যুবরণ করবো। আমরা তোমার নিকটই পুনর্জীবিত হয়ে প্রত্যানীত হবো"। তিনি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং ভোরে উপনীত হই। তোমার হুকুমে আমরা জীবিত আছি এবং মৃত্যুবরণ করবো। তোমার নিকটই প্রত্যাবর্তন" (দা,তি,না,ই,আ,হি,আন)।

١٢١٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اذَا اَصْبَحَ وَاذَا اَمْسٰى اَللّٰهُمَّ انِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ انِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ مِنْ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ .

১২১২। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সকালে ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে কখনো এই দোয়া পড়া ত্যাগ করতেন না ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে গোপন রাখো এবং আমার ভয়কে নিরাপত্তায় পরিণত করো। হে আল্লাহ! আমাকে হেফাজত করো আমার সম্মুখভাগ থেকে, আমার পশ্চাদভাগ থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আমি তোমার মহানত্বের উসীলায় আমার নিচের দিক থেকে আমাকে ধ্বসিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি" (দা,ই,না,আ,হা,হি)।

١٢١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اِلاَّ اَعْتَقَ اللّٰهُ رُبُعَهُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَعْتَقَ اللّٰهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَهَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اَعْتَقَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

১২১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কেউ ভোরে উপনীত হয়ে নিম্নোক্ত দোয়া একবার পড়লে আল্লাহ তাকে দোযখ থেকে সেদিনের এক-চতুর্থাংশ সময় মুক্ত করে দিবেন ঃ "হে আল্লাহ! আমরা ভোরে উপনীত হয়েছি। আমরা তোমাকে সাক্ষী রেখে, তোমার আরশ বহনকারীদের, তোমার ফেরেশতাদের এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষী রেখে স্বীকার করছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ তোমার বান্দা ও রাসূল"। যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়া দুইবার পড়বে আল্লাহ সেদিনের অর্ধেক সময় তাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা চারবার পড়বে, আল্লাহ তাকে সারাটি দিন দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দিবেন (দা)।

٥٧٥-بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا اَمْسٰى

৫৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যা বলবে।

١٢١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَقُوْلُهُ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ شَىْءٍ بِكَفَّيْكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قُلْهُ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ .

১২১৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বাক্র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় আমার বলার জন্য আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! প্রতিটি জিনিস তোমার দুই হাতের মুঠোয়। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নফসের ক্ষতি থেকে এবং শয়তানের ক্ষতি ও তার শেরেক থেকে"। তুমি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এবং বিছানায় ঘুমানোর সময় এই দোয়া বলো (দা,তি,না,দার,আ,হা,হি)।

١٢١٥-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهِ وَقَالَ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.

১২১৫। আবু হুরায়রা (রা).... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে, "প্রত্যেক জিনিসের প্রভু ও তার মালিক" এবং "শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরেক (থেকে আশ্রয় চাই)"।

١٢١٦- عَنْ اَبِىْ رَاشِدٍ الْحِبْرَانِىِّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَلْقٰى اِلَىَّ صَحِيْفَةً فَقَالَ هٰذَا مَا كَتَبَ لِى النَّبِىُّ ﷺ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَاِذَا فِيْهَا اِنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ مَا اَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ قُلْ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَاَنْ اَقْرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ .

১২১৬। আবু রাশেদ আল-হিবরানী (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যা শুনেছেন তা আমাকে বর্ণনা করে শুনান। তিনি আমার সামনে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পেশ করে বলেন, এটা নবী (স) আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলাম যে, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) নবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় আমার বলার জন্য আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! তুমি বলো, "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার অংশীবাদিতা থেকে, আমার নিজের অনিষ্ট করা থেকে এবং কোন মুসলমানের ক্ষতি করা থেকে" (তি,হা,হি)।

٥٧٦-بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ

৫৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ তার বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে যে দোয়া পড়বে।

١٢١٧- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ قَالَ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

১২১৭। হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী (স) ঘুমানোর ইচ্ছা করলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মরি ও বাঁচি"। তিনি তাঁর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন" (বু,দা,তি,না,ই)।

١٢١٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا كَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِىَ .

১২১৮। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কতো লোক আছে যাদের কোন পৃষ্ঠপোষকও নাই, আশ্রয়দাতাও নাই"(মু ৬৬৪৬)।

١٢١٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَاَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ فَهُمَا تَفْضُلاَنِ كُلَّ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ بِسَبْعِيْنَ حَسَنَةً وَمَنْ قَرَاَهُمَا كُتِبَ لَهُ بِهِمَا سَبْعُوْنَ حَسَنَةً وَرُفِعَ بِهِمَا لَهُ سَبْعُوْنَ دَرَجَةً وَحُطَّ بِهِمَا عَنْهُ سَبْعُوْنَ خَطِيْئَةً .

১২১৯। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল (সূরা সাজদা-৩২) ও তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্ক (সূরা মূল্ক-৬৭) না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতেন না (তি)। আবুয যুবাইর (র) বলেন, এই সূরাদ্বয় কুরআন মজীদের অন্যসব সূরার তুলনায় সত্তর গুণ সওয়াবের মর্যাদা লাভের অধিকারী। কোন ব্যক্তি এই সূরাদ্বয় পড়লে তার জন্য এর বিনিময়ে সত্তরটি নেকী লেখা হয়, এর উসীলায় তার মর্যাদা সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং এর দ্বারা তার সত্তরটি গুনাহ মাফ করা হয় (না, দার, হা, শা)।

١٢٢٠- عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ النَّوْمُ عِنْدَ الذِّكْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ اِنْ شِئْتُمْ فَجَرِّبُوْا اِذَا اَخَذَ اَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ وَاَرَادَ اَنْ يَّنَامَ فَلْيَذْكُرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

১২২০। আবুল আহ্ওয়াস (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আল্লাহ্র যিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে। তোমরা চাইলে অনুশীলন করে দেখতে পারো। তোমাদের কেউ যখন শয্যাগত হয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন মহামহিম আল্লাহ্র যিকির করে (বু,মু,দা)।

١٢٢١-عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَاَ تَبَارَكَ وَالٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ .

১২২১। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) সূরা মুল্ক ও সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদা না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতেন না (তি,হা)।

١٢٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَحِلَّ دَاخِلَةَ اِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ مَا خَلَفَ فِىْ فِرَاشِهِ وَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ فَاِنْ احْتَبَسْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ اَوْ قَالَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ .

১২২২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুমাতে বিছানায় আশ্রয় নিলে সে যেন তার ভেতরের পরিধেয় বস্ত্র খুলে তা দ্বারা বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে তার বিছানায় কি পতিত হয়েছে। অতঃপর সে ডান কাতে শুয়ে যেন বলে, "তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ (বিছানায়) রাখলাম। তুমি আমার আত্মা আটক করে রেখে দিলে তার প্রতি দয়া করো, আর তাকে ছেড়ে দিলে তাকে হেফাজত করো, যেভাবে তুমি হেফাজত করে থাকো তোমার সৎকর্মপরায়ণ লোকদের" (বু,মু,দা,না,আ,আন,হি)।

١٢٢٣- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِه نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَاَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ قَالَ فَمَنْ قَالَهُنَّ فِيْ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

১২২৩। বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, নবী (স) বিছানাগত হয়ে ডান কাতে শুয়ে যেতেন, অতঃপর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার মুখ তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমাকে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম এবং তোমার রহমাতের আশা ও তোমার শাস্তির ভয় সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ছাড়া আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার উপর ঈমান এনেছি"। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রাতে এই দোয়া পড়লে, অতঃপর মারা গেলে সে দীন ইসলামের উপর মারা গেলো (বু,মু,দা,তি)।

١٢٢٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِه اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِه اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ .

১২২৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) শয্যাগত হয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু, প্রতিটি জিনিসের প্রভু, বীজ ও অংকুরের প্রভু, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রতিটি ক্ষতিকর বস্তুর ক্ষতি থেকে, আপনিই এগুলোর নিয়ন্ত্রক। আপনিই আদি, আপনার আগে কিছুর অস্তিত্ব নাই। আপনিই অন্ত, আপনার পরে কিছু নাই। আপনি প্রকাশমান, আপনার উর্দ্ধে কিছু নাই। আপনি লুকায়িত, আপনার অগোচরে কিছু নাই। আপনি আমার পক্ষ থেকে আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন এবং আমাকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিন" (মু,তি,দা,না,ই,শা,আন,হি)।

٥٧٧-بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ

৫৭৭–অনুচ্ছেদ ঃ শোয়ার সময় পঠিত দোয়ার ফযীলাত।

١٢٢٥- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِه نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ بِوَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ

اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

১২২৫। বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বিছানাগত হয়ে ডান কাতে শুয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার সকল বিষয় তোমার উপর সোপর্দ করলাম এবং তোমার রহমাতের আশা ও তোমার শাস্তির ভয় সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে রাসূল পাঠিয়েছো, আমি তার উপর ঈমান আনলাম"। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়লো, অতঃপর সেই রাতে মারা গেলো, সে দীন ইসলামের উপর মারা গেলো (বু,মু,দা,তি)।

١٢٢٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ اَوْ اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالَ الْمَلَكُ اخْتِمْ بِخَيْرٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ اخْتِمْ بِشَرٍّ فَاِنْ حَمِدَ اللّٰهَ وَذَكَرَهُ اَطْرَدَهُ وَبَاتَ يَكْلَاُهُ فَاِذَا اسْتَيْقَظَ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالَا مِثْلَهُ فَاِنْ ذَكَرَ اللّٰهَ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اِلَىَّ نَفْسِىْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِىْ مَنَامِهَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ فَاِنْ مَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا وَاِنْ قَامَ فَصَلّٰى فِىْ فَضَائِلَ .

১২২৬। জাবের (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার ঘরে প্রবেশ করে অথবা তার বিছানায় আশ্রয় নেয় তখন একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান তার দিকে ধাবিত হয়। ফেরেশতা বলেন, কল্যাণের সাথে (তোমার দিনটি) শেষ করো, আর শয়তান বলে, অনিষ্ট সহকারে শেষ করো। অতএব সে যদি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তাঁর যিকির করে তাহলে সে শয়তানকে বিতাড়িত করলো এবং রাতটি (আল্লাহ্‌র) হেফাজতে কাটালো। অনুরূপভাবে সে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান তার দিকে ধাবিত হয় এবং তারা পূর্বানুরূপ কথা বলে। সে যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং বলে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমার মৃত্যুর পর আমার জীবনটা আমার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং ঘুমের মধ্যে মৃত্যুদান করেননি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, "যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে স্থানচ্যুত হওয়া থেকে রুখে রেখেছেন। যদি এই দু'টি স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কেউই এদের প্রতিরোধ করে রাখতে পারবে না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, পরম ক্ষমাশীল" (সূরা ফাতির ঃ ৪১)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, "যিনি আসমানকে প্রতিরোধ করে রেখেছেন যাতে তা তাঁর অনুমতি ব্যতীত পৃথিবীর উপর পতিত হতে না পারে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়" (সূরা হজ্জ ঃ ৬৫)। সে মারা গেলে শহিদী মৃত্যুবরণ করলো, অন্যথা উঠে নামায পড়লে মর্যাদাপূর্ণ নামায পড়লো (না, হি)।

٥٧٨-بَابُ يَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ

৫৭৮–অনুচ্ছেদ ঃ গালের নিচে হাত রাখা।

١٢٢٧- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

১২২৭। বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর হাত তাঁর ডান গালের নিচে রেখে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান করবে সেদিন তোমার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো" (তি ৩৩৩৫, না, ই ৩৮৭৭)।

١٢٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ قِيْلَ وَمَا هُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُكَبِّرُ اَحَدُكُمْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعُدُّهُنَّ بِيَدِهِ وَاِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ سَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ وَكَبَّرَهُ فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لاَ يُحْصِيْهِمَا قَالَ يَاْتِيْ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِيْ صَلاَتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً كَذَا وَكَذَا فَلاَ يَذْكُرُهُ .

১২২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। অভ্যাস দু'টি আয়ত্ত করা খুবই সহজ। তবে খুব কম লোকই তদনুযায়ী আমল করে থাকে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই দু'টি অভ্যাস কি কি? তিনি বলেন ঃ প্রতি নামাযের পূর্বে তোমাদের কেউ দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার সুবহানাল্লাহ বলবে। তাতে (পাঁচ ওয়াক্তে) মৌখিক উচ্চারণে এক শত পঞ্চাশবার এবং মীযানে দেড় হাজারবার হবে। আমি নবী (স)-কে (নামাযের পর) তাঁর হাতে সেগুলো গুণে গুণে পড়তে দেখেছি। আবার সে শয্যা গ্রহণকালে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়লে তা মৌখিক উচ্চারণে এক শতবার এবং মীযানে এক হাজারবার হবে। তোমাদের মধ্যে কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহে লিপ্ত হয়? (তাতে এতোগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হয়)। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে কিভাবে এরূপ আমল না করে থাকতে পারে? তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে রত থাকাকালে তার নিকট শয়তান এসে তাকে এই এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাতে থাকে। অতএব সে যেন তা স্মরণ না করে (দা,তি,না,আ,হি)।

٥٧٩-بَابُ اذَا قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلْيَنْفُضْهُ

৫৭৯–অনুচ্ছেদঃ কেউ বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে তা যেন ঝেড়ে নেয়।

١٢٢٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ الٰى فِرَاشِهِ فَلْيَاْخُذْ دَاخِلَةَ ازَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللّٰهَ فَانَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلٰى فِرَاشِهِ فَاذَا اَرَادَ اَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ رَبِّىْ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ انْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا وَانْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ .

১২২৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার বিছানায় ঘুমাতে এলে সে যেন তার পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নাংশ দ্বারা তার বিছানাটা ঝেড়ে নেয় এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে। কারণ সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে তার বিছানায় কি পতিত হয়েছে। সে যখন বিছানায় শোবে তখন যেন তার ডান কাতে শোয় এবং বলে, "আমার প্রতিপালক মহাপবিত্র। তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমার নামে তা উঠাবো। যদি তুমি আমার জান রেখে দাও তবে তাকে ক্ষমা করো। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তার হেফাজত করো, যেরূপ তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের হেফাজত করে থাকো" (বু,মু,দার,হি)।

٥٨٠-بَابُ مَا يَقُوْلُ اذَا اسْتَيْقَظَ بِاللَّيْلِ

৫৮০–অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে যে দোয়া পড়বে।

١٢٣٠- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَاُعْطِيَهُ وَضُوْءَهُ قَالَ فَاَسْمَعُهُ الْهَوِىَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاَسْمَعُهُ الْهَوِىَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১২৩০। রবীআ ইবনে কাব (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর ঘরের দ্বারদেশে রাত যাপন করতাম এবং তাঁর উযুর পানি সরবরাহ করতাম। আমি রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে বলতে শোনতাম, সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ (কেউ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলে তিনি তা শোনেন)। আমি আরো শোনতাম যে, তিনি দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য) বলছেন (মু,দা,না,ই,তি ৩৩৫০)।

٥٨١-بَابُ مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ

৫৮১–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ হাতে খাদ্যের চর্বি নিয়ে ঘুমালে।

١٢٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ قَبْلَ اَنْ يَغْسِلَهُ فَاَصَابَهُ شَىْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ الاَّ نَفْسَهُ .

১২৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি খাদ্যের চর্বি হাত থেকে দূর না করে রাতে ঘুমালে এবং তাতে তার কোন ক্ষতি হলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

١٢٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاتَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ فَاَصَابَهُ شَىْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ .

১২৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি খাদ্যের চর্বি হাত থেকে দূর না করে ঘুমালে এবং তাতে তার কোন ক্ষতি হলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে (দা,তি,ই,দার,আ,হা,হি,না)।

٥٨٢-بَابُ اِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ

৫৮২-অনুচ্ছেদ ঃ বাতি নিভানো।

١٢٣٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ وَاَكْفِئُوا الْاِنَاءَ وَخَمِّرُوا الْاِنَاءَ وَاَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ اِنَاءً وَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ .

১২৩৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা (রাতে ঘুমানোর পূর্বে) ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করো, পানির পাত্রের মুখ ঢেকে বা বেঁধে দিও, থালাগুলো উপুড় করে রেখো বা ঢেকে দিও এবং আলো নিভিয়ে দিও। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খোলতে পারে না, পানির পাত্রের বন্ধ মুখ খোলতে পারে না এবং উপুড় করা বা ঢেকে দেয়া থালাও উন্মুক্ত করতে পারে না। (আলো নিভিয়ে না দিলে) দুষ্ট ইঁদুর মানুষের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় (বু,মু,তি ১৭৫৮)।

١٢٣٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَارَةٌ فَاَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيْلَةَ فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعِيْهَا فَجَاءَتْ بِهَا فَاَلْقَتْهَا عَلَى الْخُمْرَةِ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْتَرَقَ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْا سُرُجَكُمْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ فَتَحْرِقَكُمْ .

১২৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একটি ইঁদুর এসে চেরাগের সলিতা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একটি বালিকা তার পিছু ধাওয়া করলে নবী (স) বলেন ঃ একে ত্যাগ করো। ইঁদুর সলিতাটি টেনে নিয়ে এসে যে চাটাইয়ে নবী (স) উপবিষ্ট ছিলেন তার উপর রেখে দিলো। ফলে চাটাইয়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা পুড়ে গেলো। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা ঘুমানোর পূর্বে তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দিও। কারণ শয়তান অনুরূপ অপকর্ম করবে এবং তোমাদের অগ্নিদগ্ধ করবে (দা, হা, হি)।

١٢٣٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاِذَا فَارَةٌ قَدْ اَخَذَتِ الْفَتِيْلَةَ فَصَعِدَتْ بِهَا اِلَى السَّقْفِ لِتُحْرِقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ فَلَعَنَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَاَحَلَّ قَتْلَهَا لِلْمُحْرِمِ .

১২৩৫। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এক রাতে নবী (স) জাগ্রত হলেন। তখন একটি ইঁদুর বাতির সলিতা নিলো এবং তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার জন্য সেটি সলিতাসহ ঘরের ছাদে উঠলো। তাই নবী (স) এটিকে অভিসম্পাত করলেন এবং ইহ্রামধারী ব্যক্তির জন্যও এটি হত্যা করা হালাল ঘোষণা করলেন (হি, হা, তহা)।

٥٨٣-بَابُ لاَ تُتْرَكُ النَّارُ فِى الْبَيْتِ حِيْنَ يَنَامُوْنَ

৫৮৩–অনুচ্ছেদ ঃ লোকজন ঘুমানোর সময় যেন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে না রাখা হয়।

١٢٣٦-عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ .

১২৩৬। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা ঘুমানোর প্রাক্কালে তোমাদের ঘরসমূহে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না (বু,মু,দা,তি,ই,আ,আন)।

١٢٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّارَ عَدُوٌّ فَاحْذَرُوْهَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتْبَعُ نِيْرَانَ اَهْلِهِ وَيُطْفِئُهَا قَبْلَ اَنْ يَّبِيْتَ .

১২৩৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) বলেছেন ঃ আগুন (তোমাদের) শত্রু। অতএব তা থেকে সতর্ক থাকো। তাই ইবনে উমার (রা) রাতে ঘুমানোর পূর্বে তার পরিবারের আগুন নিভিয়ে দিতেন।

١٢٣٨-عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّهَا عَدُوٌّ .

১২৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের ঘরসমূহে আগুন জ্বালিয়ে রেখে দিও না। কেননা তা দুশমন।

١٢٣٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ احْتَرَقَ بِالْمَدِيْنَةِ بَيْتٌ عَلٰى اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ النَّارَ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ .

১২৩৯। আবু মূসা (রা) বলেন, মদীনার এক পরিবারের ঘরে রাতের বেলা আগুন লেগে তা পুড়ে গেলো। তাদের এই ঘটনা নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আগুন তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে তখন তা নিভিয়ে দিবে (বু,মু,ই)।

٥٨٤-بَابُ التَّيَمُّنِ بِالْمَطَرِ

৫৮৪–অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টিতে আশাবাদী হওয়া ও বরকত লাভ করা।

١٢٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُوْلُ يَا جَارِيَةُ اُخْرُجِىْ سَرْجِىْ اُخْرُجِىْ ثِيَابِىْ وَيَقُوْلُ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا .

১২৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি হতো তখন তিনি বলতেন, হে বালিকা (বা বাঁদী)! আমার জিনপোষ বের করে রাখো, আমার কাপড়-চোপড় বের করে রাখো। আর তিনি পড়তেন, "এবং আমরা আকাশ (মেঘ) থেকে বরকতপূর্ণ পানি বর্ষণ করি" (সূরা কাফ ঃ ৯)।

٥٨٥-بَابُ تَعْلِيْقِ السَّوْطِ فِى الْبَيْتِ

৫৮৫–অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে চাকুব ঝুলিয়ে রাখা।

١٢٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِتَعْلِيْقِ السَّوْطِ فِى الْبَيْتِ .

১২৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ঘরে চাকুব ঝুলিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন (আবদুর রায্যাক)।

٥٨٦-بَابُ غَلْقِ الْبَابِ بِاللَّيْلِ

৫৮৬–অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা ঘরের দরজা বন্ধ রাখা।

١٢٤٢- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هُدُوْءِ اللَّيْلِ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ مَا يَبُثُّ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِهِ غَلِّقُوا الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ وَاَكْفِئُوا الْاِنَاءَ وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ .

১২৪২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা গভীর রাত পর্যন্ত গল্প-গুজবে মশগুল থেকো না। কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, আল্লাহ তাঁর কতক সৃষ্টিকুল রাতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছড়িয়ে দেন। তোমরা (রাতের বেলা) ঘরের দরজাগুলো বন্ধ রাখো, পানপাত্রের মুখ বেঁধে রাখো, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখো এবং আলো নিভিয়ে দাও।

٥٨٧-بَابُ ضَمِّ الصِّبْيَانِ عِنْدَ فَوْرَةِ الْعِشَاءِ

৫৮৭–অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সূচনায় শিশুদের (নিজেদের সাথে) একত্র রাখা।

١٢٤٣- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ اَوْ فَوْرَةُ الْعِشَاءِ سَاعَةَ تَهُبُّ الشَّيَاطِيْنُ .

১২৪৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা রাতের সূচনায় অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের শিশুদের সামলিয়ে রাখো। এই সময় শয়তানেরা (চতুর্দিকে) ছড়িয়ে পড়ে (মু ৫০৮২)।

٥٨٨-بَابُ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

৫৮৮–অনুচ্ছেদ ঃ পশুর লড়াই অনুষ্ঠান।

١٢٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُّحَرِّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

১২৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পশুদের মধ্যে পরস্পর লড়াই বাঁধানো অপছন্দ করতেন (তি, দা)।

٥٨٩-بَابُ نُبَاحِ الْكَلْبِ وَنَهِيْقِ الْحِمَارِ

৫৮৯–অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক।

١٢٤٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَقِلُّوا الْخُرُوْجَ بَعْدَ هُدُوْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ دَوَابَّ يَبُثُّهُنَّ فَمَنْ سَمِعَ نُبَاحَ الْكَلْبِ اَوْ نُهَاقَ حِمَارٍ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَاِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ .

১২৪৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা গভীর রাতে খুব কম বাইরে বের হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর কতক জীবজন্তুকে (এ সময়) স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছড়িয়ে দেন। তোমাদের কেউ কুকুরের ঘেউ ঘেউ এবং গাধার ডাক শোনলে যেন আল্লাহ্‌র কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কারণ এরা (এমন কিছু) দেখতে পায় যা তোমরা দেখো না (দা, আ)।

١٢٤٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ اَوْ نُهَاقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ فَاِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا اُجِيْفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِرَارَ وَاَوْكُوا الْقِرَبَ وَاَكْفِوا الْاٰنِيَةَ .

১২৪৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ রাতের বেলা তোমরা যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ এবং গাধার ডাক শোনতে পাও তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কারণ এরা (এমন কিছু) দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাও না। (রাতের বেলা) তোমরা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করো। কারণ আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে বন্ধকৃত দরজা শয়তান খোলতে পারে না। তোমরা কলসিগুলোর মুখ ঢেকে দাও, মশকের (চামড়ার তৈরী পানির পাত্র) মুখ বেঁধে দাও এবং পাত্রগুলো উপুড় করে রেখে দাও (দা)।

١٢٤٧- عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَقِلُّوا الْخُرُوْجَ بَعْدَ هُدُوْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا يَبُثُّهُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ اَوْ نُهَاقَ الْحَمِيْرِ فَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

১২৪৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাত শান্তভাব ধারণ করার পর তোমরা কমই বাইরে বের হবে। কারণ (এ সময়) আল্লাহ তাঁর কতক সৃষ্টিকে (স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে) ছড়িয়ে দেন। অতএব তোমরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক শোনতে পেলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো।

٥٩٠-بَابُ اِذَا سَمِعَ الدِّيْكَةَ

৫৯০–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ মোরগের ডাক শোনলে।

١٢٤٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا فَسَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ وَاِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَاِنَّهَا رَاَتْ شَيْطَانًا فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

১২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ রাতে তোমরা মোরগের ডাক শোনলে আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। কারণ সে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পায়। আর রাতের বেলা তোমরা গাধার ডাক শোনতে পেলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো। কারণ সে একটি শয়তানকে দেখতে পেয়েছে (বু,মু,দা,তি,না,আ,হি)।

٥٩١-بَابُ لاَ تَسُبُّوا الْبُرْغُوْثَ

৫৯১–অনুচ্ছেদ ঃ বুরগূছকে গালি দিও না।

١٢٤٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً لَعَنَ بُرْغُوْثًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَلْعَنْهُ فَاِنَّهُ اَيْقَظَ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ لِلصَّلاَةِ .

১২৪৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে বুরগূছকে (পাখাহীন এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট) গালি দিলে তিনি বলেন ঃ একে অভিশাপ দিও না। কারণ সে নবীগণের মধ্যকার একজন নবীকে নামাযের জন্য জাগ্রত করেছিল (ইলা, তাব, বায)।

٥٩٢-بَابُ الْقَائِلَةِ

৫৯২–অনুচ্ছেদ ঃ দুপুরের আহারশেষে বিশ্রাম।

١٢٥٠- عَنْ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَعَدَ عَلٰى بَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ فَاِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَالَ قُوْمُوْا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِلشَّيْطَانِ ثُمَّ لاَ يَمُرُّ عَلٰى اَحَدٍ اِلاَّ اَقَامَهُ

قَالَ ثُمَّ بَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ قِيْلَ هٰذَا مَوْلٰى بَنِى الْحَسْحَاسِ يَقُوْلُ الشِّعْرَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ فَقَالَ :

وَدِّعْ سُلَيْمٰى اِنْ تَجَهَّزْتَ غَادِيًا

كَفَى الشَّيْبُ وَالْاِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

فَقَالَ حَسْبُكَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ .

১২৫০। উমার (রা) বলেন, কুরাইশ বংশের কতক লোক প্রায়ই ইবনে মাসউদ (রা)-র বাড়ির দরজায় বসতেন। ছায়া ঢলে পড়লে তিনি বলতেন, তোমরা উঠে যাও। এখন দিনের যা অবশিষ্ট আছে তা শয়তানের। অতঃপর তিনি যার নিকট দিয়েই যেতেন তাকে (বসা থেকে) উঠিয়ে দিতেন। রাবী বলেন, এমতাবস্থায় বলা হলো, এ হলো বনু হাসহাসের মুক্তদাস, সে কবিতা আবৃত্তি করে। তিনি তাকে ডেকে এনে বলেন, তুমি কিরূপ বলো? সে বললো, "সালমাকে যদি তুমি প্রেমিকা বানিয়ে থাকো তবে তাকে বিদায় দাও। বার্ধক্য ও ইসলাম মানুষকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট"। তিনি বলেন, যথেষ্ট হয়েছে, তুমি সত্য বলেছো, সত্য বলেছো (ইসাবা)।

١٢٥١- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَمُرُّ بِنَا نِصْفَ النَّهَارِ اَوْ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَيَقُوْلُ قُوْمُوْا فَقِيْلُوْا فَمَا بَقِىَ فَلِلشَّيْطَانِ .

১২৫১। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, উমার (রা) দুপুরবেলা বা তার কাছাকাছি সময় আমাদের নিকট আসতেন এবং বলতেন, তোমরা ওঠো, গিয়ে বিশ্রাম করো। (কথা) যা অবশিষ্ট রয়েছে তা শয়তানের জন্য।

١٢٥٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانُوْا يَجْتَمِعُوْنَ ثُمَّ يَقِيْلُوْنَ .

১২৫২। আনাস (রা) বলেন, লোকজন একত্র হতো, অতঃপর দুপুরের বিশ্রাম করতো (আ, খু, হি)।

١٢٥٣- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ اَنَسٌ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ اَعْجَبَ اِلَيْهِمْ مِّنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ فَاِنِّىْ لَاَسْقِىْ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُمْ عِنْدَ اَبِىْ طَلْحَةَ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَمَا قَالُوْا مَتٰى اَوْ حَتّٰى نَنْظُرَ قَالُوْا يَا اَنَسُ اَهْرِقْهَا ثُمَّ قَالُوْا عِنْدَ اُمِّ سُلَيْمٍ حَتّٰى اَبْرَدُوْا وَاغْتَسَلُوْا ثُمَّ طَيَّبَتْهُمْ اُمُّ سُلَيْمٍ ثُمَّ رَاحُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا الْخَبَرُ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ قَالَ اَنَسٌ فَمَا طَعِمُوْهَا بَعْدُ .

১২৫৩। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) বলেন, শরাব হারাম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খেজুর ও বার্লির তৈরী শরাবই ছিল মদীনাবাসীদের আকর্ষণীয় পানীয়। আমি আবু তালহা (রা)-র বাড়িতে

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের শরাব পরিবেশন করছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, শরাব হারাম ঘোষিত হয়েছে। তাদের কেউই (একথা শুনে) বলেননি, কখন অথবা আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি? তারা বলেন, হে আনাস! শরাব ঢেলে ফেলে দাও। অতঃপর তারা উম্মে সুলাইম (রা)-র এখানে গেলেন, ঠাণ্ডা বা শান্ত হলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর উম্মু সুলাইম (রা) তাদের মাথার জন্য সুগন্ধি দেন। অতঃপর তারা নবী (স)-এর নিকট গিয়ে জানতে পারলেন, লোকটি যা খবর দিয়েছিল তাই সত্য। আনাস (রা) বলেন, তারা আর কখনো শরাব পান করেননি (বু, মু)।

٥٩٣-بَابُ نَوْمِ اٰخِرِ النَّهَارِ

৫৯৩–অনুচ্ছেদ ঃ দিনের শেষ বেলার ঘুম।

١٢٥٤- عَنْ خُوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ نَوْمُ اَوَّلِ النَّهَارِ خُرْقٌ وَاَوْسَطِهِ خُلُقٌ وَاٰخِرِهِ حُمْقٌ .

১২৫৪। খাওয়াত ইবনে জুবাইর (রা) বলেন, দিনের প্রথমাংশের ঘুম হলো অস্বাভাবিক, মধ্যাহ্নের ঘুম হলো অভ্যাস এবং শেষ বেলার ঘুম হলো আহম্মকি (জামে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা)।

٥٩٤-بَابُ الْمَاْدُبَةِ

৫৯৪–অনুচ্ছেদ ঃ সাধারণ দাওয়াত।

١٢٥٥- عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَاَلْتُ نَافِعًا هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْعُوْ لِلْمَاْدُبَةِ قَالَ لٰكِنَّهُ انْكَسَرَ لَهُ بَعِيْرٌ مَرَّةً فَنَحَرْنَاهُ ثُمَّ قَالَ اُحْشُرْ عَلَيَّ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْزٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ هٰذَا عُرَاقٌ وَهٰذَا مَرَقٌ اَوْ قَالَ مَرَقٌ وَبَضْعٌ فَمَنْ شَاءَ اَكَلَ وَمَنْ شَاءَ وَدَعَ .

১২৫৫। মায়মূন ইবনে মিহরান (র) বলেন, আমি নাফে (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে উমার (রা) কি জনসাধারণকে দাওয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, ঘটনা এই যে, একবার তার একটি উট দুর্বল হয়ে পড়লে আমরা সেটি যবেহ করলাম। অতঃপর তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের আমার নিকট একত্র করো। নাফে (র) বলেন, আমি বললাম, আবদুর রহমানের পিতা! কোন জিনিসের জন্য? আমাদের নিকট তো রুটি নাই। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা, এই হাড়, এই ঝোল অথবা এই ঝোল ও গোশতের টুকরা। যার ইচ্ছা হয় সে খাবে, আর যার ইচ্ছা ফিরে যাবে।

٥٩٥-بَابُ الْخِتَانِ

৫৯৫–অনুচ্ছেদ ঃ খতনা (লিংগাগ্রের ত্বকচ্ছেদন)।

١٢٥٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ ﷺ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ مَوْضِعًا .

১২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ) আশি বছরোর্দ্ধ বয়সে খতনা করেন। তিনি কাদূম নামক স্থানে খতনা করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'কাদূম' একটি জায়গার নাম (বু, মু)।

٥٩٦-بَابُ خَفْضِ الْمَرْأَةِ

৫৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর খতনা করা।

١٢٥٧- حَدَّثَتْنِىْ أُمُّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبِيْتُ فِىْ جَوَارِىْ مِنَ الرُّوْمِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْاِسْلَامَ فَلَمْ يُسْلِمْ مِّنَا غَيْرِىْ وَغَيْرَ أُخْرٰى فَقَالَ عُثْمَانُ اذْهَبُوْا فَاخْفِضُوْهُمَا وَطَهِّرُوْهُمَا .

১২৫৭। উম্মুল মুহাজির (র) বলেন, আমি রূম এলাকা (এশিয়া মাইনর) থেকে যুদ্ধবন্দিনীরূপে নীত হই। উসমান (রা) আমাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। আমি এবং অপর একজন ব্যতীত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। উসমান (রা) বলেন, এই দুই নারীকে নিয়ে যাও, তাদের (ভগাংকুর) নিচু করো এবং তাদের পবিত্র করো।

٥٩٧-بَابُ الدَّعْوَةِ فِى الْخِتَانِ

৫৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ খতনা অনুষ্ঠানের দাওয়াত।

١٢٥٨- اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ قَالَ خَتَنَنِى ابْنُ عُمَرَ اَنَا وَنَعِيْمًا فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا فَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَاِنَّا لَنُجْذِلُ بِهِ عَلَى الصِّبْيَانِ اَنْ ذَبَحَ عَنَّا كَبْشًا .

১২৫৮। সালেম (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) আমার ও নাঈমের খতনা করালেন। তিনি আমাদের জন্য একটি মেষ যবেহ করেন। আমাদের স্মরণ আছে যে, আমরা আনন্দভরে শিশুদের বলতাম, আমাদের জন্য একটি মেষ যবেহ করা হয়েছে।

٥٩٨-بَابُ اللَّهْوِ فِى الْخِتَانِ

৫৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ খতনা উপলক্ষে আনন্দ অনুষ্ঠান।

١٢٥٩- عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ اَنَّ بَنَاتَ اَخِيْ عَائِشَةَ خُتِنَّ فَقِيْلَ لِعَائِشَةَ اَلَا نَدْعُوْ لَهُنَّ مَنْ يُلْهِيْنَ قَالَتْ بَلٰى فَاَرْسَلَتْ اِلٰى حُدَىٍّ فَاَتَاهُنَّ فَمَرَّتْ عَائِشَةُ فِى الْبَيْتِ فَرَاَتْهُ يَتَغَنّٰى وَيُحَرِّكُ رَاْسَهُ طَرَبًا وَكَانَ ذَا شَعَرٍ كَثِيْرٍ فَقَالَتْ اُفٍّ شَيْطَانٌ اَخْرِجُوْهُ اَخْرِجُوْهُ .

১২৫৯। উম্মু আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্রীদের খতনা করানো হলো। আয়েশা (রা)-কে বলা হলো, তাদেরকে ভুলানোর জন্য কাউকে ডাকবো না কি? তিনি বলেন, অবশ্যই। অতএব হুদীর (উট চরানোর গান) গায়ককে ডেকে পাঠানো হলো। সে

আসলো। আয়েশা (রা) ঘরে প্রবেশ করে তাকে মাথার চুল ঝাকড়িয়ে গীত পরিবেশন করতে দেখেন। তার মাথায় ছিল পর্যাপ্ত চুল। আয়েশা (রা) বলেন, আহ! একটি শয়তান, একে বের করে দাও, একে বের করে দাও।

٥٩٩-بَابُ دَعْوَةَ الذِّمِّيِّ

৫৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) প্রদত্ত দাওয়াত।

١٢٦٠- عَنْ اَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّامَ اَتَاهُ الدِّهْقَانُ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّيْ قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَاُحِبُّ اَنْ تَاْتِيَنِيْ بِاَشْرَافِ مَّنْ مَعَكَ فَاِنَّهُ اَقْوٰى لِيْ فِيْ عَمَلِيْ وَاَشْرَفَ لِيْ قَالَ اِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَّدْخُلَ كَنَائِسَكُمْ هٰذِهِ مَعَ الصُّوَرِ الَّتِيْ فِيْهَا .

১২৬০ উমার (রা)-র মুক্তদাস সালেম (র) বলেন, আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে সিরিয়ায় পৌছলে তার নিকট এক (খৃস্টান) ভূস্বামী এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার জন্য আহার্য তৈরি করেছি। আমি আশা করি যে, আপনার সম্ভ্রান্ত পারিষদবর্গসহ আপনি আমার এখানে আসবেন। তা আমার কাজে শক্তি যোগাবে এবং আমার শরাফত বর্দ্ধিত হবে। উমার (রা) বলেন, তোমাদের গির্যাসমূহে (জীব-জন্তুর) চিত্রাবলী থাকা অবস্থায় আমরা তাতে প্রবেশ করতে পারি না।

٦٠٠-بَابُ خِتَانِ الْاِمَاءِ

৬০০-অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীর খতনা করানো।

١٢٦١-عَنْ اُمِّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبِيْتُ وَجَوَارِيَ مِنَ الرُّوْمِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْاِسْلاَمَ فَلَمْ يُسْلِمْ مِّنَّا غَيْرِيْ وَغَيْرِ اُخْرٰى فَقَالَ اَخْفِضُوْهُمَا وَطَهِّرُوْهُمَا فَكُنْتُ اَخْدُمُ عُثْمَانَ .

১২৬১। উম্মুল মুহাজির (র) বলেন, আমি রূম এলাকায় যুদ্ধবন্দিনী হই। উসমান (রা) আমাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। আমাদের মধ্যে আমি এবং অপর একজন ব্যতীত কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। উসমান (রা) বলেন, এই দুই নারীর খতনা করাও এবং তাদের পবিত্র করো। আমি উসমান (রা)-র খেদমত করতাম।

٦٠١-بَابُ الْخِتَانِ لِلْكَبِيْرِ

৬০১-অনুচ্ছেদ ঃ বড়োদের খতনা করানো।

١٢٦٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ ﷺ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذٰلِكَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً قَالَ سَعِيْدٌ اِبْرَاهِيْمُ اَوَّلُ مَنْ اخْتَتَنَ اَوَّلُ مَنْ اَضَافَ وَاَوَّلُ مَنْ قَصَّ الشَّارِبَ وَاَوَّلُ مَنْ قَصَّ الظُّفَرَ وَاَوَّلُ مَنْ شَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَا قَالَ وَقَارٌ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِيْ وَقَارًا .

১২৬২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইবরাহীম (আ) এক শত বিশ বছর বয়সে খতনা করেন। অতঃপর তিনি আশি বছর জীবিত ছিলেন। সাঈদ (র) বলেন, ইবরাহীম (আ) হলেন খতনাকারী প্রথম ব্যক্তি, তিনিই প্রথম গোঁফ কাটেন, তিনিই প্রথম নখ কাটেন এবং তিনিই প্রথম সাদা চুল (বার্ধক্যের চিহ্ন) দেখেন। তিনি বলেন; হে প্রভু! এটা কি? তিনি বলেন, গাম্ভীর্য ও মর্যাদা। তিনি বলেন ঃ হে প্রভু! আমার গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বর্দ্ধিত করুন (বু, মু, হা, হি)।

١٢٦٣- حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ اَبِى الذَّيَّالِ وكَانَ صَاحِبُ حَدِيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ اَمَا تَعْجَبُوْنَ لِهٰذَا يَعْنِىْ مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ عَمِدَ اِلٰى شُيُوْخٍ مِّنْ اَهْلِ كَسْكَرٍ اَسْلَمُواْ فَفَتَّشَهُمْ فَاَمَرَ بِهِمْ فَخَتَنُواْ وَهٰذَا الشِّتَاءِ فَبَلَغَنِىْ اَنَّ بَعْضَهُمْ مَاتَ وَلَقَدْ اَسْلَمَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الرُّوْمِىُّ وَالْحَبَشِىُّ فَمَا فَتَّشُواْعَنْ شَىْءٍ .

১২৬৩। সালেম ইবনে আবুয যিয়াল (র) বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মালেক ইবনুল মুনযির সম্পর্কে কেন হতবাক হচ্ছো? তিনি কাসকারবাসীদের কতক প্রবীণ লোকের নিকট গেলেন, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তিনি তাদের তদারক করে দেখে তাদের নির্দেশ দিলে তারা খতনা করায়। এটা শীত মৌসুমের ঘটনা। আমি জানতে পারলাম যে, তাদের কতক মারা গেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাবশী, রূমী ইত্যাদি জাতির লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের কোনরূপ তদারক করে দেখা হয়নি (খতনা করেছে কি না)।

١٢٦٤- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَسْلَمَ أُمِرَ بِالْاِخْتِتَانِ وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا .

১২৬৪। ইবনে শিহাব (র) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে সে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাকে খতনা করার নির্দেশ দেয়া হতো।

٦٠٢-بَابُ الدَّعْوَةِ فِى الْوِلاَدَةِ

৬০২–অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর জন্মগ্রহণ উপলক্ষে দাওয়াত।

١٢٦٥- عَنْ بِلاَلِ بْنِ كَعْبٍ الْعَكِّىِّ قَالَ زُرْنَا يَحْىَ بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِىُّ الْفَلَسْطِيْنِىُّ فِىْ قَرْيَتِهِ اَنَا وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَدْهَمَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ قُدَيْدٍ وَمُوْسَى بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَنَا بِطَعَامٍ فَاَمْسَكَ مُوْسٰى وكَانَ صَائِمًا فَقَالَ يَحْىٰ اَمَّنَا فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ كِنَانَةَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يُكْنٰى اَبَا قِرْصَافَةَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَوُلِدَ لاَبِىْ غُلاَمٌ فَدَعَاهُ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ يَصُوْمُ فِيْهِ فَاَفْطَرَ فَقَامَ اِبْرَاهِيْمُ فَكَنَسَهُ بِكِسَائِهِ وَاَفْطَرَ مُوْسٰى قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ قِرْصَافَةَ اسْمُهُ جَنْدَرَةُ بْنُ خَيْشَنَةَ .

১২৬৫। বিলাল ইবনে কাব আল-আক্কী (র) বলেন, আমি, ইবরাহীম ইবনে আদহাম, আবদুল আযীয ইবনে কুদাইদ ও মূসা ইবনে ইয়াসার (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাসান আল-বাকরী আল-ফালাসতিনীর সাথে তার গ্রামে গিয়ে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাদের জন্য খাবার আনলেন।

মূসা রোযাদার হওয়ায় আহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন, চল্লিশ বছর যাবত এই মসজিদে কিনানা গোত্রীয় আবু কিরসাফা (রা) ডাকনামের নবী (স)-এর একজন সাহাবী আমাদের ইমামতি করেন। তিনি এক দিন রোযা রাখেন এবং এক দিন বিরতি দেন। আমার পিতার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাকে দাওয়াত দেন। সেটি ছিল তার রোযা রাখার দিন। তিনি রোযা ভাংলেন। ইবরাহীম (র) উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে তার চাদরখানা উপঢৌকন দেন এবং মূসাও রোযা ভাংগেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু কিরসাফা (রা)-র নাম জানদারা ইবনে খায়শানা।

٦٠٣-بَابُ تَحْنِيْكِ الصَّبِيِّ

৬০৩–অনুচ্ছেদ ঃ শিশুকে মিষ্টিমুখ (তাহ্নীক) করানো।

١٢٦٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ وُلِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ فِىْ عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيْرًا لَهُ فَقَالَ مَعَكَ تَمَرَاتٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَفَا الصَّبِىِّ وَاَوْجَرَهُنَّ اِيَّاهُ فَتَلَمَّظَ الصَّبِىُّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِبُّ الْاَنْصَارِ التَّمْرُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ .

১২৬৬। আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেদিন আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর নিকট গেলাম। নবী (স) তখন আবা পরিহিত অবস্থায় তাঁর একটি উটের শরীর মালিশ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার সাথে খেজুর আছে কি? আমি বললাম, হাঁ। আমি কয়েকটি খেজুর তাঁকে দিলাম। তিনি সেগুলো তাঁর মুখে ভরে চিবালেন, অতঃপর শিশুর মুখ ফাঁক করে তা তার মুখে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগলো। তখন নবী (স) বলেন ঃ খেজুর হলো আনসারদের প্রিয়। তিনি তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ (বু, মু, দা, ই)।

٦٠٤-بَابُ الدُّعَاءِ فِى الْوِلاَدَةِ

৬০৪–অনুচ্ছেদ ঃ সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্য দোয়া করা।

١٢٦٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ يَقُوْلُ لَمَّا وُلِدَ لِىْ اِيَاسُ دَعَوْتُ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَطْعَمْتُهُمْ فَدَعَوْا فَقُلْتُ اِنَّكُمْ قَدْ دَعَوْتُمْ فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا دَعَوْتُمْ وَاِنِّىْ اِنْ اَدْعُوْا بِدُعَاءٍ فَاَمِّنُوْا قَالَ فَدَعَوْتُ لَهُ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ فِىْ دِيْنِهِ وَعَقْلِهِ وَكَذَا قَالَ فَاِنِّىْ لاَتَعَرَّفُ فِيْهِ دُعَاءَ يَوْمَئِذٍ .

১২৬৭। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমার সন্তান ইয়াস জন্মগ্রহণ করলে আমি নবী (স)-এর একদল সাহাবীকে দাওয়াত করে আহার করাই। তারা দোয়া করলেন। আমি বললাম, আপনারা দোয়া করেছেন। আল্লাহ আপনাদের দোয়ার উসীলায় আপনাদের বরকত দান করুন। আমিও এখন কতগুলো দোয়া করবো এবং আপনারা আমীন বলবেন। রাবী বলেন, আমি তার দীনদারি, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তার জন্য অনেক দোয়া করলাম। রাবী বলেন, আমি সেদিনের দোয়ার প্রভাব লক্ষ্য করছি।

٦٠٥-بَابُ مَنْ حَمِدَ اللّٰهَ عِنْدَ الْوِلاَدَةِ اِذَا كَانَ سَوِيًّا وَلَمْ يُبَالِ ذَكَرًا اَوْ اُنْثٰى

৬০৫–অনুচ্ছেদ ঃ ভূমিষ্ঠ শিশু পুত্র বা কন্যা যাই হোক, সুস্থ জন্মগ্রহণ করায় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করলো।

١٢٦٨- عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا وُلِدَ فِيْهِمْ مَوْلُوْدٌ يَعْنِىْ فِىْ اَهْلِهَا لاَ تَسْاَلُ غُلاَمًا وَلاَ جَارِيَةً تَقُوْلُ خُلِقَ سَوِيًّا فَاِذَا قِيْلَ نَعَمْ قَالَتْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১২৬৮। কাছীর ইবনে উবায়েদ (র) বলেন, আয়েশা (রা)-র পরিবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন না যে, তা পুত্র না কন্যা সন্তান। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তা সুঠামদেহী পয়দা হয়েছে তো? যদি হাঁ বলা হতো, তবে তিনি বলতেন, জগতসমূহের প্রভু আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা।

٦٠٦-بَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ

৬০৬–অনুচ্ছেদ ঃ নাভীর নিচের লোম মুণ্ডন করা।

١٢٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ والسِّوَاكِ .

১২৬৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পাঁচটি স্বভাব সম্মত বিষয়। গোঁফ কর্তন করা, নখ কাটা, নাভীর নিচের লোম কামানো, বগলের নিচের লোম উপড়ানো এবং মিসওয়াক করা (বু, মু, দা, তি, না, ই, আ, তহা, হি)।

٦٠٧-بَابُ الْوَقْتِ فِيْهِ

৬০৭–অনুচ্ছেদ ঃ (কোন কাজের জন্য) সময় নির্দ্ধারণ।

١٢٧٠- اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَلِّمُ اَظَافِيْرَهُ فِىْ كُلِّ خَمْسِ عَشَرَةَ لَيْلَةً وَيَسْتَحِدُّ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ .

১২৭০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) প্রতি মাসের পনেরো তারিখে (হাত-পায়ের) নখ কাটতেন এবং প্রতি মাসে ক্ষৌরকার্য করতেন।

٦٠٨-بَابُ الْقِمَارِ

৬০৮–অনুচ্ছেদ ঃ জুয়া খেলা।

١٢٧١- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ قَالَ نَزَلَ بِىْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يُقَالُ اَيْنَ اَيْسَارُ الْجَزُوْرِ فَيَجْتَمِعُ الْعَشَرَةُ فَيَشْتَرُوْنَ الْجَزُوْرَ بِعَشَرَةِ

فَصْلاَنِ اِلَى الْفِصَالِ فَيَجِيْلُوْنَ السِّهَامَ فَتَصِيْرُ لِتِسْعَةٍ حَتّٰى تَصِيْرَ اِلٰى وَاحِدٍ وَيَغْرَمُ الْاٰخَرُوْنَ فَصِيْلاً فَصِيْلاً اِلَى الْفِصَالِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ .

১২৭১। জাফর ইবনে আবুল মুগীরা (র) বলেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) আমার এখানে মেহমান হলেন। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, বলা হতো, উটের জুয়াড়ীগণ কোথায়? তখন দশজন প্রতিযোগী সমবেত হতো এবং জুয়ার উটটির ক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ করতো দশটি উটশাবক। তারা তীরের জুয়ার পাত্রে তীর স্থাপন করে সেটিকে চক্কর দেয়াতো, তাতে একজন বাদ পড়ে নয়জন অবশিষ্ট থাকতো। এভাবে প্রতি চক্করে একজন করে বাদ পড়ে শেষে মাত্র একজন অবশিষ্ট থাকতো এবং সে বিজয়ী হিসাবে তার শাবকসহ অন্যদের নয়টি শাবকও লাভ করতো। এতে নয়জনের প্রত্যেকে একটি করে শাবক লোকসান দিতো। এটাও এক প্রকার জুয়া।

١٢٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ .

১২৭২। ইবনে উমার (রা) বলেন, দাবা খেলাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত (আবু উবায়দ, ইবনে জারীর, আবু হাতিম, শাওকানীর ফাতহুল কাদীর)।

٦٠٩-بَابُ قِمَارِ الدِّيْكِ

৬০৯–অনুচ্ছেদ ঃ মোরগের বাজিও জুয়া।

١٢٧٣- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلَيْنِ اقْتَمَرَا عَلٰى دِيْكَيْنِ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ فَاَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِ الدِّيَكَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَتَقْتُلُ اُمَّةً تُسَبِّحُ فَتَرَكَهَا .

১২৭৩। রবীআ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-র শাসনকালে দুই ব্যক্তি দু'টি মোরগের লড়াইয়ের বাজি ধরে। উমার (রা) মোরগ হত্যার নির্দেশ দেন। এক আনসার ব্যক্তি তাকে বলেন, আপনি কি এমন এক উম্মাতকে হত্যা করবেন যারা (আল্লাহ্‌র) গুণগান করে? অতএব তিনি তার নির্দেশ প্রত্যাহার করেন।

٦١٠-بَابُ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ

৬১০–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি।

١٢٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِىْ حَلْفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

১২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি শপথ করে এবং তার শপথে বলে, লাত ও উয্‌যার শপথ, তবে সে যেন বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন দান-খয়রাত করে (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

٦١١-بَابُ قِمَارِ الْحُمَامِ

৬১১–অনুচ্ছেদ ঃ কবুতরের বাজি ধরা।

١٢٧٥- عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنَّا نَتَرَاهُنُّ بِالْحُمَامَيْنِ فَنَكْرَهُ اَنْ نَّجْعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً تَخُوْفَ اَنْ يَّذْهَبَ بِهِ الْمُحَلِّلُ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ذٰلِكَ مِنْ فِعْلِ الصِّبْيَانِ وَتُوْشِكُوْنَ اَنْ تَتْرُكُوْهُ .

১২৭৫। হুসাইন ইবনে মুসআব (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রা)-কে বললো, আমরা দু'টি কবুতরের বাজিতে শর্ত লাগাই এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে সালিশ মানা অপছন্দ করি। এজন্য যে, পাছে সে-ই তা (বাজির জিনিস) হস্তগত করে নিয়ে যায় কিনা। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এটা তো শিশুসুলভ কাজ। অবশ্যই তোমরা তা ত্যাগ করবে।

٦١٢-بَابُ الْحُدَاءِ لِلنِّسَاءِ

৬১২–অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জন্তুযানে হুদী (উট চালনার) গান।

١٢٧٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَحْدُوْ بِالرِّجَالِ وَكَانَ اَنْجَشَةُ يَحْدُوْ بِالنِّسَاءِ وَكَانَ حَسَنُ الصَّوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سُوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

১২৭৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারাআ ইবনে মালেক (রা) পুরুষ যাত্রীদের হুদী গান শুনাতেন এবং আনজাশা মহিলা যাত্রীদের বাহন হুদী গান গেয়ে চালাতেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। নবী (স) বলেন ঃ হে আনজাশা! ধীরে চালাও। তোমার যে কাঁচের চালান (বু, মু, না, তায়ালিসী)।

٦١٣-بَابُ الْغِنَاءِ

৬১৩–অনুচ্ছেদ ঃ সংগীত।

١٢٧٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ قَالَ الْغِنَاءُ وَاَشْبَاهُهُ .

১২৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "কতক লোক ক্রীড়া-কৌতুকের কথাবার্তা ক্রয় করে" (৩১ ঃ৬) সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ গান-বাজনা ও অনুরূপ জিনিস (তাবারী)

١٢٧٨- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوْا وَالْاَشَرَةُ شَرٌّ قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الْاَشَرَةُ الْعَبَثُ .

১২৭৮। বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, শান্তিতে থাকবে। অসার কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর (ইলা)।

٨٩٣- عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اِلَى الْبَصْرَةِ فَمَا اَتٰى عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ اَنْشَدَنَا فِيْهِ الشِّعْرَ وَقَالَ اِنَّ فِىْ مَعَارِيْضِ الْكَلاَمِ لَمَنْدُوْحَةٌ عَنِ الْكِذْبِ .

৮৯৩। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস শিখখীর (র) বলেন, বসরা যেতে আমি ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা)-র সফরসংগী হলাম। সফরে প্রতি দিনই তিনি আমাদের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, পরোক্ষ বচন মিথ্যাকে এড়ানোর নিরাপদ উপায়।

٦١٤-بَابُ مَنْ لَّمْ يُسَلِّمْ عَلٰى اَصْحَابِ النَّرْدِ

৬১৪–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দাবা খেলায় লিপ্তদের সালাম দেয়নি।

١٢٨٠- عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ الْقَصْرِ فَرَاٰى اَصْحَابَ النَّرْدِ انْطَلَقَ بِهِمْ فَعَقَلَهُمْ مِّنْ غُدْوَةٍ اِلَى اللَّيْلِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّعْقِلُ اِلَى نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ الَّذِىْ يَعْقِلُ اِلَى اللَّيْلِ الَّذِيْنَ يُعَامِلُوْنَ بِالْوَرِقِ وَكَانَ الَّذِىْ يَعْقِلُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ الَّذِيْنَ يَلْهُوْنَ بِهَا وَكَانَ يَاْمُرُ اَنْ لاَّ يُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ .

১২৮০। ফুদাইল ইবনে মুসলিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বাবুল কাসর থেকে বের হলে তিনি দাবা খেলোয়াড়দের দেখতে পান। তিনি তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আটক রাখেন। তাদের মধ্যে কতককে তিনি দুপুর পর্যন্ত আটক রাখেন। রাবী বলেন, যারা অর্থের আদান-প্রদানের ভিত্তিতে খেলেছিল, তিনি তাদের রাত পর্যন্ত আটক রাখেন, আর যারা এমনি খেলেছিল তাদেরকে দুপুর পর্যন্ত আটক রাখেন। তিনি নির্দেশ দিতেন, লোকজন যেন তাদেরকে সালাম না দেয়।

٦١٥-بَابُ اِثْمِ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ

৬১৫–অনুচ্ছেদ ঃ দাবা খেলোয়াড়ের পাপ।

١٢٨١- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১২৮১। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো (দা, ই, আ, দার, হা, হি)।

١٢٨٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُوْمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا فَاِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرِ .

১২৮২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সাবধান! তোমরা এই চতুর্ভুজ টুকরাদ্বয় পরিহার করো, যা নিক্ষেপ করা হয়। কারণ এই দু'টি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত (আ ৪২৬৩)।

١٢٨٣- عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ .

১২৮৩। আবু বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে যেন তার হাত শূকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করলো (মু, দা, ই, মা)।

١٢٨٤- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

১২৮৪। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো (দা, ই, আ, দার, হা, হি)।

٦١٦-بَابُ الْأَدَبِ وَإِخْرَاجِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ وَأَهْلَ الْبَاطِلِ

৬১৬-অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দাবা খেলোয়াড় ও বাতিলপন্থীদের উচ্ছেদ করা।

١٢٨٥- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا .

১২৮৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার পরিবারের কাউকে দাবা খেলায় লিপ্ত দেখতে পেলে তাকে প্রহার করতেন এবং দাবার সরঞ্জাম ভেঙ্গে ফেলতেন (মা)।

١٢٨٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا عِنْدَهُمْ نَرْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَّمْ تُخْرِجُوهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ دَارِي وَأَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ .

১২৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন যে, তার বাড়িতে বসবাসকারী এক পরিবারের নিকট দাবা খেলার সরঞ্জাম আছে। তিনি লোক মারফত বলে পাঠান, তোমরা যদি তা বের করে ফেলে না দাও তবে আমি অবশ্যই আমার বাড়ি থেকে তোমাদের উচ্ছেদ করবো। তিনি তাদের এই আচরণ কঠোরভাবে অপছন্দ করেন।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومِ ابْنِ جَبْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَنِي عَنْ رِجَالٍ مِّنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ بِلُعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا النَّرْدَشِيرُ وَكَانَ أَعْسَرُ قَالَ اللَّهُ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلَّا عَاقَبْتُهُ فِي شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ لِمَنْ أَتَانِي بِهِ .

১২৮৭। রবীআ ইবনে কুলসূম (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, ইবনুয যুবাইর (রা) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, হে মক্কাবাসীগণ! আমি জানতে পারলাম যে, কুরাইশ বংশের কতক লোক দাবা খেলায় লিপ্ত আছে। এটা ছিল অত্যন্ত কঠোর ব্যাপার। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় মদ ও জুয়া ..." (সূরা মাইদা ঃ ৯০)। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, কোন দাবা খেলোয়াড়কে গ্রেপ্তার করে আনা হলে আমি অবশ্যই তার প্রতিটি পশমে ও চামড়ায় কঠোর শাস্তি দিবো এবং যে তাকে গ্রেপ্তার করে আনবে আমি তাকে তার মালপত্র দিয়ে দিবো।

١٢٨٨- حَدَّثَنِيْ يَعْلَى ابْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ فِي الَّذِيْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ قِمَاراً كَالَّذِيْ يَاْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَالَّذِيْ يَلْعَبُ بِهِ غَيْرَ الْقِمَارِ كَالَّذِيْ يَغْمِسُ يَدَهُ فِيْ دَمِ الْخِنْزِيْرِ وَالَّذِيْ يَجْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا كَالَّذِيْ يَنْظُرُ اِلَى لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ .

১২৮৮। ইয়ালা ইবনে মুররা (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বাজি ধরে দাবা খেলে সে শূকরের গোশত ভক্ষণকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি বাজি না ধরে দাবা খেলে সে শূকরের রক্তে হাত রঞ্জিতকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে বসে তাদের খেলা দেখে সে শূকরের গোশতের দিকে তাকিয়ে থাকা ব্যক্তির সমতুল্য।

١٢٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اَللاَّعِبُ بِالْفَصَّيْنِ قِمَاراً كَاٰكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ وَاللاَّعِبِ بِهِمَا غَيْرَ قِمَارٍ كَالْغَامِسِ يَدَهُ فِيْ دَمِ خِنْزِيْرٍ .

১২৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, বাজি ধরে দু'টি গুটি দ্বারা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের গোশত ভক্ষণকারীর সমতুল্য এবং বাজিবিহীন খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের রক্তে হাত ডুবানো ব্যক্তিতুল্য।

٦١٧-بَابُ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

৬১৭–অনুচ্ছেদ ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

١٢٩٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .

১২৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না (বু, মু, দা, ই, আ)।

٦١٨-بَابُ مَنْ رَمٰى بِاللَّيْلِ

৬১৮–অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা যে ব্যক্তি তীরন্দাজি করে।

١٢٩١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا .

১২৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা আমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (আ, হি, তহা)।

١٢٩٢-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১২৯২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (মু, তহা)।

١٢٩٣-عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ٠

১২৯৩। আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (বু, মু)।

٦١٩-بَابُ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً

৬১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় তাঁর কোন বান্দার মৃত্যুদান করতে চাইলে তথায় যাওয়ার জন্য তার একটি প্রয়োজন সৃষ্টি করেন।

١٢٩٤- عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ وكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً .

১২৯৪। আবুল মালীহ (র) থেকে তার গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত, যিনি নবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কোন বান্দার মৃত্যুদান করতে চাইলে সেখানে (যাওয়ার জন্য) তার একটি প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (তি, আ, হা, হি)।

٦٢٠-بَابُ مَنْ امْتَخَطَ فِىْ ثَوْبِهِ

৬২০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ পরিধেয় বস্ত্রে নাকের ময়লা মোছে।

١٢٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ تَمَخَّطَ فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ بَخٍ بَخٍ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِى الْكَتَانِ رَاَيْتُنِىْ اُصْرَعُ بَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالْمِنْبَرِ يَقُوْلُ النَّاسُ مَجْنُوْنٌ وَمَا بِىْ اِلاَّ الْجُوْعُ .

১২৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পরিধেয় বস্ত্রে নাক পরিষ্কার করার পর বলেন, বাহ, বাহ! আবু হুরায়রা কাতান কাপড়ে নাক পরিষ্কার করছে। আমি নিজেকে আয়েশা (রা)-র ঘর ও মসজিদে নববীর মিম্বারের মধ্যস্থলে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। লোকে বলতো, পাগল (হয়ে গেছে)। ক্ষুধার যন্ত্রণায়ই আমার এই অবস্থা হয়েছিল (বু, তি)।

٦٢١-بَابُ الْوَسْوَسَةِ

৬২১-অনুচ্ছেদ ঃ মনের মধ্যে সৃষ্ট কুমন্ত্রণা।

١٢٩٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا شَيْئًا مَا نُحِبُّ اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ وَاَنَّ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ اَوَقَدْ وَجَدْتُّمْ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ .

১২৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মনের মধ্যে এমন কিছু চিন্তার উদ্রেক হয় যা সূর্য উদিত হওয়ার পরিধির মধ্যকার (মূল্যবান) সবকিছুর বিনিময়েও কথায় প্রকাশ করা আমরা মোটেও সমীচীন মনে করি না। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি তা অনুভব করো? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এটিই ঈমানের সুস্পষ্ট পরিচয় (মু, দা, হি)।

١٢٩٧- عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَخَالِيْ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَنَا يَعْرِضُ فِيْ صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ اٰخِرَتُهُ وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ قَالَ فَكَبَّرَتْ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ اَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا فَاِنَّهُ لَنْ يَّحِسَّ ذٰلِكَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ .

১২৯৭। শাহ্‌র ইবনে হাওশাব (র) বলেন, আমি ও আমার মামা আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। মামা বলেন, আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছুর উদ্রেক হয়, সে তা ব্যক্ত করলে তার আখেরাত ধ্বংস হয়ে যায় এবং তা প্রকাশ পেলে সেজন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) তিনবার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি করার পর বলেন, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কারো অন্তরে তা অনুভব করলে সে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। মুমিন ব্যক্তিই এটা অনুভব করে থাকে।

١٢٩٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّبْرَحَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتّٰى يَقُوْلُوْا اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ .

১২৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যা হয়নি সে সম্পর্কে লোকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে থাকবে। শেষে সে বলবে, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। তবে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে (বু, মু)?।

٦٢٢-بَابُ الظَّنِّ

৬২২-অনুচ্ছেদ ঃ অলীক ধারণা-অনুমান।

١٢٩٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا .

১২৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ধারণা-অনুমান সম্পর্কে তোমরা সাবধান হও। কারণ অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পর গোয়েন্দাগিরি করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না, অসাক্ষাতে দোষচর্চা করো না, হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও (বু, মু, তি, ই, আ, হি)।

١٣٠٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ مَعْ امْرَاَةٍ مِّنْ نِّسَائِهِ اِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا فُلاَنُ هٰذِهِ زَوْجَتِيْ فُلاَنَةُ قَالَ مَنْ كُنْتُ اَظُنُّ بِهِ فَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّ بِكَ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ .

১৩০০। আনাস (রা) বলেন, একদা নবী (স) তাঁর কোন এক স্ত্রীর সাথে ছিলেন। তখন তাঁর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করলো। নবী (স) তাকে ডেকে বলেন ঃ হে অমুক! ইনি আমার স্ত্রী অমুক। সে বললো, আমি হয়তো কারো সম্পর্কে ধারণা-অনুমান করতে পারি, কিন্তু আপনার সম্পর্কে কখনো ধারণা-অনুমানে লিপ্ত হই না। তিনি বলেন ঃ শয়তান রক্তপ্রবাহের মত মানুষের ভেতরে বিচরণ করে (দা)।

١٣٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا يَزَالُ الْمَسْرُوْقُ مِنْهُ يَتَظَنَّى حَتّٰى يَصِيْرَ اَعْظَمَ مِنَ السَّارِقِ .

১৩০১। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যার জিনিস চুরি হয়ে যায় সে ধারণা-অনুমান করতে করতে চোরের চেয়েও অগ্রসর হয়ে যায়।

١٣٠٢- عَنْ بِلاَلِ بْنِ سَعْدِ الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلٰى اَبِي الدَّرْدَاءِ اُكْتُبْ اِلَيَّ فُسَّاقَ دِمَشْقَ فَقَالَ مَا لِيْ وَفُسَّاقُ دِمَشْقَ وَمِنْ اَيْنَ اَعْرِفُهُمْ فَقَالَ ابْنُهُ بِلاَلٌ اَنَا اَكْتُبُهُمْ فَكَتَبَهُمْ قَالَ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ مَا عَرَفْتَ اَنَّهُمْ فُسَّاقٌ اِلاَّ وَاَنْتَ مِنْهُمْ اِبْدَاْ بِنَفْسِكَ وَلَمْ يُرْسِلْ بِاَسْمَائِهِمْ .

১৩০২। বিলাল ইবনে সাদ আল-আশআরী (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) আবু দারদা (রা)-কে লিখে পাঠান ঃ দামিশকের দুষ্কৃতিকারীদের সম্পর্কে আমাকে লিখে পাঠান। তিনি বলেন, আমার সাথে দামিশকের দুষ্কৃতিকারীদের কি সম্পর্ক? আর আমি কোথায় বা তাদের চিনবো? তার পুত্র বিলাল বলেন, আমি তাদের সম্পর্কে লিখবো। অতএব তিনি তাদের তালিকা তৈরি করেন। আবু দারদা (রা) জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে তুমি জানতে পারলে? তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেই কেবল দুষ্কৃতিকারী সম্পর্কে জানতে পারবে। অতএব তোমার নামটি দিয়ে (তালিকা) শুরু করো। তিনি তাদের নাম কখনো পাঠাননি।

٦٢٣-بَابُ حَلْقِ الْجَارِيَةِ وَالْمَرْاَةِ زَوْجَهَا

৬২৩–অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসী বা স্ত্রী তার স্বামীর মাথার চুল কামাতে পারে।

١٣٠٣- حَدَّثَنِيْ سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَجَارِيَةٌ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَقَالَ النُّوْرَةُ تَرِقُّ الْجِلْدَ .

১৩০৩। সুকাইন ইবনে আবদুল আযীয ইবনে কায়েস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। তখন এক বাঁদী চুল কামাচ্ছিল। তিনি বলেন, চুন চামড়াকে নরম করে (তাবারানী)।

٦٢٤-بَابُ نَتْفِ الابِطِ

৬২৪–অনুচ্ছেদ ঃ বগলের লোম উপড়ানো।

١٣٠٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْاَسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْابِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ .

১৩০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ স্বভাব সুলভ জিনিস পাঁচটি। খতনা করা, নাভীর নিচের লোম কামানো, বগলের লোম উপড়ানো, গোঁফ খাটো করা এবং নখ কাটা (বু, না, তি)।

١٣٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

১৩০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ পাঁচটি জিনিস স্বভাব সুলভ। খতনা করা, নাভির নিচের লোম কামানো, নখ কাটা, বগলের নিচের লোম উপড়ানো এবং গোঁফ খাটো করা।

١٣٠٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ خَمْسٌ مِّنِ الْفِطْرَةِ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْابِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ .

১৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। পাঁচটি জিনিস স্বভাব সুলভ। নখ কাটা, গোঁফ খাটো করা, বগলের লোম উপড়ানো, নাভীর নিচের লোম কামানো এবং খতনা করা (তহা)।

٦٢٥-بَابُ حُسْنِ الْعَهْدِ

৬২৫–অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম ব্যবহার।

١٣٠٧- حَدَّثَنِى اَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ اَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيْرِ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ قُلْتُ مَنْ هٰذِهِ قِيْلَ هٰذِهِ اُمُّهُ الَّتِىْ اَرْضَعَتْهُ .

১৩০৭। আবুত তুফাইল (রা) বলেন, আমি বাল্যকালে জি'রানা নামক স্থানে নবী (স)-কে গোশত বণ্টন করতে দেখেছি। আমি উটের এক এক টুকরা গোশত বহন করে আনতাম। এই অবস্থায় তাঁর নিকট এক মহিলা আসেন। তিনি তার জন্য নিজের চাদরখানা লেছে দেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হলো, ইনি নবী (স)-এর দুধমাতা (দা, হা)।

٦٢٦-بَابُ الْمَعْرِفَة

৬২৬-অনুচ্ছেদ ঃ আলাপ-পরিচয়।

١٣٠٨- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَجُلٌ أَصْلَحَ اللّٰهُ الْأَمِيْرَ اِنَّ اٰذِنَكَ يَعْرِفُ رِجَالاً فَيُؤْثِرُهُمْ بِاِذْنٍ قَالَ عَذَرَهُ اللّٰهُ اِنَّ الْمَعْرِفَةَ لَتَنْفَعُ عِنْدَ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ وَعِنْدَ الْجَمَلِ الصَّئُوْلِ .

১৩০৮। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ আমীরের অবস্থা সংশোধন করুন। আপনার দ্বাররক্ষী সাক্ষাতপ্রার্থী কতক লোককে চিনে এবং সে তাদের অগ্রাধিকার দেয়। আমীর জবাব দেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। পূর্ব-পরিচয় তো হিংস্র কুকুর ও খ্যাপা উটের সামনেও উপরাকী প্রমাণিত হয়।

٦٢٧-بَابُ لَعْبِ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ

৬২৭-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের আখরোট দিয়ে খেলা করা।

١٣٠٩- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ اَصْحَابُنَا يُرَخِّصُوْنَ لَنَا فِى اللُّعَبِ كُلِّهَا غَيْرَ الْكِلاَبِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ لِلصِّبْيَانِ .

১৩০৯। ইবরাহীম (র) বলেন, আমাদের মুরব্বীগণ আমাদেরকে কুকুরের খেলা ব্যতীত যে কোন খেলাধুলা করার অনুমতি দিতেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, অর্থাৎ শিশুদেরকে।

١٣١٠-عَنْ اَبِىْ عُقْبَةَ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَرَّةً بِالطَّرِيْقِ فَمَرَّ بِغِلْمَةٍ مِّنَ الْحَبَشِ فَرَاٰهُمْ يَلْعَبُوْنَ فَاَخْرَجَ دِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمْ .

১৩১০। আবু উকবা (র) বলেন, একবার আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি কতক আবিসিনীয় বালককে অতিক্রম করলেন, যাদের তিনি খেলাধুলায় মত্ত দেখলেন। তিনি দু'টি দিরহাম (রূপার মুদ্রা) বের করে তাদের দিলেন।

١٣١١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُسَرِّبُ اِلَىَّ صَوَاحِبِىْ يَلْعَبْنَ بِاللُّعَبِ الْبَنَاتِ الصِّغَارِ .

১৩১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমার খেলার সাথীদের আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তারা খেলনা অর্থাৎ ক্ষুদ্র পুতুল নিয়ে খেলতো (বু, মু)।

٦٢٨-بَابُ ذَبْحِ الْحَمَامِ

৬২৮–অনুচ্ছেদ ঃ কবুতর যবেহ করা।

١٣١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً قَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً .

১৩১২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখলেন। তিনি বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে (দা, ই, আ)।

١٣١٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ لاَ يَخْطُبُ جُمُعَةً اِلاَّ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ .

১৩১৩। হাসান (র) বলেন, উসমান (রা) জুমুআর নামাযের খুতবা দিলেই তাতে কুকুর হত্যা করার এবং কবুতর যবেহ করার নির্দেশ দিতেন (মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক)।

١٣١٤-عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَاْمُرُ فِىْ خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ .

১৩১৪। হাসান (র) বলেন, আমি উসমান (রা)-কে তাঁর ভাষণে কুকুর নিধনের এবং কবুতর যবেহ করার নির্দেশ দিতে শুনেছি (ঐ বরাত)।

٦٢٩-بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَهُوَ اَحَقُّ اَنْ يَّذْهَبَ اِلَيْهِ

৬২৯–অনুচ্ছেদ ঃ যার প্রয়োজন আছে সে-ই যাবে।

١٣١٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ يَسْتَاْذِنُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَاَذِنَ لَهُ وَرَاْسُهُ فِىْ يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تَرَجِّلُهُ فَنَزَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ دَعْهَا تَرَجُّلُكَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَرْسَلْتَ اِلَىَّ جِئْتُكَ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّمَا الْحَاجَةُ لِىْ .

১৩১৫। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার নিকট এসে (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চান। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তখন তার মাথা তার বাঁদীর হাতে ছিল এবং সে তাতে চিরুনী করছিল। তিনি তার মাথা সরিয়ে নিলেন। উমার (রা) তাকে বলেন, তাকে অপনার মাথায় চিরুনী করতে দিন। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি লোক পাঠালে আমিই তো আপনার নিকট যেতে পারতাম। উমার (রা) বলেন, প্রয়োজনটা তো আমার (বায়হাকীর সুনানুল কুবরা)।

٦٣٠-بَابُ اذَا تَنَخَّعَ وَهُوَ مَعَ الْقَوْمِ

৬৩০–অনুচ্ছেদ ঃ জনসমাবেশের ভেতরে থুথু ফেলার নিয়ম।

١٣١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدَىِ الْقَوْمِ فَلْيُوارِ بِكَفَّيْهِ حَتّٰى تَقَعَ نُخَاعَتُهُ الَى الْاَرْضِ وَاذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ الصَّوْمِ .

১৩১৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কেউ লোকজনের মধ্যে (অবস্থানকালে) থুথু ফেললে তা হাত দিয়ে আড়াল করে রাখবে, যাবত না তা মাটিতে পতিত হয়। কেউ রোযা রাখলে যেন (দেহে) তৈল মাখে, যাতে তার চেহারায় রোযার আলামত না দেখা যায়।

٦٣١-بَابُ اذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ لاَ يَقْبَلُ عَلٰى وَاحِدٍ

৬৩১–অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি একদল লোকের সাথে কথা বলার সময় একজনকে লক্ষ্য করে বলবে না।

١٣١٧- عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ كَانُوْا يُحِبُّوْنَ اذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ اَنْ لاَّ يُقْبِلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَلٰكِنْ لِيُعَمَّهُمْ .

১৩১৭। হাবীব ইবনে আবু সাবিত (র) বলেন, তারা (সাহাবীগণ) এটাই পছন্দ করতেন যে, কোন ব্যক্তি কথা বললে কেবল একজনের সামনাসামনি হয়ে কথা বলবে না, বরং সকলকে সম্বোধন করবে।

٦٣٢-بَابُ فُضُوْلِ النَّظْرِ

৬৩২–অনুচ্ছেদ ঃ অবাঞ্ছিত দৃষ্টিপাত।

١٣١٨- عَنِ ابْنِ اَبِى الْهُذَيْلِ قَالَ عَادَ عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلاً وَمَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِه فَلَمَّا دَخَلَ الدَّارَ جَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تُنْفَقَاتْ عَيْنَاكَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ .

১৩১৮। ইবনে আবুল হুযাইল (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) তার সাথীদের একজনকে সাথে নিয়ে এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান। তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে তার সাথের লোকটি এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তোমার চোখ দু'টি ফুঁড়ে দেয়া হতো তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হতো।

١٣١٩- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ دَخَلُوْا عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَاَوْا عَلٰى خَادِمٍ لَهُمْ طَوْقًا مِّنْ ذَهَبٍ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ الٰى بَعْضٍ فَقَالَ مَا اَفْطَنُكُمْ لِلشَّرِّ .

১৩১৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইরাকবাসী একদল লোক ইবনে উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়। তারা তাদের এক খাদেমের নিকট একটি সোনার বেড়ি দেখতে পেলো। তাতে তারা পরস্পরের প্রতি তাকালো। ইবনে উমার (রা) বলেন, খারাপ কাজের জন্য তোমাদের কি ধুর্তামি।

٦٣٣-بَابُ فُضُوْلِ الْكَلاَمِ

৬৩৩–অনুচ্ছেদ ঃ অনর্থক কথাবার্তা।

١٣٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ خَيْرَ فِىْ فُضُوْلِ الْكَلاَمِ .

১৩২০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অনর্থক কথাবার্তায় কোন কল্যাণ নাই।

١٣٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شِرَارُ اُمَّتِى الثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ وَخِيَارُ اُمَّتِىْ اَحَاسِنُهُمْ اَخْلاَقًا .

১৩২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমার উম্মাতের নিকৃষ্ট লোক হলো যারা বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে স্ফীত। আর আমার উম্মাতের উত্তম হলো তাদের মধ্যকার উত্তম চরিত্রের লোক (তি, আ)।

٦٣٤-بَابُ ذِى الْوَجْهَيْنِ

৬৩৪–অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিমুখী চরিত্রের লোক।

١٣٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ .

১৩২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ দ্বিমুখী চরিত্রের লোক মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। সে এদের নিকট এক রূপ নিয়ে এবং ওদের নিকট ভিন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয় (বু, মু, আন, হি)।

٦٣٥-بَابُ اِثْمِ ذِى الْوَجْهَيْنِ

৬৩৫–অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের পাপ।

١٣٢٣- عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارٍ فَمَرَّ رَجُلٌ كَانَ ضَخْمًا قَالَ هٰذَا مِنْهُمْ .

১৩২৩। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী চরিত্রের, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দুইটি মুখ হবে। এ সময় এক স্থূলকায় ব্যক্তি সেখান দিয়ে গেলে তিনি বলেন ঃ এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত (দা, দার, হি)।

٦٣٦-بَابُ شَرِّ النَّاسِ مَنْ يُتَّقَى شَرُّهُ

৬৩৬–অনুচ্ছেদ ঃ অনিষ্টের ভয়ে যাকে পরিহার করা হয় সে নিকৃষ্ট।

١٣٢٤- عَنْ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ الَّذِىْ قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ الْكَلاَمَ قَالَ اَىْ عَائِشَةُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

১৩২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বলেনঃ তাকে অনুমতি দাও, বংশের নিকৃষ্ট লোক। সে প্রবেশ করলে তিনি তার সাথে নম্র ব্যবহার করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা মন্তব্য করার তো করলেন, অতঃপর নম্র ভাষায় কথা বললেন। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! যার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ তাকে ত্যাগ করে, সে নিকৃষ্ট লোক (বু, মু)।

٦٣٧-بَابُ الْحَيَاءِ

৬৩৭–অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা।

١٣٢٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَيَاءُ لاَ يَاْتِىْ الاَّ بِخَيْرٍ فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوْبٌ فِى الْحِكْمَةِ اِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَاراً اِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِىْ عَنْ صَحِيْفَتِكَ .

১৩২৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ লজ্জাশীলতা কল্যাণই বয়ে আনে। বাশীর ইবনে কাব (র) বলেন, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, লজ্জাশীলতার মধ্যে রয়েছে গাম্ভীর্য, লজ্জাশীলতার মধ্যে রয়েছে প্রশান্তি। ইমরান (রা) তাকে বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস শুনাচ্ছি। আর তুমি তোমার কিতাব থেকে বর্ণনা করছো (বু, মু, তাবারানী)।

١٣٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرِنَا جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ.

১৩২৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, লজ্জাশীলতা ও ঈমান সম্পূর্ণ একই প্রকৃতির। এদের একটি তুলে নেয়া হলে অপরটি দূরীভূত হয়ে যায় (হা)।

٦٣٨-بَابُ الْجَفَاءِ

৬৩৮–অনুচ্ছেদ ঃ যুলুম-নির্যাতন।

١٣٢٧- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارْ .

১৩২৭। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ লজ্জা-সম্ভ্রম ঈমানের অংগ, আর ঈমানের (মুমিনের) স্থান বেহেশতে। নির্লজ্জতা ও অসভ্যতা যুলুমের অংগ, আর যুলুমের (যালেমের) স্থান হলো দোযখে (তি, ই, তাহা, হা, হি)।

١٣٢٨-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيْمُ الْعَيْنَيْنِ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ كَاَنَّمَا يَمْشِىْ فِىْ صُعُدٍ اِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا .

১৩২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হানাফিয়্যা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) ছিলেন হৃষ্টপুষ্ট মাথাবিশিষ্ট এবং ডাগর চোখবিশিষ্ট। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন তিনি উচ্চ স্থানে আরোহণ করছেন। তিনি কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পূর্ণদেহে সেদিকে ফিরতেন (আ ৬৮৪, তি, শা)।

٦٣٩-بَابُ اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

৬৩৯–অনুচ্ছেদ ঃ তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যাচ্ছে তাই করতে পারো।

١٣٢٩- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

১৩২৯। আবু মাসঊদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ পূর্বকালের নবীগণের বাণীসমূহের মধ্যে মানুষ যেটি লাভ করেছে তা হলো, "তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো" (বু)।

٦٤٠-بَابُ الْغَضَبِ

৬৪০–অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধ।

١٣٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

১৩৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ প্রকৃত বলবান বীর পুরুষ সে নয় যে কুস্তিতে কাউকে ধরাশায়ী করে। আসল বীরপুরুষ হলো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে (বু, মু, দা, আ, আন)।

١٣٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا مِنْ جَرْعَةٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَجْرًا مِّنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ

১৩৩১। ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের বাসনায় তার ক্রোধের ঢোক গলাধঃকরণ (সংবরণ) করলে, আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াবের দিক থেকে তার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোন ঢোক নাই (আ)।

٦٤١-بَابُ مَا يَقُوْلُ اذَا غَضِبَ

৬৪১–অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় কি বলবে?

١٣٢٢- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ هٰذَا عَنْهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَامَ رَجُلٌ اِلٰى ذَاكَ الرَّجُلِ فَقَالَ تَدْرِىْ مَا قَالَ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَمَجْنُوْنًا تَرَانِىْ .

১৩৩২। সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে পরস্পর গালিগালাজ করে। তাতে তাদের একজন ক্রোধান্বিত হওয়ায় তার মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। নবী (স) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ আমি অবশ্যই এমন একটি বাক্য জানি যা সে বললে নিশ্চয় তার এই রাগ চলে যাবে। তা হলো ঃ "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" (আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)। তখন এক ব্যক্তি উঠে ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললো, তুমি কি জানো, নবী (স) কী বলেছেন? তিনি বলেছেন ঃ তুমি বলো, "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম"। লোকটি বললো, তুমি কি আমাকে পাগল ঠাওরিয়েছো!

١٣٣٣- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ النَّبِىِّ ﷺ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ فَاَحَدُهُمَا اَحْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ وَهَلْ بِىْ مِنْ جُنُوْنٍ .

১৩৩৩। সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে বসা ছিলাম। দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাতে তাদের একজনের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো এবং তার শিরা- উপশিরা ফুলে গেলো। নবী (স) বলেন ঃ অবশ্যই আমি এমন একটি কথা জানি, সে তা উচ্চারণ করলে নিশ্চয় তার রাগ চলে যাবে। লোকজন ঐ লোকটিকে বললো, নিশ্চয় নবী (স) বলেছেন ঃ তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো। সে বললো, আমি কি পাগল হয়ে গেছি (বু, মু)।

٦٤٢-بَابُ يَسْكُتُ اذَا غَضِبَ

৬৪২–অনুচ্ছেদ ঃ কারো রাগ উঠলে চুপ হয়ে যাবে।

١٣٣٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ مَرَّتَيْنِ .

১৩৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দীনকে সহজভাবে তুলে ধরো। তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দীনকে সহজভাবে তুলে ধরো। তিনি একথা তিনবার বলেন। তুমি ক্রোধান্বিত হলে নীরবতা অবলম্বন করো। কথাটি তিনি দুইবার বলেন (আ, তায়ালিসী)।

٦٤٣-بَابُ اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا

৬৪৩–অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুর সাথে ভালোবাসার আতিশয্য দেখাবে না।

١٣٣٥- عَنْ عَلِىٍّ يَقُوْلُ لاِبْنِ الْكَوَّاءِ هَلْ تَدْرِىْ مَا قَالَ الْاَوَّلُ اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا وَابْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا .

১৩৩৫। আলী (রা) ইবনুল কাওয়াকে বলেন, তুমি কি জানো, প্রথম ব্যক্তি কি বলেছেন? তোমার বন্ধুকে সংগত সীমা পর্যন্ত ভালোবাসো। অসম্ভব নয় যে, সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যেতে পারে। তোমার শত্রুর সাথে তোমার শত্রুতাকে সীমিত রাখো। অসম্ভব নয় যে, সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যেতে পারে (তি ১৯৪৭)।

٦٤٤-بَابُ لاَ يَكُنْ بُغْضُكَ تَلَفًا

৬৪৪–অনুচ্ছেদ ঃ তোমার ঘৃণা যেন ধ্বংসের কারণ না হয়।

١٣٣٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا وَلاَ بُغْضُكَ تَلَفًا فَقُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ اِذَا اَحْبَبْتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبِىِّ وَاِذَا اَبْغَضْتَ اَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلَفَ .

১৩৩৬। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, তোমার ভালোবাসা যেন কৃত্রিম না হয় এবং তোমার ঘৃণা যেন ধ্বংসকামী না হয়। আমি (রাবী) বললাম, তা কিভাবে হতে পারে? তিনি বলেন, তুমি যখন ভালোবাসো তখন শিশুর মত হয়ে যাও এবং যখন তুমি ঘৃণা করো তখন তোমার সাথীর (প্রতিপক্ষের) ধ্বংস কামনা করো (এরূপ যেন না হয়) (মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক)।

সমাপ্ত